শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৪০৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৪০৫
২৮ গোবিন্দ, ৫১২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, রবিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ | ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠার পর]

সভ্য সমাজ সভ্যতার ক্রমিক উন্নতিক্রমে যে সকল তত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের সেই সকল কথা শ্রবণ ক'রতে পারলে অর্থাৎ সভ্যতার ইতিহাস—সভ্যতার ঘাত-প্রতিঘাত—সভ্যতার সংঘর্ষে নানাপ্রকার সমস্যার সাময়িক সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল ব্যক্তি পারদর্শিতা লাভ ক'রেছেন, তাঁ'দের মুখে সে-সকল কথা শ্রবণ ক'রে আমরা অল্পায়াসে সুদূর অতীতকালের সভ্যতা, অভিজ্ঞতা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতিকে আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার দ্বারে অতিথিরূপে বরণ ক'র্তে পারি। যিনি ঐ সকল অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তিনি শিক্ষক বা কীর্ত্তনকারী, আর যিনি অভিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি শিক্ষাকারী বা শ্রবণকারী। এইরূপ অভিজ্ঞতার কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাগতিক শিক্ষাস্রোত দিন দিন উন্নতির পথে প্রধাবিত হচ্ছে, আমরা মনে করি। ইহাতে উদাসীন হ'লে সমাজের শুভানুধ্যায়িগণ আমাদিগকে অলস ও জগতের অমঙ্গলকামী ব'লে মনে করেন ; কিন্তু আমাদের এরূপ শিক্ষাধারা, এরূপ অভিজ্ঞানের কীর্ত্তন-শ্রবণ-প্রণালী এবং অভিজ্ঞতা-বিদ্যাতুঙ্গে অধিরোহণই কি চরম কথা ? অনিত্য শিক্ষা ও নিত্য শিক্ষা-বিবেক কি সুদূরদর্শী মানব-বিচারের বিষয় হ'বে না ? কেবল অল্পকালের অভিজ্ঞানে সাময়িক শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ব—তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ ক'র্‌ব, এরূপ বিচারে আবদ্ধ থাকাই কি মানবের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ? মনুষ্যজাতি যা'র জন্য খুব ব্যস্ত, সেই বিদ্যা, আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লেই নির্ব্বাপিত হ'য়ে পড়ে। এজন্য উপনিষৎ ব'লেছেন,—"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কালের গতি অন্য প্রকার। বর্ত্তমানকালের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয় যে, পরা বিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্যে পারদর্শিতা-লাভই যেন বিদ্যার সার্থকতা ! এরূপ বিচার আধ্যক্ষকতা মাত্র।

বিষয় গ্রহণে অসম্পূর্ণতা হ'তেই ওরূপ আধ্যক্ষিকতা-অমরা-পুরীর সোপান নির্ম্মিত হ'য়েছে।

১৩১১ সালে যখন আমি এখানে প্রথমে এসে বাস ক'র্‌তে আরম্ভ করি, তখন স্থানীয় লোকের শিক্ষার জন্য যত্ন ক'রেছিলাম ; পরা শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, প্রাথমিকী শিক্ষা—আধ্যক্ষকী শিক্ষার বিষয়েও এ প্রদেশের লোকের আগ্রহ এত কম দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে, আমাকে সেরূপ যত্ন হ'তে ক্ষান্ত হ'তে হ'য়েছিল। পরা বিদ্যার আলোচনার জন্য চার বৎসর পূর্ব্বে যত্ন ক'রেছিলাম—প্রাচীন পারমার্থিক গ্রন্থ এবং পারমার্থিক শাস্ত্র, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনার জন্য একটি প্রকৃত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হউক, এজন্য যত্ন ক'রেছিলাম ; কিন্তু সাধারণের সংস্কৃত ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্র কণ্ঠস্থ-করণ কিম্বা ক'একখানা প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থে অধিকারলাভই অধিকতর আগ্রহের বস্তু অথবা ন্যায়-তীর্থ প্রভৃতি উপাধি-লাভই তা'দের আশার শেষ সীমা বা পরমপুরুষার্থরূপে বিচার দেখ্‌তে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষের বশবর্ত্তী হ'য়ে এরূপ প্রযত্ন ক'রেছিলাম, আমি যা' ইচ্ছা ক'রেছিলাম, সে ফল লাভ হয় নাই। অধিক কি, অনেকেই সেই উদ্দেশ্যের তাৎপর্য্যটিও গ্রহণ কর্‌বার মত যোগ্যতা লাভ করেন নাই। দেশের অবস্থা এরূপ !

মার্কিণ দেশে, য়ুরোপের নানাস্থানে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা-মন্দির রচিত হ'য়েছে ও হ'চ্ছে ; কিন্তু এসকল শিক্ষা-মন্দিরের ভাষা-বিজ্ঞানে উন্নত হ'য়ে কি তাৎপর্য্য লাভ করা যায়, তা'তে আমরা অনেকেই উদাসীন। কিছুকালের জন্য দরকার প'ড়েছে যে শিক্ষার, সাময়িক কাজ মাত্র চ'লে যেতে পারে যে শিক্ষায়, এরূপ শিক্ষার আলোচনায়ই আমরা মস্তক আলোড়ন ক'রে থাকি। সুদূর কার্য্যের প্রয়োজনসাধিকা শিক্ষার আলোচনা না ক'র্‌লেও চ'লবে—এরূপ একটা সংক্রামক আলস্য আমাদের সকলকে গ্রাস ক'রেছে। কিন্তু ইহা দেশহিতৈষিতা ও পরদুঃখদুঃখিতার অভাবজ্ঞাপক।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে মেদিনীপুর সহরে গিয়েছিলাম, সেখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন আমাদের কথায় অপরিচিত জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। সেখানকার স্কুল গৃহে হরি-কথা আলোচনা হ'লে সাধারণের হরিকথা শুনবার অধিক সুযোগ হ'বে বিচার ক'রে আমরা স্থানীয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট হ'তে স্কুলগৃহে স্থান ভিক্ষা ক'রেছিলাম, কিন্তু ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইনষ্ট্রাক্‌সন মহোদয়ের অভিমতানুসারে ধর্ম্মবিষয়সমূহে মতভেদ থাকায় তন্মূলে বিরোধ উৎপত্তি লাভ ক'র্‌বে ব'লে বালকদিগের যা'তে কোনপ্রকার ধর্ম্মবিষয়িণী শিক্ষা ও ধর্ম্মনীতির সহিত সংযোগ না থাকে, তজ্জন্য স্কুলে ধর্ম্মের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ ছিল। কাজেই আমরা আর সেখানে পরধর্ম্মের কথা বল-বারও স্থান প্রাপ্ত হই নাই। অবশ্য যাঁ'রা অভিজ্ঞতা-বাদের ভূমিকায় আরোহণ ক'রে ঐরূপ বিচার করেন, তাঁ'দের সেরূপ বিচারের অধিকার থাক্‌তে পারে। 'ধর্ম্মে মতভেদ আছে ব'লে কোন ধর্ম্মই আলোচিত হ'বে না', এরূপ বিচার-স্রোতে তাঁ'রা গা ভাসিয়ে দিতে পারেন ! তবে এখানে সুদূরদর্শিগণ ব'ল্‌বেন—মানুষ মরীচিকা দে'খে ঠকেছেন ব'লে 'কোথাও বা কখনও আর জলের অন্বেষণ কর্‌বেন না'—জোনাকী পোকার আলোতে আগুন পাওয়া যায় না ব'লে 'যেখানে যত আলোক আছে, কোথাও আগুন নেই' ব'লে স্থিরসিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত স্থূল ও অতিসাহসিক বিচার।

আমাদের পঠদ্দশায় আমরা স্যর ষ্টুয়ার্ট ব্ল্যাকির সেলফ্ কাল্‌চার (Self culture) নামক একখানা বই প'ড়েছিলাম। মিঃ এন্ ঘোষ—যিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, তিনি উক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের ছাত্র ছিলেন। আমাদের সময় ঐ পুস্তকখানা এফ্ এ ক্লাসের পাঠ্য ছিল। তা'তে প'ড়েছিলাম, "ঈশ্বরবিহীন যে বিদ্যা, তা' অবিদ্যা, তা'র কোন মূল্য নাই। সদ্‌ব্যবহার, জনহিতকর কার্য্য প্রভৃতি ক'রেও যদি রাজার প্রতি সৌজন্য না থাকে, তা' হ'লে যেরূপ সব বিফল হয়, সেরূপ ভগবান্‌কে বাদ দিয়ে যে জনহিতকর বা পরোপকারের ছলনা, তারও কোন মূল্য নাই।" সে সময় আমাদের এ-সকল কথা প'ড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হ'য়েছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেও এরূপ বিচারের কথা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ ক'রেছে দেখে আমরা আনন্দ লাভ

ক'রেছিলাম। Cultural Education (কৃষ্টিগত শিক্ষা) থেকে যদি ঈশ্বরের সেবাটী বাদ দেওয়া যায়, তা' হ'লে হিংসা বা মৎসরতা এসে উপস্থিত হয়। যেহেতু লৌকিক ধর্ম্মের আলোচনায় মতভেদ আছে, সুতরাং আত্মধর্ম্মকথার আলোচনাকে একেবারে নির্ব্বাসিত ক'র্তে হ'বে, এরূপ বিচারযুক্ত শিক্ষা পোষণ করা গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার বিচার। তা'তে মৎসরতা খুব বৃদ্ধি পেয়ে শেষে কেবল অসুবিধা হ'বে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ যৌবনকালে ১৯১৪ হ'তে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বিষম মহাসমর পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতাকে আক্রমণ ক'রেছিল, তা'তে কত শিক্ষিত ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে বলিদান হ'লো! সভ্যতার অগ্রসর হওয়ার নামে সভ্যতা কত পেছিয়ে গেল! ভগবদ্-বিষয়িণী শিক্ষাকে—আত্মধর্ম্মের শিক্ষাকে নির্ব্বাসিত ক'রে লৌকিকী শিক্ষা ও সভ্যতার চরম ফল এইরূপই হ'য়ে দাঁড়ায়! নৈতিক ও পারমার্থিক-শিক্ষাকে বাদ দিয়ে যে বিচারস্রোত উপস্থিত হয়, তা' হ'তে রক্ষা পাওয়া দরকার। দাবা খেলে অদৃষ্ট-ফলে যে-সকল কথার মীমাংসা লাভ হয়, তজ্জন্য লোক জীবন-যৌবন উৎসর্গ কর্‌ছে! তদানীন্তন পোপ যত্ন ক'রেছিলেন—এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের হাত হ'তে যাতে পাশ্চাত্য দেশ রক্ষা পায়—মানুষগুলোকে মেরে' ফেলে সভ্যতার উন্নতির নামে সভ্যতাকে পেছিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য নয়—একথা মানুষকে বুঝাবার যত্ন ক'রেছিলেন। কিন্তু তাঁ'র যত্ন-সত্ত্বেও এ সকল কথা শুন্‌তে শুন্‌তেও তা'দের চার বছর কেটে গেল, যখন বহু লোকের ক্ষয় হ'লো, তখন তা'দের উত্তেজনা-স্রোতে একটকু ভাঁটা দেখা গেল বটে, কিন্তু আবার অন্যভাবে অন্য আকারে সেগুলি বৃদ্ধি পেতে থাক্‌ল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ
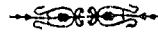
[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

নমো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যৈ।

বৃন্দাবনেশ্বরি বয়োগুণরূপলীলা-
সৌভাগ্যকেলিকরুণাজলধেঽবধেহি।
দাসী ভবানি সুখয়ানি সদা সকান্তাং
ত্বামালিভিঃ পরিবৃতামিদমেব যাচে॥ ১॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! হে বয়ো-গুণ-রূপ-লীলা-সৌভাগ্য-কেলি-করুণা-সমুদ্র! সখীজনপরিবেষ্টিত যে আপনি আপনার নিকট আমি এই যাচ্ঞা করি যে আপনার দাসী হইয়া কৃষ্ণের সহিত আপনাকে সেবা-দ্বারা যেন সুখ দিতে পারি॥ ১॥

প্রদোষান্তে অভিসারঃ।

শৃঙ্গারয়াণি ভবতীমভিসারয়াণি
বীক্ষ্যেব কান্তবদনং পরিবৃত্য যান্তীং।
ধৃত্বাঞ্চলেন হরিসন্নিধিমানয়ানি
সংপ্রাপ্য তর্জ্জনসুধাং সুখিতা ভবানি॥ ২॥

আমি আপনাকে সাজাইব এবং অভিসার করাইব। আপনি কান্তবদন দেখিয়া একটু ফিরিয়া দাঁড়াইলে আপনার অঞ্চল ধরিয়া আমি আপনাকে কৃষ্ণের নিকট আনিব। আপনি তৎকালে যে তর্জ্জন-সুধা বর্ষণ করিবেন তাহা লাভ করিয়া আমি আনন্দিত হইব॥ ২॥

পাদে নিপত্য শিরসানুনয়ানি রুষ্টাং
তং প্রত্যপাঙ্গ-কলিকামপি চালয়ানি।
ত্বদ্দোর্দ্বয়েন সহসা পরিরম্ভয়াণি
রোমাঞ্চকঞ্চুকবতীমবলোকয়ানি॥ ৩॥

আপনি রুষ্টা হইলে আপনার পাদপদ্মে মস্তক দিয়া আমি অনুনয় করিতে থাকিব। কৃষ্ণের প্রতি আপনার অপাঙ্গকলিকা চালন করাইব। সহসা আপনার হস্তদ্বয় দ্বারা পরিরম্ভণ করাইব। সেই সময় আপনি রোমাঞ্চকঞ্চুকবতী হইবেন, আমি তাহা দেখিতে থাকিব॥ ৩॥

প্রাণপ্রিয়ে কুসুম-তল্পমলঙ্কুরু ত্ব-
মিত্যচ্যুতোক্তি-মকরন্দরসং ধয়ানি।
মা মুঞ্চ মাধব সতীমিতি গদ্গদার্দ্র
বাচা তবেত্য নিকটং হরিমাক্ষিপাণি ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বলিবেন হে প্রাণপ্রিয়ে, তুমি এই কুসুমতল্প অলঙ্কৃত কর। এই কৃষ্ণোক্তিমকরন্দরস আমি আস্বাদন করিব এবং গদ্গদার্দ্র বাক্যের সহিত, হে মাধব তুমি এই সতীকে ছাড়িও না বলিয়া কৃষ্ণকে আপনার নিকট আক্ষিপ্ত করিব ॥ ৪ ॥

বামামুদস্য নিজবক্ষসি তেন রুদ্ধা
মানন্দ-বাষ্প-তিমিতাং মুহুরুচ্ছলন্তীং।
ব্যস্তালকাং স্খলিতবেণিমবদ্ধনীবীং
ত্বাং বীক্ষ্য সাধুজনুরেব কৃতার্থয়ানি ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ কর্তৃক আপনি তদ্বক্ষে রুদ্ধ হইলে বামাস্বভাবে আনন্দ ঘর্ম্মবাষ্প মুহুর্মুহু উচ্ছলিত করিবেন। আপনার অলকা বিপর্য্যস্ত হইবে, বেণি স্খলিত হইবে, নীবি অবদ্ধ হইয়া পড়িবে। আপনাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া আমার জন্ম সম্যক্‌রূপে কৃতার্থ করিয়া মানিব ॥ ৫ ॥

নক্তলীলা।

তল্পে ময়ৈব রচিতে বহুশিল্পভাজি
পৌষ্পে নিবেশ্য ভবতীং ন ন নেতিবাচং।
কৃষ্ণং সুখেন রময়ন্তমনন্তলীলং
বাতায়নান্তনয়নৈব নিভালয়ানি ॥ ৬ ॥

আপনি না না না এইরূপ বলিতে থাকিলেও আমাকর্ত্তৃক রচিত নানা শিল্পসম্পন্ন পুষ্পশয্যায় আপনাকে নিবেশিত করিয়া রমমাণ শ্রীকৃষ্ণকে বাতায়নে নয়ন অর্পণ পূর্ব্বক দর্শন করিব ॥ ৬ ॥

স্থিত্বা বহির্ব্যজন-যন্ত্র-নিবদ্ধ-ডোরী-
পাণির্বিকর্ষণবশান্মৃদু বীজয়ানি।
উত্তুঙ্গ-কেলি-কলিত-শ্রমবিন্দু-জাল
মালোপয়ানি মনিতৈঃ স্মিতমাহরাণি ॥ ৭ ॥

বাহিরে বসিয়া বীজনযন্ত্রডোরী ধরিয়া মৃদু মৃদু টানিতে থাকিব। আপনাদের উত্তুঙ্গ-কেলি-জনিত শ্রম-বিন্দু সকল ক্রমে ক্রমে অপনয়ন করিব এবং আপনাদের কূজিত হাস্য সংগ্রহ করিব ॥ ৭ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরিমুখ-প্রিয়কিঙ্করীণা-
মাদেশমেব সততং শিরসা বহানি।
তেনৈব হন্ত তুলসীপরমানুকম্পা-
পাত্রী ভবানি করবাণি সুখেন সেবাং ॥৮॥

শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি প্রিয়কিঙ্করীদিগের আদেশ আমি মস্তকে বহন করিব। তদ্দ্বারা তুলসীর পরমানুকম্পার পাত্রী হইয়া সুখে সেবা করিব ॥ ৮ ॥

মাল্যাদি-হায়কটকাদিমৃজী-বিচিত্র-
বর্ত্তী-সিতাংশু-ঘুসৃণাগুরুচন্দনাদি।
বীটী-লবঙ্গ-খপুরাদি-যুতা সখীভিঃ
সার্দ্ধং মুদা বিরচয়ানি কলাপ্রকাশঃ ॥ ৯ ॥

মাল্যাদি, হারকটকাদিমার্জ্জনী, বিচিত্রবর্ত্তী, শ্রীকর্পূর, কুম্‌কুম্, অগুরুচন্দনাদি, বীটী, লবঙ্গ, সুপারি প্রভৃতি লইয়া সখীদিগের সহিত পরমানন্দে কলাপ্রকাশ রচনা করিব ॥ ৯ ॥

ত্বাং স্রস্তবেশবসনাভরণাং সকান্তাং
বীক্ষ্য প্রসাধনবিধৌ দ্রুতমুদ্যতাভিঃ।
শ্রীরূপরঙ্গতুলসীরতিমঞ্জরীভি-
দিষ্টানয়ানি তব সম্মুখমেব তানি ॥ ১০ ॥

আপনাকে কান্তের সহিত স্রস্তবেশবসনা ও বিস্রস্তাভরণা দেখিয়া সেই সমস্ত পুনরায় সজ্জীভূত করিবার জন্য শ্রীরূপ, রঙ্গ, তুলসী, রতিমঞ্জরী প্রভৃতি সখীদিগের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত কলারচনা সকল আপনার নিকট আনয়ন করিব ॥ ১০ ॥

ত্বামাশিখাচরণমূঢ়বিচিত্রবেশাং
স্প্রষ্টুং পুনশ্চ ধৃততৃষ্ণমবেক্ষ্য কৃষ্ণং।
আয়ান্তমেব বিকটভ্রুকুটী-বিভঙ্গ-
হুঙ্কৃত্যুদঞ্চিতমুখী বিনিবর্ত্তয়ানি ॥ ১১ ॥

আপনাকে শিখা হইতে চরণ পর্য্যন্ত বিচিত্র বেশযুক্ত দেখিয়া সতৃষ্ণ কৃষ্ণ পুনরায় স্পর্শ করিবার জন্য আসিতেছেন দৃষ্টি করিয়া বিকটভ্রুকুটীবিভঙ্গহুংকৃতিসহকারে উদঞ্চিতমুখী হইয়া আমি তাঁহাকে নিবারণ করিব ॥ ১১ ॥

তত্রেত্য বিস্ময়বতীং ললিতাং যদাহ
সাধ্বীত্ব-কণ্টকবিনিষ্ক্রমণায় দেব্যাঃ।
বৃত্তং ন্যষেধদয়ি মামিয়মেব ধূর্ত্তে-
ত্যুক্ত্যা হরেঃ স্বহৃদয়ং রসয়ানি মিত্যাস্ ॥১২॥

বিলাস বিস্রস্তবেশ রাধাকৃষ্ণকে পরিহাসার্থ সমাগত ললিতা, রাধিকার বেশভূষার কোন বিপর্য্যয় না দেখিয়া অঙ্গসঙ্গাভাব সম্ভাবনায় বিস্ময়বতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন "অয়ি ললিতে আমি রাধিকাদেবীর সাধ্বীত্ব কণ্টক বিনিষ্ক্রমণার্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু (অঙ্গুলিদ্বারা আমাকে দেখাইয়া) এই ধূর্ত্তা আমাকে নিবারণ করিয়াছে"। কৃষ্ণের এই উক্তি-দ্বারা স্বহৃদয়কে নিত্য রসিত করিব ॥ ১২ ॥

নিষ্ক্রম্য কুঞ্জভবনাদ্বিপিনে বিহর্ত্তুং
কান্তৈকবাহু-পরিরব্ধতনুং প্রয়ান্তীং।
ত্বামালিভিঃ সহ কথোপকথা-প্রফুল্ল-
বক্ত্রামহং ব্যজনপাণিরনুপ্রয়াণি ॥ ১৩ ॥

আপনি যখন কৃষ্ণের একটি বাহু পরিরম্ভণ পূর্ব্বক বিপিন বিহারের জন্য বাহির হইবেন, সেই সময়ে আপনার সখীদিগের সহিত কথোপকথন ক্রমে প্রফুল্ল-বক্ত্র হইবেন, আমিও ব্যজনহস্ত হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিব ॥ ১৩ ॥

গায়ানি তে গুণগণাংস্তব বর্ত্ম গম্যং
পুষ্পান্তরৈর্ম্মৃদুলয়ানি সুগন্ধয়ানি।
সালীততিঃ প্রতিপদং সুমনোভিবৃষ্টীঃ
স্বামিন্যহং প্রতিদিশং তনবানি বাঢ়ং ॥১৪॥

হে স্বামিনি! আমি আপনার গুণসকল গান করিতে করিতে পুষ্পান্তর দ্বারা আপনার গমনপথ মৃদুল ও সুগন্ধ করিব। আপনি আলিগণসহ যত চলিতে থাকিবেন প্রতিপদে পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা প্রতি দিকের আনন্দবৃদ্ধি করিব ॥ ১৪ ॥

প্রেষ্ঠস্বপাণিকৃতকৌসুমহারকাঞ্চী-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিরাজিতাঙ্গীং।
ত্বাং ভূষয়াণি পুনরাত্মকবিত্বপুষ্পৈ
রাস্বাদয়ানি রসিকালিততীরিমানি ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণের স্বহস্ত দ্বারা প্রস্তুত কুসুমহার-কাঞ্চী কেয়ূরকুণ্ডলকিরীট-বিরাজিত আপনাকে স্বীয় কবিত্ব পুষ্প দ্বারা আমি ভূষিত করিব এবং এই সমস্ত কবিত্বরসিক সহচরীগণকে আস্বাদন করাইব ॥১৫॥

(ক্রমশঃ)

চিৎপদার্থের ধর্ম্ম
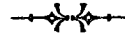
[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

জগতে ঈশ্বর, চেতন ও জড় এই তিনটী পদার্থ লক্ষিত হয়। এই পূর্ণচেতন ঈশ্বর এবং অণুচেতন জীব চিদ্ধর্ম্ম-নিবন্ধন সাদৃশ্যযুক্ত। এই জীবের পূর্ণতা নাই, পরব্রহ্মের তাহা আছে। জীব সত্য কিন্তু নিত্যরূপে সত্য নহে। পরমেশ্বর নিত্যসত্য, পরমেশ্বরের ইচ্ছাধীনে জীবের সত্তা বলিয়া জীব সত্য হইলেও নিত্যসত্য নহে এবং নিত্য হইলেও নিত্য নিত্য নহে। জীব নিত্য একথা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হওয়ায় যদি কোন জীবকে লয় করিবার জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তবে লয় অবশ্যই হইতে পারিবে। তদ্ধেতুই উপরিউক্ত কথা জীবের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে এবং ইহাতে খণ্ড-চৈতন্য ক্ষুদ্র জীব ও নিত্যচৈতন্য পরমেশ্বরের প্রভেদও অবিসংবাদিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবের স্বরূপ চিদানন্দ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষদ্-বাক্যে জীব এবং ব্রহ্ম যে একত্র বসতি করিয়া সমানধর্ম্মী হন তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম ও জীব উভয়েই চিদানন্দ-স্বরূপ—ইহাই সমানধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ। কিন্তু মহাজনানুগত্য ছাড়িয়া স্বাধীন-ভাবে অধোক্ষজশাস্ত্রের কথা আলোচনা করিতে গিয়া অপক্কবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অনেক সময় ব্রহ্মে ও জীবে ভেদ-বুদ্ধি করেন না। তাঁহাদের এতাদৃশী অক্ষজবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না বলিয়া তাহা গর্হণীয়। বাস্তবিক জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন না; যেহেতু ব্রহ্ম স্বয়ং নির্ব্বিকার ও অপরিণত কিন্তু পর-ব্রহ্মের জীবশক্তি হইতে জীব নিঃসৃত হইয়া পরি-ণামকে লাভ করিয়াছে। এইজন্যই জীব ও ব্রহ্মেতে

কোন একবিষয়ে বিশেষ ভেদের কথা উপলব্ধি হয়।

মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ, গৃহ, দেহ, ও বস্ত্র প্রভৃতি বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই বলিয়া জড়। এই জড়বস্তুগুলি বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণতি। চেতনের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে কিন্তু জড়ের তাহা নাই; ইহাই চেতন ও জড়ের বৈশিষ্ট্য।

কোন একটী শব্দের উল্লেখ করিবামাত্র যদি তাহার কিছু অর্থ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে পদ বলে। ঐ পদের লক্ষিত প্রবাহ পদার্থ-সংজ্ঞায় হয়। আমরা সাধারণতঃ চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী পদার্থের কথা শুনিতে পাই। আমরা ইতঃপূর্ব্বে তিনটী পদার্থের কথা উল্লেখ করিলেও যুক্তির অতীত ভগবদবিষয়ে দুর্জ্ঞেয়তা প্রযুক্ত তাঁহার পদার্থ-সংজ্ঞা হইতে পারে না বলিয়া আমরা চিৎ ও অচিৎ—চেতন জীব ও অচেতন জড় এই দুইটীকে পদার্থের মধ্যে ধরিলাম। এতদুভয়ের মধ্যে চিৎপদার্থের ধর্ম্মই আমাদের আলোচ্য হওয়ায় আমরা গুরু-বৈষ্ণব আনুগত্যে তদ্দিগ্‌দর্শনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা আজ যে বিষয় আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, বিচার এবং অনুরাগই সেই চিৎপদার্থের ধর্ম্ম। বিচারার্থে স্বরূপজ্ঞাত এবং অনুরাগ অর্থে কৃষ্ণের প্রীতিই লক্ষিতব্য। বস্তুমাত্রেরই স্বরূপ ও বৃত্তি বলিয়া দুইটী অঙ্গ আছে; সুতরাং আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ এবং ভগবানে অনুরাগই সেই আত্মার বৃত্তি। অণুচেতন আত্মা পূর্ণচেতন ভগবানের নিত্য সেবক বলিয়া ভগবান্ ব্যতীত তাঁহার অনুরাগের পাত্র আর কেহ নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব এবং বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের নিত্যসঙ্গী এবং পরিকর বলিয়া তাঁহারাও জীবের অনুরাগের পাত্র ও সেবার ধন। 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই স্বরূপজ্ঞানই শুদ্ধজ্ঞান এবং পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানে অখণ্ডিতানুরাগই জীবের নিত্য আনুগত্যময়ী চিন্ময়ী বৃত্তি ভক্তি। তবে শুষ্ক উপলব্ধির নাম জ্ঞান এবং রাগযুক্ত উপলব্ধিই রাগ নামে অভিহিত। জ্ঞান কাঠিন্যসূচক কিন্তু রাগ আর্দ্রতাযুক্ত। জ্ঞানে চিন্তার সমাপ্তি কিন্তু রাগে অনুরাগের আধিক্য হয়। জ্ঞানের হেতু আছে কিন্তু রাগ অহৈতুকী জ্ঞানে আত্মতৃপ্তি কিন্তু রাগে আত্ম-বিস্মৃতি হয়। জ্ঞানে সন্তোষ কিন্তু রাগে ব্যাকুলতা পরিদৃষ্ট হয়। জ্ঞান উদাসীন কিন্তু রাগ দাস্যপর. জ্ঞান চৈতন্যের স্বরূপ এবং রাগ আনন্দের স্বরূপ। গুরুর পূর্ণকৃপালাভ না হইলে অপ্রাকৃত বিষয়ের স্বরূপবোধ—স্বরূপসিদ্ধি বা প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান জীবের হয় না। ভাগ্যক্রমে এই প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান উদিত হইলে সর্ব্বাত্মসমর্পিত শুদ্ধ জীবাত্মার নিত্যা বৃত্তি কৃষ্ণানুরাগ বা ভক্তি প্রকাশিত হয়। তৎপূর্ব্বে শুদ্ধা সেবা বা আত্মবৃত্তি-পরিচালনের কোন কথাই নাই। তবে শাস্ত্রাদিতে যে বৈধী ভক্তির কথা দেখা যায় সেগুলিকে প্রত্যাহার অর্থাৎ চেতনরূপ স্বরূপের পঙ্কোদ্ধার করা রূপ সাধনক্রিয়া বলা হয়। এই সাধনক্রিয়া অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ক্রমশঃ অপ্রাকৃতের দিকে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইলে তদ্দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি বা মুক্তি—জীবের প্রকৃত সম্বন্ধ জ্ঞানই লভ্য হয়।

মুক্তাবস্থায় চিচ্ছক্ত্যাধীন জ্ঞানস্বরূপ আত্মার কৃষ্ণ-পাদপদ্মে অনুরাগ থাকে, কিন্তু জীব স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহার বশতঃ শুদ্ধাবস্থা হইতে প্রাকৃতাবস্থায় পতিত হইলে ঐ অনুরাগ ইতরপরায়ণযুক্ত হইয়া থাকে; তদ্ধেতু ঐ অবস্থা। শুদ্ধজ্ঞান, শুদ্ধসত্তা এবং আনন্দ বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বিষয়ানুরাগই এই পরানু-রাগের বিকার। অনুরাগ একই বৃত্তি, উপাধিভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। অর্থে অনুরাগ হইলে লোভ, স্ত্রীসঙ্গে অনুরাগ জন্মিলে লাম্পট্য, দুঃখীলোকের প্রতি উহা অনুষ্ঠিত হইলে দয়া, ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতি হইলে স্নেহ, উপকারী পুরুষের প্রতি হইলে কৃতজ্ঞতা, আনু-কূল্যরূপ উপাধিযুক্ত হইলে প্রীতি এবং প্রাতিকূল্যরূপ উপাধিপ্রাপ্ত হইলে দ্বেষ বলিয়া কথিত হয়। বদ্ধজীব-মাত্রেই নানা উপাধিগ্রস্ত; কিন্তু নিরুপাধিক না হইতে পারিলে জীবের আর নিস্তার নাই। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকে সর্ব্বধর্ম্ম অর্থাৎ যাবতীয় মায়িক উপাধি পরি-হারপূর্ব্বক তচ্চরণে শরণ-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। এইসমস্ত উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণে প্রপত্তিই অনুরাগ। এই পরানুরাগ দেহধারী জীবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব না হইলেও গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে শুদ্ধবিচারের দ্বারা এই সকল উপাধি পরিত্যাগের

চেষ্টা বা অভ্যাস ক্রমশঃ করিতে হইবে। আমরা যদি চিৎপদার্থের ধর্ম্ম কি, এই কথা কেবলমাত্র শুনিয়া রাখি তাহা হইলে সুবিধা হইবে না ; পরন্তু তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া যদি আমরা মহাজন-পথে চলিয়া উপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি—নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করি, তাহা হইলে পাপ ও পাপবাসনার মূল যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান—স্বরূপবিস্মৃতি তাহা অনায়াসে বিদূরিত হইবে এবং তখনই জীব উপাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া সেবানন্দে মগ্ন হইবার সৌভাগ্য পাইয়া নিজকে কৃতকৃতার্থ মনে করিবে। তাই বলি, চেতনধর্ম্ম যাজনই—পূর্ণচেতন ভগবানে অনুরাগই চিৎপদার্থের—চেতনজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

বেণু-গীত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

নদ্যস্তদা তদুপাধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিত মনোভব ভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনাস্থগিতমূর্ম্মি ভূজৈর্ম্মুরারে
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥১৫॥

অনুবাদ—অন্যান্য গোপীগণ কহিল হে সখীগণ ! যখন শ্রীকৃষ্ণ নদীতীরে বেণুগীত করিতে থাকেন তখন নদীসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুনিঃসৃত গীত শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, এইরূপভাবে তরঙ্গরূপ বাহুসমূহের দ্বারা কমলোপহার প্রদান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল ধারণ করিয়া থাকেন। তৎকালে আবর্ত্ত সূচিত কামকর্তৃক তাহাদের বেগ প্রতিহত হইয়া থাকে।

ভাবার্থ—নিজ মনের ভারকে গোপীগণ পশু, পক্ষী আর নদীসমূহে আরোপিত করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল—হে সখী ! পশু, পক্ষী তো চেতন প্রাণী ; তুমি শ্রীমুকুন্দের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া এই জড়নদীসমূহের যে প্রতিক্রিয়া হইতেছে, তাহাকে কেন দেখিতেছ না ? "আস্তাং চেতনানাং কথা নদ্যোঽপি তথা বেণুনাদ সময়ে মুকুন্দস্য বেণুগীতমুপধার্য্য শ্রুত্বা আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈর্ল্লক্ষিতেন সূচিতেন মনো ভবেন কামেন ভগ্নো বেগং যাসাং তাঃ।"

"মুকুন্দস্য বেণুগীতম্" মুকুন্দ শব্দের অর্থ—লোক ও বেদমার্গের মর্য্যাদাকে পরিত্যাগ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজচরণে ভক্তি প্রদান করেন বলিয়া—'মুকুন্দ'।

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহ, আত্মসুখ-মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যজ আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তারন ভর্ৎসন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে কৃষ্ণের সেবন ॥

—চৈঃ চঃ আ ৪।১৭০

"লোক বেদ মর্য্যাদাং মোচয়তীতি মুক্ চরণ ভক্তিস্তাং দদাতীতি—"মুকুন্দঃ" প্রেমলক্ষণা ও প্রীতি-লক্ষণা ভক্তি হৃদয়ে আগমন করিলে পর লৌকিক ও বৈদিক মর্য্যাদাগুলি কোথায় চলে যায় ? তাহা সব কিছু প্রভুর প্রীতিপ্রেমে বিস্মরণ হইয়া যায়। অথবা 'মুক্' মুক্তির প্রদানকর্ত্তার নামই 'মুকুন্দ' মুকুং মুক্তিং দদাতীতি—'মুকুন্দঃ'। মুক্তিসুখকে খণ্ডন করিয়া নিজ উপাসককে প্রেমভক্তির সুখ প্রদান করেন বলিয়াও 'মুকুন্দ'। "মুকুং মুক্তিং দ্যতি খণ্ডয়তীতি 'মুকুন্দঃ' দো অবখণ্ডনে"—যাঁহার মুখমণ্ডলে সদা-সর্ব্বদা কুন্দ-পুষ্পের ন্যায় স্নিগ্ধ এবং সাত্ত্বিক হাস্য বিরাজমান থাকে তাহাকে মুকুন্দ বলা হয়। "মুখে কুন্দ ইব—হাসো যস্য স মুকুন্দঃ"। 'মু' মুক্তিং,

'কু'—কুচিতং দদাতীতি মুকুন্দঃ' যাঁহারা ভগবৎ সেবানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা মুক্তিকে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় উৎপন্ন করায়; দ্যো ধাতু অবখণ্ডনে।

"মুকুন্দগীতমুপধার্য্যং" ইহার অর্থ হইবে যে কাণের সন্নিকট স্বয়ং আগমনকারী মকুন্দের গীতকে শ্রবণ করিয়া। ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কেবল নেত্রকেই নিজ বিষয়-রূপ দর্শন বা জ্ঞান আহরণের জন্য বিষয়-রূপ প্রদেশে গমন করিতে হয়। অর্থাৎ যেখানে রূপ বিষয় থাকে, নেত্রের দৃষ্টিশক্তি সেখানে গমন করিয়া তাহার জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হয়; বিষয়রূপ স্বয়ং নেত্রের সন্নিকট আগমন করে না। তজ্জন্য ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে নিকৃষ্ট নেত্র। কিন্তু শব্দ, স্পর্শ, রস আর গন্ধ এইগুলির ক্রিয়া বিপরীত, স্বয়ং বিষয়ই গমন করিয়া কর্ণ, ত্বচা, জিহ্বা এবং নাসিকার ইন্দ্রিয়সমূহের নিকট আগমন করিয়া থাকে। তজ্জন্য নেত্র-ইন্দ্রিয় হইতে ইহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকে। কিন্তু কিছু লোক শ্রবণেন্দ্রিয়ও বিষয়ের স্থানে গমন করা স্বীকার করেন; কিন্তু ইহা সঠিক নহে।

সায়ংকালে শ্রীদাম প্রভৃতি প্রিয় সখাগণকে প্রসন্ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ জলক্রীড়া করিয়া তাঁহাদের দ্বারা রচিত—বন্যপুষ্প, প্রবালাদির দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত মনোহর শৃঙ্গার করিয়া দিলে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জানিয়া ওহে সরস্বতী, কালিন্দী, মোহিনী, রোহিনী, নর্ম্মদে, ধর্ম্মদে প্রভৃতি নিজপ্রিয় গাভীগণের নাম লইয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক আহ্বান করিলে, সেই যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতী, মানসীগঙ্গা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীসমূহ মুকুন্দের গীত শ্রবণ করিয়া প্রবাহ স্তব্ধ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিত। "অথ তৃতীয়ে যামে বয়স্যানাং সুখ বিশেষং জনয়ন্ জলক্রীড়া বিধায় বন্যপুষ্পৈঃ শৃঙ্গার রচনা নির্ম্মায় ব্রজগমনোন্মুখঃ উত্থায় তত্রৈবাবস্থিতো গবাং সঙ্কলনায় ভক্তানাং বিনোদজননায় চ তত্তন্নাম গ্রাহ নিজবেণুং বাদয়তি।"

নদীসমূহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক নিজপতি সমুদ্র-সঙ্গে মিলনের জন্য গমন করিতেছিল। মুকুন্দের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া সহসা তাহাদের প্রবাহ ও গমন বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা অনুরক্তচিত্ত হইয়া নিজতরঙ্গরূপী হস্তে রক্ত কমলপুষ্প উপহার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করিতে লাগিল। অনুরাগ পরিপূর্ণ তাহাদের হৃদয়ই রক্তকমল। কিন্তু তাঁহার উদাসীন দেখিয়া লজ্জিতা হইল।

"নদ্যো হি স্বভাবেন সমুদ্রারব্য পতিম্ ধাবন্ত্যো-হপি মোহন গীতম্ কর্ণ্যাং ততঃ পরারব্য স্বকীয়ানি হৃদয়ান্যেব রাগবন্তি কমলানি উপাহৃত্যালিঙ্গনোন্মুখাঃ সত্যঃ মুরারিতয়া তস্যৌদাসীন্যমালক্ষ্য লজ্জিতাঃ।"

শ্রীকৃষ্ণের যুগলচরণ আলিঙ্গন দ্বারা আচ্ছাদন করিতেছিল অথবা অত্যন্ত চঞ্চল মনও শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণ আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলে পর সর্ব্বথা নিশ্চল হইয়া স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়। সেইপ্রকার তাহাদের আবর্ত্তনও বেণুগীত শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে মিলনের উৎকণ্ঠা হওয়ায় নিজের প্রবাহবেগ বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

"মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি"র অভিপ্রায় এই যে ভগবানের চরণপ্রাপ্তিই জীবনের একমাত্র সফলতা। মুর নামক অপরাজেয় দৈত্যকে বিনাশ করার কারণ শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম মুরারী। ভগবান্ শঙ্করের বর-লাভে ত্রিভুবনকে পরাক্রম করতঃ অধিকার করিয়া-ছিল। দেবতাগণও তাহার ভয়ে ভীত হইয়া অবস্থান করিত; সে সদা সাধুগণকে কষ্ট প্রদান করিত আর দেবতাগণেরও অপরাজেয় ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম হইল মুরারী।

'মুর' শব্দ ক্লেশ, সন্তাপ এবং কর্ম্মফল ভোগের অর্থ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইসবকে বিশেষভাবে বিনাশ করিতে সমর্থ; কেননা তিনি 'মুরারী'।

"মুরোনাম মহাদৈত্যঃ শ্রীশিব বরতো বক্ষসি হস্তার্পণমাত্রেণ সর্ব্বং প্রাণহরো দেবভয়ঙ্করঃ শ্রীবামন-পুরাণে প্রসিদ্ধঃ তস্য অরি—'মুরারীঃ'।"

"মুরঃ ক্লেশো চ সংতাপে কাম ভোগে চ কর্ম্মণাম্।
দৈত্যভেদে হরিস্তেষাং মুরারীস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥"

দৃষ্টাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্বধাৎ স্ববপুষামুদ আতপত্রম্॥ ১৬॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ কহিল—হে সখীগণ! শ্রীকৃষ্ণ মেঘসদৃশ শ্যামবর্ণ; সুতরাং তিনি মেঘসমূ-

হের সখা, এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকগণের সহিত রৌদ্রে বেণুবাদন করিতে করিতে ব্রজপশু চারণ করিতে দেখিয়া মেঘসমূহ তাঁহার মস্তকোপরি উদিত ও প্রেমপরিপূর্ণ হইয়া ছত্রের প্রান্তভাগে যে মুক্তামালা লম্বিত থাকে তৎসদৃশ বনজাত পুষ্পসমূহের সহিত নিজ নিজ শরীরের দ্বারা সখা শ্রীকৃষ্ণের ছত্র রচনা করিয়া দিতেছে।

ভাবার্থ—হে সখী! নদীসমূহ আমাদের পৃথিবীর কথা, আমাদেরই বৃন্দাবনের সম্পত্তি ক্ষণকাল এই মেঘসমূহকে দেখ ত'? যখন সে দেখে কি ব্রজরাজ কুমার শ্রীকৃষ্ণ আর বলরাম গোপবালকগণের সহিত প্রখর রৌদ্রে বেণুবাদন করিতে করিতে গমন করিতেছিল, তখন তাহার প্রেম হৃদয়ে সঞ্চার হইল। সে নিজের প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি নিজের শরীরকে ছত্র রচনা করিয়া তীব্র রৌদ্রের তেজকে আচ্ছাদন করিল এবং তাঁহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুশীতল পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল; তখন মনে হইতেছিল যে কৃষ্ণোপরি আনন্দে সুন্দর-সুন্দর শ্বেতপুষ্প বর্ষিত হইতছিল এবং সে যেন নিজের জীবনকেই অর্পণ করিতেছিল।

"দৃষ্ট বাতপে ইতি"—মেঘ নিজ বিদ্যুৎনেত্রে শরৎকালের তীব্র তেজসংযুক্ত সূর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের সহিত ব্রজপশুগণকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে এদিক্ ওদিক্‌ভাবে চারণ করিতে করিতে মুরলীবাদন করা দেখিল। এই শ্লোকে ব্রজপশূন্ সঞ্চারয়ন্তম্ বলিয়াছেন, 'গাঃ সঞ্চারয়ন্তম্' বলেন নাই; ভাব এই যে তিনি ব্রজের সমস্ত পশুগুলিকে সঞ্চারণ করিতেন। অন্য অভিপ্রায় এই যে ব্রজের পশুসমূহও অত্যন্ত ধন্য; যাহাদিগকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চারণ করিতেন।

"আতপেবম্ শরৎকালীনে রামেণ গোপৈশ্চ ব্রজপশূন্ সঞ্চারয়ন্তমনুগবাং পশ্চাদ্ ভাগে বেণুমুদীরয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা বিদ্যুন্নয়নৈরিতি শেষঃ প্রথমং তদুপরি উদিতঃ পুনঃ প্রেম্না প্রবৃদ্ধশ্চ অম্বুদোমেঘঃ কুসুমাবলীভিঃ পুষ্পবৃষ্টিভিঃ সহ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যোপরি স্বস্য বপুষা আতপত্রং ব্যদধাৎ ছত্রং বিহিতবান্।"

মেঘ ভগবানের সখা; ঘনশ্যাম মেঘের অপর নাম। বৃষ্টি প্রদান করতঃ লোকের প্রখর রৌদ্রতাপ হরণ করিয়া শান্তি প্রদান করিয়া থাকে এবং চাতক পক্ষীসমূহের তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া দেয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের তীব্র বিরহতাপ এবং লোকসমূহের ত্রিতাপাদি হরণ করিয়া পরমশান্তি প্রদান করিয়া থাকেন। উভয়েরই নাম ও ক্রিয়া ঐক্যত্বহেতু সখ্যত্ব ঘনশ্যাম। "লোকতাপ হরণাদি সাম্যাৎ মেঘস্য কৃষ্ণ সখত্বম্।" "লোকার্ত্তি হরণশীলত্বাদি সাম্যাৎ সখ্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য।" (স্বামী শ্রীধর)

শ্রীকৃষ্ণের অগণিত গো-বৎস ছিল, নিজ নিজ বৎসগণকে মিলন করিয়া গোপবালকগণ বালোচিত খেলা খেলিত। স্বয়ং নন্দমহারাজেরই নবলক্ষ গাভী ছিল। তাহারা দূর-দুরান্তে চতুর্দ্দিকে বিচরণকারী গোসমূহাক একত্রীত এবং আনন্দ প্রদান করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষের সহায়ে ললিত ত্রিভঙ্গী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেণুবাদন করিলেন।

গোবর্দ্ধন পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া কোন এক কদম্ববৃক্ষের মূলদেশ অবলম্বন করতঃ ললিত-ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হইলেন। সেই সময় গোপবালকগণ তাঁহার অনুপম রূপমাধরী অতৃপ্ত নেত্রে পান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপর দিনের প্রখর রৌদ্রতাপ আর গিরিশিলাগুলিরও তীব্রতাপকে গ্রাহ্য করিল না। তদ্দর্শনে অসহ্যমান ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমিত্র মেঘকে বেণুবাদন করিয়া মেঘ-মল্লাকে আহ্বান করিলেন। মিত্রকার্য্যে তৎপর মেঘও দেখিতে দেখিতেই আকাশাচ্ছন্ন করিল, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বর্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে তপ্তরৌদ্র ও গিরিশিলাগুলিকে সুশীতল করিল এবং প্রখর তাপও শান্ত করিল। বিশ্ববিশ্রুত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত গীতি—

জনম সফল তার, কৃষ্ণ-দরশন যার,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী।
বর্ণ নব-জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলকা শোভা পায়।

পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায় ॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি ॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ধাম।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণ-কমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥

"শ্রীকৃষ্ণো গিরিশিখরমারুহ্য কদম্বস্কন্ধ শাখামবলম্বয় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গ্যাবস্থিতা বনশোভাং নিভালয়তি তদা সহচরাস্তদ্রূপ মাধুরীমাস্বাদয়ন্তোহপি অতৃপ্তয়া তদ্‌গ্রেহবস্থিতা দিবা তপ্ত শিখা তাপমপি ন গণয়ন্তি। তদসহমানঃ কৃষ্ণঃ সুহৃদবিশেষং বারিদমাকারয়ন্নিবোর্চ্চৈর্মেঘমল্লারমাতাপ যত্র বেণুং বাদয়তি। তেনাকৃষ্টো বারিবাহস্তাবদেবাভিবর্ষৎ, যাবতা গিরিশিলাং শৈত্যং ভবেৎ। লোকাত্তিহরণ শীলত্বাদি সামাৎ সখ্যঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। অয়মপি ঘনশ্যামঃ সোহপি মেঘশ্যামঃ, অতএব তয়োঃ সখ্যং বর্ত্তত।"

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায় পদাব্জরাগ
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শন স্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আনন কুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥১৭॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ বলিল—হে সখীগণ। বৃন্দাবনবাসিনী শবররমণীগণ পূর্ণকাম অর্থাৎ তাহারা সর্ব্বপুরুষার্থ লাভ করিয়াছে; কারণ যে কুঙ্কুম প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়াগণের স্তনে অনুলিপ্ত হয়, পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল তাহাদের বক্ষঃস্থলে স্থাপিত হইলে যে কুঙ্কুম তাঁহার চরণকমলের অরুণিমায় উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট হয় এবং পুনঃ পুনঃ বনভ্রমণহেতু যে কুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে তৃণরাজিতে সংলগ্ন হয়, ঐরূপ কুঙ্কুম দর্শনজনিত কামতাপে সন্তপ্তা শবররমণীগণ সেই কুঙ্কুমের দ্বারাই বদনমণ্ডলে ও স্তনসমূহে অনুলেপন করিতে করিতে সেই কামসন্তাপ দূর করিয়া থাকে।

ভাবার্থ—হে সখী! আমরা বৃন্দাবনের এই শবররমণীগণকেই ধন্য এবং কৃৎকৃত্য মানিতেছি। ঐপ্রকার কেন যদি বল? এইজন্য যে, তাহাদের হৃদয়ের প্রেম গাঢ়। যখন আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে দর্শন করে, তখন তাহাদেরও তাঁহার সঙ্গে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়। তাহাদের হৃদয়ও প্রেমের ব্যাধি হইয়া যায়। সেই সময়ে তাহারা কি উপায় করিয়া থাকে, তাহা শোন। আমাদের প্রাণপ্রিয়তমের প্রেয়সী-গোপীগণ নিজবক্ষস্থলে যে কেসর, কুঙ্কুম রঞ্জিত করায়, সেই শ্যামসুন্দরের চরণযুগলে লিপ্ত হইয়া যায়, তিনি যখন বৃন্দাবনের তৃণের উপর চলেন তখন তাহাদের পত্রে সেই কুঙ্কুম লাগিয়া যায়। সেইসব সৌভাগ্যবতী শবররমণীগণ তৃণপত্র হইতে উঠাইয়া নিজ স্তনমণ্ডলে ও মুখমণ্ডলে অনুলেপণ করিয়া নিজ হৃদয়ের প্রেমপীড়া (কামপীড়া) প্রশান্ত করিয়া থাকে।

বৃন্দাবনের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুলিকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া চিন্তা করিতে পারি। প্রথমতঃ নিকুঞ্জলীলা, এই লীলার যথার্থ প্রকাশ কেবল ভগবানের স্বরূপভূতা নিত্য নিকুঞ্জেশ্বরী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধারাণী এবং তদঙ্গভূতা প্রেমময়ী গোপীগণেরই হৃদয়ে হইয়া থাকে। সাধারণ জীব ইহার অনুভব করিতে পারে না। যে গোপীগণের সঙ্গে লীলা, তাহা নিতান্ত রহস্যপূর্ণ। ইহার অনুভব করিবার সাধারণ জীবের সাধ্য নাই। আর দ্বিতীয়—গোপবালকগণের সঙ্গে ক্রিয়া, গো-চারণ প্রভৃতি লীলাসমূহ।

"একেন বপুষা গোপপ্রেম বদ্ধোরসাম্বধিঃ।
অন্যেন বপুষা বৃন্দাবনে ক্রীড়তি রাধয়া ॥"

গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—হে সখী! এই মেঘ শ্রেষ্ঠ পরোপকারী। নিজের সমস্ত জীবন এবং সম্পত্তি সংসারের লোকের জন্য সমর্পণ করিয়া দেয়। এই উদারের জন্য শ্রীশ্যামসুন্দর নিজের মিত্র

করিয়াছেন ; তাহার মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে ? "আস্তাং তাবৎ সর্ব্বোপকারবাদিনা সম স্বভাবস্য শ্রীকৃষ্ণ সখস্য মেঘস্য ভাগ্যম্, অন্ত্যজ স্ত্রীণামপিভাগ্য কিং বর্ণ্যমিত্যাহুঃ।"

এই শবরকন্যাগণের ভাগ্যকে দেখ। আমাদের অপেক্ষা তো অধিক শ্রেষ্ঠ। উরুগায় শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলের কান্তিসমান দয়িতাস্তন মণ্ডিত শ্রীকুঙ্কুম যে তৃণে সংলগ্ন হইয়াছিল, তাহা দর্শনমাত্রে উৎপন্ন 'স্মর রোগ'কে যে (সেই শ্রীকুঙ্কুমকে) নিজ অঙ্গে লেপন করিয়া বিনাশ করিয়া থাকে। আমরা সর্ব্বদা তাহাতে পীড়িত হইয়াই থাকি, বিনাশ করিতে পারি না ; অতএব তাহারা আমাদের অপেক্ষা ধন্য এবং পরম সুখী।

বেণুর মাধ্যমে বিবিধ রাগ-রাগিনিগুলি দ্বারা গান করার কারণ শ্রীকৃষ্ণের নাম 'উরুগায়' অথবা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া 'উরুগায়'। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ এবং শক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠদেবগণ অনেকরূপে শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করেন বলিয়াও 'উরুগায়', 'উরু' মানে শ্রেষ্ঠ বা প্রচুর।

শ্রীরাধাকেও 'উরুগায়' বলা যায়, কেন না শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বেণুদ্বারা অনেক প্রকারে তাঁহার নামগান করেন। এইজন্য 'উরুগায় পদাব্জ রাগ শ্রীকুঙ্কুমেন'র অর্থ করা হইয়াছে। রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর চরণ রক্ত-কমলের সমান লাল। "'উরুগায়' নানাপ্রকারেণ কামবীজাদি রূপেণ শ্রীরাধেতি সাক্ষাৎ নাম্না বা গায়ো গানং বেণবাদৌ যস্যাঃ সা উরুগায়া, শ্রীরাধৈব তস্যাঃ পদাব্জয়োঃ রাগস্য শ্রীর্যস্মিন্ তৎকুঙ্কুমতেন।"

কুঙ্কুমের এক অর্থ ইহাও করিয়াছেন যে ভগবান্ কৃষ্ণের চরণে অনুরক্ত শ্রীলক্ষ্মীর দ্বারা নির্ম্মিত কুঙ্কুম। শ্রীলক্ষ্মীদেবী বহুত চিন্তা করিয়া ভগবান্‌কে পতিবরণ করিয়াছিলেন। দেবাসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থনে যখন তিনি প্রকট হইলেন, তখন তিনি দেবতা, অসুর আর মনুষ্যাদিকে দর্শন করিয়া এইপ্রকারে মনে মনেই বিচার করিতে লাগিলেন—

"নূনং তপো যস্য ন মনুনির্জ্জয়ো
জ্ঞানং কৃচিৎ তঞ্চন সঙ্গ বর্জ্জিতম্।
কশ্চিন্মহাংস্তস্য ন কাম নির্জ্জয়ঃ
স ঈশ্বরঃ কিং পরতো ব্যপাশ্রয়ঃ ॥"

—ভাঃ ৮৷৮৷২০

এই সভায় যে তপসী, তিনি ক্রোধকে জয়ী করিতে পারেন নাই। কাহারও জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহা ফলাকাঙ্ক্ষাদিরহিত নহে, কোন ব্যক্তি মহান্ তথাপি তিনি কামজয়ী নহেন। কোন কোন ব্যক্তির ঐশ্বর্য্য বহুত, কিন্তু তিনি অন্যের আশ্রিত। যখন অন্যের আশ্রয় লইতে হয়, তখন তাহার সেই ঐশ্বর্য্যে কি লাভ। (ক্রমশঃ)

বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৩৮ পৃষ্ঠার পর]

নিউইয়র্কে ব্রুকলিনে (Brooklyn) ইস্কন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা
১৪ জুন, ১৯৯৭ শনিবার—

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী (শ্রীমদনলাল গুপ্তা), শ্রীরাসবিহারী দাসাধিকারী (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র), শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী (শ্রীভূপেন্দ্র), ফিনিক্সের মার্কিণদেশীয় ভক্ত শ্রী-অকিঞ্চন দাসাধিকারী (এনথনি বার্কার) শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের জার্সি সিটিতে নিবাস-স্থানের গৃহকর্ত্তা শ্রীরাজেশ পুরী মহোদয়ের মটরযানে ইস্কন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্-ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের আশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য মার্কিণদেশীয় ভক্ত অধ্যাপক শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ দাস মহোদয়ের মটরযানে নিউইয়র্কে ব্রুকলীনস্থ ইস্কন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ব্যবস্থাপিত শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা,

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় যোগদানের জন্য পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় নিউইয়র্ক সহরে মুখ্য রাজপথে আসিয়া উপনীত হন। প্রত্যেকটি রথের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তনরত বিপুল সংখ্যক বিদেশী ও ভারতীয়গণকে দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ বিস্মিত হন। রথগুলি দেখিতে ঠিক পুরীর রথের মত। শ্রুত হয় উক্তরাজপথে শোভাযাত্রা বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বাহির হয় না। যে সময়ে রথযাত্রার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে সেইসময় পুরীতে রথযাত্রা হয় না। পুরীতে নির্দ্দিষ্ট রথযাত্রা তারিখে তাহারা রথযাত্রা বাহির করিবার অনুমতি পান নাই। নগ্নপদে রাস্তায় যাওয়া নিষিদ্ধ বা তদ্দেশীয় বিধি হওয়ায় তাহারা পাদুকা পরিহিত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করেন। পুরীতে যেমন প্রথমে বলভদ্রের রথ, তৎপরে সুভদ্রা এবং সর্ব্বশেষে জগন্নাথের রথাকর্ষণ হইয়া থাকে এখানে সেই ক্রমানুসারে করিতে দেখা গেল না। শ্রীল আচার্য্যদেব নগ্নপদে প্রতিটী রথের সম্মুখে যাইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করেন। উক্ত রথযাত্রাকালে শ্রীমদ্ভক্তিচারু স্বামীর এবং শ্রীমদ্ জয়পতাকা মহারাজের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীমদ্ জয় পতাকা মহারাজ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আটলাণ্টা হইতে বিমানযোগে আসিয়া পৌঁছেন। বিদেশে এই রথযাত্রার বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুভূত হইল—জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেই মহোৎসাহে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। রথযাত্রা নিয়ন্ত্রণে বহু পুলীশ নিয়োজিত ছিল।

উক্ত দিবস অন্যত্র সন্ধ্যায় প্রচার প্রোগ্রাম থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ রথযাত্রায় থাকিবার সৌভাগ্য হয় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ দুইটী কারযোগে ৭৮, জেন ষ্টোন এভিনিউস্থ শ্রীপুষ্পল ভৌমিকের গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীপুষ্পল ভৌমিক ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়াজেলাসদর কৃষ্ণনগর-নিবাসী। বঙ্গের সাধুকে পাইয়া পুষ্পলবাবুর বাড়ীর সকলে মহারাজকে ঘেরাও করিয়া বসেন এবং (বাংলা) মাতৃভাষায় হরিকথা শুনিবার জন্য আগ্রহ

নিউইয়র্ক সহরে জার্সি সিটিতে নগর-সংকীর্ত্তন

[শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ৩৮শ বর্ষ ৩৮ পৃষ্ঠায় সংবাদ প্রকাশিত]

নিউইয়র্ক ব্রুকলিনস্থ ইস্কন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সম্মুখে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গী সেবকগণ—শ্রীঅকিঞ্চন দাস, শ্রীরাসবিহারী দাস, শ্রীভূপেন্দ্র ও শ্রীমদনলাল গুপ্ত

প্রকাশ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের এই প্রথম নিউ-ইয়র্কে বাংলাভাষায় কথা বলিবার সুযোগ হইল। বঙ্গদেশীয় সংস্কারবশতঃ তাঁহারা সকলেই প্রণামী দিলেন।

১৫ জুন রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘ-সহ জার্সি স্ট্রীটস্থ হন্‌কক্ এভিনিউস্থ শ্রীরাজেশ পুরীর গৃহ হইতে অপরাহ্ণ ৬টা ৩০ মিঃ-এ রওনা হইয়া রিচ্‌মণ্ড হিলস্ (Richmond Hills) স্থিত শ্রীবসন্ত কণার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ সংকীর্তন ও বঙ্গ-ভাষায় হরিকথা পরিবেশন করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে শ্রীবসন্ত কণা মহোদয় পশ্চিমবঙ্গ-বোলপুর-শান্তিনিকেতননিবাসী। এখানেও সকলে ভারতের বঙ্গদেশীয় সাধুর দর্শন লাভ করিয়া সুখী হন।

উক্ত দিবস রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় কিসেনা বোলেভার্ড (Kissena Boulevard)-স্থিত হিন্দু সেণ্টারে (Hindu Center-এ) শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া শ্রীমন্দিরের ব্যবস্থাপক শ্রীমহেশ শাস্ত্রীর ইচ্ছায় হিন্দীভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীনাথ চক্রবর্তী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সার একটী শ্লোকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন,—'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥' এই শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে এবং ভাগবত হইতে ব্রহ্মমোহনলীলা-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের বিস্তারিতভাবে বুঝাইয়া বলেন। সভায় দুই শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল, তন্মধ্যে মার্কিণদেশীয় ভক্তগণও ছিলেন।

১৬ জুন সোমবার পূর্ব্বাহ্ণে এক ব্যক্তি হরিনামাশ্রিত হন। তৎপরে শ্রীদেবদাস ঘোষ, শ্রীঅকিঞ্চন দাস প্রভৃতি মার্কিণদেশে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন কেন্দ্রস্থাপনে দীর্ঘ সময় আলোচনান্তে—'Global Organisation of Krishna Chaitanya's Universal Love.' (Gokul)—এই নামে রেজিস্ট্রী করিবেন স্থির করেন।

১৭ জুন মঙ্গলবার বোর্ণ স্ট্রীটস্থ শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মার গৃহে—শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া সদলবলে অপরাহ্ণে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস এবং শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মার

দুইটী মোটরযানে সকলে উপনীত হন। মহাভারতের ধর্ম্মরাজ ও যুধিষ্ঠির মহারাজের সহিত প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গ আলোচিত হয় হিন্দী ও ইংরাজী দুই ভাষায়।

১৮ জুন বুধবার মাকিণদেশীয় ভক্ত শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাসের ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র), শ্রীভূতভাবন দাস (ভুপেন্দ্র), শ্রীঅকিঞ্চন দাস, শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মা স্ত্রীপুত্রসহ, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস দুইটী মোটরযানে রিচ্‌মণ্ড হিলস্থ শ্রীবসন্ত কণার গৃহ হইতে অপরাহ্ন ৩টা ৫০ মিঃ-এ রওনা হইয়া ২॥ ঘণ্টা বাদে কনিক্টিকাট স্টেটে (Conicticut State-এ) Hartford 1643-স্থ ইস্কন মন্দিরে শুভপদার্পণ করতঃ দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ইস্কনের গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্যারীমোহনজী তাঁহার গৃহেই মন্দির সংস্থাপন করিয়াছেন। বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রোতাগণের মধ্যে ভারতীয়গণও ছিলেন। শ্রীল রাচার্য্যদেব 'সাধুগণকে গৃহে আনার কি উপকারিতা'—এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ ভাগবত একাদশ স্কন্ধে বর্ণিত নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ আলোচনা করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতাগণের মধ্যে একজন ব্যক্তি তথায় ২৷৩ দিন অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও পূর্ব্ব ব্যবস্থাপিত না হওয়ায় থাকা সম্ভব হয় নাই। রাত্রি বারটায় নিউইয়র্কে ফিরিয়া প্রসাদ পাইতে রাত্রি দুইটা হয়। প্রচারে থাকাকালে সর্ব্বত্রই স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না।

১৯ জুন বৃহস্পতিবার বিশ্রাম গ্রহণ, সকলে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন।

২০ জুন শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস ও শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মার মোটরকারে নিউইয়র্ক সহরে টম্পকেন্স স্কোয়ার পার্কে (Tompkens Square Park) যান, যে স্থানে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ একটী বৃক্ষের নীচে বসিয়া প্রথম কীর্ত্তন-প্রচার আরম্ভ করেন। পূজ্যপাদ স্বামী মহারাজের একজন সন্ন্যাসী শিষ্য তন্নিকটে পৃথকভাবে একটী ছোট মঠ করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবসহ সকলে উক্ত মঠ দর্শনে যান। তথায় আরতি কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিযতির নাম স্বামী কপীন্দ্র। তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারে সকলে সন্তুষ্ট। পূজ্যপাদ স্বামী মহারাজ যে বৃক্ষের নীচে বসিয়া প্রথম কীর্ত্তনপ্রচার আরম্ভ করেন, তাহা সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই তথায় বহু অবাঞ্ছিত মাতালগণ আসিয়া অত্যাচার করে, কেহ থাকিতে পারেন না। শ্রীমদ্ স্বামী মহারাজের বসিবার স্থানটী কাঁচের টুকরায় ভর্ত্তি, বসিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ কপীন্দ্রস্বামী তথায় থাকেন মাতালগণকে প্রসাদ দিয়া। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত পার্ক পরিদর্শন ও বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় একটী মাতাল আসিয়া উপস্থিত হইল। মাতালটী শ্রীউপেন্দ্র স্বামীর নিকট প্রসাদ চাইল। আমাদের ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ক্যামেরা লইয়া গেল, কায়দা করিয়া ফটো তুলিতেছে, এইসব দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন, রিচ্‌মণ্ড হিলে ফিরিয়া আসিলেন।

উক্ত দিবস রাত্রিতে রিচ্‌মণ্ড হিলস্থ গৃহের অপরপার্শ্বে অবস্থানকারী শ্রীদ্বারকানাথ রায়ের বাড়ীতে পাঠ কীর্ত্তন হয়। তিনি বলিলেন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বাঙ্গালী, তাঁহারা কলিকাতা হইতে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছেন। এখন তাঁহারা বাংলা জানেন না, বলিতে পারেন না। ইংরাজী ভাষাই তাঁহাদের মাতৃভাষা হইয়াছে। তাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টি জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপে [ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া), স্লোভেনিয়া, ফ্রাইবুর্গ (জার্ম্মানি), লণ্ডন, মেঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড), আমষ্টার্ডাম্, রোটারডাম্, দিহেগ,—ডেন্‌হেগ (নেদারল্যাণ্ড), ফ্রাইবুর্গ, বার্লিন (জার্ম্মানি), ম্যাদ্রিদ্, টেনেরিফে—সান্তাক্রুজ-ক্যানেরি দ্বীপপুঞ্জ (স্পেনে)] শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

সিঙ্গাপুরে অবস্থিত World Vaisnab Publishers (বিশ্ব বৈষ্ণব রাজসভা-প্রচার প্রতিষ্ঠানের) ব্যবস্থাপক, মালয়েশিয়াস্থিত মহাপ্রভুর মন্দিরের অধ্যক্ষ ইংরেজদেশীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ইউরোপের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভপদার্পণ ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। উক্ত ব্যবস্থার জন্য তিনি ইউরোপে অগ্রিম পৌঁছেন।

ইউরোপে প্রচার-অবস্থিতিকাল ঃ—২৬ আষাঢ় (১৩০৫); ১১ জুলাই (১৯৯৮) শনিবার হইতে ২৫ শ্রাবণ, ১১ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

[শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বত্র ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন—স্থানীয় ভাষায় বুঝাইবার জন্য কোথাও বা দোভাষীনিযুক্ত হন]

ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া) ঃ—বাংলা পঞ্জী অনুযায়ী ২৬ আষাঢ়, ১০ জুলাই শনিবার ইংরাজী পঞ্জী অনুযায়ী ১১ জুলাই রবিবার মধ্যরাত্রি ১২-৪০ মিঃ-এ এয়ার ফ্রান্স-বিমানে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীচিদঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, জম্মুর শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (অধ্যাপক শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র) প্রচার-ভ্রমণে শুভযাত্রা করেন। শুভযাত্রাকালে দিল্লীনিবাসী এবং পাঞ্জাবের, চণ্ডীগড়ের বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত শতাধিক ভক্ত ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (পালাম এয়ারপোর্টে) উপনীত হইয়া শ্রদ্ধা ও প্রণতি জ্ঞাপন করেন। পরদিন ২৭ আষাঢ়, ১১ জুলাই রবিবার প্রাতঃ ৬-১০ মিঃ-এ সকলে প্যারিস বিমানবন্দরে পৌঁছেন। প্যারিস বিমানবন্দরটী বিশাল। ভিয়েনায় যাইতে পরবর্ত্তী বিমান ধরিতে যাত্রিগণকে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ ও ক্ষিপ্রতার সহিত পরবর্ত্তী অনুরূপ বিমানে যাইয়া সকলে উঠেন, ভিয়েনা বিমানবন্দরে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০টায় আসিয়া উপনীত হন। বিমানবন্দরে পৌঁছিয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত ফ্রেমে সংরক্ষিত সন্ন্যাসীর ত্রিদণ্ড দৃষ্ট না হওয়ায় বিমান কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়। ফোনে যোগাযোগের পর জানা গেল পরবর্ত্তী বিমানে আসিয়া পৌঁছিবে। উক্ত বিভ্রাটের জন্য অধিক সময় তথায় প্রতীক্ষা করিতে হয়। বিমানবন্দরে সম্বর্দ্ধনা করিতে সিঙ্গাপুরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, জার্ম্মাণদেশীয় ত্রিদণ্ডিযতি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বি-এ পরমাদ্বৈতী মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাস প্রভু উপস্থিত ছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীগিরিধারী দাসাধিকারীর (শ্রীগৌতম লিউ) গৃহে থাকিবার এবং রাত্রি ৭-৩০টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ ও হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। যোগদানকারী ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীগিরিধারী দাসাধিকারী পরদিন ১২ জুলাই রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ টা হইতে দেড়টা পর্য্যন্ত ৪৬ লেরেহেন্ ফেল্ডার ষ্ট্রীটস্থ ফকু-হলে এবং রাত্রি ৭-৩০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত রবার্ট পেট্রোভি লোয়াবাৰ্জ্জার ষ্ট্রীটস্থ পূজ্যপাদ পরমাদ্বৈত মহারাজের শিষ্য শ্রীবৃন্দাবন দাসের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পরেই নৃত্যসহযোগে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশিগণ সংকীর্ত্তনের ধ্বনি অধিক হওয়ায় আপত্তি জ্ঞাপন করেন।

১৩ জুলাই সোমবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ প্রাতঃ ৮-৪৫ মিঃ-এ ভিয়েনাতে শ্রীস্বদেশ শর্ম্মাসহ ভিসার জন্য ভিসা অফিসে যান। শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজের ভিসা পূর্ব্ব হইতেই ছিল।

অন্যান্য সকলের শ্লোভেনিয়া (Slovenia) যাওয়ার ভিসা ছিলনা। শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ ইংরেজ হওয়ায় সাহেবদের কণ্ঠে কথা বলিয়া সকলকে বুঝাইতে পারেন সহজে। তিনি ভিসা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য সমস্ত মালপত্র সহ একটি মোটরযানে বেলা ১১টায় অগ্রিম শ্লোভেনিয়ায় যাত্রা করেন। ভিসার প্রদেয় খরচা ডলার ও শিলিংএ দেওয়া হয়। প্রায় বেলা ৩টার সময় স্বদেশ শর্ম্মা অফিস হইতে ভিসা সংগ্রহ করিয়া আনেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তিনমূর্ত্তিসহ মোটরযানে রওনা হইয়া শ্লোভেনিয়ার অন্তর্গত লিতিইয়া (Litija) সহরে বোজেন্সবার্গ ক্যাস্‌ল (Bogenshberg Castle-এ) মর্য্যাদাপূর্ণ ভবনে আসিয়া উপনীত হন। বহু স্ত্রী পুরুষ সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তথায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয় সায়াহ্ন পৌনে ৮টা হইতে। [শ্লোভেনিয়ায় ভারতীয় সময় রাত্রি ৯ ঘটিকায় সূর্য্যাস্ত হয়] শ্রীল আচার্য্যদেব বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাবেশে তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি আগমনের কারণ বিশ্লেষণমুখে প্রবেশমুখে মহামন্ত্র কীর্ত্তন শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া 'যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে' ভাষণ দেন। সাধুগণের অবস্থিতি নিকটবর্ত্তী স্মার্টনো (Smartno) সহরে অতিথিশালায় হয়। অতিথিশালাটি চার্চের (গীর্জ্জার) সংলগ্ন। থাকিবার ব্যবস্থা সুন্দর হইলেও রন্ধনের ব্যবস্থা না থাকায় সকলে সেই রাত্রি শুধু ফল গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ সঙ্কুচিতভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকটে আসিয়া উপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিতে না পারায় দুঃখিতান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পরদিন নিকটবর্ত্তী শ্রদ্ধালু ব্যক্তির গৃহে দুইবেলা রন্ধনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব নিজ আবাসেই প্রসাদ সেবা করিতেন, শেষদিন বাটীস্থ সকলের প্রার্থনায় তিনি রাত্রিতে গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ প্রসাদ সেবা করেন।

১৪ জুলাই মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ট্রবৃলিয়া (Trboulje) স্থানে শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাসের গৃহে হরিকথা ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় Radio (বেতার-বার্ত্তা) অফিসে সাক্ষাৎকার ও আলোচনার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে লুবলিয়ানাস্থিত (Ljubljana) বেতার-অফিসে পদার্পণ করতঃ সাংবাদিকের সঙ্গে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে' দীর্ঘ আলোচনা করেন। উক্তদিবস শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব তিথিতে লুবলিয়ানাস্থিত হলডলস্কো (Hall Dolsko)-তে সায়াহ্ন ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তথায় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকমল তীর্থ মহারাজ এবং কতিপয় ভক্ত হাঙ্গেরী (Hungary) হইতে আসিয়াছিলেন। ভক্তগণের মধ্যে মুখ্য ছিলেন শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী। ১৫ জুলাই বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় স্মার্টনোস্থ কুটর্নিডম্ (Kutorni Dom) কালচারাল ক্লাবে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ 'সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন' বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় মাসিক পত্রিকা Auraর সাংবাদিকের সঙ্গে অপরাহ্নে সাক্ষাৎকারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় যাইয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন। পত্রিকা দেখাইলেন, পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইবে বলিলেন, ইংরাজী অক্ষর হইলেও ভাষা বুঝা যায় না।

১৬ জুলাই বৃহস্পতিবার প্রাতে কতিপয় ব্যক্তি হরিনামাশ্রিত হইতে আসায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে উক্ত সেবায় ব্যস্ত থাকিতে হয়। উক্তদিবস শ্লোভেনিয়ায় Zrece (জেরেসে) এলাকায় শ্রীদামোদর দাসাধিকারীর গৃহে হরিকথা ও সংকীর্ত্তন সন্ধ্যা ৬-৩০টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। তথায় সকলে মহাপ্রসাদও সেবা করেন। পরদিবসও যাত্রার পূর্ব্ব দুই ব্যক্তি হরিনামাশ্রিত হইতে আসায় শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিজ আবাসস্থানেই আবদ্ধ থাকেন।

পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসংঘসহ স্মার্টনোস্থিত নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান হইতে মোটরকারযোগে জার্ম্মানিস্থিত ফ্রাইবুর্গ যাত্রা করেন। সারথির কার্য্য করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীদামোদর দাস এবং ট্রাইবাউলের শ্রীঅশ্বিনী কুমার দাস। প্রায় ১২ ঘণ্টা বাদে

রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় জার্ম্মানিস্থিত ফ্রাইবুর্গে শ্রীমদ্ জীবানুগ দাস প্রভুর Anderhalde-স্থিত বাসভবনে আসিয়া সকলে উপনীত হন। শ্রীজীবানুগ দাসাধিকারী প্রভু পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেবগোস্বামী মহারাজের দীক্ষিত শিষ্য। তিনি শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ আধিকারিক। উক্তদিবস রাত্রিতে জীবানুগ প্রভুর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন ও ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। প্যারিস (ফ্রান্স) নিবাসী ফরাসীদেশীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী প্যারিস হইতে দুইটী কার লইয়া আচার্য্যদেবের আগমনের পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। পরদিন ১৮ জুলাই শনিবার বিন্দুমাধব প্রভুর দুইটী কারে সকলে প্রাতঃ ৬-৩০টায় রওনা হইয়া ইংলিশ চ্যানেলে আসিয়া Havort Speed boat-এ চ্যানেল অতিক্রম করতঃ ইংল্যাণ্ডে উপনীত হন। লণ্ডনেস্থিত Bornham Slough এলাকায় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রেমচাঁদ বশিষ্ঠের গৃহে পৌঁছিতে ব্রিটিশ টাইম সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা হয়। আসিবারকালে বেলজিয়াম রাজ্যটি অতি সুসজ্জিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট দেখিয়া সকলে বিস্মিত হন। জীবনে এই প্রথম শ্রীল আচার্য্যদেবের ও তাঁহার সঙ্গী সাধুগণের হবার্ট স্পীড্ বোটে উঠিবার সুযোগ হয়। স্পীড বোটটি দৈত্যের মত চলে, সমুদ্রে এবং সমুদ্রের তটে বালুকারাশির মধ্য দিয়া। জাহাজটির উপরে হেলিকপ্টারের মত কয়েকটি বিরাট পাখা আছে। জাহাজে যাত্রিগণের শতাধিক মোটরকারও প্রবিষ্ট। হোবার্ট বোট দ্রুতগতি চলিবার সময় হেলিয়া দুলিয়া চলায় অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। শ্লোভেনিয়া হইতে সুইজারল্যাণ্ড জার্ম্মানির সীমানায় জার্ম্মানরাজ্যের অন্তর্গত ফ্রাইবুর্গ হইয়া তৎপরে Luxemberg ও বেলজিয়াম হইয়া ইংলিশচ্যানেলের তটবর্ত্তী (Calais) বন্দরে পৌঁছান হয়।

শ্রীপ্রেমচাঁদ বশিষ্ঠ অনেক ভক্তসহ গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে পৌঁছিয়াই সভায় যোগ দেন। সমস্ত রাস্তা ভ্রমণে থাকায় সকলে ক্লান্ত শ্রান্ত ছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীবিন্দমাধব দাসাধিকারী চালকের কার্য্য করায় অধিকভাবে ক্লান্ত ছিলেন। অবশ্য রাস্তা অতি সুন্দর থাকায় দ্রুতগতি চলার পক্ষে অসুবিধা হয় নাই। সভার প্রারম্ভে শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী মঠের ও আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদানমুখে হিন্দীভাষায় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। পরে শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবলম্বনে ভাষণ প্রদান করেন। সাধুগণ ও অধ্যাপক স্বদেশ শর্ম্মা শ্রীপ্রেমচাঁদ বশিষ্ঠের গৃহে এবং ফরাসীদেশীয় ভক্ত সস্ত্রীক প্রেমচাঁদ বশিষ্ঠের মধ্যমপুত্র শ্রীহরমেন্দর সাগরের গৃহে অবস্থান করেন।

১৯ জুলাই রবিবার লণ্ডন সহরে Southall Middlesex-স্থিত শ্রীবিশ্ব হিন্দু মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয় বেলা ১টা হইতে অপরাহ্ন ২-৪০ মিঃ পর্য্যন্ত। সভায় দুই শতাধিক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। অধিকাংশ শ্রোতা ভারতীয় হিন্দীভাষী। কিছু স্থানীয় ইংরাজীভাষী ব্যক্তিগণও ছিলেন। হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী হিন্দীভাষায় প্রারম্ভে কিছু সময়ের জন্য বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ও হিন্দীমিশ্রিত ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণ প্রদানের পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সতীর্থ ভারতের পাঞ্জাবদেশীয় জলন্ধরনিবাসী শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মার কথা উল্লেখ করতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় লণ্ডনে তাঁহার প্রচারস্থলী বিশ্ব হিন্দু মন্দিরে আসিতে না পারায় হৃদয়ের বেদনা অভিব্যক্ত করেন। সেই কথা শুনিয়া ধরমপাল শর্ম্মার প্রতি অনুরক্ত কতিপয় ভক্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীসীতারাম ও শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীমূর্ত্তিসমূহ নিত্য পূজিত হন। শ্রীমহাদেবেরও শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। তথায় পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীগৌরচরণ দাসাধিকারীর সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় ও কিছু সময় বাক্যালাপ হয়। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন। Middlesex এলাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পুরাতন গুরুভ্রাতা উত্তরপ্রদেশে দেরাদুননিবাসী শ্রীশচীসুত দাসাধিকারীর (শ্রীসুশীল কুমার ত্রিপাঠীর) নিবাসস্থান থাকায় সেবকগণ তাঁহা-

দের বাড়ীতে যাইয়া শচীসুত দাসাধিকারী প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া মর্ম্মাহত হন। তিনিও তাঁহার প্রকটকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের লণ্ডনে উপস্থিতি অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীসুভঙ্গ ত্রিপাঠী, শ্রীগৌরাঙ্গ ত্রিপাঠী, তাঁহার স্ত্রী পরিজনবর্গ ২১ জুলাই সান্ধ্যধর্ম্মসভায় আসিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎকার করেন। শ্রীসুশীল ত্রিপাঠীর জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের বহু পত্র ব্যবহার হইয়াছিল।

১৯ জুলাই রবিবার Slough অঞ্চলে হিন্দু কালচারাল সোসাইটী (হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে তথায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করতঃ শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মই বিশ্বে নিত্য শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ' বিষয়ে হিন্দী ও ইংলিশমিশ্রিত ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি শ্রীরামকুমার কৌশল এবং সেক্রেটারী শ্রীবিনয় কুমার আনন্দ। শ্রীবিনয় কুমার আনন্দই লণ্ডন প্রচারে আগমনের জন্য স্পনসরশিপ্ লেটার পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিচয় প্রদানমুখে হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্যবাণী-মাসিক পত্রিকার একোনচত্বারিংশ বর্ষে শুভপদার্পণ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকা একোনচত্বারিংশ বর্ষে শুভপদার্পণ উপলক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে এবং শিক্ষাগুরু পাদপদ্ম সম্পাদক-সংঘপতি পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর করুণাশক্তিবিগ্রহ গুরুবর্গের কৃপা ব্যতীত তদভিন্ন শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবার অধিকার বা যোগ্যতা লাভ হয় না।

পরমগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার স্বরচিত 'বৈষ্ণব কে' গীতিতে লিখিয়াছেন—"রাধা নিত্যজন, তাহা ছাড়ি মন, কেন বা নির্জ্জন ভজনকৈতব।" শ্রীল প্রভুপাদের এই বাক্য আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার রচিত 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদকমলে মন' ভজনগীতিতে লিখিয়াছেন—'সিদ্ধদেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে সেবামৃত কর দান। পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি মোরে শুন নিজ গুণগান॥' শ্রীরাধাকৃষ্ণের সঞ্চারিত কৃপাশক্তিতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমা স্বতঃস্ফূর্ত্তিরূপে কীর্ত্তিত হয়। অবরোহপন্থা পরিত্যাগ করতঃ আরোহপন্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগৌরভক্তের সেবা, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণের নিজজনের সেবা বা তদভিন্ন শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবা কখনও সম্ভব নয়। মৌখিকভাবে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে মানিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশকে অবজ্ঞা করিলে প্রকৃতপক্ষে গুরু-বৈষ্ণবকে মানা হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের উপদেশ বিশেষভাবে স্মরণীয়—'গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার, লইলে ফল ধরে॥' ঠিক তদ্রূপ গুরুর আমি মুখে বলিয়া গুরুর আচরণ ও শিক্ষা গ্রহণ না করিলে আত্যন্তিক মঙ্গললাভ হয় না।

পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥' ভগবান্ যেমন বাস্তব সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তদভিন্নস্বরূপ গুরু বৈষ্ণবও বাস্তব ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। নিষ্কপট আর্ত্ত নিঃশ্রেয়সার্থিগণের নিকট

তাঁহাদের আবির্ভাব যে কোন সময় যে কোন স্থানে হইতে পারে। নিত্য মঙ্গললাভে অনিচ্ছুক কপট ব্যক্তিগণই মাত্র বঞ্চিত হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের সুদৃঢ় আশ্বাসবাক্য—'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥' (৬।৪০) 'কল্যাণকামী ব্যক্তির কখনও দুর্গতি হয় না।' অজ্ঞানাচ্ছন্ন দুর্ভাগা জীব নিজের ত্রুটী না দেখিয়া অপরকে দোষারোপ করার প্রবৃত্তিতে নিত্য কল্যাণ হইতে বঞ্চিত হয়।

পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপিত

[১৫ আশ্বিন, ১৪০৫ ; ২ অক্টোবর ১৯৯৮ শুক্রবার হইতে ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ **বর্ষ ১২শ** সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পর]

তাঁহার ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ও ইংরাজীতে বুঝাইয়া দেন। তৎপরে তৃতীয় শিক্ষাষ্টক শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা এবং কৃষ্ণ লীলার তৃতীয় যামের শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা, তৃতীয় যামের গীতিকীর্ত্তন, সর্ব্বশেষে 'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ……'ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় তৃতীয় নিয়মসেবার কৃত্য সমাপ্ত হয়।

মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে আরতি, ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেশন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পুনঃ সভার অনুষ্ঠানে মাধ্যাহ্নিক ও অপরাহ্ণকালীয় কৃত্য সম্পন্ন হয় অর্থাৎ শিক্ষাষ্টকের চতুর্থ শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা ও ভক্তিবিনোদঠাকুরের রচিত গীতি কীর্ত্তন, অষ্টকালীয় চতুর্থ শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা এবং বাংলা গীতি কীর্ত্তন, মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রচিত শিক্ষাষ্টক বাংলা ও হিন্দীভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বলা বাহুল্য বিদেশী ভক্তগণ ব্রতে যোগদান করায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে ইংরাজী ভাষাতেও বুঝাইয়া দিতে হয়। পাঠের পরে অপরাহ্ণকালীন শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা, গীতিকীর্ত্তন, মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যারতি প্রারম্ভ। বৃন্দাদেবীসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে প্রায় আধাঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন, বৈষ্ণব প্রণাম, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম, মঠ প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেবের কক্ষে প্রণামান্তে প্রায় আধা ঘণ্টা সন্ধ্যাহ্নিকাদিতে ভক্তগণ ব্যাপৃত থাকেন। পুনঃ ৮ ঘটিকায় সভার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠের পূর্ব্বে শ্রীরাধার মহিমাসূচক স্তব শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত 'রাধে জয় জয়……' এবং শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত কৃষ্ণের স্তব 'দেব ভবন্তং বন্দে……' কীর্ত্তন, শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোক পাঠ ব্যাখ্যা, গীতি কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের পরে শিক্ষাষ্টকের সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকদ্বয় পাঠ ব্যাখ্যা ও বাংলা গীতিদ্বয় কীর্ত্তন, সর্ব্বশেষ মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১০টায় নিয়মসেবার আনুষ্ঠানিক শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধে বর্ণিত গজেন্দ্র মোক্ষন প্রসঙ্গ শ্রীল আচার্য্যদেব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং বাংলা হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন ঃ—পুরী সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে রিজার্ভ বাসযোগে সহরের বাহিরে আলালনাথ (ব্রহ্মগিরি), কোণার্ক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বরে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দর্শন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেকস্থানের মহিমা বুঝাইয়া দেন। পুরী সহরে ও পুরী সহরের বাহিরে নগর সংকীর্ত্তনের পথ নির্ণয় ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিত মাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথ নায়েক)। আলালনাথ যাওয়ার দিন তিনটী বাস, ক্রমশঃ ভক্ত সংখ্যা অধিক হইতে থাকায় সাক্ষীগোপাল যাইতে ৫টি বাস এবং ভুবনে-

শ্বরে যাওয়ার দিন ৬টি বাস রিজার্ভ করিতে হয়। কিছু ভক্ত দর্শনে না যাওয়ায় দর্শনার্থী যাত্রিগণের যাইতে অসুবিধা হয় নাই। প্রত্যহ প্রারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবও গুরু গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন সহ অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তীকালে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রী শ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রী অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকী নন্দন ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজ ও দীনবন্ধু ব্রহ্মচারী। নগর সংকীর্ত্তনে সহরে ও সহরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বিপুল প্রচার হয়।

তারিখানুযায়ী নগর সংকীর্ত্তনের বিবরণ

(১) ১৫ আশ্বিন, ২ অক্টোবর শুক্রবার—মঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন।

(২) ৩ অক্টোবর শনিবার—প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্বেতগঙ্গা ও শ্রীগঙ্গামাতা মঠ দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্বেতগঙ্গায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে বিদেশী রুশ ভক্তগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে রুশদেশীয় সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ রুশ ভাষায় স্থানের মহিমা বুঝাইয়া দেন।

(৩) ৪ অক্টোবর রবিবার—নগরসংকীর্ত্তন প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় বাহির হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। দর্শনীয় স্থান—কাশীমিশ্রভবনে-শ্রীরাধাকান্ত মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবস্থিতি স্থান গম্ভীরা কাশীমিশ্র ভবনের সন্নিকটে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল।

(৪) ৫ অক্টোবর সোমবার—শ্রীপরমানন্দপুরীর কূপ, শ্রী জগন্নাথদেবের সেবক পঞ্চ মহাদেবের অন্যতম শ্রীলোকনাথ শিব দর্শনের জন্য ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ মঠ হইতে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় যাত্রাকরতঃ পৌনে ১১টায় মঠে ফিরিয়া আসেন। লোকনাথ শিবের মন্দিরাভ্যন্তরে বিদেশী ভক্তগণের মন্দিরে ভিতরে প্রবেশনিষিদ্ধ হয়। মন্দিরের বাহিরে কুণ্ডের তীরে খোলা প্রাঙ্গণে পূর্ব্বাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্য সম্পন্ন এবং স্থানের মহিমা কীর্ত্তিত হয়। পরমানন্দকূপ প্রথমে কর্দ্দমাক্ত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় পাতালস্থ ভোগবতী গঙ্গা এই কূপে প্রবিষ্ট হন। বর্ত্তমানে ইহা পুলীশ থানার অন্তর্গত।

(৫) ৬ অক্টোবর মঙ্গলবার—সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ৭-১৫টায় বাহির হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১০টায় ফিরিয়া আসে। দর্শনীয় স্থান—মার্কণ্ডেশ্বর শিব (পঞ্চশিবের অন্যতম), মার্কণ্ডেয় সরোবর, এখানেও বিদেশী ভক্তগণ মন্দিরের ভিতরে যান নাই। বাহিরে খোলা স্থানে পূর্ব্বাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্য সম্পন্ন ও স্থানের মহিমা কীর্ত্তিত হয়।

(৬) ৭ অক্টোবর বুধবার—সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা প্রাতঃ ৭-৩০টায় বাহির হইয়া পৌনে ১১টায় ফিরিয়া আসে। দর্শনীয়—যমেশ্বর শিব, টোটা গোপীনাথ। যমেশ্বর শিবের মন্দিরাভ্যন্তরেও বিদেশী ভক্তগণ প্রবেশ করেন নাই। বাহিরে অবস্থান করিয়া স্থানের মহিমা শুনিয়াছেন ও কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছেন। টোটা গোপীনাথে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'গোপীনাথ! মম নিবেদন শুন' গীতি এবং পূর্ব্বাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্য সম্পন্ন ও স্থানের মহিমা কীর্ত্তিত হয়। টোটা গোপীনাথ মন্দিরের বিশেষ উৎকর্ষতা দৃষ্ট হইল। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে রমণীয় নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

(৭) ২১ আশ্বিন (১৪০৫); ৮ অক্টোবর (১৯৯৮) বৃহস্পতিবার—ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় মঠ হইতে বাহির হন। দর্শনীয় স্থানসমূহ—(১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ—শ্রীমন্দিরে তিনটী প্রকোষ্ঠ—বামপার্শ্ব হইতে প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীবলদেব, সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেব। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীরাধা গোপীনাথ। শ্রীমন্দিরের বাহিরে উদ্যানের মধ্যে বড় হনুমান মন্দির।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি (৩) কল্যাণকল্পতরু (৪) গীতাবলী (৫) গীতমালা (৬) জৈবধর্ম্ম

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

(৪০) শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকা

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৪০৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৪০৫ | ২য় সংখ্যা
২৮ বিষ্ণু, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, মঙ্গলবার, ৩০ মার্চ্চ ১৯৯৯

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর]

নৈতিক ও পারমার্থিক শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। ভারত ধর্ম্মশিক্ষাবর্জ্জিত হ'য়ে কোন দিনই কোন কথা গ্রহণ করেন নাই। যদিও চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায় সৃষ্ট হ'য়েছিল, তথাপি জনসাধারণ তা' গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণেই পারমার্থিকতার অভাব লক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমানে আধ্যক্ষিকতার চরমসীমায় উঠে—তর্ককে অস্ত্র ক'রে বিচারের যেরূপ অপব্যবহার করা হচ্ছে, পূর্ব্বে এতদূর অপব্যবহার লক্ষিত হয় নাই। নীতিশাস্ত্র-লঙ্ঘনকে একটুকু সামান্য বুদ্ধিমান্ ও বিচারপরায়ণ ব্যক্তিও কর্ত্তব্য ব'লে মনে করেন না। চার্ব্বাকনীতি, এপিকিউরাষের নীতি, ইউটিলিটেরিয়্যানদের নীতি ব্যক্তি-বিশেষের প্রীতি উৎপাদন ক'র্‌তে পারে, কিন্তু বিচারপরায়ণ মনুষ্য-সাধারণের শিক্ষার সহিত নীতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ স্বীকার্য্য।

ভারতীয় নীতির মধ্যে 'অহিংসা' নাম্নী নীতিটি চিরকালই প্রচলিত র'য়েছে। বৈদিক নীতি হ'তে পৃথক্ হ'য়েও বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় অহিংসানীতির আদর ক'রেছেন। বেদ-বিরোধী হ'য়েও তাঁ'রা হিংসানীতির অনুমোদন করেন নাই—যা' বর্ত্তমানে খুব আদৃত হ'চ্ছে! মানুষ পশুগুলিকে খেয়ে ফেল্‌ছে! মানুষ খাওয়া বন্ধ হ'য়েছে, কিন্তু মানুষের মত জিনিষগুলিকে খাওয়া বন্ধ হয় নাই। বানর ধ'রে ধ'রে খাচ্ছে—পশু, পক্ষী, তির্য্যক্ জাতিকে খেয়ে ফেল্‌ছে। এরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা আবার বর্ত্তমান যুগে মহা উদারতা ও দেশপ্রেম-নামে প্রচারিত হ'চ্ছে!

ঋষিনীতি, ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্যনীতি, শূদ্রনীতি, সাঙ্কর্য্যপ্রভাবজাত নীতিতে ভেদ হ'চ্ছে। কেউ ব'ল্‌ছেন,—ঋষিনীতি প্রবর্ত্তিত হো'ক, কেউ বল্‌ছেন,—নীতিশাস্ত্রে যখন বহু মত-ভেদ লক্ষ্য করা যায়, তখন তা' শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হ'লে শিক্ষা বিপদ্‌গ্রস্ত হ'বে। শিক্ষা ত' বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়েছেই, নীতিকে কল্যাণকরী

মনে না করায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যেও ত' বি, ডি; ডি, ডি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্ম্মশাস্ত্র-পরীক্ষার প্রণালী গৃহীত হ'য়েছে, তাঁরা থিওলজিকে একেবারে বাদ দেন নাই। 'পলিটিক্যাল ইকনমি' বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা' তথাকথিত ইউটিলিটেরিয়ানদের বিচারে সাময়িক মঙ্গল বিধান করতে পারে; কিন্তু তা' দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল হতে পারে না। বর্ত্তমানে মিশনারী স্কুল ব্যতীত যেখানে যত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সকলেই ন্যূনাধিক Material basis-এর (জড়ের ভূমিকার) উপর প্রতিষ্ঠিত হ'চ্ছে। তবে মিশনারী স্কুল প্রভৃতিও Material basis হতে কতটা পৃথক্ হতে পেরেছে, তাও বিচার্য্য। বর্ত্তমানে Legislative Assemblyতেও religious questionকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। Mahomedan, Non-Mahomedan বিচারে Mahomedan যদি ধার্ম্মিক হন, Non-Mahomedan অধার্ম্মিক হয়ে যাচ্ছেন। Materialistic বিচারস্রোতে ভরপুর মস্তিষ্কসমূহের ভোটে Theistic education (ভগবদ্ভক্তিমূলা শিক্ষা)কে চিরনির্ব্বাসিত করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। যাঁরা বাস্তবিক ধার্ম্মিক, তাঁরা এ সকল কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হন না; কারণ, যাঁরা অপস্বার্থের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এরূপ জনমণ্ডলীর মতও কুশিক্ষারই পূর্ব্বফল।

মুণ্ডকোপনিষদে যে অপরা ও পরা বিদ্যার পার্থক্য আলোচিত হ'য়েছে, সেটা সবটুকু ঠাকুরদাদার আমলের গল্প বা 'তাতস্য কূপঃ'-ন্যায়ে সংশ্লিষ্ট নহে। বর্ত্তমান যে nationality বলে একটা কথা প্রচলিত হ'য়েছে, তা' ন্যূনাধিক ঐ 'তাতস্য কূপঃ' ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমলের কূপে বিশুদ্ধ নির্ম্মল জল ছিল ব'লে যদি কএকপুরুষ পরেও কূপে সেইরূপ জলই আছে, মনে ক'রে নিয়ে সেই কূপের জল ব্যবহার করতে আরম্ভ করা হয়, তা' হ'লে কতকগুলি ব্যাঙ্ ও পাঁকসংশ্লিষ্ট অব্যবহার্য্য বস্তুই গ্রহণ করা হ'বে। এ' দ্বারা "যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ" প্রভৃতি উক্তিকে আদর করার নামে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া হ'বে না। আমার বাপ-পিতামহ যদি মূর্খতাকে বহুমানন ক'রে থাকেন, সেজন্য আমি মূর্খতাকেই ভাল ব'লব—আমার বাপ-পিতামহ গাঁজা খেতে খুব ওস্তাদ ছিলেন ব'লে যেহেতু আমি সে বংশে জন্মগ্রহণ করেছি, তখন আমাকেও গাঁজা খাওয়া শিখতেই হ'বে, এরূপ সেকেলে অসদ্ বিচারের আদর কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই করেন না। ইহা আধুনিক ন্যাশানেলিটির অঙ্গ হ'তে পারে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ট্রেণে ভ্রমণ করবার সময় শ্রীযুত হরেন্দ্রবাবু ও শ্রীযুত প্রফুল্ল বাবুর সহিত ট্রেণে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা উভয়েই শিক্ষাবিভাগের সম্মানিত ব্যক্তি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল বাবুর নিকট শুনলাম,—পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষকগণ যেরূপ উদারতার সহিত শিক্ষা দেন, আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের সেরূপ উদারতা দৃষ্ট হয় না। তিনি সেই প্রসঙ্গে ব'ল্লেন—'আমাদের দেশের ওঝারা পর্য্যন্ত কাউকে কোন সাপের মন্ত্র, বাঘের মন্ত্র শিখাবে না—কামার তার নিজের ছেলে বা বংশ ছাড়া কাউকে কারুকার্য্যের কৌশল শিখাবে না'! আমি তার উত্তরে আমাদের বাল্যকালে পড়া একটী উদাহরণ উল্লেখ ক'রে ব'ল্লাম,—পিটার রুশিয়া হ'তে জার্ম্মাণীতে Ship building (জাহাজ নির্ম্মাণ) শিখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে প্রাশিয়ার লোকেরা অপর দেশের লোককে তা' শিক্ষা দিত না। তাঁরা এই প্রসঙ্গে Trade Secret' (বাণিজ্যে গোপনীয়তা) বলে একটা কথা বললেন। আমি বল্লাম,—'আপনারা পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণের নিকট হতে শিক্ষা লাভ করেছেন, তাতেই উদারতা লক্ষ্য করেছেন। এ দেশেরও যাঁরা প্রকৃত পণ্ডিত, তাঁদেরও উদারতা কম নয়। যে ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষা কম, তার মধ্যেই ঐ প্রকার অনুদারতা লক্ষিত হয়।' তাঁরা আমার কথার অধিক প্রতিবাদ না ক'রে উদার লোকই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন, স্বীকার করলেন। যদি সত্য সত্য কেউ শিক্ষা লাভ করতে পারেন, তা' হলে তাঁ'র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয় যে, জগতে বহু লোক ঐরূপভাবে শিক্ষিত হৌক। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তির এরূপ একটা ভ্রাতৃ-প্রীতি স্বতঃই উপস্থিত হয়। শিক্ষক-সম্প্রদায়ের যদি ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা থাকে, তা'-হলে তাঁদের মধ্যে আরও নীতিবিরুদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা পুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু তাই বলে বলছি না যে, নীতি ও ধর্ম্ম নিয়ে পরস্পর ঝগড়া আরম্ভ হৌক!

অধিকাংশ স্থলেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—যাঁরা খুব বড় বড় University degree holder—খুব ভাল লেখা পড়া শিখেছেন, কিন্তু শিক্ষিত বল্‌লে যে সকল বিষয় জানা উচিত, তাতে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। যেমন তেমন করে নিজের অপস্বার্থ সাধন করে নেব,—ইহাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতি বিদ্বেষভাব দূর হয়ে যাতে আত্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ গোড়া থেকে বালকদের কমনীয় বৃত্তিতে প্রস্ফুটিত হতে থাকে, তজ্জন্য সামাজিকগণের বিশেষ দায়িত্ববোধ থাকা উচিত। নীতিকে অবহেলা করার জন্য যে কুশিক্ষা—'যেমন করে হৌক, দৌরাত্ম্য ক'রে খাব, দাব, থাক্‌ব'—এই যে কুশিক্ষা, তা' হ'তে বর্ত্তমান সমাজকে রক্ষা কর্‌বার জন্য একটী বিদ্যালয় উদ্বোধন কর্‌বার আবশ্যক হ'য়েছে। যা'তে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনা কর্‌বার যোগ্যতা আসে, যা'তে Comparative study of religion প্রকৃত নিরপেক্ষভাবে সাধিত হয়, এজন্য শিশুকাল হ'তেই প্রস্তুত হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ শিক্ষার সহিত পারমার্থিক-শিক্ষার একটী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে।

(ক্রমশঃ)
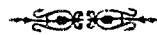
শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর]

চন্দ্রাংশুরূপ্যসলিলৈরবসিক্তরোধ
স্যঞ্চৎ-কদম্ব-সুরভাবলিগীতকীর্ত্তিং।
আরব্ধরাসরভসাং হরিণা সহ ত্বাং
ত্বৎপাঠিতৈব বিদুষী কলয়ানি বীণাং ॥১৬॥

রজতদ্যুতিজ্যোৎস্না সলিলের দ্বারা অবসিক্ত এবং কদম্বসুরভিযুক্ত পুলিনে অলিগীতকীর্ত্তি আপনি শ্রীহরির সহিত যখন রাসক্রীড়া আরম্ভ করিবেন, তখন আপনার পাঠিত বীণাপণ্ডিত আমি, বীণা বাদন করিব ॥ ১৬ ॥

রাসং সমাপ্য দয়িতেন সমং সখীভি
বিশ্রান্তিভাজি নবমালতিকা-নিকুঞ্জে।
ত্বষ্যানয়ামি রসবিৎ* করকাম্ররম্ভা-
দ্রাক্ষাদিকানি সরসং পরিবেশয়ানি ॥ ১৭ ॥

রাস সমাপন করিয়া সহচরীগণসহ আপনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নবমালতীকুঞ্জে যখন বিশ্রাম করিবেন, তখন রসজ্ঞ আমি দাড়িম্ব, আম্র, রম্ভা, দ্রাক্ষাদি সরসফলসকল আপনার নিকট আনিয়া সুখে পরিবেশন করিব ॥ ১৭ ॥

তল্পে সরোজদলকি৯প্তমনঙ্গকেলি-
পর্য্যাপ্তমাপ্তকলয়া রচিতে তুলস্যা।
ত্বাং প্রেয়সা সহ রসাদধিশায়য়ামি
তাম্বূলমাশয়িতুমুল্লমুল্লসানি ॥ ১৮ ॥

সেইকালে প্রাপ্তকলা তুলসী কর্ত্তৃক সরোজদলকি৯প্ত অনঙ্গকেলি পর্য্যাপ্ততল্প বিরচিত হইবে। আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদুপরি শয়ন করাইয়া তাম্বুল অর্পণপূর্ব্বক আমি অত্যন্ত উল্লসিত হইব ॥ ১৮ ॥

সম্বাহয়ানি চরণাবলকৈঃ স্পৃশামি
জিঘ্রানি সৌরভ-সমৃদ্ধ-চমৎক্রিয়াবিধঃ।
অক্ষোর্দধাম্যুরসিজৌ পরিরম্ভয়ানি
চুম্বাম্যলক্ষিতমবেক্ষিতসৌকুমার্য্যা ॥ ১৯ ॥

সৌকুমার্য্য দ্বারা অবেক্ষিত আপনার চরণদ্বয় সম্বাহন করিব এবং চমৎকারভাবে দর্শন, স্পর্শন ও সৌরভ ঘ্রাণ করিব। নেত্রে ধারণ করিয়া অলক্ষিতভাবে চুম্বন করিব এবং উরসিজদ্বয়ে ধারণ করিয়া পরিরম্ভণ করিব ॥ ১৯ ॥

নিশান্ত্যলীলা।

অন্তে নিশন্তনুতরপ্রসৃতালকাল্যা-
স্তাড়ঙ্কহারততিগন্ধমহাগ্রমুক্তাঃ।
প্রেষ্ঠস্য তে তব চ সংশ্লথিতা নিভাল্য
তত্রানয়ানি পরমাপ্তসখীঃ প্রবোধ্য ॥ ২০ ॥

* রসবৎ ইতি পাঠান্তরম্।

নিশান্তে প্রস্থতালকালি আপনার ও ভগবৎপ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের তাড়ঙ্ক হারসমূহও নাসাগ্রমুক্তা কিছু কিছু শ্লথিত হইয়াছে দেখিয়া সেই স্থানে পরমপ্রেষ্ঠ সখী-গণকে প্রবোধিত করিয়া আনিব ॥ ২০ ॥

তা দর্শয়ানি সুখসিন্ধুষু মজ্জয়ানি
তাভ্যঃ প্রসাদমতুলং সহসাপ্নুবানি।
তন্নূপুরাদিরণিতৈর্গতগাঢ়নিদ্রাং
শয্যোত্থিতাং সচকিতাং ভবতীং ভজানি ॥২১॥

আমি সেই পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণকে সেই অবস্থা দেখাইয়া সুখসিন্ধুতে মগ্ন করিব। সহসা তাঁহাদের নিকট হইতে অতুল প্রসাদ লাভ করিব। তাঁহাদের নূপুরাদিধ্বনি দ্বারা আপনার গাঢ় নিদ্রা বিগত হইবে। আপনি শয্যোত্থান পূর্ব্বক সচকিতভাবে অবস্থিত হইলে আমি আপনাকে ভজনা করিব ॥ ২১ ॥

হে স্বামিনি প্রিয়সখীত্রপয়াকুলায়াঃ
কান্তাঙ্গতস্তব বিয়োক্তুমপারয়ন্ত্যাঃ।
উদ্‌গ্রন্থয়াম্যলককুণ্ডলমাল্যমুক্তা-
গ্রন্থিং বিচক্ষণতয়াঙ্গুলিকৌশলেন ॥ ২২ ॥

হে স্বামিনি! প্রিয়সখীগণের দর্শনে আপনি লজ্জা-কুলা হইয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ-অঙ্গ হইতে পৃথক করিতে অপারক হইলে আমি বিচক্ষণতা সহকারে অঙ্গুলিকৌশল দ্বারা আপনাদের অলক, কুণ্ডল, মুক্তা ও মাল্যগ্রন্থি উদ্‌গ্রন্থিত করিব ॥ ২২ ॥

নাসাগ্রতঃ শ্রুতিযুগাচ্চ বিয়োজয়ানি
তদ্ভূষণং মণিসরাংস্তু বিসূত্রয়ানি।
প্রাণার্ব্বুদাদধিকমেব সদা তবৈকং
রোমাপি দেবি কলয়ানি কৃতাবধানা ॥২৩॥

আপনার নাসাগ্র হইতে ও শ্রুতিযুগল হইতে তত্তদ্ভূষণ বিয়োজিত করিব ও মণিহারসমূহ বিসূত্রিত করিব। আপনার একটী কেশকে আমার প্রাণার্ব্বুদ হইতেও অধিকতর প্রিয় মনে করিয়া বিশেষ সাব-ধানতার সহিত সর্ব্বদা সম্পন্ন করিব ॥ ২৩ ॥

ত্বাং সালিমাত্মসদনং নিভৃতং ব্রজন্তীং
ত্যক্তা হরেরনুপথং তদলক্ষিতোঽহং।
তাং খণ্ডিতামনুনয়ন্তমবেক্ষ্য চন্দ্রাং
তদ্বৃত্তমালি-ততি-সংসদি বর্ণয়ানি ॥ ২৪ ॥

আপনি সখীগণ লইয়া স্বীয় সদন যাবটে নিভৃত-ভাবে যাইতে থাকিবেন। আমি আপনাদিগের সঙ্গ ছাড়িয়া অলক্ষিত ভাবে কৃষ্ণের অনুগমন করিব। খণ্ডিতা চন্দ্রাবলীকে শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন দেখিয়া আসিয়া সকল বৃত্তান্ত সখীদিগের সভায় বর্ণন করিব ॥ ২৪ ॥

প্রাতর্লীলা।

প্রক্ষালয়ানি বদনং সলিলৈঃ সুগন্ধৈ-
র্দন্তান্ রসালজদলৈস্তব ধাবয়ানি।
নির্ণেজয়ানি রসনাং তনুহেমপত্র্যা
সন্দর্শয়ানি মুকুরং নিপুণং প্রমৃজ্য ॥ ২৫ ॥

সুগন্ধিজলের দ্বারা আপনার বদন প্রক্ষালন করাইব। সুকোমল আম্রপত্র দ্বারা আপনার দন্ত ধাবন করাইব। সুবর্ণের সরু জিবছোলা দ্বারা আপ-নার রসনা পরিষ্কার করাইব। নৈপুণ্যের সহিত পরিষ্কৃত মুকুর দেখাইব ॥ ২৫ ॥

স্নানায় সূক্ষ্ম-বসনং পরিধাপয়ানি
হারাঙ্গদাদ্যপঘনাদবতারয়াণি।
অভ্যঞ্জয়াম্যরুণসৌরভহৃদ্যতৈলৈ
রুদ্বর্ত্তয়ানি নবকুম্কুমচন্দ্রচূর্ণৈঃ ॥ ২৬ ॥

আপনার স্নানের জন্য সূক্ষ্মবসন পরাইব। গল-দেশ হইতে হারাদি খুলিয়া অবতরণ করিব। অরুণ সুরভিহৃদ্য তৈলের দ্বারা আপনার অভ্যঞ্জন করিব। নব কুমকুম কর্পূর চূর্ণ দ্বারা আপনার উদ্বর্ত্তন করিব ॥ ২৬ ॥

নীরৈর্মহাসুরভিভিঃ স্নপয়ানি গাত্রা-
দম্ভাংসি সূক্ষ্ম-বসনৈরপসারয়াণি।
কেশান্ জবাদগুরুধূমকুলেন যত্না
দাশোষয়াণি রভসেন সুগন্ধয়ানি ॥ ২৭ ॥

মহাসুরভিবারি দ্বারা আপনাকে স্নান করাইব। সূক্ষ্ম বসনদ্বারা আপনার গাত্র হইতে জল অপসারিত করিব। কেশসমূহ অগুরুধূম সহকারে শীঘ্র শুষ্ক ও সুগন্ধি করিব ॥ ২৭ ॥

বাসো মনোভিরুচিতং পরিধাপয়ানি
সৌবর্ণকঙ্কতিকয়া চিকুরান্ বিশোধ্য।
গুম্ফামি বেণিমমলৈঃ কুসুমৈর্বিচিত্রা
মগ্রেলসচ্চমরিকা-মণিজাত-ভান্তীং ॥ ২৮ ॥

মনের অভিরুচিত বস্ত্র আপনাকে পরাইব,

সুবর্ণের চিরুণির দ্বারা আপনার চিকুর বিশোধিত করিয়া বিচিত্র কুসুম ও উজ্জ্বল অগ্রে চমরিকামণি-শোভিত বেণি গুম্ফিত করিব ॥ ২৮ ॥

চূড়ামণিং শিরসি মৌক্তিকপত্রপাশ্যাং
ভালে বিচিত্রতিলকঞ্চ মুদা বিরচ্য।
অক্ষ্ণোঃ কজ্জলং শ্রুতিযুগং মণিকুণ্ডলাঢ্যং
নাসামলঙ্কৃতিমতীং করবাণি দেবি ॥ ২৯ ॥

হে দেবি! আপনার মস্তকে চূড়ামণি ও মৌক্তিক পত্র পাশ্যা বসাইয়া দিব। কপালে বিচিত্র তিলক আনন্দের সহিত রচনা করিব। চক্ষুদ্বয়কে কজ্জল দ্বারা, শ্রুতিযুগলকে মণিকুণ্ডলের দ্বারা শোভিত করিব এবং নাসিকাকে অলঙ্কৃত করিব ॥ ২৯ ॥

গণ্ডদ্বয়ে মকরিকে চিবুকে বিলিখ্য
কস্তূরিকেন্দুপৃষতং কুচয়োশ্চ চিত্রং।
বাহ্বোস্তবাঙ্গদযুগং মণিবন্ধযুগ্মে
চূড়াং মসারকলিতাং কলয়ানি যত্নাৎ ॥৩০॥

আপনার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকাদ্বয়, চিবুকে কস্তুরিকা-বিন্দু এবং কুচদ্বয়ে চিত্র লিখিয়া দিব। দুই বাহুতে অঙ্গদযুগল এবং মণিবন্ধদ্বয়ে ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত চুড়ি যত্নে পরাইব ॥ ৩০ ॥

পাণ্যঙ্গুলীঃ কনকরত্নময়োর্ম্মিকাভি
রভ্যর্চ্চয়ানি হৃদয়ং পদকোত্তমেন।
মুক্তোতকঞ্চুলিকয়োরসিজৌ বিচিত্র-
মাল্যেন হারনিচয়েন চ কণ্ঠদেশং ॥ ৩১ ॥

কনকরত্নময় অঙ্গুরী দ্বারা আপনার করাঙ্গুলি, উত্তমপদকের দ্বারা বক্ষস্থল, মুক্তাখচিত কঞ্চুলিকা দ্বারা আপনার স্তনদ্বয় এবং বিচিত্র মাল্য ও হারনিচয়ের দ্বারা আপনার কণ্ঠদেশ অভ্যর্চ্চিত করিব ॥ ৩১॥

কাঞ্চ্যা নিতম্বমথ হংসকনূপুরাভ্যাং
পাদাম্বুজে দলততিং কণদঙ্গুরীয়ৈঃ।
লাক্ষারসৈররুণমপ্যনুরঞ্জয়ানি
হে দেবি তত্তলযুগং কৃতপুণ্যপুঞ্জা ॥ ৩২ ॥

হে দেবি! কৃতপুণ্যপুঞ্জ আমি, আপনার নিতম্ব কাঞ্চী দ্বারা, পাদাম্বুজদ্বয় হংসকনূপুর দ্বারা, পদাঙ্গুলি-গুলি বাদনশীল অঙ্গুরী দ্বারা ও আপনার অরুণসদৃশ পদতলদ্বয় লাক্ষারস দ্বারা রঞ্জিত করিব ॥ ৩২ ॥

(ক্রমশঃ)

পুরুষ

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

সমস্ত যোষিতের ভোক্তা যিনি, সমস্ত শক্তির শক্তিমান্ যিনি, আব্রহ্মস্তম্ব সমস্তই যাঁহার ভোগ্য বা সেবোপকরণ, সেই গোপীভর্ত্তা সর্ব্বজীবপতি কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। তিনি নানারূপে তাঁহার সেবকগণের নিকট হইতে সেবাগ্রহণ করিয়া সতত ক্রীড়োন্মত্ত। অর্জ্জুন গীতায় বলিয়াছেন—

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ং শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥"

(গীতা ১১।১৮)

[তুমি পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর তত্ত্ব, তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমি সনাতনধর্ম্মরক্ষক এবং সনাতন—পুরাণ পুরুষ]

পুরুষ—এক, অদ্বিতীয়। যাঁহার নিত্য সেব্যত্ব স্বীকৃত, যিনি সকলের নিকট হইতে নিত্যকাল সেবা গ্রহণ করিবার যোগ্য, যিনি সকলের হৃদয়ে প্রার্থনানুসারে পতির আসন অধিকার করিতে একমাত্র সমর্থ, সেব্যাভিমান বা ভোক্তাভিমান যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত বা যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সেব্যাভিমান শোভিত বা বিরাজিত, তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই পুরুষানুগত, পুরুষাধীন যোষ্যগণ—সেবকাভিমানিগণ সতত ব্যস্ত এবং পুরুষের ভোগের উপকরণ-স্বরূপ হওয়াই সেবকগণের একমাত্র

কৃত্য এবং তাঁহার সেবাতেই বিমলানন্দ অনুস্যূত বলিয়া পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার অভিলাষই নিত্যশান্তির আকর বা উৎস। যেখানে পুরুষের অধীনতা বা আনুগত্যের অভাব, পুরুষের সুখবিধানে ঔদাসীনতা সেইখানেই দুঃখের অনিবার্য্য স্রোত তরঙ্গায়িত। সেবাবিস্মৃত হইয়া যেখানে ভোক্তাভিমান বা সেব্যাভিমানের প্রাবল্য, সেইখানে পুরুষ-অভিমানের আসন হৃদয়ে রচিত। কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার ভোগ্য—এই স্বরূপবিচার যেখানে দুর্ভাগ্যক্রমে, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারক্রমে আবৃত বা সুপ্ত, সেইখানেই সেবক জীবের পুরুষাভিমানোদয়। সেইখানেই সেবক জীব সেবা ভুলিয়া অপরের নিকট হইতে সেবাগ্রহণে ব্যস্ত, পুরুষ সাজিয়া যোষানুসন্ধানে ব্যাপৃত। ইহারই নাম বদ্ধতা বা হরিবিমুখতা।

বদ্ধজীবগণ যখন এই জড় ব্রহ্মাণ্ডে বা তদ্ব্যতিরেক কোন বিচারের অস্মিতা লইয়া নিজে স্বরূপতঃ ভোগ্য হইয়াও প্রকৃতিকে অন্বয় বা ব্যতিরেকভাবে আলিঙ্গন করিতে ব্যস্ত বা আলিঙ্গনে রত, তখনই তাহার পুরুষাভিমান, প্রকৃতি-অভিমান বা প্রাকৃত-পুরুষ ও নপুংসক-অভিমান সবই পুরুষাভিমানে অর্থাৎ ভোক্তাভিমানে পর্য্যবসিত। বদ্ধজীবমাত্রেই পুরুষাভিমানী—ভোগলোলুপ; সুতরাং তাহারা পুরুষদেহধারীই হউক বা স্ত্রীদেহধারীই হউক, তাহাদের হৃদ্গত ভাব ভোগের দিকে প্রধাবিত। তবে কেহ পুরুষের সাজে অন্তরে ও বাহিরে পুরুষ-অভিমান পোষণ করে আবার কেহ স্ত্রীর সাজে বাহ্যে পুরুষাধীনত্ব বা যোষার কাচ কাচিয়া অন্তরে পুরুষাভিমান পোষণকারী—নিজেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। আমরা বদ্ধজীবের এই অন্তর্নিহিত ভাবটী যদি স্থিরচিত্তে আলোচনা করি তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পুরুষ। তবে কেহ প্রকাশ্যে পুরুষ-দেহধারী ভোক্তা আর কেহ অপ্রকাশ্যে স্ত্রীদেহধারী ভোক্তা বা পুরুষ—ইহাই পার্থক্য। এ বিষয়টী মায়ামুগ্ধ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সেইজন্য শক্তিমানের সংসার বা কৃষ্ণের সংসার না করিয়া আমরা মায়ার সংসার বা দুই প্রকৃতিতে সংসার করিবার আশা হৃদয়ে পোষণ করতঃ তাহাতে প্রবৃত্ত হই। তাই আমাদের এত কষ্ট। এত দুর্দ্দশা! দুইটী প্রকৃতিসম্মিলনে সন্তান-সন্ততির সম্ভাবনা নাই বলিয়াই পুরুষরূপী প্রকৃতি ও স্ত্রীরূপী প্রকৃতির সম্মিলনে, প্রীতিতে বা আসক্তিতে সুখ বা শান্তিফলের অভাব পরিলক্ষিত—সেই মায়ার গৃহে সুখ-শান্তিরূপ পুত্র-কন্যার বড়ই অভাব। তাই সেখানে এত নিরানন্দ! এত অশান্ত! সুখশান্তিলাভের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তদ্ব্যর্থতা। সেইজন্য দিব্যসৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণ বলেন, পুরুষ প্রকৃতিকে যোষা করিয়া যেমন ভোক্তাভিমানে পাগল হইয়া পড়ে, প্রকৃতিও তেমনি পুরুষকে মৌখিকতায় পুরুষ বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক কার্য্যতঃ তাহার কথিত পুরুষকে নিজ ভোগ্য বা যোষায় পরিণত করিয়া নিজেই পুরুষ হইয়া পড়ে। সেইজন্য কখনও প্রকৃতির উপর পুরুষ আরোহণ করিয়া নিজের বিকৃত পুরুষাভিমান হৃদয়ে পোষণ পূর্ব্বক অসুবিধায় পড়িতেছে, আবার কখনও পুরুষের উপর প্রকৃতি আরোহণপূর্ব্বক নিজেকে পুরুষ মনে করতঃ ভোগের তাণ্ডবনৃত্য চালাইতেছে এবং তদ্ধেতু জগদ্ভরা দুঃখ বা অশান্তি নামক সন্তান-সন্ততিগণ অযাচিতভাবে আসিয়া সেই বদ্ধজীবগণকে জনক-জননীরূপে বরণ করিতেছে।

বদ্ধজীব আমরা সতত অসুখী বলিয়া সুখের জন্য ব্যস্ত হই; কিন্তু সুখকর কৃষ্ণকে সুখ না দিলে বা তাঁহার ইন্দ্রিয়প্রীতিবিধান করিতে না পারিলে নিত্যসুখলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং মর-শোকদ স্ত্রী-দেহের পতি অভিমান বা শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য পূতিদুর্গন্ধময় নশ্বর পুরুষদেহের স্ত্রী-অভিমান পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র পুরুষ কৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করা বা তাঁহার প্রীতিবিধান করাই জীবমাত্রের একান্ত আবশ্যক এবং ইহাই চেতনজীবগণের একমাত্র অর্থ বা প্রয়োজন।

বেণু-গীত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠার পর]

'ধর্ম্মঃ কৃচিৎ তত্র ন ভূতসৌহৃদং
ত্যাগঃ কৃচিৎ তত্র ন মুক্তিকারণম্।
বীর্য্যং ন পুংসোহস্ত্যজবেগনিষ্কৃতং
ন হি দ্বিতীয়ো গুণসঙ্গবর্জ্জিতঃ ।।"

— ভাঃ ৮।৮।২১

কোন ব্যক্তিতে ধর্ম্মাচরণ আছে কিন্তু সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রতার অভাব অর্থাৎ প্রাণীর প্রতি দয়া নাই। কোন মনুষ্য বা দেবতাতে ত্যাগ আছে, কিন্তু তাহা মুক্তির কারণ নহে; কোন পুরুষের বীর্য্য আছে, কিন্তু তাহা কালবেগ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে; আর যাঁহারা প্রাকৃতাপ্রাকৃত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন; সেই সকল সনকাদির ন্যায় মুনিগণও মুকুন্দের তুল্য হইতে পারেন নাই। অথবা মুকুন্দ ভিন্ন সনকাদি ঋষিগণও গুণসঙ্গ বর্জ্জন করিতে পারেন নাই অর্থাৎ কাহারও ত্যাগ আছে কিন্তু মুক্তির সাধন নাই; কেবল ত্যাগ মুক্তির কারণ কি প্রকার হইতে পারে? কোন ব্যক্তির বীরত্ব আছে, তিনি কালের মুখে অর্থাৎ মরণধর্ম্মা। যাঁহার বিরক্ত বিষয় ত্যাগ আছে, কিন্তু সদা অদ্বৈত চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

"কৃচিচ্চিরায়ু র্ন হি শীলমঙ্গলং
কৃচিৎ তদপ্যস্তি ন বেদ্যমায়ুষঃ।
যত্রোভয়ং কুত্র চ সোহপ্যমঙ্গলঃ
সুমঙ্গলঃ কশ্চ ন কাঙ্ক্ষতে হি মাম্ ।।"

—ভাঃ ৮।৮।২২

কোন ব্যক্তি দীর্ঘজীবী, কিন্তু তাহার মঙ্গল ও শীল নাই, কোন ব্যক্তিতে তাহা থাকিলেও তাহার জীবনের স্থিরতা নাই। শিবাদি দেবতাতে চিরায়ু, মঙ্গল ও শীল বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা অশুভ চেষ্টাযুক্ত; আর যিনি নির্দ্দোষ, তিনি আমাকে প্রার্থনা করেন না। অর্থাৎ বিষ্ণুর সবগুণ থাকিলেও আমাকে চাহেন না। কিন্তু প্রার্থনা না করাও একগুণই, অতএব উচিৎ যে আমি তাহাকে বরণ করি, ঐপ্রকার চিন্তা করিয়া লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর গলায় জয়মালা অর্পণ করিলেন।

সেই ভগবচ্চরণানুরাগিণী লক্ষ্মীর দ্বারা এই কুঙ্কুম নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাকে ব্রজগোপীগণ নিজ নিজ বক্ষস্থলে লেপন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের সময়ে তাঁহার চরণকমলেও রঞ্জিত হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণকালে দুর্ব্বাদলের উপর গমন করেন, তখন সেই কুঙ্কুম দুর্ব্বায় সংলগ্ন হইয়া যায়। তাহা দেখিয়া শবরকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যায়। তাহারা সেই কুঙ্কুমকে গ্রহণ করিয়া নিজ স্তনে এবং মুখমণ্ডলে লেপন করিয়া পরমসুখ ও শান্তির অনুভব করিয়া থাকে; এইপ্রকারে তাহাদের স্মরণজনিত ব্যথা শান্ত হইয়া যাইত। অথবা উরুগায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলসদৃশ অরুণ বর্ণ, তৎসদৃশ কুঙ্কুমকে অত্যন্ত প্রেমে সেই প্রেয়সী দয়িতগণ নিজ নিজ বক্ষস্থলে ধারণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের তো নামই উরুগায়। তিনি বেণুদ্বারা চিত্র-বিচিত্র রাগসমূহের আলাপ করিতেন; তাঁহার বেণু-ধ্বনিতে আকৃষ্ট প্রেয়সীগণ সর্ব্বপরিত্যাগ করিয়া যখন বনে গমন করিতেন তখন তাহাদের রসবর্দ্ধনের জন্য তিনি অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকিতেন। প্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন না পাইয়া বিরহে ব্যথিত হইয়া তাঁহারা সবাই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহাদের স্তনমণ্ডলে যে কুঙ্কুম রঞ্জিত করিয়াছিল তাহা বিরহতাপে বিগলিত হইয়া বৃন্দাবনের মনিময় দুর্ব্বায় রঞ্জিত হইল; যাহাকে দর্শনমাত্রে শবরকন্যাগণের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অভ্যুদয় হইল। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের চরণধূলির অপার মহিমা।

'কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ।।'

—চৈঃ চঃ আ ৬।৬৪

সাধকের চিদ্‌বলাধানকারী অপ্রাকৃত বস্তুত্রয় যথা—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল ।।
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ।।
তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন ।।

—চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০-৬২

তাহাদের মনে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে মিলনের জন্য তীব্রতর আকাঙ্ক্ষা উদয় হইল; কিন্তু কিভাবে উপশম সম্ভব? অতএব তাহারা সেই দিব্যগন্ধসম্পন্ন কুঙ্কুমকেই নিজ নিজ বক্ষস্থলে এবং মুখমণ্ডলে অনুলেপন করিয়া স্মরব্যথাকে প্রশান্ত করিল। "দয়িতাস্তনমণ্ডিত কুঙ্কুমম্" সেই কুঙ্কুমকে শবরাঙ্গনাগণ নিজ বক্ষস্থলে ও মুখমণ্ডলে অনুলেপন করিয়াছিল।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্‌রামকৃষ্ণচরণ স্পর্শ প্রমোদঃ।
মানং তনেতি সহগোগণয়োস্তয়ো র্যৎ
পানীয় সুযব সকন্দর-কন্দ মূলৈঃ ॥১৮॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ কহিল—হে সখীগণ! আহা! এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কারণ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ইহার আনন্দ হইতেছে এবং এই পর্ব্বত পানীয়, সুন্দরতৃণ, কন্দর ও কন্দমূলসমূহের দ্বারা গোসমূহের ও গোপবালকগণের সহিত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং এই পর্ব্বত অতিশয় ধন্য।

ভাবার্থ—অপর গোপীগণ বলিল—হে সখীগণ! এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ভগবানের ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য। ইহার ভাগ্য দেখিতেছ না কেন? আমাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আর নয়নাভিরাম বলরামের চরণকমলের স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া কতপ্রকার আনন্দের বিকার উৎপন্ন হইতেছে। কেবল দুইজনের? গোপবালকগণকেও অত্যন্ত আদরের সহিত সৎকার করিতেছে। স্নান পানের জন্য ঝর্ণার নির্ম্মল সুশীতল জল এবং গোসমূহের জন্য নব কোমল তৃণ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে। বিশ্রামের জন্য কন্দরগুলি আর খাইবার জন্য কন্দ, মূল, ফল-ফুল প্রদান করিতেছে। বাস্তবে এই গিরিরাজ পর্ব্বতই মহাধন্য। যেখানে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গমন করেন, সেখানে সেখানে গমন করিতে সমর্থ এই শবর-কন্যাগণের ভাগ্য কি বর্ণন করিব? আমাদের সম্মুখে এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই অত্যন্ত ভাগ্যশালী।

কোন অট্টালিকায় নির্জ্জনে একত্র উপবেশন করিয়া গোপীগণ এইপ্রকারে পরস্পর কথা বিনিময়কালে কোন গোপীদ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জানাইতেছে যে, তাহারা সব গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সন্নিকটেই নিবাস করিয়া কথা হইতেছিল। "অহো! যত্র যত্র শ্রীকৃষ্ণঃ প্রয়াতি তত্র তত্র প্রয়াণ সমর্থানাং পুলিন্দীনাং ভাগ্যং দূরেঽস্তু অয়ং শ্রীগোবর্দ্ধনঃ পরমভাগ্যবান্ ইতি অট্টালিকারূঢ়া আহুঃ। অয়ং ইতি অঙ্গুল্যা দর্শনেন শ্রীগোবর্দ্ধননান্তিক এব তাসাংনিবাসোঽস্তিতি জ্ঞায়তে।"

হে গোপীগণ! মহান্ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ বিনা মনোরথ কখনও সফল হইতে পারে না। সমস্ত মহদ্‌গণের মধ্যে ভগবানের ভক্তকেই মহান্ বলা হইয়াছে; যে ব্যক্তি নিজের সমস্ত কর্ম্মের ফল এবং আত্মাকে ভগবানে অর্পণ করিয়া সমস্ত প্রাণীকে ভেদভাব রহিত হইয়া উপাসনা করেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহান্। তাহা হইতে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে পারে না। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাঃ মদ্ভক্তাস্ত তে নরাঃ"—"মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুনাতি"। এইপ্রকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতার পদক কেবল ভগবদ্ভক্তগণেরই প্রাপ্য। কিন্তু এই গিরিরাজ তো হরিভক্তগণের মধ্যেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। "অয়ং গোবর্দ্ধনো ধ্রুবং হরিদাসেষু শ্রেষ্ঠঃ।"

পাপ-তাপ সমস্ত কর্ম্মের ফল হরণ করেন বলিয়া ভগবানের অপর নাম 'শ্রীহরি'। এই গোবর্দ্ধনও হরিদাসবর্য্য; অর্থাৎ হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাম-কৃষ্ণের চরণ স্পর্শপ্রাপ্ত হইয়া কত আনন্দিত হইতেছে? কোমল কোমল তৃণসমূহ তাহার রোমাঞ্চ অপর ঝর্ণা আনন্দাশ্রু। শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে গোবর্দ্ধনের শিলাগুলি দ্রবিত হইয়া ব্রজাঙ্কুশাদির চিহ্নসংযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্নকে যথাযথভাবে অঙ্কিতকে ধারণ করিতেছে।

"যদ্রামকৃষ্ণয়োশ্চরণ স্পর্শেন প্রমেদো যস্য সঃ তৃণাদ্যুচ্চামমিষেণ রোমহর্ষ দর্শনাৎ, যদ্বা রামকৃষ্ণ চরণস্পর্শেন শিলাদ্রবাদ্যভিব্যঞ্জিতঃ প্রকৃষ্টো মোদো যস্য সঃ।"

'কন্দর' আর 'গুফা' একই সংজ্ঞা, কিন্তু যাহার মুখ, প্রবেশ-মার্গ দুইদিক বর্ত্তমান থাকে তাহাকে 'কন্দর' বলা হয়, আর যাহার একমুখ প্রবেশমার্গ, তাহাকে 'গুফা' বা গুহা বলা হয়। শীত এবং উষ্ণতা

রক্ষার জন্য গুহায় অবস্থান করিতেন ; আর বর্ষায় রক্ষার জন্য বা বালকগণের সঙ্গে খেলা ও লুকোচুরি ক্রীড়ার জন্য বা বসার জন্য বিশেষভাবে কন্দরগুলিকে ব্যবহার করিতেন। এইপ্রকার 'কন্দ' আর 'মূল' সামান্য পার্থক্য যে—'কন্দ'কে রন্ধনাদি করিয়া খাওয়া যায়, আর 'মূল' বিনা রন্ধনেই কাঁচা আহার করা যায়। 'সুযবস্' এখানে পাঠ হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু 'সু'র স্থানে 'স' ছন্দানুরোধে আর্য প্রয়োগ হইয়াছে।

"রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ" এতে রাম শব্দের প্রয়োগ নিজ ভাবকে গোপন করার জন্য করা হইয়াছে, বস্তুতঃ এখানে রাম রমণীয়ের অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। 'রামো, নীল চারু সিতে ত্রিষু'—অমরকোষ। "রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণঃ তস্য চরণস্পর্শেন মানং তনোতি ক্রিয়মাণভয় বিস্তারেণ করোতি।" অন্যের অপেক্ষা এই শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ সম্মান করেন। 'গো' শব্দ অন্য পশুগুলিকেও উপলক্ষ করা হইতেছে।

> গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার
> বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
> অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
> নির্য্যোগপাশকৃত লক্ষণয়োর্ব্বিচিত্রম্ ॥১৯॥

অনুবাদ—অন্যান্য গোপীগণ কহিল—হে সখীগণ! যাঁহারা গোপবালকগণের সহিত বনে বনে গো-চারণ করিতেছেন এবং যাহারা গাভীগণের দোহন-কালের পাদবন্ধন রজ্জু ও দুষ্ট গোসমূহের বন্ধনরজ্জু মস্তকে ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়া শোভিত হইয়াছে, সেই বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর পদসম্বলিত গভীর বংশী-ধ্বনিতে দেহিগণের মধ্যে গতিশীল প্রাণিগণের যে নিশ্চলতা অর্থাৎ জঙ্গমসমূহের যে স্থাবরধর্ম্ম এবং বৃক্ষসমূহের যে পুলকোদ্গম অর্থাৎ স্থাবরসমূহের যে জঙ্গমধর্ম্ম, ইহা বড়ই বিচিত্র।

ভাবার্থ—হে সখীগণ! এই ব্রজভূমি শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকারী চর-অচর প্রাণীমাত্রই ধন্য। "ব্রজভূমৌ শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতাশ্চরাচরাশ্চ সর্ব্বেঽপি ধন্যাঃ ইত্যাহুঃ।" সবাই শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত পীযুষ পান করিয়া এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইতেছে। বৃক্ষসমূহও নিজের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যামৃত পান করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছে। "বৃক্ষণামপি সূক্ষ্ম দৃষ্টিরস্তীতি তস্যাত পশ্যন্তি পাদপঃ।" এই দৃষ্টিকোণে বলিতে লাগিলেন—"গা গোপকৈরিত্যাদি গোপকৈঃ"।

এখানে দয়ার অর্থে 'কণ' প্রত্যয়, যে প্রযোজ্যকর্ত্তা অথবা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রকারে যে রক্ষা করে, এইজন্য ইহাকে 'গোপক' বলা হয়। অথবা গোপগণকে যিনি আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া অর্থাৎ গোপবালক-গণকেও 'গোপক' বলে। "গোপানাং কং সুখং যেভ্যঃ"।

'অনুবনং' শব্দের অর্থ প্রত্যেক বনে, মথুরা পর্য্যন্ত সমস্ত বনসমূহেও শ্রীশ্যামসুন্দর শিরে ময়ূরপুচ্ছ, স্কন্ধে পাশন রাখিয়া গোপবালকগণসহ বেণুধ্বনি করিয়া গো-চারণ করিতেছিল, অতএব সমস্ত অদ্ভুত শোভা পাইতেছিল।

বেণুর মনোহর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভ্রমণশালী প্রাণীসমূহ স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, আর স্থির অবস্থানকারী বৃক্ষাদি রোমাঞ্চিত পুলকাদি বিকার প্রাপ্ত হয় ; কি-প্রকার মহিমা বংশীর যে সংক্রিয়কে নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়কে সক্রিয় করিয়া থাকে। অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

'কলপদৈঃ'—অর্থ শ্রীশ্যামসুন্দর কৃষ্ণের চরণ চালন-সময় নূপুরের রুণুঝুণু সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইত, তাহা বেণুধ্বনির সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রোতা-গণকেও পরম আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। "শ্রোতৃ-ণাং পরমানন্দ প্রদৈর্বেণুস্বনৈঃ তনুভৃৎসু শরীরিষু যে গতিমন্তস্তেষাম্ অস্পন্দনম্ স্থাবরধর্ম্মঃ তথা তরুণাম্ পুলকো-রোমঞ্চশ্চ জঙ্গমধর্ম্ম ইতীদং বিচিত্রমাশ্চর্য্যম্। তরুণাচেতি উপলক্ষণং সর্ব্বেষাম্ স্থাবরাণাং পুলকঃ কম্পাদি চ জঙ্গমধর্ম্মঃ।"

> এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবন চারিণঃ।
> বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বেণুগীতগুণ বর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ অধ্যায় সমাপ্তম্।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বৃন্দাবনবিহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই-প্রকার যে যে লীলা তৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল,

গোপীগণ পরস্পর সেই সকল লীলা বর্ণনা করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভাবার্থ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের ঐপ্রকার লীলা এক নহে, অনেকপ্রকার লীলাই আছে। গোপীগণ প্রতিদিন একত্র সংমিলিত হইয়া পরস্পর তাহা বর্ণন করিতেন আর লীলায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী তাঁহাদের হৃদয়কমলে স্ফুরিত হইতে থাকিত।

বৃন্দাবনে বিহারকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অলৌকিক লীলাগুলির পরস্পর বর্ণন করিয়া গোপীগণ চিন্তাবদ্ধ হইয়া তাহাতেই তন্ময় হইতেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের লীলাবলী বর্ণন করিতে করিতে স্বয়ংও লীলাময়ী হইয়া যাইতেন।

"ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ"—গোপীগণ লীলাময়ী হইলেন—তাৎপর্য্য এই যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে কৃষ্ণের লীলাই সর্ব্বোপরি এবং ইহাই তাঁহাদের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে তাঁহারা নিজকে উপনীতা হইতে চাহিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহাদের একান্ত লক্ষ্য যাঁহাকে প্রাপ্ত বিনা জীবের কখনও পরাশান্তি লাভ হইতে পারে না।

"এবম্বিধা ভগবতো বৃন্দাবনচারিণঃ অন্যাশ্চ ক্রীড়াস্তাশ্চ মিথঃ পরস্পরং বর্ণয়ন্ত্যো গোপ্যস্তন্ময়তাং যযুঃ, শ্রীকৃষ্ণৈকান্তানুসন্ধান পরতাং প্রাপুঃ, যদ্বা ক্রীড়া বর্ণয়ন্ত্যঃ ক্রীড়াময়তাং ক্রীড়াপ্রাচুর্য্যং প্রাপুঃ" ইতি ভাবার্থ সমাপ্তম্।

উপসংহার—গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে চিন্তাবদ্ধ হইয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। দিবসাবসানে তাঁহাদের বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে পর বেণুকে বলিতে লাগিলেন—হে বেণু! দিনে মৌন থাকিয়া তুমি আমাদের পরস্পর প্রাণবল্লভের কথা চিন্তা করিতে বা বলিতে এবং প্রত্যহ সুস্থভাবে গৃহকর্ম্ম সমাধান করিতে অবসর প্রদান করিয়া থাক। তজ্জন্য তোমার এ করুণায় আমরা কৃতার্থ; আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি যে—ছিদ্র থাকা ভাল কথা নয়, একটি ছিদ্রকে লোকে বহু নিন্দা করিয়া থাকে, তোমার তো বহুত ছিদ্র, অতএব করুণাময় ভগবান্ করেন যেন তোমার সমস্ত ছিদ্র বন্ধ হইয়া যাউক। হে মুরলি! অন্তঃসারশূন্য হৃদয়কে কেহই প্রশংসা করেন না; অতএব আমাদের প্রার্থনা যে, তোমার হৃদয় সারবত্ত্বায় পরিপূর্ণ হইয়া যাউক। মুখরতা আর চঞ্চলতা অর্থাৎ অধিক কথা বলাও দোষই; আমরা ভগবান্ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি যেন তোমার এই দোষ হইতেও নির্ম্মুক্ত করুক অর্থাৎ তোমার মুখ বন্ধ হইয়া যাউক।

নিশ্ছিদ্রমস্তু হৃদয়ং পরিপূর্ণমস্তু
মৌখর্য্যমস্তমিতমস্তু গুরুত্বমস্তু।
কৃষ্ণপ্রিয়ে সখি দিশামি সদাশিষস্তে
যদ্‌বাসরে মুরলিকে করুণাং তনোতি ॥

মুরলিকে এবম্বিধ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া গোপীগণ স্ব স্ব গৃহে কৃষ্ণচিন্তা করিতে করিতে গমন করিলেন। ইতি উপসংহার সমাপ্তম্।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ওঁ ॥

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব
পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা মুখে প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্টার্ড প্রধান কার্য্যালয় দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থিত

শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ১৪ পৌষ (১৪০৫), ৩০ ডিসেম্বর বুধবার হইতে ১৮ পৌষ, ৩ জানুয়ারী (১৯৯৯) রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিশেষ সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের নাগরিকগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী শনিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেকতিথি বাসরে শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জীউ অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রাকট্য তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা মহাভিষেক, শৃঙ্গার, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণের সাত্বত-শাস্ত্রবিধানানুযায়ী মহাভিষেক কার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরহিত্যে এবং শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও পূজারী শ্রীপ্রাণপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারির সহায়তায় সুসম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপাপ্রার্থনামুখে সর্ব্বক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন হইতে থাকে। মহাভিষেক-দর্শনে বহু নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

১৮ পৌষ, ৩ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বহির্গত হন। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা লাইব্রেরী রোড, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, হাজরা রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগচি রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, লেক্ মার্কেট, রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, মনোহর পুকুর রোড ও সতীশ মুখার্জ্জী রোড হইয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। পুরোভাগে ব্যাণ্ড-বাদ্যাদি, তৎপরে নৃত্যকীর্ত্তনরত সাধুগণ, পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণ, ভক্তগণের রথাকর্ষণে, পরপর সজ্জিত হওয়ায় শোভাযাত্রা দীর্ঘ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুরের ও মেচেদার ভক্তগণ এবং ব্রহ্মচারীগণ কর্ত্তৃক মৃদঙ্গবাদন-সেবাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে সভায় সমাসীন হন খিদিরপুর কলেজের প্রাক্তন রীডার ডঃ শ্রীনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসর প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীদিলীপ কুমার মিত্র, এডভোকেট, মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যাপক ডঃ শিব রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅবনীমোহন সিন্হা। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, শ্রীজ্যোতির্ময় পণ্ডা, কলিকাতা খড়্গপুরস্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, গুরুদাস কলেজের অধ্যাপক ডঃ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ও বেহালা কলেজের অধ্যাপক ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। সভায় বক্তব্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'আত্মধর্ম্ম বিশ্বে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনে সমর্থ', 'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে ভাগবতধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য', 'সাধ্য ও সাধন', 'সনাতনধর্ম্মে শ্রীমূর্ত্তির তাৎপর্য্য' ও 'সকল দুঃখ দূর করিতে হরিনাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়'।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজও কলি-

কাতা মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ, বিশিষ্ট সদস্য শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা মঠের বনচারী. ব্রহ্মচারী সেবকগণ এবং গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj—(temporarily appointed as Printer & Publisher)
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Namo & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Smd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Bhakti Baridhi Paribrajak Maharaj
Signature of Publisher

Dated 30. 3. 1999

ইং ১৯৯৯ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে (১৭ ফাল্গুন, ১৪০৫, ২ মার্চ্চ, ১৯৯৯ মঙ্গলবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ

(১) শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী (শ্রীপ্রেমদাস) —রুড়কী (উত্তরপ্রদেশ)

দ্বিতীয় বিভাগ

(২) শ্রীমতী ললিতাদাসী, জলন্ধর সহর (পাঞ্জাব)

(৩) শ্রীপুণ্যশ্লোকদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী

(৪) শ্রীমতী বিশাখা দাসী, বর্দ্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)

তৃতীয় বিভাগ

(৫) শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য দাসাধিকারী, গোসাবা, ছোটমোল্লাখালি, দক্ষিণ - ৪ পরগণা

(৬) শ্রীবৃন্দাবন কুণ্ডু, বাকসিমূল (বাঁকুড়া)

(৭) শ্রীরূপনারায়ণ কুণ্ডু, ঝাণ্টিপাহাড়ী (বাঁকুড়া)

(৮) শ্রীমণ্টি মোদক, চৌধুরীপাড়া, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(৯) শ্রীমতী সুপর্ণা কুণ্ডু, ঝাণ্টিপাহাড়ী (বাঁকুড়া)

(১০) শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড়

পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপিত

[১৫ আশ্বিন, ১৪০৫ ; ২ অক্টোবর ১৯৯৮ শুক্রবার হইতে ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর]

বিদেশী ভক্তগণের শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার না থাকায় উদ্যানে বড় হনুমান্ মন্দিরে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে ভক্তগণ উপবিষ্ট হইলে তথায় পূর্ব্বাহ্ণকালীন নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ সম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠ হইতে দর্শনে বাহির হইবার পূর্ব্বে শ্রীমঠে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠের মহিমা বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী—তিন ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের বিশেষ সমুন্নতি দেখা গেল। ওড়িষ্যা রাজ্যসরকার উদ্যানের বিস্তৃত এলাকা পরিষ্কার করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন উদ্যানের ভিতর দিয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবরে যাইতে, রথাকর্ষণের পথ—বড়দাণ্ড (গ্র্যাণ্ড রোড) হইতে রাস্তার দুইপার্শ্বস্থিত সমস্ত কেবিন (গুমটি) উঠাইয়া তথায় বিপণি বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভক্তগণ মঠে ফিরিয়া আসেন পূর্ব্বাহ্ণ ১০-১৫ ঘটিকায়।

(খ) শ্রীনরেন্দ্র সরোবর (শ্রীচন্দন সরোবর)—চন্দন সরোবরের অভ্যন্তরে মধ্যস্থলে শ্রীমন্দিরে শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহগণ ও অভিষেক কুণ্ড, শ্রীমন্দিরের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমকোণায় পঞ্চ শিব বিরাজিত ও তাঁহাদের অভিষেক স্থান, দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে গোপালমূর্ত্তি (চন্দনযাত্রাকালে কৃষ্ণ-বলরাম বিরাজিত থাকেন)। সরোবরের অভ্যন্তরস্থ শ্রীমন্দিরে প্রবেশের ধার্য্য প্রণামী মাথাপিছু ২৫ পয়সা। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের পূর্ব্বে ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সরোবরের জল স্পর্শ করেন।

(৮) ৯ অক্টোবর শুক্রবার—প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। ভক্তগণ দর্শন করেন—সাতাসন মঠ, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিকুটী, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠ। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে বৈষ্ণবকৃপা প্রার্থনামূলক কীর্ত্তন, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠে নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্যসমূহ সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ সাগর-অভিমুখে গমন করেন, কিন্তু বালি অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায় পা ফেলিতে না পারায় নৃত্য করিতে করিতে সাগর সন্নিধানে পৌঁছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যস্নান ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শহেতু সাগর-মহাতীর্থে ভক্তগণ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক জলস্পর্শ করেন, অনেকে অবগাহন স্নানও করেন। স্নানে প্রমত্ত হওয়ায় পার্টীর সহিত ভক্তগণের মঠে ফিরিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হয়। কেহ কেহ রিক্সা আদিতে মঠে ফিরিয়া আসেন।

(৯) ১০ অক্টোবর শনিবার—প্রতিদিনের ন্যায় অদ্য প্রাতে ৭-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে অনুমতি লইয়া ভক্তগণ মৃদঙ্গ-কাঁসর-করতাল বাদ্য ও সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দর্শন করেন—পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ—শ্রীনৃসিংহদেব—ছত্রভোগ মন্দির—শ্রীজিয়ড় নৃসিংহ, শ্রীষড়্‌ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির পার্ষদগণসহ পাণ্ডা গোপীনাথ খুঁটিয়ার পুত্র শ্রীহরেকৃষ্ণ পাণ্ডার অনুগমনে শ্রীবিগ্রহ দর্শনে ধার্য্য নির্দ্দিষ্ট প্রণামী দিয়া গর্ভমন্দির-সম্মুখস্থ মুখশালায় প্রবেশ করতঃ শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ, পরে সেইপথে বাহির হইয়া শ্রীমদনমোহন, কৃষ্ণ-বলরাম, তৎপরে মুক্তি মণ্ডপের সম্মুখে আদি নৃসিংহদেব, ভুষণ্ডি কাক, শ্রীবিমলাদেবী, সাক্ষীগোপাল, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীরাধা গোপীনাথ, শ্রীসত্যভামা, শ্রীনীলমাধব, শ্রীমহালক্ষ্মী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির দর্শন করা হয়। উক্তদিবস শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও যজমানগণের অতিরিক্ত ভীড় দৃষ্ট হইল, কিছু সময়ের জন্য বর্ষাও হইল। ভক্তগণকে একত্রিত করিবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব কল্পবৃক্ষতলে কিছু সময় উচ্চ

কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে বিদেশীগণের যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা পতাকা, ফেস্টুন, ক্যামেরাদিসহ বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া মঠে ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্য সম্পন্ন হয়।

(১০) ১১ অক্টোবর রবিবার—শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ৭-১৫ মিঃ-এ বাহির হয়। দর্শনীয় স্থানসমূহ—শ্রীনৃসিংহ মন্দির (লক্ষ্মীদেবীর পিত্রালয় বলিয়া পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক কথিত), চক্রতীর্থ (পাণ্ডাগণ বলেন শ্রীজগন্নাথদেবের সুদর্শনচক্র এখানে পতিত হইয়াছিল), বেরী হনুমান মন্দির, শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ। শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনরত ভক্তগণকে লইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩৫ মিনিটে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পেঁ ৗছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও কতিপয় ব্রহ্মচারিগণসহ সাধুনিবাসের ত্রিতলে পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম সন্নিধানে উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ ১০১ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও শ্রীদামোদর ব্রতপালনকারী ভক্তগণকে দর্শন দিয়া কৃপা করিতে ত্রিতল হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া সভামণ্ডপে বেদীতে সমাসীন হইলে ভক্তগণ দর্শনসৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। ভাগ্যবান সেবকগণ তাঁহাকে সাবধানের সহিত নীচে লইয়া আসিবার সেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সমাসীন হইয়া আশীর্ব্বচনের দ্বারা সকলের ভজনোৎসাহ বর্দ্ধন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব নিয়মসেবাব্রতের কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করেন। শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ নিয়মসেবা ব্রত-পালনকারী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা এমনভাবে আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত করেন অধিকাংশ ভক্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবন করিতে পারেন নাই। শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ হইতে সকলে মোটরযান, বাস, রিক্সায় বিভিন্নভাবে মঠে ফিরিয়া আসেন।

(১১) ১২ অক্টোবর সোমবার—প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় ভক্তগণ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বহিঃপ্রদেশে চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমান্তে লক্ষ্মীবাজার-দোলবেদীর পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া বড়দাণ্ড হইয়া শ্রীমঠে ৮-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসিলে নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য সম্পন্ন হয়। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত 'ভজনরহস্য' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন বাংলা ভাষায়, শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী-ভাষী-ভক্তগণের জন্য হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়।

(১২) ১৩ অক্টোবর ১৯৯৮, ২৬ আশ্বিন ১৪০৫ মঙ্গলবার বহুলাষ্টমীতিথি—অদ্য প্রাতঃকাল হইতে প্রবল বর্ষা হওয়ায় পরিক্রমা বাহির হইতে বিলম্ব হয়। তজ্জন্য মঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্যসমূহ সমাপনের পর বর্ষণ কম হইলে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় বড়দাণ্ড ও মেডিক্যাল চকের রাস্তা দিয়া ভক্তগণ আঠারনালায় মহাপ্রভুর পাদপীঠ-মন্দিরে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ আসিয়া উপনীত হন। মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরের পূজান্তে ভক্তগণ ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ফলমূল প্রসাদের দ্বারা ভক্তগণকে আপ্যায়িত করা হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে চন্দনসরোবর যাইতে সোজা রাস্তায় সংকীর্ত্তনসহ মঠে পেঁ ৗছিতে বেলা ১১টা হয়। উক্ত দিবস শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথিতে এবং ডাঃ এস্ এন্ ঘোষের প্রয়াণ উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(১৩) ১৪ অক্টোবর বুধবার—অদ্য গুণ্ডিচামন্দির দর্শন ও পরিক্রমা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রবল বর্ষা হওয়ায় উক্ত প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া নিকটবর্ত্তী পঞ্চশিবের অন্যতম শ্রীকপালমোচন শিবের মন্দিরে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ দর্শনে যান। পরিক্রমায় যাওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীমঠেই প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্যসমূহ সম্পন্ন হয়।

(১৪) ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকাল হইতে প্রবল বর্ষণ হওয়ায় শ্রীমঠেই প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্যসমূহ সম্পন্ন করার পর নিয়মরক্ষার

জন্য মঠের সম্মুখেই বর্ষণের মধ্যেই কিছুদূর রাস্তা কীর্ত্তন করিয়া আসা হয়।

(১৫) ১৬, অক্টোবর শুক্রবার, শ্রীরমা-একাদশীতিথি—নিম্নচাপহেতু অদ্যও প্রবল বর্ষণ হইতে থাকায় প্রাতঃ ও পূর্ব্বাহ্ন কালীন কৃত্যসমূহ মঠে সম্পন্নের পর বর্ষণ কিছু কম হইলে ভক্তগণ নিয়মরক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন করিয়া ফিরিয়া আসেন।

(১৬) ১৭ অক্টোবর শনিবার—প্রাতঃকালীন কৃত্য সম্পন্নের পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির দর্শনে যান। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পরিক্রমান্তে শ্রীমন্দির হইতে বাহির হইবার কিছুপূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে একটী সবুজরংয়ের লম্বা বিষধর সর্প নীচে পড়িয়া ফণা উঠাইলে ভক্তগণ যাইতে ভয় পান। পরে সাপটী সরিয়া গেলে সকলে মন্দিরসীমানা হইতে বাহির হইয়া আসেন। মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রত্যেককে দর্শনী দিতে হইয়াছিল। বিদেশী ভক্তগণের মন্দিরাভ্যন্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহারা বাহিরে ছিলেন, কেহ কেহ সদর দ্বারের ভিতরে যাইয়া দূর হইতে দর্শন করিয়াছিলেন। বহুবার ভক্তগণ গুণ্ডিচামন্দিরে গিয়াছেন কিন্তু ঐরূপ সর্প দেখেন নাই, এই লইয়া ভক্তগণের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা হয়। বিদেশী ভক্তগণের মন্দিরের ভিতরে যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় শ্রীমন্দিরের বাহিরে বৃক্ষের তলে বসিয়া পূর্ব্বাহ্ন কালীন কৃত্য সম্পন্ন করেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী ভাষায় সেই স্থানের মহিমা বর্ণনমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নিকটবর্ত্তী শ্রীনৃসিংহমন্দির পরিক্রমা ও তদভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ দর্শন করেন। শ্রীনৃসিংমন্দিরের অভ্যন্তরেও বিদেশী ভক্তগণের যাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ায় তাঁহারা বাহির হইতে দর্শন এবং ভক্তগণের সহিত বাহিরে মন্দিরের চতুর্দ্দিক পরিক্রমা করেন। পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় সকলে মঠে ফিরিয়া আসেন।

(১৭) ১৮ অক্টোবর রবিবার শ্রীআলালনাথ ও কোণার্ক দর্শন তিনটী রিজার্ভবাসে। নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্য সম্পন্নের পর শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে তিনটী রিজার্ভবাসে শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীআলালনাথ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বড় রাস্তায় আসিয়া থামিলে তথা হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমন্দিরে পৌঁছিয়া তৎসম্মুখে মন্দির প্রাঙ্গণে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দির পরিক্রমণান্তে বিদেশী ভক্তগণ ছাড়া সকলেই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ শ্রীআলালনাথ (শ্রীআলবরনাথ) চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি দর্শন করেন। তৎপরে সংকীর্ত্তন সহ শ্রীমন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বিরাজিত শ্রীমন্মাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ চিহ্নযুক্ত শিলা দর্শনে আসেন। আলবারেরকালে শ্রীজগন্নাথদেবের অদর্শনহেতু অত্যন্ত বিরহ কাতর শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথে আসিয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখস্থ শিলাতে পতিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বাঙ্গ উক্ত শিলায় চিহ্নিত হইল। অধুনা সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন শিলাটী মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত। ভক্তগণ সকলেই তথায় সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করেন। সম্মুখস্থ রমণীয় নাট্যমন্দিরে ভক্তগণ উপবিষ্ট হইলে শ্রীমন্মাপ্রভুর মহিমাসূচক কীর্ত্তন এবং নিয়ম সেবার পূর্ব্বাহ্ন কালীন কৃত্য সমুদয় সম্পন্ন হয়। শ্রীল রামানুজাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীনারায়ণের পার্ষদ দ্বাদশমূর্ত্তি দ্বাদশ আলবর নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কতিপয় আলবর পুরুষোত্তমধামে যে স্থানে ব্রহ্মা তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই স্থান ভজনের অনুকূল বিবেচনায় আলবরগণ তথায় আসিয়া তাঁহাদের আরাধ্য চতুর্ভুজ নারায়ণকে প্রকাশ করতঃ উপাসনা করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত বিগ্রহ আলবরনাথ নামে খ্যাত হন। ব্রহ্মার তপস্যাস্থান বলিয়া উহা ব্রহ্মগিরি নামেও প্রসিদ্ধ। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তথায় ব্রহ্মগিরি গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপন করেন। সর্ব্বাঙ্গ চিহ্ন মন্দির হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ ব্রহ্মগিরি গৌড়ীয় মঠে দর্শনের জন্য আসেন। ভক্তগণ আলালনাথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাসে উঠেন আলালনাথ হইতে সকলে বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৫ ঘটিকায় কোণার্ক যাত্রা করেন। কোণার্ক—কোণা-

রক—কণারক—সূর্য্যক্ষেত্র। ওড়িষ্যার রাজা দ্বিতীয় নরসিংহদেব তাম্র-শাসনে লিখিয়াছেন—কোণা কোণে সূর্য্যদেবের জন্য একটি কুটীর নির্ম্মাণ করেন। এই কোণা কোণের অধিষ্ঠাতা অর্ক (সূর্য্য) দেবই কোণার্ক। এইরূপ কিংবদন্তী কোণার্কের চূড়ায় সুবৃহৎ চুম্বক পাথর বহু অর্ণবপোত নষ্ট করিলে মুসলমানগণ শ্রীমন্দির নষ্ট করতঃ পাথরটি লইয়া যায়। মন্দির নষ্ট হইলে সূর্য্যমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হন। বর্ত্তমানে লুপ্ত মন্দিরের জগমোহনের অংশ বিদ্যমান। দর্শনার্থিগণ স্থাপত্যশিল্প দেখিতে যান। স্থাপত্যশিল্প দর্শনে দর্শনী দিতে হয়। ভক্তগণ বাসযোগে কোণার্কে মধ্যাহ্ন ১২-১৫টায় উপনীত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব বাহির হইতে মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপনকরতঃ সেখানকার ইতিবৃত্ত বুঝাইয়া বলেন। কোণার্ক স্থানটি সুবিস্তৃত। বহু তীর্থযাত্রীর বাস, মোটরযানযোগে তথায় সমাবেশ হয়। দোকানপাট, ভোজনালয়, অতিথিভবন প্রভৃতি দৃষ্ট হইল। ভক্তগণ অনেকে ডাবের জল ও ফলাদি গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভক্তগণ বাসে বসিয়া দূর হইতে চন্দ্রভাগা দর্শনকরতঃ অপরাহ্ন ৩-১৫ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় সকলে মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

(১৮) ১৯ অক্টোবর সোমবার—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরাভ্যন্তরে দর্শন। পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথ দর্শনের জন্য ইচ্ছা করায় পুনরায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরাভ্যন্তরে যাওয়া হয়। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতঃ ৭-৪০ মিঃ-এ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ দর্শনান্তে মঠে ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য সমাপন করিতে ১০-১৫টা হয়। অদ্যও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে নরনারীগণের বিপুল ভীড় দৃষ্ট হয়।

(১৯) ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার দীপান্বিতা—ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, শ্রীনীলকণ্ঠ মহাদেব দর্শন। প্রাতঃকালীন নিয়মসেবার কৃত্য সমাপনান্তে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় মঠ হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯ঘটিকায় ভক্তগণ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে উপনীত হইয়া সরোবরের জল মস্তকে ধারণ এবং পঞ্চশিবের অন্যতম নীলকণ্ঠ মহাদেবকে দর্শন করেন। তথায় সিঁড়ীর সোপানাবলীতে সকলে উপবিষ্ট হইলে পূর্ব্বাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্য সম্পন্ন করা হয়। ভক্তগণ বেলা ১১টায় মঠে ফিরিয়া আসেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর—মালবদেশীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ অশ্বমেধ যজ্ঞকালে কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন। দানকালে মন্ত্রপূত জলে ও গাভীর প্রস্রাবে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের প্রাকট্য হয়।

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অদ্য জন্ম তারিখ (২ কার্ত্তিক) হওয়ায় অনুগত শিষ্যগণ পুরুষোত্তমধামে চক্রতীর্থে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে উৎসবের আয়োজন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ ২৫ মূর্ত্তি সহ তথায় মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করেন।

অদ্য দীপান্বিতা শুভবাসর শ্রীমঠে সংকীর্ত্তন ভবনে অধিবেশনে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং মানবাধিকার সংস্থার (Human Rights Commission-এর) ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয় শুভ পদার্পণ করতঃ অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র তাঁহার ভাষণে দেশের ও বিশ্বের অশান্ত পরিবেশের কথা বিশ্লেষণমুখে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বেই উক্ত অশান্তি দূরীভূত হইতে পারে নির্দ্দেশ করেন এবং তৎ সম্পর্কে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মানবজাতির ঐক্য স্থাপনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণীর সুসঙ্গতির কথা বলেন। তিনি আরও বলেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আপনারা যেখানে অবস্থান করিতেছেন, এই স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য—এই স্থানে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থানটী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানরূপে এবং পৃথিবীর সকল দেশের নরনারীগণের মিলনস্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ স্থানটী উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত মহৎকার্য্যে আমি সংশ্লিষ্ট

হইতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি।

মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের বিষয় শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত পর্য্যালোচনার জন্য বিভিন্ন পত্রিকার ৭ জন সাংবাদিক আসিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র মহোদয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পৌত্রীসহ জগন্নাথদেবের প্রসাদ সেবন করেন।

(২০) ৩ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর বুধবার—শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব। অদ্য অন্নকূট উৎসব থাকায় নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে নগর সংকীর্ত্তনসহ ভক্তগণ শ্রীনরেন্দ্র সরোবর (চন্দন সরোবর) দর্শন করিয়া জগন্নাথবল্লভ উদ্যানের ভিতর দিয়া ফিরিয়া আসেন। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় অধিবেশনের প্রারম্ভে পূর্ব্বাহ্ন কালীন কৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীঅন্নকূটপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব প্রসঙ্গ গর্গ সংহিতার প্রমাণাবলম্বনে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১০স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন কালীন নিয়মসেবার কৃত্য উক্ত অধিবেশনের মধ্যেই সম্পন্ন করা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরহিত্যে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, পূজারী শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ প্রভৃতি সেবকগণের সহায়তায় শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, শতাধিক উপচারে ভোগ ও আরাত্রিকাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গোবর্দ্ধনের জয়গানমুখে গাভীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। ব্রতপালনকারী ভক্তগণ ও স্থানীয় নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন। সন্ধ্যারতি ও পরিক্রমার পর নিয়মসেবার ষষ্ঠ যামকৃত্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'গজেন্দ্রমোক্ষণ' প্রসঙ্গ বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী ভাষায় পাঠ, ব্যাখ্যা, তৎপরে '৭ম' ও '৮ম' কৃত্যসমূহ সম্পন্ন হয় যথারীতি।

(২১) ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—শ্রীচটক পর্ব্বত-শ্রীপুরুষোত্তম মঠ ; শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, শ্রীচৈতন্য আশ্রম :—

নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া ভক্তগণ হরিচণ্ডি সাহির পথে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় চটক পর্ব্বতে এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসিয়া পেঁৗছেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভজনকুটীর দর্শন, পরিক্রমা এবং শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে ভক্তগণ পুনঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে আসেন, স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়ায় সকলে এক পথে দর্শন ও প্রণামান্তে অন্য পথে বাহির হইয়া বেলা ৯-৩০টায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে সমবেত হন। তথায় পূর্ব্বাহ্ন-কালীন কৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সহিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের পূর্ব্ব সম্বন্ধ এবং শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থানের উদ্ধার-সেবাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর (বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের) সহিত কতিপয় বৎসর তথায় অবস্থানের কথা বলেন। মধ্যে মধ্যে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব এবং পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সন্ত গোস্বামী মহারাজ তথায় শুভপদার্পণ করায় তাঁহাদের দর্শন ও কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্তির সৌভাগ্য হয়। শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন দণ্ডী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের মধুর স্মৃতির কথা শুনিয়া সকলে সুখী হইলেন। শ্রীচৈতন্য আশ্রমের বর্ত্তমান মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ মাধব মহারাজের বিশেষ আমন্ত্রণে তথায় ব্রতপালনকারী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-বনচারী-গৃহস্থ ভক্তগণের বহু উপচারে প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা হইয়াছিল। গুরুভোজন হওয়ায় অনেকেই মঠে ফিরিয়া মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ভক্তগণ নগরসংকীর্ত্তনসহ এবং বিভিন্নভাবে বেলা ১১-৩০টার মধ্যে মঠে ফিরিয়া আসেন।

(২২) ২৩ অক্টোবর শুক্রবার—সাগর দর্শন ও স্নান—নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্যের পর ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ মঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টায় বাহির হইয়া দোলমণ্ডপ সাহি রাস্তা দিয়া এক ঘণ্টা

বাদে সাগরে পেঁছেন। তথায় বালুকাতে বসিয়া পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সম্পন্ন হয়। অদ্য অধিকাংশ ভক্ত স্বাধীনভাবে ও উল্লাসভরে সাগরে স্নান করেন। কেহ কেহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মপৃষ্ঠ এবং হরিদাস ঠাকুরের স্পর্শহেতু মহাতীর্থ সাগরের পবিত্রজলে পাদস্পর্শের সঙ্কুচিত হইয়া স্নান না করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ কেবলমাত্র জলস্পর্শ করিয়া মস্তকে ধারণ করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে কতিপয় ভক্ত ও সাধুগণকে পুলীশ যাইতে বাধা প্রদান করতঃ এক ঘণ্টা আটক রাখে, পুলীশ-পারমিট মঠ হইতে আনাইয়া দেখাইলে ছাড়ে। বহিরাগত তীর্থযাত্রী যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ধাম দর্শনে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার অশোভনীয় ও অসমীচীন। শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তব্যরত পুলীশকে বলিলেন তাঁহারা এক মাসের জন্য পুলীশকর্ত্তৃপক্ষ হইতে অনুমতি লইয়াই মাইকসহ নগর-সংকীর্ত্তন করিতেছেন, তৎসত্ত্বেও ঐরূপ ব্যবহার অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বেলা ১২-৩০টার মধ্যে সকলে সংকীর্ত্তনসহ ফিরিয়া আসেন।

(২৩) ২৪ অক্টোবর শনিবার—শ্রীরাধাকান্ত মঠ (গম্ভীরা) দর্শন। পরবর্ত্তিকালে আগত পশ্চিমদেশের ভক্তগণ গম্ভীরা দর্শনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় অদ্য পুনরায় নিয়মসেবার প্রাতঃকালীন কৃত্য সমাপনের পর প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ তথায় যাওয়া হয়। গম্ভীরায় কিছু অধিক সময় অবস্থান করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনামূলক মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন এবং পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্যসমূহ সমাপনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানের মহিমা বিভিন্ন ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। ৯-৪৫টায় মঠে ফিরিয়া আসা হয়।

(২৪) ২৫ অক্টোবর রবিবার—সিদ্ধবকুল—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী দর্শন। অদ্যও গতকল্যের ন্যায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পুনঃ সিদ্ধবকুল—হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলীতে আসা হয়, তথায় অধিক সময় অবস্থান করতঃ বৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনামূলক ভজনকীর্ত্তন এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট স্থানের মহিমা বিস্তৃতভাবে শুনা হয়। সকলে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন।

(২৫) ৮ কার্ত্তিক (১৪০৫); ২৬ অক্টোবর সোমবার—সাক্ষীগোপাল দর্শন ৫টি রিজার্ভ বাসে।

শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ প্রায় তিনশত সাধু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ৫টি রিজার্ভ বাসে শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ ঘটিকায় সাক্ষীগোপাল মন্দির হইতে এক মাইল দূরে পেঁছিয়া বাস হইতে নামিয়া সমবেত হন। তৎপরে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহ ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা মহানন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দিরের সমীপে আসিয়া পেঁছেন। বিদেশী ভক্তগণের মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ থাকায় তাঁহাদের ব্যতিরিক্ত অন্যান্য ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। সাক্ষীগোপাল দর্শনান্তে সকলে শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে একটি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হন। সাক্ষীগোপাল মন্দিরের ব্যবস্থাপক কমিটীর পক্ষে একজন মুখ্য ব্যক্তি সহায়কগণসহ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান ব্যক্তিকে ভক্তগণের পক্ষ হইতে মন্দিরের সেবার জন্য আনুকূল্য প্রদত্ত হয়।

সাক্ষীগোপাল দর্শনকালে মৃদঙ্গ করতালাদি সহ সংকীর্ত্তন হয় নাই। শ্রীমন্দিরের পশ্চাতে ভক্তগণের বসিবার স্থানে পাঠকীর্ত্তন করা যাইত। কিন্তু বিদেশী ভক্তগণ মন্দিরের বাহিরে থাকায় বাহিরেই পাঠকীর্ত্তন হইবে স্থির হয়। রাস্তার পার্শ্বে বেদীর ন্যায় উচুস্থানে মহারাজগণ কতিপয় পুরুষ ভক্ত আসন গ্রহণ করিলে সম্মুখে রাস্তায় ও আচ্ছাদনের নীচে ভক্তগণ বসেন। নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্ণকালীন কৃত্য সমাপনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব ঐ স্থানের মহিমা বাংলা, হিন্দী ও ইংরজী ভাষায় বুঝাইয়া বলেন। যাঁহারা প্রাতঃরাশ গ্রহণ করেন নাই মঠে, তাহারা এখানেই প্রাতঃরাশ গ্রহণ করিলেন।

সাক্ষীগোপাল ঃ—রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগরের রাজাকে যদ্ধে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী হইতে শ্রীরাধাকান্তদেব, শ্রীসাক্ষীগোপাল, ভণ্ডগণেশ—কয়েকমূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ ও রত্ন সিংহাসন প্রভৃতি আনিয়াছিলেন। শ্রীসাক্ষীগোপাল প্রথমে কটকে তৎপরে পুরীতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীসাক্ষীগোপালের মধ্যে কোন প্রকার প্রেম-কলহ উপস্থিত হইলে পুরী হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে সত্যবাদীনামে একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া সাক্ষীগোপালকে তথায় অধিষ্ঠিত করা হয়। ভগবানের নামানুসারে স্থানের নাম সাক্ষীগোপাল হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদে সাক্ষীগোপাল প্রসঙ্গ বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে।

সাক্ষীগোপাল বাজারের নিকটে চন্দনপুকুরে সাক্ষীগোপালের বিজয় বিগ্রহের চন্দনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চন্দনপুকুরের উত্তরে যাত্রীগণের থাকিবার জন্য দুধওয়ালা ধর্ম্মশালা আছে। সাক্ষীগোপাল শ্রীমন্দিরের উত্তরদিকে শ্রীরাধাকুণ্ড ও দক্ষিণ দিকে শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রকাশিত আছেন। পুষ্পোদ্যানে ভগবানের আলস্য বা বিশ্রাম করিবার স্থানকে উৎকল ভাষায় 'ফুল অলসা' বলে। সাক্ষীগোপালের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই শ্রীমন্দিরের উত্তর-পশ্চিমভাগে শ্রীবলদেব মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। সত্যবাদী 'ফুল অলসার' সেবক সাহি নামক পল্লীতে ছোট বিপ্র ও বড় বিপ্রের বংশধরগণ আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির (গভর্ণিংবডির) পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নয়দিনব্যাপী বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান এবং শ্রীমঠ হইতে নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ নবদ্বীপধাম-পরিক্রমণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বিগত ২৩ গোবিন্দ, (৫১২ শ্রীগৌরাব্দ), ১০ ফাল্গুন (১৪০৫), ২৩ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু, ১৮ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত বিরাটাকারে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং ভারতের বাহির হইতেও সহস্রাধিক ভক্তের সমাবেশ হয়। ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস কৃত্য ও সংকীর্ত্তন; ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার আত্মনিবেদনভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা; ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্ত দ্বীপ পরিক্রমা; [পরদিন একাদশী তিথিতে কীর্ত্তনভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণভক্তিক্ষেত্র শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা হইবে বিজ্ঞাপিত থাকিলেও উক্ত দিবস বাংলা-বন্ধ প্রচারিত হওয়ায় সদস্যগণ বিচার করতঃ পরিক্রমাসূচী পরিবর্ত্তন করিয়া একাদশীর দিন বিশ্রাম] দ্বাদশীর দিন (১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার) গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ। এইবার এই প্রথম দ্বাদশীর দিন প্রায় সহস্র নরনারীর মধ্যাহ্নে প্রসাদের ব্যবস্থা হয় শ্রীনৃসিংহপল্লীতে পুষ্করিণীর পার্শ্ববর্ত্তী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুজিত রায় মহাশয়ের বাড়ীর সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণে (চুর্ণীপোতা, ঠাকুরদীঘি) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায়; ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী রবিবার পাদসেবনভক্তিক্ষেত্র কোলদ্বীপ, অর্চ্চন-ভক্তিক্ষেত্র ঋতুদ্বীপ, বন্দনভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমা; ১৬ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ সোমবার সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বিপুল উদ্যমে সম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যেক স্থানের মহিমা বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন। এইবার সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমাকালে শরডাঙ্গায় ইস্কনের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের

পার্শ্ববর্ত্তী আম্রবৃক্ষাদি সমাকীর্ণ জমীতে অবস্থান ও পরিক্রমাকারী ভক্তগণের অপরাহ্ণকালীন প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারী কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমার দিন এইবার বিদ্যানগরে—স্বধামগত শ্রীগয়ারাম দাস বাবুর গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ভক্তগণের প্রসাদ সেবার ব্যবস্থা হয়। উক্ত ব্যবস্থার মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী। সহর নবদ্বীপে সম্মুখে ব্যাণ্ডপার্টী বাদ্য তৎপরে শিবিকায় শ্রীগৌরবিগ্রহ, শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতি, ত্যক্তাশ্রমী সাধু ও গৃহস্থ ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনসহ পরিভ্রমণ করেন। সহর শ্রীনবদ্বীপধাম—কোলদ্বীপ পরিক্রমণান্তে রেলগেটের পর হইতে শ্রীমায়াপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের সুপারিশে সমস্ত দ্বীপ দর্শন সৌকর্য্যার্থে এবং পরিক্রমাকারী ভক্তগণের কষ্ট লাঘবের জন্য ৭টী বাস ও একটী ছোট ট্রাক রিজার্ভ করা হয়। কিন্তু যাত্রাকালে যাত্রিগণ অধিক হইয়াছে এইরূপ বলিয়া প্রতিবাসে অতিরিক্ত অর্থ দাবী করতঃ বাসওয়ালাগণ বহু সময় নষ্ট করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব বিরক্ত হইয়া বাস সব বাতিল করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ভক্তগণের প্রার্থনায় পরে অধিক পয়সা দণ্ড দিয়া বাসে যাওয়ার প্রোগ্রাম করা হয়। বহিরাগত ভক্তগণের অসুবিধার প্রতি কাহারও কোনও সহানুভূতি নাই, অর্থলালসায় মানুষ দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। যুগের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এইভাবে প্রচুর অথ খরচ করিয়া পরিক্রমার ব্যবস্থায় কোনও সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। মালিকগণেরও তাঁহাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর কোনও আধিপত্য নাই। পয়সা দণ্ড দিয়া সাধিয়া উদ্বেগ গ্রহণ করার মধ্যে কোনও বুদ্ধিমত্তা নাই। বর্ত্তমান যুগানুরূপ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করি।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের জন্য অধিবাস দিবসে মায়াপুরে পৌঁছেন।

সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতিরিক্ত মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবনদাস ব্রহ্মচারী।

১৭ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথিবাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার অধিবেশনদ্বয় শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। উক্ত তিথিতে প্রাতঃকাল হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজা-মহাভিষেক-ভোগরাগ-আরাত্রিক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে আবির্ভাবলীলা প্রসঙ্গ পাঠ এবং সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিতে ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদ পরিবেশিত হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারারণ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যয়-নির্ব্বাহে আনুকূল্য সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন—(ক) শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী এবং তাঁহার সহিত শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীরসরাজ দাস।

(খ) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও তাঁহার সহায়করূপে শ্রীকৃষ্ণশরণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী (বড়)। (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি (৩) কল্যাণকল্পতরু (৪) গীতাবলী (৫) গীতমালা (৬) জৈবধর্ম্ম

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

(৪০) শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকা

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name & Address

....

....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৪০৬
২৯ মধুসূদন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৯৯ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর]

আপাত-মঙ্গল-দ্রষ্টা মনে করে,—"এখন যেমন ক'রে যথেচ্ছ চারিতা করা যা'ক, মরণের পরে যখন সবই নিয়ে যাবে, তখন আপাত সুখটুকু হ'তে বঞ্চিত কেন হই ?" "পরজগতের কথা বিচার করা মূর্খতা ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র"—এরূপ বিচার পাশ্চাত্য-শিক্ষার কুফল থেকে ভারতেও আধুনিক কালে আমদানি হ'য়েছে। আবার কেউ কেউ 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করবার' কৌশল-শিক্ষার ন্যায়াবলম্বনে যে-সকল কার্য্য দৈহিক সুখের বাধক হ'তে পারে, সেরূপ কার্য্য হ'তে বিরতিকেই নীতি ব'লে বিচার করেন। কিন্তু 'আইন বাঁচিয়ে কার্য্য করা' ব্যাপারটার সরলতার যথেষ্ট অভাব র'য়েছে। এরূপ সরলতার অভাব বিদেশীয় বা ভারতীয় উন্নত জীবনে অভিলাষ করা উচিত নয়। পরমার্থ-নীতিতে এরূপ সরলতার অভাব বিন্দুমাত্রও নাই। এই ভারতে নৈতিক ও পারমার্থিকতায় রুচি উৎপাদন করবার চেষ্টারও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে। আকুমারিকা-হিমাচল, অন্য দিকে আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে দ্বারকা, বোম্বাই, গোয়া ভ্রমণ করলাম, সর্ব্বত্রই নৈতিক ও পারমার্থিক রুচির প্রচুর অভাব লক্ষ্য ক'রেছি। লোকে শিক্ষা-দীক্ষা কলকৌশল অনেকেই আয়ত্ত করছেন, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি সকলেই উদাসীন। নারদপঞ্চরাত্র ব'লেছেন,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্ ।" *

তাৎকালিক-তপস্যা বা শিক্ষা-বিষয়ক সাধন

* যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে) হরি আরাধিত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি ? যদি তপস্যাদ্বারা হরি আরাধিত না হন, তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি ? যদি (তপস্যা ব্যতিরেকে)

যদি নিত্য-ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তবে কুফল ফল্‌বেই ফল্‌বে,—ইহা জানি না ব'লেই আমরা হিমালয়ে গিয়ে রেচক, পূরক, কুম্ভক আরম্ভ করি। যখন তপস্যা করা যায়, তখন লোকের নিকটে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে, বহু লোকের তপস্যা নষ্ট হ'য়ে গেছে;—বিশ্বামিত্র ও মেনকার উদাহরণই তা'র সাক্ষ্য। আমরা দেখেছি, হাজার হাজার তপস্বী পতিত হ'য়ে গেছেন। মানুষের এরূপ একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে বিচার উপস্থিত হ'য়েছে যে, ধাম্মিক-নামধারী লোকমাত্রেই ভণ্ড, অসৎ। কোথায়ও গ্রন্থের ত অভাব নেই, কত কত বই ছাপা হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমাদের মূল কথা-টাই চাপা পড়ে গেছে। মূল কথাটী হচ্ছে এই,—

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।"

ভিতরে বাহিরে যদি হরিসেবাময়ী বুদ্ধি না থাকে, তা হ'লে তপস্যা ক'রে কি হ'বে? Different schools of thoughts হ'য়ে উঠেছে। যদি শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে একটা নিরপেক্ষ comparative study থাকে, তা' হ'লে জেনে নিতে পারি, কোন্ জিনিষটায় প্রকৃত মঙ্গল, আর কোন্ জিনিষটায় অমঙ্গল হ'বে। এরূপ Comparative study সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পাশাপাশি হওয়া উচিত, নতুবা খুব বড় বড় University degree-holder এবং সাধারণ শিক্ষার শীর্ষস্থানের অধিকারী, বহু ভাষাবিৎ, কলাবিৎ হ'য়েও যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁ'রা অশিক্ষিত অপেক্ষাও কোটিগুণে অধিক কাম-ক্রোধা-দির দাস হ'য়ে বিপথে পতিত হ'য়ে যাচ্ছেন, তখন সেইরূপ শিক্ষার ফলে পরোপকার ত' দূরের কথা, বর্ত্তমান সমাজের সমূহ অমঙ্গলই অবশ্যম্ভাবী।

কুশিক্ষা, বিকৃত-শিক্ষা ও অশিক্ষার জন্য জগতে ও সমাজে নানাপ্রকার অনর্থ এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চম শ্রেণীর জাতি পেরিয়াকে, রাস্তা দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে যেতে হয় যে, 'আমি যাচ্ছি।' এদের চেঁচানো শুনে' যদি বহু দূর থেকে উচ্চ শ্রেণীর জাতি সাবধান না হন এবং নিম্নশ্রেণীর জাতি এরূপ না চেঁচিয়ে যান, তা'হ'লে তা'দিকে আদালতের বিচা-রের অধীন হ'তে হয়। ইহা দেখে ঐরূপ পঞ্চম শ্রেণীর জাতি প্রভৃতি বিচার ক'রে নিয়েছে যে, যখন হিন্দুদের মধ্যে এতদূর নিরপেক্ষতার অভাব, তখন আমরা 'হিন্দু' ব'লেই পরিচয় দেব না। তাই তা'রা অন্য মতে প্রবিষ্ট হ'য়ে পড়্‌ছে। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি আবার অন্য উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে মনে কর্‌ছেন, ইহাদিগকে কিছুটা সুবিধা দেওয়া হৌক। কেউ আবার বল্‌ছেন, তা'দিগকে দাবিয়ে রেখে, আমাদেরই প্রাধান্য রাখ্‌বার জন্য জোর অভি-যান হোক, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার হ'লে ঐরূপ কৃত্রিম সাময়িক অধিকার প্রদান বা সম্প্রদায়-বিশেষে কৃত্রিম প্রাধান্য কতদিন থাক্‌বে? একারণে সম্প্রতি একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা বিষয়ে আমাদের দুর্ব্বল প্রয়াসের প্রয়োজন হ'চ্ছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হ'লে শুধু বাঙ্গলা বা ভারতবর্ষেই আবদ্ধ থাকবে না, ক্রমে ভারতবর্ষের অতীত সকল দেশের অধিবাসী African, American, European, Asiatic সকল ভ্রাতৃবৃন্দ —পৃথিবীর সকলের প্রতি প্রকৃত মঙ্গল বিস্তার করবার জন্য পরস্পর সহানুভূতি করতে পারবেন। সকল দেশের লোক, সকল দেশের বালক পারমার্থিক বিদ্যালয়ে পরমার্থ-নীতি শিক্ষা ক'রে সমাজ ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল কর্‌তে পার্‌বেন। জগতে আবার প্রকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম —শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হ'বে। কল্পিত ও বিকৃত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নয়,—ইহা লোকে পারমার্থিক শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই বুঝ্‌তে পারবেন।

শ্রীযুক্ত বিড়্‌লা-নামক একজন সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাশালী বৈশ্য আছেন, তিনি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য মহাশয়ের নিকট হ'তে শিক্ষালাভ করেছেন এবং অর্থাদিদ্বারা শিক্ষা-বিস্তারের যথেষ্ট যত্ন ক'রেছেন। স্থানে স্থানে তাঁ'দের কথারও আদর হচ্ছে, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, আচারবান্ শিক্ষক না হ'লে আচারের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তপস্যার প্রয়োজন কি? তপস্যাদ্বারা যদি অন্তরে ও বাহিরে হরি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে সেই তপস্যার প্রয়োজন কি?

যাঁ'রা আচার-প্রচারময়ী পরমার্থশিক্ষা লাভ করছেন, যতদিন পর্য্যন্ত না জগৎ তাঁ'দের শিক্ষার সুফল লাভ করছেন, ততদিন পূর্ব্ব কুশিক্ষার সকল কুফল ভোগ করতেই হ'বে। জগতের সকল সম্প্রদায়—সকল শিক্ষক যে সকল শিক্ষার কথা ব'লেছেন, তা' ন্যূনাধিক পরম শিক্ষা নয়, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'র 'শিক্ষাষ্টকে' পরম শিক্ষার কথা ব'লেছেন। এই শিক্ষা সরস্বতীপতি শ্রীগৌরসুন্দর জগৎকে জানিয়েছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই শিক্ষা বিস্তারের জন্য আধুনিক শিক্ষিত যুগে বিশেষ চেষ্টা ক'রেছিলেন এবং সেই পরমশিক্ষা-বিস্তারে তাঁ'র আত্যন্তিক হার্দ্দ অভিলাষ ছিল। তাঁর এই অভিলাষ যা'তে পূর্ণ হয়, জগতে কল্যাণকল্পতরুর সুশীতল ছায়া ও ফল বিস্তারিত হয়, তজ্জন্য আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়—যা'তে পারমার্থিক শিক্ষাকে মুখ্য উদ্দেশ্য ক'রে তাঁ'র সঙ্গে সঙ্গে তাঁ'রই আনুকূল্যকারিণী দাসীসূত্রে সাধারণ-শব্দশাস্ত্র-শিক্ষাও নিয়োজিত হ'তে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হ'য়ে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করবার সঙ্কল্প ক'রেছি।

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ
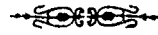
[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর]

অঙ্গানি সাহজিক-সৌরভবন্ত্যথাপি
দেব্যচ্চর্য়ানি নবকুমকুমচর্চ্চয়ৈব।
লীলাম্বুজং করতলে তব ধারয়াণি
ত্বাং দর্শয়ানি মণিদর্পণমর্পয়িত্বা ॥ ৩৩ ॥

হে দেবি! সাহজিক সৌরভ দ্বারা আপনার অঙ্গ সকল সুরভিত থাকিলেও নব কুমকুম্ চর্চ্চাদ্বারা আপনাকে অর্চ্চন করিব। আপনার করে লীলাম্বুজ দিয়া মণিদর্পণ অর্পণ পূর্ব্বক আপনার স্বরূপ আপনাকে দর্শন করাইব ॥ ৩৩ ॥

সৌন্দর্য্যমদ্ভুতমবেক্ষ্য নিজং স্বকান্ত-
নেত্রালি-লোভনমবেত্য বিলোলগাত্রীং।
প্রাণার্ব্বুদেন বিধুবর্ত্তিকদীপকৈশ্চ
নির্ম্মঞ্ছয়ানি নয়নাম্বুনিমজ্জিতাঙ্গী ॥ ৩৪ ॥

স্বীয় কান্তের নেত্রালি-লোভন-অদ্ভুত-সৌন্দর্য্য দেখিয়া আপনি বিলোলগাত্রী হইবেন। আমি ঐ সময় চক্ষের জলে নিমজ্জিতাঙ্গী হইয়া স্বীয় প্রাণার্ব্বুদের সহিত কর্পূরবাতিবিশিষ্ট দীপ দ্বারা আপনাকে নির্ম্মঞ্ছিত করিব ॥ ৩৪ ॥

গোষ্ঠেশ্বরী-প্রহিতয়া সহ কুন্দবল্ল্যা
প্রাভাতিক-প্রিয়তমাশন-সাধনায়।
যান্তীং সমং প্রিয়সখীভিরনুপ্রয়াণি
তাম্বূল-সম্পুট-মণিব্যজনাদি-পাণিঃ ॥ ৩৫ ॥

গোষ্ঠেশ্বরীযশোদাপ্রেরিত কুন্দলতার সহিত প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রাভাতিক অশনসাধনের জন্য, আপনি প্রিয়সখীগণের সহিত নন্দালয়ে যাইবেন। আমি সেই সময় তাম্বূলসম্পুট ও মণি-ব্যজনাদি হস্তে লইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিব ॥ ৩৫ ॥

গোষ্ঠেশ্বরী-সদনমেত্য পদে প্রণম্য
তস্যাস্তদাপ্তভবিকাং ত্রপয়াবৃতাঙ্গীং।
ঘ্রাতাং তয়া শিরসি তন্নয়নাম্বুসিক্তাং
ত্বাং বীক্ষ্য তামপি মুদা প্রণমামি ভক্ত্যা ॥৩৬॥

গোষ্ঠেশ্বরীর সদনে উপস্থিত হইলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া তাৎকালিক উদিতলজ্জাবৃতাঙ্গী হইবেন। গোষ্ঠেশ্বরী আপনার মস্তক ঘ্রাণ লইয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন আপনাকে নয়নাম্বু দ্বারা সিক্ত করিবেন। তাহা দেখিয়া আমিও তাঁহাকে পরমানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিব ॥ ৩৬ ॥

মূর্ত্তং তপোপি বৃষভানুকুলস্য ভাগ্যং
গেহস্য মেহসি তনয়স্য চ মে বরাঙ্গি।
নৈরুজ্যদাস্যমৃত-পাণিরভূর্বরেণ
দুর্ব্বাসসো যদিতি তদ্বচসা হসানি ॥ ৩৭ ॥

যশোদা বলিবেন হে রাধে! তুমি মূর্ত্তিমতী তপস্যা। বৃষভানুকুলের, আমার গৃহের ও আমার তনয়ের ভাগ্য স্বরূপ। হে বরাঙ্গি! তুমি দুর্ব্বাসার

বরে অমৃতহস্তা ও কৃষ্ণনৈরুজ্যদাত্রী হইয়াছ। যশোদার এই কথা শুনিয়া আমার হাস্য উদয় হইবে ॥৩৭

স্নাতানুলিপ্ত-বপুষো দয়িতস্য তাবৎ
তাৎকালিকে মধুরিমণ্যতিলোলিতাক্ষীং।
স্বামিন্যবেত্য ভবতীং কুচনপ্রদেশে
তত্রৈব কেন চ মিষেণ সমানয়ানি ॥ ৩৮ ॥

হে স্বামিনি! কৃষ্ণ তখন স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া তাৎকালিক মধুরিমাতে প্রকাশ পাইবেন। আপনিও তৎকালে তৎপ্রতি অতিলোলাক্ষী হইবেন। আমি নন্দালয়ের কোন নিভৃত প্রদেশে কোন ছলে আপনাকে আনিব ॥ ৩৮ ॥

প্রক্ষালয়ানি চরণৌ ভবদঙ্গতঃ স্র-
ঙমাল্যাদিপাকরচনানুপযোগি যত্তৎ।
উত্তারয়াণি তদিদং তু তবাস্তিতি ত্বদ্
বাচোল্লসামি বিকসন্মধুমাধবীব ॥ ৩৯ ॥

আপনার চরণদ্বয় প্রক্ষালন করাইয়া আপনার অঙ্গ হইতে পাকরচনার অনুপযোগী হারমাল্যাদি উত্তারিত করিব। আপনি সে সময় বলিবেন এই হারমাল্যাদি তোমাকে দিলাম। মধু মাসের মাধবী পুষ্পের ন্যায় আমার চিত্ত তাহাতে উল্লসিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

পক্ত্বা স্থিতাং মধুরপায়সশাকসূপ-
ভাজীপ্রভৃত্যমৃতনিন্দিচতুর্ব্বিধান্নং।
ত্বাং লোকয়ানি ন ন নেতি মুহূর্বদন্তীং
গোষ্ঠেশয়াপি পরিবেশয়িতুং নিদিষ্টাং ॥৪০॥

মধুর পায়স-শাক সূপ ভাজী প্রভৃতি অমৃতনিন্দি চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করিয়া আপনি অবস্থিতি করিলে গোষ্ঠেশ্বরী আপনাকে পরিবেশনের জন্য আদেশ করিবেন। তখন না না না এইরূপ ভাষমাণা আপনাকে আমি দেখিতে থাকিব ॥ ৪০ ॥

তৃপ্ত্যুত্থিতাং প্রিয়তমাঙ্গরুচিং ধয়ন্ত্যা
বাতায়নার্পিতদৃশঃ সহসোল্লসন্ত্যাঃ।
আনন্দজদ্যুতিতরঙ্গভরে মনোজ-
মঞ্জুকৃতে তব মনো মম মজ্জয়ানি ॥ ৪১ ॥

ভোজনতৃপ্ত প্রিয়তমের অঙ্গরুচিপানকারিণী আপনি বাতায়নে নয়ন অর্পণ করিয়া সহসা উল্লসিত হইবেন। তৎকালে আপনার আনন্দজনিত লাবণ্য প্রবাহবিশিষ্ট ও কন্দর্পভাবভূষিত অবস্থায় আমি চিত্ত নিমজ্জিত করিব ॥ ৪১ ॥

রাধে তবৈব গৃহমেতদহঞ্চ জাতে
সূনোঃ শুভে কিমপরাং ভবতীমবৈমি।
তদ্ভুঙ্ক্ষ সম্মুখমিতি ব্রজপা গিরা ত্বদ্-
বক্ত্রং স্মিতং স্বহৃদয়ং রসয়ানি নিত্যং ॥৪২॥

যশোদা বলিবেন হে রাধে! এই গৃহ তোমার ও আমিও তোমার; যেহেতু আমার পুত্রের মঙ্গল তোমা হইতে হইতেছে, আর অধিক কি বলিব? তুমি আমার সম্মুখে ভোজন কর।" এই কথা শুনিয়া আপনার সরলমুখে মৃদুহাসি উদয় হইবে। তাহাতে আমি নিত্যরস বোধ করিব ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বাহ্ন লীলা।

যান্তং বনায় সখিভিঃ সমমাত্মকান্তং
পিত্রাদিভিঃ সরুদিতৈরনুগম্যমানং।
বীক্ষ্যাপ্ত-গৌরবগৃহাং দিননাথপূজা-
ব্যাজেন লব্ধগহনাং ভবতীং ভজামি ॥৪৩॥

আপনার হৃদয়কান্ত, সখাদিগের সহিত বনে গমন করিবেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পিত্রাদি রোদন করিতে করিতে গমন করিবেন। তাহা দেখিতে দেখিতে আপনি নিজ গৃহ লাভ করিবেন এবং সূর্য্য-পূজাচ্ছলে বনে গমন করিবেন। আমি আপনাকে ভজন করিব ॥ ৪৩ ॥

মধ্যাহ্নলীলা।

কান্তং বিলোক্য কুসুমাবচয়ে প্রবৃত্তা-
মাদায় পত্রপুটিকামনুযাম্যহং ত্বাং।
কা তস্করীয়মিতি তদ্বচসা ন কাপী
ত্যুক্ত্যা* তদর্পিতদৃশং ভবতীং স্মরামি ॥৪৪॥

কান্তকে দেখিয়া আপনি পুষ্পচয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি পত্র পুটিকার সহিত আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব। কৃষ্ণ বলিবেন এ তস্করী কে? তাহাতে "কেহ নয়" এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি অর্পণকারিণী আপনাকে স্মরণ করি ॥ ৪৪ ॥

* ত্যুক্ত্বা বা পাঠঃ।

পুষ্পাণি দর্শয় কিয়ন্তি হৃতানি চৌরী-
ত্যুক্তৌ চ পুষ্প-পুটিকামপি গোপয়ানি।
তদ্বীক্ষ্য হন্ত মম কক্ষতলে ক্ষিপন্তং
পাণিং বলাত্তমভিমৃশ্য ভবানি দূনা ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণ বলিবেন, দেখাও কতগুলি ফুল চুরি করিয়াছ, আমি তখন পুষ্পপুটিকা গোপন করিব। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ আমার কক্ষতলে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করিবেন। তাহাতে আমি দুঃখিত হইব ॥ ৪৫ ॥

রক্ষাদ্য দেবি কৃপয়া নিজদাসিকাং মা-
মিত্যুচ্চ-কাতরগিরা শরণং ব্রজামি।
কিং ধূর্ত্ত দুঃখয়সি মজ্জনমিত্যমুষ্য
বাহুং করেণ তুদতীং ভবতীং শ্রয়ামি ॥ ৪৬ ॥

আমি বলিব "হে দেবি! অদ্য এই নিজদাসীকে কৃপা করিয়া রক্ষা করুন্।" এই উচ্চ কাতরবাক্যে আপনার শরণ লই। "হে ধূর্ত্ত! আমার নিজজনকে কেন দুঃখ দিতেছ," আপনি এই বলিয়া হস্তদ্বারা কৃষ্ণবাহু ছাড়াইতে থাকিবেন, সেই ভাবযুক্ত আপনাকে আশ্রয় করি ॥ ৪৬ ॥

ত্যক্ত্বৈব মাং ভবদুরঃ কবচং বিখণ্ড্য
প্রাপ্তাং স্রজং তব গলাৎ স্বগলে নিধায়।
পুষ্পাণি চৌরি মম কিং তব কণ্ঠহেতো-
স্তৎকণ্ঠমেব রভসং পরিপীড়য়ামি ॥ ৪৭ ॥

তখন আমাকে ছাড়িয়া আপনার বক্ষকবচ বিখণ্ডিত করিয়া আপনার গলদেশ হইতে মালা লইয়া কৃষ্ণ স্বীয় গলদেশে পরিবেন আর বলিবেন, "হে চৌরি! আমার এই পুষ্প সকল কি তোমার কণ্ঠের জন্য হইয়াছে? দেখ তোমার কণ্ঠ আমি বলপূর্ব্বক পীড়ন করিতেছি" ॥ ৪৭ ॥

রাজাস্তি কন্দরতলে চল তত্র ধূর্ত্তে
তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসৈব বিবস্ত্রয়িষ্যে।
ত্বাং বীক্ষ্য হৃষ্যতি স বৈ নিজদিব্যমুক্তা-
মালাং প্রদাস্যতি ললাটতটে মদীয়ে ॥ ৪৮ ॥

হে ধূর্ত্তে! চল ঐ কন্দরতলে রাজা বসিয়া আছেন। তাঁহার আজ্ঞায় আমি সহসা তোমাকে বিবস্ত্র করিব। তোমাকে দেখিয়া তিনি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হইবেন এবং দিব্য মুক্তামালা আমার ললাটে প্রদান করিবেন ॥ ৪৮ ॥
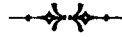
বৈষ্ণব-স্মৃতি

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা

চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মের যে নাগরদোলা দোলায়িত হইয়া জীবগণকে নিরন্তর ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছে তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু শ্রীভগবান্ কিছু আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। শাস্ত্র তাঁহাকে অধোক্ষজ-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। অধোক্ষজ শব্দের অর্থ—জীবগণের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যাঁহার স্বরূপ হইতে সর্ব্বক্ষণ অধঃপ্রদেশে অবস্থিত অর্থাৎ যিনি জীবগণের ইন্দ্রিয়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। শ্রীভগবান্ আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানগম্য নহেন বলিয়া নিরাশার কোনও কথা নাই। তিনি কৃপাময়, সুতরাং জীবগণ যাহাতে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারেন তন্নিমিত্ত তদীয় শ্রেষ্ঠ সেবককে মহান্ত গুরুরূপে প্রপঞ্চে প্রেরণ করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ। ইনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবা করিয়া জীবগণকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষা প্রদান করেন। তিনি প্রাকৃত জীব নহেন, অপ্রাকৃত জগতের অধোক্ষজবার্ত্তাবাহী। তিনি জীবগণের প্রাকৃত জ্ঞানগরিমা স্তব্ধীভূত করিয়া শরণাগতিসহ কিপ্রকারে ভগবৎসেবা লাভ করিতে হয় তাহারই শিক্ষক। সুতরাং দুঃখসাগর হইতে বা ত্রিতাপ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সদ্গুরুর পাদপদ্ম অবশ্য আশ্রয় করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

''নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥''

মনুষ্যেতর জন্মে বিবেকবুদ্ধির অভাবে নিত্য-কল্যাণলাভের একমাত্র উপায় ভগবদ্ভজন আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় না। স্বর্গাদি লোকে দুঃখের অগ্রদূত ভোগসুখের সামগ্রী প্রচুররূপে বিদ্যমান থাকায় তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ ভগবদ্ভজন হইতে বিরত থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে নরতনুই ভজনের মূল; এইজন্য আদ্য। লক্ষ লক্ষ ইতর যোনি ভ্রমণের পর একবার মনুষ্যজন্মলাভের সুযোগ হয় বলিয়া ইহা সুদুর্ল্লভ। আবার আমরা ভগবদিচ্ছায় এই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি বলিয়া বর্ত্তমানে ইহা আমাদের সুলভ হইয়াছে। সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার ইহাই সুপটু নৌকা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই ইহার কর্ণধার। এমন কর্ণধার ও কৃষ্ণকৃপারূপ বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসার-সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছুক নহেন, সুতরাং গুরুকর্ণধারের প্রচালনাধীনে নৃদেহ-তরীটী অর্পণ করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

উপনিষৎসমূহ স্বয়ং পরব্রহ্ম ভগবানের নিঃশ্বাস ন্যায়, অসাবধান-সাবধান, যত্ন-অযত্ন পূর্ব্বক, সুপ্ত-প্রবুদ্ধ যে কোন ভাবেই হউক স্বয়ংই প্রকট হইয়া থাকে। তাহা শ্রুতিতে বলিয়াছেন—

"এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বাসিতমেতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রান্যনুব্যাখ্যানানি" ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বাণি"। বৃঃ উঃ ২।৪।১০। চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা উপনিষদ্ (ব্রহ্মবিদ্যা) শ্লোক সূত্রানুবাদ অর্থবাদবাক্য সমস্ত নিশ্চয়ই মহান্ স্বতঃসিদ্ধ, পরব্রহ্মের নিশ্বাসবৎ অযত্ন প্রসূত। অর্থাৎ পরব্রহ্মকর্ত্তৃক প্রকটিত, তাঁহারই বাক্য সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় নিত্য অনাদি। কিন্তু গীতোপনিষৎ স্বয়ং পদ্মনাভ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-মুখপদ্ম হইতে প্রকট হইয়াছেন। পরম সাবধানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভাব হওয়ায় গীতার মহিমা অধিক; তথাপি শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস হওয়ার দরুণই উপনিষদের বিশেষতা আছে। সুপ্ত-প্রবুদ্ধ, সাবধান-অসাবধান প্রত্যেক অবস্থায় শ্বাস প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইজন্যই বুদ্ধির আর প্রযত্নের নিরপেক্ষতা ও সহজ অকৃত্রিমতা সিদ্ধ হয়। তজ্জন্য পুরুষাশ্রিত্য ভ্রম, প্রমাদি, চতুষ্টয় দোষের অসংস্পর্শ হওয়ায় উপনিষদের স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধ। উপনিষদের সার হওয়ায় গীতাও গীতোপনিষদ্ বলিয়া ব্যবহার হয়। গীতারও মূল হওয়ায় উপনিষদের মহিমা অত্যন্ত প্রখ্যাত; যেরূপ সিতা, শরকরার মূল ইক্ষুদণ্ড; ইক্ষুদণ্ডের অপেক্ষাও তাহার সারভূত শর্করা-সিতামিছরি মধুরতা অধিক। তদ্রূপ উপনিষদ্ মূল হইলেও অধিক মধুরতা গীতোপনিষদে অতএব উপনিষদরূপ গাভীর অমৃতময় স্বরূপ দুগ্ধ গীতা।

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দন।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥
সারণ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥
সংসার-সাগরং ঘোরং তর্ত্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাতি সুখেন সঃ॥"

শিরোদ্ধৃত শ্লোকত্রয়, শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত বাক্য গীতামাহাত্ম্যে দেখা যায়। তাৎপর্য্য-অর্থ সর্ব্বপ্রকার উপনিষদ্ গাভীস্বরূপ, গোপালনন্দন নন্দ-গোপালাত্মজ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই গাভীর দোহনকর্ত্তা, তৃতীয় পাণ্ডব-অর্জ্জুন সেই গাভীর বৎস,

গীতামৃত দুগ্ধস্বরূপ নির্ম্মল (নিষ্কামবুদ্ধি) সুধীভক্ত-গণ সেই দুগ্ধরূপ অমৃতের ভোক্তা।

যে পরম করুণাময় ভক্তবৎসল ভগবান্ অর্জ্জুনে সারথীর আসন গ্রহণ করিয়া লোকত্রয়ের উপকারের নিমিত্ত গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছেন, সেই পরম পরমাত্মা শ্রীবাসুদেবকে নমস্কার। যে মানব এই মহাভয়ঙ্কর বিবিধ মহাবিপদ সঙ্কুল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করেন, তিনি সুদৃঢ় গীতা-রূপ নৌকার, কায়, মনোবাক্যে সম্যকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিলে অনায়াসে তাহা সুখে পার হইয়া যাই-বেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, এই গীতারূপ সর্ব্ব-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ, তাহার শরণাগত হইলে দুস্তর সংসার অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ঘোর অন্ধকারময় জগতে এক উজ্জ্বল প্রদীপ্ত প্রদীপস্বরূপ গীতা। তাহার সর্ব্বতোমুখী শিখা, সর্ব্বমানবের সমান-অধিকার জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় দেশ বা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রেই অধিকার।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পার্থসারথিরূপে অশ্ববলগা, ধারণ করিয়া নিজাভিন্নহৃদয় অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া মরণশীল মানবগণকে গীতারূপ পরম-অমৃত প্রদান করিয়া অমরত্ব প্রদান করিতেছেন, তাঁহারই শ্রীমুখ বিনিঃসৃত; অতএব এতদপেক্ষা মানবের সারবস্তু বাক্য কল্পনা করাও অসম্ভব।

উপনিষদে কর্ম্মের দিঙমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, জ্ঞান আর উপাসনারই বিশেষভাবে প্রতিপাদিত। তৎসারভূত হওয়ায় গীতাতেও প্রথমে কর্ম্মষটক, তৃতীয় জ্ঞানষটক, তন্মধ্যবর্ত্তী প্রপত্তি ভক্তি ভক্তিষটক বর্ণিত। তিনের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইলেও প্রপত্তি ভক্তিরই প্রধানরূপে নির্ণিত হইয়াছে।

কোন গ্রন্থ আলোচনা করিতে হইলে, সাতটি লিঙ্গের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্যরাখিতে হইবে, তাহা শাস্ত্রের এইরূপ নির্দ্দেশ আছে—

'উপক্রমোপসংহারোহভ্যাসোহপর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে॥"

গ্রন্থের উপক্রম-উপসংহার ঐক্য, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, অর্থবাদ, ফল এবং উপপত্তি। এই সপ্ত লিঙ্গের প্রতিলক্ষ্য রাখিয়া তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। যদি কেহ এই সপ্ত লিঙ্গের প্রতি অসতর্ক হন, তবে তিনি সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইবেন। এতাদৃশ প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তির উপদেশে শ্রোতার বা শিষ্যের যে জ্ঞান হয়, উহাও ভ্রম জ্ঞান হইবে।

উপক্রম—উপক্রমে গ্রন্থকর্ত্তা বা বক্তা নিজ রচনা করিতে পারেন, অথবা বক্তব্যের অনুকূলের কোন পূর্ব্ব ঘটিত-আখ্যান, উপলক্ষ্য করিয়া উপক্রমে সন্নিবেশ করিতে পারেন। উপক্রমে থাকিবে সমগ্র-গ্রন্থের বা বক্তৃতায় সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে।

উপসংহারে—যে বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিবেন বা বক্তৃতা করিবেন, তাহার সার্থকতা এবং উপক্রমের বিষয় সঙ্গে ঐক্য থাকিবে অর্থাৎ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বা বক্তব্যের সার সংক্ষিপ্ত থাকিবে।

অভ্যাস—গ্রন্থকর্ত্তার বা বক্তার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয় সিদ্ধান্তকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা কথনকেই অভ্যাস বলে।

অপূর্ব্বতা—যে বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্তা লিপিবদ্ধ করি-লেন বা বক্তৃতা করিলেন তাঁহার অপূর্ব্বতা বিষয় কি ব্যক্ত হইলেন।

ফল—গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থে বা বক্তৃতায় বক্তা, যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধন-ভজন করিলে সাধকের যাহা লাভ করিতে পারিবেন, তাহাই ফল।

অর্থবাদ—গ্রন্থকর্ত্তা বা বক্তা, মূল সিদ্ধান্তের বিষয়ের কোন প্রয়োজন নাই। অথচ কথাপ্রসঙ্গে বা দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া, বা প্রকরণ বলে উপস্থিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গই অর্থবাদ।

গীতার উপক্রম-কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীত অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা। যুদ্ধে পরমপূজনীয় গুরুজন ও স্বজনগণকে হত্যা মহাপাপের ভয়, মহা-শক্তিশালী বিপক্ষের নিকট পরাজয়ের ভয়, স্বজন-গণকে বিনাশ সাধন করিয়া রাজ্য জয় লাভ হইলেও স্বজনবিহীন রাজ্যভোগের দুঃখভয়, এই তিনটি ভয় হইতে বিদূরিত করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি করিতে হইবে ইহাই—গীতার উপক্রম।

যুদ্ধে গুরুজনকে হত্যা মহাপাপ এবং আত্মীয়-গণকে বিনাশ সাধন করা অনুচিৎ বলিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় বিষাদগ্রস্ত দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে "অনার্য্যজুষ্ট" ইত্যাদি বাক্যে তিরস্কার করিয়া,

কর্ত্তব্য কার্য্যে সংশয় উপস্থিত ও ধর্ম্ম সংকটে নিক্ষেপ করাইলেন। অর্জ্জুনও ধর্ম্মসংকটে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া নিজকল্যাণের কথা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কার্পণ্যদোষোপহত স্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ় চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥" —২।৭

কাপুরুষতার দোষে অভিভূত স্বভাব এবং ধর্ম্মা-ধর্ম্মে বিমোহিত অন্তঃকরণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যেটি নিশ্চিতরূপে আমার পক্ষে শ্রেয়, সেইটি বলুন। আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে সুশিক্ষা প্রদান করুন। 'প্রপত্তি' ভক্তিই গীতার উপক্রম।

এই শ্লোকে অর্জ্জুন চারিটি বাক্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন "'কার্পন্যদোষ' 'ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ 'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' 'শিষ্যস্তেঽহম্ শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্'।" প্রথম বাক্যে অর্জ্জুন ধর্ম্মের সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় বাক্যে নিজকল্যাণ প্রার্থনা করিয়াছেন, তৃতীয় বাক্যে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্যভাবে শরণাগত হইয়াছেন। যাঁহার শরণাগত শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, সেই গুরুর উপর দায়িত্ব বর্ত্তায় শিষ্যকে কল্যাণের পথ প্রদর্শনের। আর যাঁহার নিকট শরণাগত, তাঁর শরণাগতকে উদ্ধারের উদ্যোগ শরণ্যকেই করিতে হয়।

যে কোন মানবমাত্রেই পরমকরুণাময় ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণের অধিকারী। কোনও ব্যক্তি যতই দুরাচারী হউক বা মহাপাপী হউক, যে যে কোন বর্ণ-আশ্রমের বা সম্প্রদায়ের লোক হউক, কোন দেশের, কোন বেশের, সে যেই হউক না কেন, যদি সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন তবে সে ব্যক্তি ভগবান্‌কেই লাভ করিতে পারিবে, একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইয়াছেন। অভ্যাস—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বিভিন্ন স্থানে অনন্য ভক্তির অনেক মহিমা প্রশংসা মুখে বলিয়া-ছেন যেমন দুস্তর মায়া সহজে অতিক্রম করার উপায় একমাত্র অনন্য শরণাগতি ভক্তি, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে" ৭।১৪ ; অনন্য চেতা, ব্যক্তির নিকট আমি সুলভ হই।" "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ তস্যাহং সুলভঃ।" ৮।১৪, অনন্য ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়।" পুরুষঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া" ৮।.২। "অনন্যভাবে ভক্তির দ্বারা চিন্তাকারী ভক্তের যোগক্ষেম আমি বহন করি" "অনন্যাশ্চিন্ত-য়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে"। ৯।২২, অনন্য ভক্তির সাহায্যেই ভগবানকে জানা যায়, দেখাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। "ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শাক্যঃ অহমেবং-বিধোঽর্জ্জুন ...।" ১১।৫৪. অনন্য ভক্তির দ্বারা চিন্তা ও উপাসনাকারী ভক্তদের আমি অতিশীঘ্রই উদ্ধার করি। "অনন্যের যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপা-সতে। তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ"। ১২।৬-৭,। ১১।৫৩ শ্লোকে বেদাধ্যয়ন, তপ, দান, যজ্ঞাদির দ্বারা ভগবদ্ দর্শনের দুর্ল্লভতার কথা জানাইয়া, ১১।৫৪, শ্লোকে অনন্যভক্তির দ্বারা তাঁহার দর্শনের সুলভতার কথা বলিয়াছেন। এবং ১১।৫৫ শ্লোকে পুনঃ নিজ ভক্তের লক্ষণরূপে অনন্যভক্তির স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। এই দ্বাদশ-অধ্যায়ের উপসংহারে সেই অনন্যভক্ত সাধকগণের উদ্দেশ্যেই ভক্তাঃ পদটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে নানা সাধনাসহ ভগবদ্ভক্তির বর্ণনা করিয়া ভক্তদের লক্ষণ জানাইয়া উপক্রম ও উপসংহারেও ভগবদ্ভক্তি-তেই পুনঃ পুনঃ 'যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" যে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয় এইরূপ প্রিয়ত্বের প্রতিপাদক বাক্য ষষ্ঠবার বলা হইয়াছে, তজ্জন্য অনন্য ভক্তিই অভ্যাসরূপ তাৎপর্য্য নির্ণয় হইয়াছে। সর্ব্বশেষে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—

"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥"
—১২।২০

যাঁহারা আমার প্রতি শ্রদ্ধাশালী এবং মৎপরায়ণ ভক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত এই অমৃততুল্য কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই আমার অত্যন্ত প্রিয়। অর্থাৎ অনন্য ভক্তি সাধক ভক্তগণের ভগবান্ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জানাইয়াছেন। কেবল তৃতীয়,

চতুর্থ ও পঞ্চম—এই তিন শ্লোকে জ্ঞানের সাধন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও ভক্তি ও জ্ঞানের পরস্পর তুলনা পূর্ব্বক ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠতা স্থাপনের জন্যই। এই অধ্যায়ের নাম হইল ভক্তিযোগ ইহাই অভ্যাস।

অপূর্ব্বতা :—বেদে যাবতীয় বিষয়ই নির্ণিত হইয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব এবং এতদতিরিক্ত অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে বেদকে অতিক্রম করিয়া কোন নবীনতম সত্যকথা এতাবতকাল পর্য্যন্ত কেহ শুনাইতে পারেন নাই। এই কারণে প্রকৃতপক্ষে কোন সৎশাস্ত্রের অপূর্ব্বতা অসম্ভব, তথাপি প্রতিশাস্ত্র গ্রন্থেরই অপূর্ব্বতা আছে। রত্নাকর সমুদ্রগর্ভে রত্নরাশী থাকিলেও জনসাধারণ তাহা পাইতে পারে না। অভিজ্ঞ ডুবুরীগণ সমুদ্র হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া বাজারে আনিলে সাধারণ মানব তাহা পাইতে পারে। তদ্রূপ বেদরূপ সমুদ্র হইতে এক, একজন আচার্য্য শাস্ত্রকর্ত্তা পাত্র ও কালানুযায়ী জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগাদি এক, একপ্রকার সিদ্ধান্ত ও তৎফল রত্ন মায়াবদ্ধ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের অপূর্ব্বতা।

বেদের প্রতিপাদ্য অধ্যাত্ম বিষয় সর্ব্ব-মানব বর্ণ-আশ্রমের সমান, অধিকার প্রদান করেন, নাই; এবং বেদোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান-যোগেও সর্ব্বমানবের সমান যোগ্যতা নাই। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতোক্ত প্রপত্তিভক্তি ধর্ম্ম সর্ব্বমানব মাত্রেই সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এমন কি বেদ-নিষেধ পাপ যোনিসম্ভূত, অন্ত্যজ প্রভৃতি ব্যক্তিও প্রপত্তির সহিত ভগবানে শরণাগত হইলে পরমাগতি লাভ করিতে পারিবে। তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তিং পরাং গতিম্ ॥"
—গীতা ৯।৩২

হে পার্থ! যাঁহারা পাপযোনিসম্ভূত অথবা স্ত্রী-জাতি, বৈশ্য ও শূদ্র, তাঁহারাও সর্ব্বতোভাবে ভক্তির সহিত আমার শরণ গ্রহণ করিলে নিঃসন্দেহে পরমগতি প্রাপ্তি হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবৎ শরণাগতি ভক্তির এতই মাহাত্ম্য যে, তাহার প্রভাবে পাপযোনিসম্ভূত বেদোক্ত ধর্ম্মে অনধিকারী ব্যক্তিগণও সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।

'পাপযোনি' শব্দটি এখানে ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, অসুর, রাক্ষস, চণ্ডাল, যবন এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতি এই সমস্তকেই পাপযোনির অন্তর্গত বলা হইয়াছে। ইহাদের সকলকেই ভগবদ্-ভক্তির সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য, শাণ্ডিল্যভক্তি সূত্রে বলিয়াছেন—"অনিন্দ্যয়োন্যধিক্রিয়তে পারম্পর্য্যাৎ সামান্যবৎ"। ৭।৮, প্রাণীমাত্রেই ভক্তিধর্ম্মের অধিকারী, নীচ হইতে নীচতম, এবং উচ্চ হইতে উচ্চতম যোনি-সম্ভূত সমস্ত মানবমাত্র এবং প্রাণীমাত্রেই ভগবদ্ভক্তির সমান অধিকারী। কারণ জীবমাত্রই ভগবানের শক্ত্যাংশ হওয়ায় অংশীর শরণাগত বা ভক্তি করার, অনধিকারী নয়। প্রাণীমাত্রেই শরনাগত হইবার সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পশু, পক্ষীর মধ্যে গজেন্দ্র, জটায়ু, গরুড় মহারাজ প্রভৃতি ভগবৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'পাপযোনয়ঃ' শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শব্দটিকে নারীজাতি, বৈশ্যজাতি বা সমুদ্রজাতির বিশেষণরূপে মানা যায় না; কেননা এরূপ অর্থ করিলে অসংগতি হইবে। নারীজাতিও চার বর্ণের হয়। তাঁহারা স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম্ম করিবার অধিকারী। সুতরাং তাঁহাদিগকে 'পাপযোনি' বলা যায় না, চতুর্বর্ণের অন্তর্গত। 'স্ত্রিয়ঃ' শব্দ পৃথক প্রয়োগ উদ্দেশ্য নারীগণ স্বামীর সঙ্গেই ভগবৎ শরণ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু স্বামী ভগবদ্ বহির্ম্মুখ হইলে নারীগণ স্বাধীনভাবেই ভগবদ্-আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ভক্তির সহিত শরণাগতি হইলে পরমাগতি প্রাপ্তি হইতে সক্ষম। ব্রজে গোপীগণ, যাজ্ঞীক পত্নীগণ স্বাধীনভাবে ভগবৎ শরণাগত হওয়ায় উচ্চ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"পুরুষঃ স পরং পার্থ ভক্ত্যা লভ্যাস্তনন্যয়া।
অম্যান্তংস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম ॥"

হে পার্থ! সমস্ত প্রাণী যাঁহার অন্তর্গত এবং যাঁহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই পরমপুরুষ ভগবান্‌কে কেবল অনন্য শরণাগতি ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়।

'অনন্য' শব্দ পরমাত্মা ভগবান্ ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতির যাবতীয় বৈভব আর সমস্ত কার্য্যকে বলা হয় 'অন্য'। যে ব্যক্তি সেই 'অন্য'-কে অর্থাৎ মায়াকে পৃথক সত্তা মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহাকে অনন্যভক্তি বলে না এবং পরমাত্মা ভগবান্‌কে প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। ভগবানকে না মানিয়া অন্যকে মানিয়া নেওয়া।

অনন্যভক্তি-সাধনে প্রয়াস-পর হওয়া আবশ্যক এবং সকল জ্ঞানের সার সকল পুরুষার্থের শ্রেষ্ঠ ও সকল সাধনার নিশ্চিত অনন্যভাবে ভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ করাই একমাত্র সৎ-উপায়। অল্পায়ু, অন্নগত প্রাণ, সদা-সর্ব্বদা রোগ-শোক গ্রস্ত, বিষয়ে চঞ্চল মতিগণের পক্ষে বেদোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধন মার্গ আচরণ করা সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না এবং ঐ সমস্ত সাধনে সবার সমান অধিকারও নাই। তদুপরি যোগ, জ্ঞান, তপ প্রভৃতি সাধন সকল সাধকের অধিকতর কষ্টদায়ক কারণ দেহাভিমানী অল্পায়ু অন্নগত প্রাণ মানবের পক্ষে নিষ্ঠা অতিকষ্টে প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তৎসাধনের ফলও বিলম্বিত বিপদ সংকুল। কিন্তু ভগবদুক্ত গীতার প্রপত্তি ভক্তি যাজনে জাতি, বর্ণ, অন্ত্যজ এবং বয়স আদি কোনও অপেক্ষা করে না, জীবমাত্রেরই সমান অধিকার। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদগীতার অপূর্ব্বতা।

অর্থবাদ—এই পারিভাষিক শব্দের অর্থ 'স্তুতি' বা 'অতিস্তুতি' 'অর্থবাদ' বলিতে 'নিন্দা'ও বুঝায়। 'সাভিপ্রায় উক্তিকে'ও অর্থবাদ বলে। শাস্ত্র তাৎপর্য্য নির্ণয়ের সাতপ্রকার লক্ষ্মণের মধ্যে 'অর্থবাদ' অন্যতম।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় কোথায়ও কর্ম্ম, কোথাও জ্ঞান, কোথায়ও যোগ এবং কোথায়ও ভক্তির প্রশংসাতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উহার প্রত্যেকটিকে অর্থবাদরূপে কল্পনা করিলে 'গীতার' ভগবদুক্তির মধ্যে স্থির সিদ্ধান্ত নাই,—ইহাই প্রমাণ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাক্য স্থির সিদ্ধান্ত না থাকিলে সাধক জীব কোন সাধনেই সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও 'শাস্ত্রকর্ত্তা' যখন যেটি প্রয়োজন, তাহাকেই অতিস্তুতি ভাবোচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন। জাগতিক দোকাদদারের ন্যায় যখন যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিয়াছেন, মন্দ হইলেও সেই জিনিষ বাজারে চালাইবার জন্য তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, তখন ঐরূপ দোকানদার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বা শাস্ত্র সঙ্কলনকারীর কোন কথাই অদ্বিতীয় 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অতএব শাস্ত্রের বাক্য সমূহকে 'অর্থবাদ' মাত্র জ্ঞান করিলে শাস্ত্রকর্ত্তা, এমন কি, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যন্ত সন্দেহের অবকাশ উপস্থিত হয়।

সারগ্রাহিগণ শাস্ত্রের কর্ম্মপ্রশংসায়, জ্ঞান-প্রশংসায় এবং যোগে-ভুক্তি-মুক্তি, সিদ্ধি প্রশংসা কোনটিকেই অর্থবাদ বিচার করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তকে আচ্ছাদন দেন না। তারতম্য জ্ঞানের জন্য শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বহুবিধ যোগোপদেশ করা হইয়াছে, অর্থাৎ বহুবিধ সাধন ও উহাদের ফলের উল্লেখ না করিলে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বোত্তমত্ব প্রমাণিত হয় না, যেমন বহু-ব্যক্তি বা বহুদ্রব্যের মধ্যেই সুষ্ঠু ও স্পষ্টভাবে এক-জনের উৎকর্ষ প্রমাণ করা যায়; কেবল একব্যক্তি বা একদ্রব্যের তুলনায় উৎকর্ষ প্রমাণ করা যায় না, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায় না এস্থলেও তদ্রূপ। চতুর ব্যবসায়ী যেরূপ যখন যে দ্রব্যটি গ্রাহককে প্রদর্শন করেন; তখনই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার ও অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিলেও গ্রাহকের অধিকার জানিতে পারিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যটি প্রদর্শন করেন এবং তুলনামূলে অন্যান্য পূর্ব্ব প্রদর্শিত দ্রব্যের সহিত সর্ব্বশেষে প্রদর্শিত দ্রব্যটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধির সুযোগ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতা শাস্ত্রেও বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন সাধনের প্রশংসা করিয়া মহোপসংহার-বাক্যে যে সিদ্ধান্তটি প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত সিদ্ধান্ত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। কারণ শ্রীগীতাতে 'গুহ্য' 'গুহ্যতর' ও 'গুহ্যতম' এইরূপ 'তরপ্' ও 'তমপ্' প্রত্যায়ান্ত শব্দের দ্বারাও সাধন বিশেষের দু'এর মধ্যে উৎকর্ষ ও বহুর মধ্যে উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহার দু'এর মধ্যে উৎকর্ষ বুঝায় তাহাকে বহুর মধ্যে উৎকর্ষ ব্যঞ্জক বস্তুর সহিতই সমান মনে করিলে তত্ত্বান্ধতা প্রমাণিত হয়। 'তর' ও 'তম'-এ কখনও একই মূল্যের জিনিষ হইতে পারে না। খাদ যুক্ত সোনার মূল্য আছে বটে; লোহা,

তামা, কাঁসা, দস্তা, ও রূপা প্রভৃতি হইতে খাদযুক্ত সোনার মূল্য অনেক বেশী। কোনও স্বর্ণ ব্যবসায়ী যদি তামা, কাঁসা, দস্তা ও রূপা হইতে খাদযুক্ত সোনার উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ঐসকল বস্তু হইতে উহার অনেক বেশী মূল্য বলেন, তাহা কিছু অসত্য নহে; কিন্তু যখন খাঁটী সোনার মূল্য খাঁদযুক্ত সোনা হইতে বেশী এবং উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তখন যদি উহা দোকানদারের উক্তির আতিশয় বা ঐরূপ উক্তি অর্থবাদমাত্র, বলিয়া খাদযুক্ত সোনাও খাঁটি সোনার উভয়বিধ প্রশংসাকে অর্থবাদ মনে করিয়া উভয়কেই একইশ্রেণীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত সত্যসিদ্ধান্তকে আচ্ছাদন দেওয়া হইল। তদ্রূপ গীতায়তেও অর্জ্জুনকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের প্রশংসানন্তর "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ং শৃণু মে পরমং বচঃ" সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম বাক্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুহ্য অর্থাৎ কর্ম্মযোগের গুহ্য এক্ "ইদং তু তে গুহ্য তমং" ৯।১, বলিয়া অন্তর্য্যামী নিরাকারের উপাসনা জ্ঞানের কথা গুহ্যতর, বলিয়া "ইতি গুহ্যমং শাস্ত্রম" ১৫।২০, এই পদগুলিতে গুহ্যতম ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু গীতায় ইহার পূর্ব্বে কোথাও "সর্ব্বগুহ্যতমং" কথাটি ব্যক্ত করেন নাই। সর্ব্বশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে "সর্ব্বগুহ্যতমং" অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়তম এই বলিয়া সত্য প্রতিজ্ঞা সহকারে প্রপত্তি শরণাগতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠতমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও অনন্য শরণাগতি ভক্তির তুলনামূলক বলিতে গিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠাধ্যায়ে যোগের কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা হইয়াছে, তাহাই 'অর্থবাদ'।

ফল—গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থে বা বক্তা বক্তৃতায় যে সার সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন, সেই সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী সাধন করিলে সাধকের যাহা প্রাপ্ত হয় তাহাই ফল। গীতা গ্রন্থের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তিনি স্বয়ংই বলিতেছেন—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধি নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

— গীতা ৬-৮

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ-অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়া জ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। পঞ্চম-অধ্যায় হইতে অষ্টম-অধ্যায় পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে নির্গুণ নিরাকারের উপাসনা মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া ষষ্ঠ-অধ্যায় ৪৭তম শ্লোকে সাধক ভক্তের মহিমা বর্ণন করিয়া সপ্তম হইতে একাদশ-অধ্যায় পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে 'অহম্' 'মাম্' ইত্যাদি পদের দ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ সগুণ বিগ্রহের বিশেষভাবে উপাসনার মহত্ত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক একাদশ-অধ্যায়ের ৫৪-৫৫ শ্লোকে অনন্যভক্তির মহিমা ও তৎফলসহ তারস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন।

উপরি-উক্ত দ্বিবিধ উপাসনাকারীর মধ্যে কোন উপাসনা শ্রেষ্ঠতম, তাহা অর্জ্জুন কর্ত্তক জিজ্ঞাসিত হইলে শিরোদেশে উদ্ধৃত শ্লোকত্রয় দ্বারা বক্তা সার-সংক্ষেপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ফল' ব্যক্ত করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যে সকল সাধক সমস্ত আমাতে সমপর্ণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভক্তি-যোগের দ্বারা আমাকেই চিন্তা করতঃ ধ্যান ও উপাসনা করেন। হে পার্থ! আমাতে সমর্পিত চিত্ত সেই সকল ভক্তগণকে আমি ভয়ঙ্কর মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে অচিরেই (তৎক্ষণাৎ) উদ্ধার করিয়া থাকি। সুতরাং তুমি আমাতে মনোনিবেশ কর এবং আমাতেই বুদ্ধি নিয়োগ কর; তাহা হইলে তুমি আমাতেই বাস করিবে অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বশ্লোকে ভক্তিযোগ সহকৃত উপাসনার দ্বারা আয়াসহীনতা ও উপযোগিতার উল্লেখ করিয়াছেন। যদি কাহারও আশঙ্কা হয় যে, যদিও এই প্রণালীর উপাসনা সুকর অর্থাৎ সুলভসাধ্য হয়, তাহা হইলেও হয় তো পরিণাম ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিলম্ব হইতে পারে, অথবা যোগীও জ্ঞানিগণের পরম মোক্ষ ফল প্রাপ্ত না হওয়া যাইতে পারে; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে সমালোচ্য শিরোদ্ধৃত শ্লোক অবতারিত হইতেছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে-

ছেন,—যে ব্যক্তি আমাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করেন অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলাফল আমাকে সমর্পণ করিয়া তৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও অনাসক্ত থাকেন তিনিই চরমতম যে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকার অভিপ্রায়— যাঁহারা আত্মসাৎকারের প্রয়াসী না হইয়া কেবলমাত্র আমার ভজনই পরমধর্ম্ম ও সারকর্ম্ম জ্ঞানে অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কেবল মদ্ভক্তিপ্রভাবে অচিরকাল মধ্যে মৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে, এই তত্ত্ব অধুনা শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। যে মদেকানিষ্ঠ উপাসকগণ মৎপ্রাপ্তির অভিপ্রায়ে সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া এবং ভক্তিবিক্ষেপিকা বুদ্ধি অর্থাৎ জটিল কূটতর্ক দ্বারা বুদ্ধিসন্দেহ দোলায়মান হয়, তাদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক আমাকেই সকল সাধনের পুরুষার্থের সারভূতজ্ঞানে কেবলমাত্র মদ্বিষয়ক লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাদৃশ ময্যাবেশিত চিত্ত ভক্তগণকে আমি মৃত্যুযুক্ত সাগরবৎ দুস্তর সংসার হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। এই উদ্ধার সম্বন্ধে কাল বিলম্ব ঘটে না। তাদৃশ ভক্তগণের উদ্ধার বিষয়ে বিলম্ব সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া আমি অতি ত্বরায় স্বকীয় বাহন গরুড়-স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে নিজ বৈকুণ্ঠধামে আনয়ন করিয়া থাকি। তাঁহাদিগের মদ্ধাম প্রাপ্তি সম্বন্ধে অর্চ্চিরাদি মার্গ গতিরও অপেক্ষা করিতে হয় না।

(ক্রমশঃ)

পুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় মাসব্যাপী শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপিত

[১৫ আশ্বিন, ১৪০৫ ; ২ অক্টোবর ১৯৯৮ শুক্রবার হইতে ১৩ কার্ত্তিক, ৩১ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৯ পৃষ্ঠার পর]

সাক্ষীগোপালের একটি অত্যাশ্চর্য্য ইতিবৃত্ত শ্রুত হয়—সাক্ষীগোপাল বৃন্দাবন হইতে একাকী আসিয়াছিলেন। পরে গোপালের আদেশে বীরকিশোরদেব স্বর্ণময়ী রাধারাণী প্রতিষ্ঠা করেন। রাধারাণীর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বের ঘটনা—বড় বিপ্রের বংশধরের এক কন্যার নাম ছিল লক্ষ্মী। লক্ষ্মী শিশুকাল হইতেই সাক্ষীগোপালের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। লক্ষ্মী বয়স হইলে গোপালকে পতিরূপে পাইতে আকাঙ্ক্ষাযুক্তা হইলেন। পূজারী প্রত্যহ গোপালকে শয়ন দিয়া মন্দির বন্ধ রাখেন। কিন্তু গোপাল অপরের অলক্ষ্যে লক্ষ্মীর গৃহে যান এবং ভোরে মন্দির খুলিবার পূর্ব্বেই মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। এই ব্যাপার কেহই জানিতেন না। অকস্মাৎ একদিন প্রাতে মন্দির খুলিবার পর পূজারী দেখেন গোপালের হাতে বংশী ও পদে নূপুর নাই। সকলে অন্বেষণ করিতে থাকিলে লক্ষ্মীর গৃহে নূপুর ও বংশী পাওয়া যায়। বড় বিপ্রের বংশধর ঘরের মালিক ব্রাহ্মণকে সন্দেহ করিয়া দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু গোপাল রাজাকে স্বপ্নে জানান তিনি ভুলক্রমে বড় বিপ্রের বংশধরের গৃহে বংশী ও নূপুর রাখিয়া আসিয়াছেন, কুমারী লক্ষ্মীর নিকট প্রতিরাত্রি তিনি যান ও থাকেন ; লক্ষ্মীদেবী তাঁহারই স্বরূপশক্তির অংশবিশেষ। যদি তাঁহার বামে শ্রীমতী রাধারাণী শীঘ্র প্রকাশিত না হন, তাহা হইলে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যাইবেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা স্বর্ণময়ী শ্রীমতী রাধিকার প্রকাশ করেন। সাক্ষীগোপালের বামে শ্রীমতীর অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে

লক্ষ্মীর স্বধাম প্রাপ্তি হয়।

সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ বাসের নিকট আসিয়া বাসে উঠিয়া মধ্যাহ্নে পুরীতে মঠে ফিরিয়া আসেন।

(২৬) ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার— শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির দর্শন।

পরবর্ত্তিকালে সমাগত পশ্চিমদেশের ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে পুনরায় শ্রীগুণ্ডিচামন্দির দর্শনের অনুষ্ঠান-সূচিত করা হয়। নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ প্রাতঃ ৭-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে পেঁৗছেন। শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরের বাহিরে বৃক্ষ-তলে অধিকাংশ ভক্ত অবস্থান করেন। যাঁহাদের দর্শন হয় নাই, তাঁহারা দর্শন করিয়া স্থান-মাহাত্ম্য শ্রবণের জন্য তথায় আসিয়া বসেন। পূর্ব্বাহ্ন কালীন কৃত্য যথারীতি সমাপনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব স্থান-মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দেন তিন ভাষায়। সংকীর্ত্তনসহ ভক্তগণ শ্রীমঠে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন।

(২৭) ২৮ অক্টোবর বুধবার—শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন ছয়টী রিজার্ভ বাসে—

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ (প্রায় চারিশত মূর্ত্তি) নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্যের পর ছয়টী রিজার্ভ বাসে শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় পুরাতন ভুব-নেশ্বরে—ভুবনেশ্বর মন্দিরের অদূরে উপনীত হইয়া বাস হইতে নামিয়া সমবেত হন। সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রাসহ ভক্তগণ দর্শন করেন—বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব-মন্দির, শ্রীভুবনেশ্বর-মন্দির ও শ্রী-ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠ। ভক্তগণ বিন্দুসরোবরে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন ও মস্তকে জলস্পর্শ করতঃ শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব-মন্দির দর্শন করেন। দর্শনান্তে মূল মন্দিরের বাহিরে অভ্যন্তরে স্বল্পপরিসর স্থানে উপবিষ্ট হন। যদিও সকলের তথায় অবস্থানের সঙ্কুলান হয় নাই, ভক্তগণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় মঠের পাণ্ডা শ্রীমদ আর্ত্তত্রাণ মহাপাত্রও বিষয়টী বাংলা-ভাষায় বলেন।

শ্রীভুবনেশ্বর ঃ—স্কন্দপুরাণের বিবরণ—পুরা-কালে শিব পার্ব্বতীর সহিত কাশীধামে বহুকাল বাস করিবার পর কৈলাসে যান। শিবের অনুপস্থিতিকালে রাজাগণ কাশী ভোগ করিতে থাকেন। তদানীন্তন কাশীরাজের দুর্বুদ্ধি হয়, কৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য শিবের উৎকট তপস্যা আরম্ভ করেন। আশুতোষ শিব সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ভক্ত রাজাকে পাশুপত অস্ত্র এবং সহায়তার জন্য অনুচর-গণকে নির্দ্দেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ উহা জানিতে পারিয়া সুদর্শনচক্র দ্বারা কাশীরাজের শিরচ্ছেদন করতঃ বারাণসী দগ্ধ করিয়া ফেলেন। সুদর্শনচক্র শিবের পশ্চাতে ধাবিত হইলে শিব ভয়ে দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করতঃ অবশেষে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ ও অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যসেবক শিবের অপরাধ ক্ষমা করতঃ শিবের অভিলাষ অনুসারে তাঁহাকে 'একাম্র-কানন' স্থান প্রদান করেন। এই একাম্র-কাননই গুপ্ত কাশী শ্রীভুবনেশ্বর।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীক্ষেত্রবাসের জন্য শিব বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করি-লেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

'ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিলু আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥
সেইক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।'

ভুবনেশ্বর, একাম্রক-ক্ষেত্র, হেমাচল, স্বর্ণাদ্রি ক্ষেত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে খ্যাত। অতি প্রাচীনকাল হইতে এইস্থানে একটি বিস্তৃত শাখা আম্রবৃক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম একাম্রক্ষেত্র হয়। কোটী লিঙ্গ মূর্ত্তি ও অষ্টতীর্থ এখানে বিরাজমান। বারা-ণসী অপেক্ষাও ইহা শ্রেষ্ঠ ; বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর অধিক প্রিয়। গন্ধবতী-নাম্নী পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই একাম্রতীর্থ বিরাজিত, কৈলাশ অপেক্ষাও রমণীয়।

ভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক। পর-ব্রহ্ম লিঙ্গরূপে ত্রিভুবনেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ভগবান শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণ করিয়া নিজেই ক্ষেত্রপালরূপে ক্ষেত্র রক্ষা করেন।

ভুবনেশ্বরী শ্রীভগবতী শিবের নিকট বারাণসী অপেক্ষাও একাম্রক্ষেত্রের মহিমা অধিক শ্রবণ করিয়া তথায় আসিয়া সিতাসিত (শুক্ল-অশুক্ল) বর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ দর্শন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। একদিন পূজার জন্য পুষ্পচয়নে বনে গেলে দেখিতে পাইলেন সহস্র গাভী হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া মহালিঙ্গের শিরোপরি ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবতী গোপালিনীবেশে অপর একদিন ঐরূপ দেখিয়া গাভীগণের অনুসরণ করিলেন। এই-ভাবে পনর বৎসর অতিবাহিত হইল। সেই সময় তরুণ বয়স্ক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় 'কৃত্তি' ও 'বাস' বনের মধ্যে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট দুষ্ট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। ভগ-বতীদেবী অন্তর্হিতা হইয়া শম্ভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ঘটনার কথা শুনিয়া বলিলেন দ্রুমিল নামক এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের নিকট বর লাভ করেন তাঁহার পুত্রদ্বয়—কৃত্তি ও বাস অস্ত্রশস্ত্রে অবধ্য হইবে। মহাদেব ভগবতীদেবীকেই অসুরদ্বয়কে বধের জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। আদেশপ্রাপ্ত হইয়া গোপালিনীবেশে বনে ভ্রমণকালে অসুরদ্বয়কে দেখিতে পান এবং তাহা-দিগকে বঞ্চনা পূর্ব্বক বলেন যদি তাহারা ভগবতী-দেবীকে স্কন্ধে বা মস্তকে ধারণ করিতে পারে তবে তাহাদের ইচ্ছাপূর্ত্তি হইবে। অসুরদ্বয় স্কন্ধে ধারণ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি হইলে গোপালিনীবেশধারিণী সতী উভয় অসুরেরই স্কন্ধে পদ স্থাপন করিয়া বিশ্বম্ভরী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বিশ্বম্ভরীর গুরুভারে অসুরদ্বয় বিনষ্ট হইল। তদবধি সতী ও সতীনাথ শম্ভু কাশীর সুবর্ণ মন্দির পরিত্যাগ করিয়া একাম্র-কাননে বাস করিতে থাকেন।

বিন্দুসরোবর ঃ—ভুবনেশ্বরী অসুরদ্বয়কে নিধন করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত ও নিদ্রাচ্ছন্ন হইলে ভুবনেশ্বরীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্য মহাদেব ত্রিশূল দ্বারা শৈল বিদারণপূর্ব্বক একটি বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই 'শঙ্কর-বাপী' নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় নিত্য প্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জলপান করিতে ইচ্ছা করিলে শম্ভু সকল তীর্থকে আনয়নের জন্য এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য যজ্ঞ সমাধানে ব্রহ্মাকে আনিতে বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা এবং স্বর্গ হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, পয়স্বি, বিপাশা, শতদ্রু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, মহানদী প্রভৃতি এবং পাতাল হইতে ক্ষীরসমুদ্র সমাগত হইলে ভুবনেশ মহাদেব ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া বলিলেন—'আমি এইস্থানে হ্রদ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এই হ্রদে গলিত হও।' তীর্থসমূহ শম্ভুর আদেশ পালন করিলে 'শঙ্করবাপী' ও 'বিন্দু-সরোবর' নামে দুইটী পবিত্র জলাশয় প্রকাশিত হইল। ভগবান জনার্দ্দন এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতা-গণ উহাতে স্নান করেন। ভুবনেশ্বর প্রমথগণের সহিত তথায় স্নান করিয়া বলেন যাহারা শঙ্করবাপীতে স্নান করিবে তাহারা আমার সারূপ্য এবং যাহারা বিন্দুসরোবরে স্নান করিবে তাহারা আমার সালোক্য প্রাপ্ত হইবে।

বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০´ ফিট, প্রস্থে ৭০০´ ফিট এবং গভীরতায় ১৬´ ফিট।

শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব ঃ—বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু ভগবানের পাদপদ্মে প্রণতিবিধানপূর্ব্বক প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন— 'হে পুরুষোত্তম ! আপনি কৃপাপূর্ব্বক অনন্তের সহিত বিন্দুহ্রদের পূর্ব্বতীরে মূর্ত্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান শ্রীঅনন্ত-বাসুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্ট-দানে কৃপা এবং তাঁহার নিয়ামক ক্ষেত্রপালক রূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে বাস করিতেছেন।

ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় যতিগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সংস্থাপিত স্থানীয় ত্রিদণ্ডী গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীবিগ্রহ দর্শ-নান্তে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনভবনে ও বাহিরে উপবিষ্ট হইলে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত প্রাচীন সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পর্য্য-টক মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করতঃ সকলে আনন্দ লাভ করেন। উক্ত মঠের বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী।

অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় সকলে বাসযোগে ভুবনেশ্বর হইতে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকার পরে পুরীতে বড়দাণ্ডস্থ মঠে ফিরিয়া আসেন।

(২৮) ২৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বহির্দ্দেশে চতুষ্পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পরিক্রমা। নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য সম্পন্ন হইতে শ্রীমঠে ১০ ঘটিকা হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীভজনরহস্য ব্যাখ্যামুখে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিলে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় সংক্ষেপে বুঝাইয়া দেন।

(২৯) ৩০ অক্টোবর শুক্রবার—অদ্য প্রাতঃকাল হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও বর্ষা হইতে থাকায় সকলে চিন্তিত হইলেন বিশেষ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা আলেখ্যার্চ্চা ও মূর্ত্তিসহ কিভাবে বাহির হইবে। প্রাতঃকালীন ও পূর্ব্বাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার পর আকাশ কিছু পরিষ্কার হইলে পূর্ব্বাহ্ন ৮-২৫ মিঃ-এ শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। অভিনব বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা—পুরোভাগে সুসজ্জিত যানে অপূর্ব্ব বিশাল শ্রীগৌরবিগ্রহ, তৎপশ্চাতে সুসজ্জিত শিবিকাদ্বয়ে বাহক সেবকগণের সেবা স্বীকার করতঃ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চাসমূহ, তৎপশ্চাতে শ্রীল আচার্য্যদেব, পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতিগণ, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার পুরোভাগে পুরীধামস্থিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাণ্ডপার্টি শোভাযাত্রার শোভা সমৃদ্ধি করে। মাঝপথে কোনকিছু বর্ষা হইলেও শোভাযাত্রার পক্ষে কোন বিঘ্ন হয় নাই। পূর্ব্বাহ্ন ১১-১৫ মিঃ-এ প্রায় ৩ ঘণ্টা বাদে শোভাযাত্রা গ্র্যাণ্ডরোড, দোলমণ্ডপসাহি, মুচিসাহি, কোর্ট রোড, হেড়া গৌরী সাহি, পুনঃ গ্র্যাণ্ডরোড হইয়া মঠে ফিরিয়া আসে।

শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

[১৩ কার্ত্তিক ১৪০৫ ; ৩১ অক্টোবর ১৯৯৮ শনিবার]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে ৯৪-তম শুভাবির্ভাব উপলক্ষে অদ্য পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মসেবার প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় মঠ হইতে বাহির হইয়া শ্রীনরেন্দ্র সরোবর হইয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের ভিতর দিয়া মঠে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে উত্তরপার্শ্বে সুসজ্জিত সিংহাসনে মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পূজানুষ্ঠান শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের মূল পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হইলে ক্রমানুযায়ী ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ গুরুপাদপদ্মে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। অনুষ্ঠান চলাকালে সর্ব্বক্ষণ মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইতে থাকে। পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্নকালীন নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ মুখ্যভাবে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন করেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ স্বধামগত সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা রচিত একাদশ শ্লোক সমন্বিত স্তব এবং নিজরচিত 'ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি' প্রার্থনাগীতি পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের (শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়নমণি-বলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ জীউর) ভোগরাগান্তে ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদের দ্বারা যোগদানকারী বিপুলসংখ্যক নরনারীকে আপ্যায়িত করা হয়।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব ত্রিবিক্রম মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের মহিমা এবং গুরুপূজার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বাংলাভাষায় মধ্যাহ্নে গুরুপূজান্তে ভাষণ প্রদান করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বলেন। তিনি রাত্রিতেও শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে কিছু কথা বলেন। নিয়মসেবার কৃত্যসমূহ থাকায় সকলের পক্ষে বলিবার সুযোগ হয় নাই।

গুরুপূজা উপলক্ষে বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠান
স্থান—শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবন
সময়—রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকা তারিখ—১লা নভেম্বর রবিবার
সভাপতি—ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র
বিশিষ্ট অতিথি—ডক্টর দামোদর পাণ্ডা
বিশিষ্ট বক্তা—পণ্ডিত বৈদ্যনাথ ঠাকুর (রামায়ণী)

শ্রীল আচার্য্যদেব সভার প্রারম্ভে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে দ্বাদশী-তিথিতে (১লা নভেম্বর, রবিবার) মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। এই মহোৎসবের আনুকূল্য বিধান করেন জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা।

দামোদর ব্রতকালে বিভিন্নদিনে উৎসবদাতাগণের নাম—

১। শ্রীমতী অন্নপূর্ণা বসাক (সহধর্ম্মিণী—স্বধামগত শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র বসাক) আগরতলা।
২। দেরাদুনের শ্রীমতী কুন্তাদেবী ও শ্রীমতী চন্দাদেবী।
৩। শ্রীমতী মথুরাদেবী, রামপ্রস্থ, দিল্লী।
৪। শ্রীমতী অরুণা কর, কলিকাতা।
৫। শ্রীমতী সুজাতা সাহা, কলিকাতা।
৬। শ্রীমতী অনীতা পাল, গুয়াহাটী, অসম।
৭। শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, কলিকাতা।
৮। শ্রীমতী সন্তোষ ভাণ্ডারী।
৯। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ পাল ও শ্রীনারায়ণ পাল, গুয়াহাটী, আসাম।

শ্রীমঠের নির্ম্মাণসেবা ও ভক্তগণের বাসস্থান-নির্দ্দেশ প্রভৃতি সেবার ব্যবস্থার মুখ্যদায়িত্বে ছিলেন শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী উৎসবের সেবার ব্যবস্থায়, শ্রীবিষ্ণুচরণদাস ব্রহ্মচারী বাজার-সেবার ব্যবস্থায়, শ্রীরামদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলকমল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী প্রসাদ-পরিবেশন সেবার ব্যবস্থায়, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী (শ্রীলোকনাথবাবু) সভার ব্যবস্থায় এবং নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রারপথ নির্দ্দেশ এবং পুরীর বাহিরে ভক্তগণের যাওয়ার ব্যবস্থায়, শ্রীঅজিতহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী রন্ধনের জন্য শাক-সব্জী তৈরী সেবার ব্যবস্থায় এবং শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ) ভক্তগণের প্রাতঃরাশের ব্যবস্থার সেবার মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন।

ইউরোপে [ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া), স্লোভেনিয়া, ফ্রাইবুর্গ (জার্ম্মানি), লণ্ডন, মেঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড), আমষ্টার্ডাম্, রোটারডাম, দিহেগ,—ডেন্‌হেগ (নেদারল্যাণ্ড), ফ্রাইবুর্গ, বার্লিন (জার্ম্মানি), ম্যাদ্রিদ্, টেনেরিফে—সান্তাক্রুজ-ক্যানেরি দ্বীপপুঞ্জ (স্পেনে)] শ্রীল আচায্যদেবের শুভপদার্পণ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৮ পৃষ্ঠার পর]

২০ জুলাই সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা একটী কারে এবং ফরাসীর শ্রীবিন্দুমাধব দাস সস্ত্রীক অপর একটী কারে নিজ-নিবাসস্থান হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া প্রায় দেড়ঘণ্টা বাদে লণ্ডন সহরের বাহিরে সীমান্তে অনেক ঘুরিয়া মন্দির বন্ধ হওয়ার মাত্র ১০ মিনিট পূর্ব্বে ইস্কন প্রতিষ্ঠানে আসিয়া পেঁছেন। শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীসীতারাম, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শ্রীবিগ্রহগণ এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রী-

গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং শ্রীভক্তি-বেদান্ত স্বামী মহারাজের আলেখ্যার্চ্চাসমূহ বিরাজমান আছেন। শ্রীমন্দিরের সংলগ্নই ৭৫ একর জমীতে বিশাল গোশালা বিদ্যমান। শ্রীমদ্ জয়পতাকা মহারাজ লণ্ডনে উপস্থিত থাকিলেও সেই সময় মঠে না থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হয় নাই। ভক্তবৃন্দ পুনরায় ইস্কন মন্দিরে আসিবার জন্য প্রর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। দৈববশতঃ কলিকাতা মঠের সংলগ্ন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেনের পূর্ব্বে অবস্থানকারী এক ভক্তের সহিত তথায় সাক্ষাৎকার হয়। দিল্লীনিবাসী ইস্কনের সদস্য শ্রীবিমলকৃষ্ণ দাসের সহিতও শ্রীল আচার্য্যদেবের কথাবার্ত্তা হয়। ইস্কনের ঠিকানা—ভক্তিবেদান্ত Manor হরেকৃষ্ণ মন্দির, ধরমমার্গ, Hilfield Lane, Aldenham, Watford, Hurto WD2 8FZ Phone 0193 857244

উক্তদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় প্রেমচাঁদ বশিষ্ঠের মধ্যমপুত্র শ্রীহরমিন্দর সাগরের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন, হরি-সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। হরমিন্দরের গৃহ Slough Area-য় তাহার পিতৃদেবের গৃহের কিছু দূরে। বশিষ্ঠজীর জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শ্রীরূপেন্দ্র সাগর, কনিষ্ঠ পুত্র পুরমিন্দর সাগর।

২১ জুলাই মঙ্গলবার London NW2 Lennon Road 101 Marly Walk-স্থ ভক্তিবেদান্ত অতিথিভবনে—শ্রীরাধারাসবিহারী মন্দিরে শ্রীমনমোহন গুপ্তার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে শুভ পদার্পণ করতঃ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা বলেন এবং ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। হরিকথার পূর্ব্বে উক্ত-স্থানের সন্নিকটে শ্রীগৌড়ীয় মঠ অবস্থিত জানিতে পারিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ তথায় গেলে উক্ত মঠে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর সাগর মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। অকস্মাৎ উভয় উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত ও পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীমদ্ সাগর মহারাজ প্রসাদ পাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেব বলিলেন নিকটস্থ শ্রীরাধারাসবিহারী মন্দিরে তাঁহার হরিকথা ও হরিকীর্ত্তনের প্রোগ্রাম আছে, উক্ত অনুষ্ঠানসূচী সমাপ্ত হইলে তিনি সপার্ষদে মঠে যাইয়া প্রসাদ পাইতে পারিবেন। শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর সাগর মহারাজ উক্ত প্রস্তাব আনন্দে স্বীকার করেন। বক্তৃতা-কীর্ত্তনান্তে মঠে আসিয়া বঙ্গদেশীয় ব্যঞ্জনাদি প্রসাদ সেবা করিয়া সকলে পরিতুষ্ট হন। মঠটি ছোটখাটো হইলেও সুসজ্জিত ও সুন্দর।

শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বধামগত সতীর্থ শ্রীশচীসুত দাসাধিকারীর (এস্-সি-ত্রিপাঠীর) গৃহ উক্ত অঞ্চলে থাকায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও দুইপুত্র অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দেন এবং সভাশেষে শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা বলিয়া পরমানন্দিত হন। তাঁহারা সেবার জন্য আনুকূল্যও প্রদান করেন।

২২ জুলাই বুধবার—শ্রীল আচার্য্যদেব দুইটী মোটরযানযোগে লণ্ডন হইতে বেলা ১২-১৫টায় রওনা হইয়া মাঞ্চেষ্টার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীপ্রেমদয়াল শর্ম্মার গৃহে (4, Barlow Fold Road, Romiley Stock Fort Cheshire) শুভপদার্পণ করতঃ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিকথা বলেন, সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রেমদয়াল শর্ম্মা জম্মুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মার সহপাঠী-বন্ধু ও আত্মীয়। এইজন্য তথায় বিচিত্র প্রসাদেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। দৈবক্রমে শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারীর পরিচিত শ্রীচোপড়ার সহিতও শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎকার হয়। মধ্যরাত্রিতে শ্রীপ্রেমচাঁদ বশিষ্ঠের গৃহে সকলে ফিরিয়া আসেন।

২৩ জুলাই বৃহস্পতিবার—অদ্য প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় শ্রীবিন্দুমাধব দাসের দুইটী মটরযানে লণ্ডনসহর অতিক্রম করতঃ হোভার ক্র্যাফ্‌টে সমুদ্র বন্দরে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সকলে আসিয়া পৌছেন। লণ্ডন আসিবারকালে সকলে হোভার ক্র্যাফ্‌টে ইংলিশ্ চ্যানেল পার হইয়াছিলেন। হোভার ক্র্যাফ্‌টি এমন দ্রুত হেলিয়া দুলিয়া চলে অনেক যাত্রিগণের মধ্যে অনেক সময় আতঙ্ক হয়। এইজন্য লণ্ডন হইতে ফিরিবারকালে সকলে হোভার ক্র্যাফ্‌টে না যাইয়া জাহাজে যাইবার প্রস্তাব করেন। তজ্জন্য দুইঘণ্টা সাগরবন্দরে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেই অবসরে সকলে প্রাতরাশ রুটী ফল ইত্যাদি গ্রহণ করেন।

ইংল্যাণ্ড হইতে জাহাজে আসিবারকালে কাহারও কোনও অসুবিধা হয় নাই। উক্ত জাহাজে শত শত কার-ভ্যানও বহন করিতে পারে। সাগরের অপর-পারে বেলজিয়ামে অস্টেন সহরে সকলে আসিয়া উপনীত হন। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেল্‌স্। বেলজিয়ামের সহর অতীব সুন্দর ও সুসজ্জিত। রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। তথায় সাইকেলে চলার রাস্তা পৃথক্ আছে, ট্রামগুলিও অতীব রমণীয়। বেল-জিয়াম ও হল্যাণ্ডের সহর দর্শন করিতে করিতে অপরাহ্ণ ২-৩০টায় মোটরকারযোগে সকলে অপর একটি সাগরতটে আসিয়া পেঁৗছেন। একটি অল্প পরিসর নদী জাহাজের দ্বারা বহুশত যাত্রী, মোটর-কার, বাস, ট্রাক সর্ব্বক্ষণ যাতায়াত করে। যাওয়া আসার খুবই সুন্দর ব্যবস্থা ও সুখদায়ক। ভারতীয়-গণ ইহা চিন্তাও করিতে পারিবেন না। সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় হল্যাণ্ড রাজ্যে আম্‌ষ্টারডামে সকলে পেঁৗছেন। শ্রীবিন্দুমাধব দাস ভুল রাস্তায় চলিয়া যাওয়ায় তাহার জন্য সকলকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ তথাকার বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারক শ্রীহয়েশ্বর দাস প্রভুকে দেখিতে হাসপাতালে যান। তিনি শায়িতাবস্থাতেই সকলকে প্রণতি জ্ঞাপন করেন এবং গুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনামূলক শ্লোকাদি উচ্চারণপূর্ব্বক অশ্রুবর্ষণ করেন। হঠাৎ স্ট্রোকে আক্রান্ত হইয়া তিনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন। তিনি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শিষ্য। তাঁহার সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘসময় আলাপ-আলোচনা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশকারী শ্রীনৃসিংহ-স্তব কীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস শ্রীহয়েশ্বর দাস প্রভুর গৃহেই হরিকথার ব্যবস্থা হইয়াছিল সন্ধ্যা ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত। বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব হরি-কথা বলেন। সভাশেষে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়, তৎপরে শ্রোতাগণের পরিপ্রশ্নের উত্তরও তিনি প্রদান করেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্যগণ একটী গৃহের চতুর্থতলায় ভাড়াবাড়ীতে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠেই সকলের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। সহরের নাম ডেন্‌হাগ। মুখ্য সেবকদ্বয়—শ্রীঅর্জ্জুন দাস ও শ্রীমাধব দাস। স্থানটী একান্ত ভজনানুকূল। চারি-তলা নামা উঠা করিতে হয় বলিয়া বাহিরে কোথায়ও যাওয়া অসুবিধা।

২৪ জুলাই শুক্রবার—শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে প্রাতে ও রাত্রিতে সভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রাতে 'শৃন্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং' শ্লোকটির ব্যাখ্যামুখে এবং রাত্রিতে ভাণ্ডীরবনে ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের দাবানল পানের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণমুখে হরি-কথা বলিলে ভক্তগণের হৃদয়গ্রাহী হয়। যোগদান-কারী ভক্তগণকে প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৫ জুলাই শনিবার—প্রাতে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে সাধনভক্তি সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় ১ ঘণ্টা বলেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণকালীন বিশেষ অধি-বেশনে হল্যাণ্ডে রোটারডামে লেক্কার কার্কস্থিত (সুইট চার্চস্থিত) শ্রীমৎ তীর্থকর দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ জুলাই রবিবার—শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্বাহ্ণে নির্দ্দিষ্ট বক্তব্য বিষয়ে 'সাধুসঙ্গ' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। অপরাহ্ণ-কালীন অধিবেশন হিন্দু সেণ্ট্রাম সেবাধামে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দী ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই ভাষণ প্রদান করেন। ডেনহাগস্থিত শ্রীরাধারমণ দাসের গৃহে রাত্রিতে হরিকথা ও হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। তথায় ভক্তগণের সমাবেশ অধিক হইয়াছিল। শ্রী-রাধারমণ দাস প্রসাদের দ্বারা ভক্তগণের সেবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

২৭ জুলাই সোমবার—প্রাতে ও রাত্রিতে দুই সভার অধিবেশনই শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে আয়ো-জিত হয়। রাত্রির সভায় বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

২৮ জুলাই মঙ্গলবার—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীবিন্দুমাধব দাস—দুই-জনকে সারথি করিয়া দুইটী মোটরযানে ডেনহাগস্থিত শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রাতঃ ৬-৪৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় ফ্রাইবুর্গ আণ্ডের-

হাল্ডেস্থিত শ্রীজীবানুগ দাসাধিকারী প্রভুর বাসভবনে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীজীবানুগ প্রভুর গৃহে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত হরিকথা ও কীর্ত্তন হয়।

২৯ জুলাই বুধবার—অফেনবার্গ ওকেন ষ্ট্রীটস্থ শিক্ষাকেন্দ্রে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব পরা ও অপরা দুইপ্রকার বিদ্যার পার্থক্য, Secular ও Secularism শব্দের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণমুখে ও Education (শিক্ষা) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণমুখে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে শ্রোতৃবৃন্দ, বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে 'রিলিজিয়ন' ও 'ধর্ম্মের' পার্থক্য বুঝাইয়া বলেন। রিলিজিয়ন শব্দের দ্বারা ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য অভিব্যক্ত হয় না। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত ভাষণ শ্রীজীবানুগ প্রভুর সহধর্ম্মিণী ও অপর একজন বিদুষী মহিলা 'দোভাষী'রূপে স্থানীয় জার্ম্মাণ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। উক্তদিবস রাত্রিতে ফ্রাইবুর্গ রোটেক-রিংস্থ ইণ্টার রিলিজিয়াস্ কোঅপারেশন সংস্থায় 'ভক্তিযোগ' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীজীবানুগ প্রভু জার্ম্মাণ ভাষায় অতিসুন্দরভাবে ভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ বুঝাইয়া দেন। প্রাতে ও রাত্রির উভয় অধিবেশনেই পাশ্চাত্ত্যদেশের রীতি অনুসারে ভাষণের পরে শ্রোতাগণের তরফ হইতে বহুপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রশ্নসমূহের যথোচিত উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেন। সভাশেষে শ্রোতৃবৃন্দ হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করেন। শ্রোতাগণের মধ্যে একজন বঙ্গভাষী শ্রীপ্রদোষ কুমার ব্রহ্মের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের হৃদ্যতাপূর্ণ কথাবার্ত্তা হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল আচার্য্যদেব ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভারতের বাহিরে ইউরোপে—[ভিয়েনা, শ্লোভেনিয়া, ফ্রাইবুর্গ (জার্ম্মানি), আমষ্টার্ডম, রোটারডাম, ডেনহেগ, বার্লিন, মাদ্রিদ, টেনেরিফে—সান্তাক্রুজ-ক্যানেরি দ্বীপপুঞ্জ] লণ্ডনে, ম্যাঞ্চেষ্টারে বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। বিদেশ প্রচারে শ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গে ছিলেন জম্মুর অধ্যাপক শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী), শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী এবং সিঙ্গাপুরের ইংরেজ সন্ন্যাসী শ্রীমদ ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং প্যারিসের ফরাসী ভক্ত শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী।

শ্রীব্রতোৎসবনির্ণয়পঞ্জী ও ভক্তিশাস্ত্র-গ্রন্থ মুদ্রণে মুখ্যভাবে যত্ন করেন এবং গ্রন্থবিভাগের মুখ্য দায়িত্বে আছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকা প্রকাশে মুখ্যভাবে যত্ন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজ।

শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুরম্য বিশাল তোরণ নির্ম্মাণের প্রকল্প গ্রহণ এবং মূর্তির মাধ্যমে ভগবদ্‌লীলার অপূর্ব্ব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতঃ পরিচালক সমিতির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ মূল মঠের সৌন্দর্য্য এবং শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে রাধাকুণ্ডে অষ্ট সখির ঘাট নির্ম্মাণের বিরাট প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন; এই বিষয়ে মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ বিশেষভাবে তাঁহাকে সহায়তা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ভিক্ষা সংগ্রহ করতঃ শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী পাকা ভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করেন। এতদ্ব্যতীত কার্ত্তিক ব্রতকালে পুরী মঠে ভক্তগণের থাকিবার সৌকর্য্যার্থে এবং সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিতে শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দদাস ব্রহ্মচারীর, নদীয়া জেলায় যশড়া শ্রীপাটে সুরম্য স্নানবেদী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া উক্ত মঠের

মঠরক্ষক ও বিশিষ্ট সদস্য শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর, নদীয়াজেলাসদর—কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির সংস্কার ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে মঠরক্ষক ও পরিচালক সমিতির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজের, অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদে শ্রীমঠের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পাদনের জন্য জমী সংগ্রহ করিয়া মঠরক্ষক ও পরিচালক সমিতির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের, আসামে গুয়াহাটী মঠে সাধু ও অতিথিগণের থাকিবার সৌকর্য্যার্থে ত্রিতল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজের, চণ্ডীগড় মঠে সুরম্য মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা রাস্তার আচ্ছাদন ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতঃ মঠরক্ষক ও পরিচালক সমিতির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের এবং আসামে সরভোগ গৌড়ীয় মঠে সাধু ও ভক্তগণের থাকিবার সৌকর্য্যার্থে পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করতঃ মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রচার পর্য্যটক মহারাজের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণের নির্য্যাণে, গৃহস্থ ভক্তগণের স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ-বেদনা এবং মঠের পৃষ্ঠপোষক সজ্জনগণের প্রয়াণে তাঁহাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন—

শ্রীগৌড়ীয় সংঘের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত পূজ্যপাদ শ্রীরমানাথদাস বাবাজী মহারাজ (সরভোগ, আসাম), পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের কৃপাভিষিক্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজ, শ্রীযুক্তা শান্তি মুখোপাধ্যায় (মনুদি, কলিকাতা), শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী, লেকটাউন, কলিকাতা), শ্রীযুক্ত মনসাচরণ দে, ভবানীপুর, কলিকাতা ও শ্রীহিরণ্ময় সরকার, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কালিঘাট-কলিকাতা।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবায় বিশেষভাবে সহায়তার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত গৃহস্থ ভক্তদ্বয়কে গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করেন—

(ক) শ্রীসুবোধ চন্দ্র চৌধুরী
শিখরিয়াপাড়া, বাঁকুড়া—'ভক্তবন্ধু'

(খ) শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (O. P. Loomba) ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)—'ভক্তিপ্রাণ'

ভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে গৌরপূর্ণিমা-তিথিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও 'ভক্তিশাস্ত্রী'-পরীক্ষা গৃহীত হয়।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ হিসাব-পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত (Audited Report) ১৯৯৭-৯৮ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের এবং Balance Sheet-এর হিসাব সভায় উপস্থাপিত করেন এবং সদস্যগণের নিকট পাঠ করিয়া শুনান। উপস্থিত সদস্যগণ সকলেই অনুমোদন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত Audited Report-এ সহি করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ১৯৯৯-২০০০ সালের জন্য 'চক্রবর্ত্তী এণ্ড নাথ'কে (১২১, হরীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬) হিসাব-পরীক্ষক (Auditor রূপে) নিয়োগ করা হউক বলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি (৩) কল্যাণকল্পতরু (৪) গীতাবলী (৫) গীতমালা (৬) জৈবধর্ম্ম

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

(৪০) শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকা

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....

....

....

....

Pin..................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬
১৫ পুরুষোত্তম, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ৩০ মে ১৯৯৯ | ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

শ্রীল প্রভুপাদের উপসংহার-ভাষণ

সভা-সমাপনের পূর্ব্বে আমার বক্তব্য এই,—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত বিপিন বাবুর মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম-যাজীর সহিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিচালনের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা হ'তে জেনেছি—ঐরূপ দুটো জিনিষ কিছু আলাদা নয়, শ্রীগৌরসুন্দর ব'লেছেন,—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে" ॥*
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব ২-২৫৩)

সাধারণ লোক শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্য অনুশীলন করেন না, তাই তাঁ'দের মধ্যে পরস্পর বিবদমান্ মতবাদ বিস্তারিত হ'য়েছে ; তাঁ'রা ভোগ ও ত্যাগ—এই দু'য়ের কবলে কবলিত। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও তদানুকূল্যময়ী লৌকিকতা বা বৈদিকতা জড় ও চেতনের মত পৃথক্ বস্তু নয়। আমরা ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীগৌরসুন্দরের কথিত শাস্ত্রীয় উপদেশ

* অনাসক্ত হইয়া নিজ সাধন-ভক্তির অনুকূলমাত্র-বিষয়-স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে। তাহাতে কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহ থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয়-গ্রহণ করেন, ভক্তিপ্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তাঁহার বৈরাগ্যকে 'যুক্তবৈরাগ্য' বলে।

ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করতঃ মুমুক্ষুদিগের তাহা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলে।

দেখিতে পাই,—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা" ॥ *

যাঁ'র ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁ'র ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের যে বিচার শ্রীগৌরসুন্দর সাকর মল্লিককে † বলেছিলেন, তা'তে আমরা ভোগী ও ত্যাগি-সম্প্রদায়ের বিচারের অসম্পূর্ণতা ও একদেশদর্শিতা দেখ্তে পাই। 'ঈশাবাস্য' জগতের ঈশসেবার উপকরণগুলিকে কাকবিষ্ঠার সহিত তুলনা নির্ব্বিশেষবাদিগণের অসম্পূর্ণ বিচারে লক্ষিত হ'লেও শ্রীগৌরসুন্দর তা' বলেন না। যাঁ'রা শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরিতামৃত পাঠ ক'রেছেন, তাঁ'রা বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চতুর্ব্বিধ সামগ্রীর অন্যতম বিভাবের অন্তর্ভুক্ত আলম্বন ও উদ্দীপন, আবার আলম্বনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও আশ্রয়ের কথা শ্রবণ ক'রে থাকেন। 'কাব্যপ্রকাশ' ও 'সাহিত্যদর্পণে'র লেখক, তথা ভরতমুনি যে বিষয়াশ্রয়-বিবেকের কথা আলোচনা করতে পারেন নি, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরূপ-গোস্বামীর দ্বারা 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলে' তা' সুষ্ঠুভাবে আলোচনা ক'রেছেন। ভগবান্ ব্যতীত আর দ্বিতীয় বিষয় নাই। যাঁ'রা ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে বিচার করেন, তাঁ'দের বিচার খণ্ডিতধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট। "সদেব সোম্যেদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" জিনিষটা দশটা পাঁচটা নয়। Absolute Truth is one without a second. যাঁ'রা মনে করেন—Absolute Truth challengeable, তাঁদের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু আমরা Personal Godheadএর উপাসক—আমরা Impersonalityর উপাসক নই। প্রপন্নাশ্রিত আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য। সবিশেষ বিষ্ণুবস্তুর উপাসকগণ বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দনকে ধ'রে রাখ্তে পারেন—'সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতে' ইহার প্রমাণ। তাঁ'রাই realise করতে পারেন—তাঁ'রাই "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়"। "আচারবান্ পুরুষো বেদ" উপনিষন্মন্ত্র তাঁ'দেরই গান ক'রেছেন। বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ও আশ্রয়বিগ্রহ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম—এই দু'য়ের সম্মিলনে অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়ে চ'লে যেতে পারব—সাফল্য আমাদের নিশ্চয়ই হস্তামলক হ'বে। (চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দধ্বনি ও করতালি)। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত সেবক কখনই বিচলিত হন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।৩০-৩১) বলেন,—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥" ‡

অভক্ত সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কালপ্রভাবে পতিত হ'বে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। অভক্ত পতিত হ'বে—আর যেখানে কপট ভক্তি, সেই ভণ্ড দলও পতিত হ'বে—Mental speculationists (মনোধর্ম্মিগণ) সব প'ড়ে যাবে। স্বর্গের সিঁড়িতে অধিকক্ষণ balance (সমতা) রক্ষা করতে পারবে না।

---

* হে মুনে! জগতে যে সকল লৌকিক বা বৈদিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে যে সকল কর্ম্ম হরিসেবার অনুকূল সেইগুলি মাত্র ভক্তিকামী ব্যক্তি অনুষ্ঠান করিবে, অবশিষ্ট গুলির অনুষ্ঠান প্রয়োজন বোধ করিলে যাহাতে উহা হরিসেবার অনুকূল হয়, এরূপভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

† সাকর মল্লিক—শ্রীল সনাতন গোস্বামী।

‡ যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে, যেহেতু তাঁহার ব্যবসায়—সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। হে কৌন্তেয়, আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। প্রথম অবস্থায় 'নিসর্গ' ও 'রটনাবশতঃ' তাঁহার অধর্ম্মাচরণাদি থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই পরমৌষধিরূপা হরিভক্তিদ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে ভক্তিজনিত পরম শান্তি লাভ করিবেন।

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্ব-
যাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পদং ততো
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ *
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।২৬)

কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়া বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা কু যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥ †
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত)

যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে আশ্রিত, তাঁ'দের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুরশ্চ দোষৈর্ন
প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥ ‡

(ক্রমশঃ)

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ
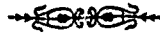
দোষো ন তে ব্রজপতেস্তনয়োপি তস্য
দুষ্টস্য যন্নরপতেঃ খলু সেবকোভূঃ।
ত্বদ্বুদ্ধিরীদৃগভবন্মম চাত্র সাধ্বী
ভালে কিমেতদভবল্লিখিতং বিধাত্রা॥ ৪৯॥

আপনি কহিবেন "হে ব্রজপতিতনয়! তোমার দোষ নাই, কেন না তুমি দুষ্ট কন্দর্প নরপতির সেবক হইয়াছ। তোমার এরূপ বুদ্ধিও আমার এরূপ সুবুদ্ধি কেবল বিধাতা লিখিত বলিয়া মনে করি"॥ ৪৯॥

ইত্যাদি বাঙময়সুধামহহ শ্রুতিভ্যাং
প্রেম্না* পিবান্যুদরপূরমথেক্ষণাভ্যাং।
রূপামৃতং তব সকান্ততয়া বিলাস-
সীধুঞ্চ দেবি বিতরাম্যথমাদয়ানি॥ ৫০॥

এই প্রকার আপনাদের বাঙময়সুধা আমি শ্রুতি-যুগল দ্বারা এবং রূপামৃত চক্ষুযুগল দ্বারা উদর পূর্ণ পর্য্যন্ত পান করিব এবং আপনাদের বিলাসামৃত সখি-মণ্ডলে বিতরিত করিয়া তাঁহাদিগকে আমোদিত করিব॥ ৫০॥

প্রেষ্ঠে সরস্যভিনবৈঃ কুসুমৈর্বিচিত্রাং
হিন্দোলিকাং প্রিয়তমেন সহাধিরূঢ়াং।
ত্বাং দোলয়ান্যথ কিরামি পরাগরাজী-
র্গায়ানি চারুমহতীমপি বাদয়ানি॥ ৫১॥

আপনার প্রিয় রাধাকুণ্ডে অভিনবপুষ্পের দ্বারা বিচিত্র হিন্দোলিকায় প্রিয়তম কৃষ্ণের সহিত আপনাকে চড়াইয়া দোলাইব। পরাগরাজি ছড়াইব। সুন্দর গীত বাদ্য করিব॥ ৫১॥

* হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

† কাল কলি; ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুসকল অত্যন্ত বলবান্ এবং পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ কর্ম্মজ্ঞানাদি কোটি-কণ্টক-জালে অবরুদ্ধ। অতএব হে চৈতন্যচন্দ্র, তুমি যদি আজ আমাকে কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! এই অবস্থায় বিহ্বল আমি কি করি, কোথা যাই?

‡ ভক্তের স্বভাবজনিত দোষসমূহ এবং শারীরদোষসমূহদ্বারা প্রাকৃত দর্শনে ভক্তকে দৃষ্টি করিবে না। যেরূপ বুদ্বুদফেনপঙ্ক গঙ্গাজলে মিলিত হইলেও নীরধর্ম্মপ্রভাবে গঙ্গোদক ব্রহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রাকৃত দৃষ্টিতে ভক্তের প্রাকৃত দোষসমূহ দেখিয়া তাঁহাতে ভক্তির অভাব আছে মনে করিতে হইবে না।

* প্রেম্না দদামি ইতি বা পাঠঃ।

বৃন্দাবনে সুর-মহীরুহযোগপীঠে
সিংহাসনে স্ব-রমণেন বিরাজমানাং ।
পাদ্যার্ঘ্যধূপ-বিধুদীপ-চতুর্বিধান্ন-
স্রগ্‌ভূষণাদিভিরহং পরিপূজয়ানি ॥ ৫২ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে সুরমহীরুহ যোগপীঠোপরি সিংহাসনে আপনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরাজমান হইবেন। আমি পাদ্য, অর্ঘ্য, কর্পূর-দীপ, চতুর্ব্বিধ অন্ন, স্রগ্‌ভূষণাদির সহিত আপনাদিগকে পূজা করিব ॥৫২॥

গোবর্দ্ধনে মধুবনেষু মধূৎসবেন
বিদ্রাবিত-ত্রপসখীশতবাহিনীকাং ।
পিষ্টাতযুদ্ধমনুকান্তজয়ায় যান্তীং
ত্বাং গ্রাহয়াণি নবজাতুষকূপকালীঃ ॥৫৩॥

গোবর্দ্ধনে মধুবনে মধূৎসবে বিগতলজ্জ ও সখীশতবাহিনী যুক্ত হইয়া কান্তজয়ের আশয়ে আপনি পিচকারিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। আমি তখন আপনাকে লাক্ষা-নির্ম্মিত কুমকুমগুলিকা যোগাইব ॥ ৫৩ ॥

অগ্রেস্থিতোস্মি তব নিশ্চলবক্ষ এব
উদ্ঘাট্য কন্দুকচয়ং ক্ষিপচেদ্বলিষ্ঠা ।
উদ্ঘাট্য কঞ্চুকমুরঃ কিল দর্শয়ন্তী
ত্বং চাপি তিষ্ঠ যদি তে হৃদি বীরতাস্তি ॥৫৪॥

কৃষ্ণ বলিবেন তোমার অগ্রে আমি নিশ্চলবক্ষ হইয়া দাঁড়াইলাম, এখন তোমার বল থাকে ত কন্দুকচয় উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ক্ষেপণ কর। আপনি স্বীয় কঞ্চুকমুক্ত বক্ষ দেখাইয়া কহিবেন, যদি তোমার হৃদয়ে বীরতা থাকে তবে দাঁড়াও ॥ ৫৪ ॥

যৎ কথ্যতে তদয়মেব তব স্বভাবো
যৎ পূর্ব্বজন্মনি ভবানজিতঃ কিলাসীৎ ।
মিথ্যৈব তদ্যদিহ ভোঃ কতিশোজিতোভূঃ
মৎকিঙ্করীভিরপি তদ্বিগতত্রপোসি ॥ ৫৫ ॥

তুমি যে বীরতার অহঙ্কার বাক্য কহিতেছ সেটি তোমার স্বভাব। পৌর্ণমাসীমুখে শুনিয়াছি তুমি পূর্ব্বজন্মে অজিত নামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলে ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেহেতু হে কৃষ্ণ! আমার কিঙ্করীগণ তোমাকে কতবার পরাজয় করিয়াছে। তুমি এখন নির্লজ্জ হইয়া এরূপ গর্ব্ব করিতেছ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবমুৎপুলকিনী কলয়ানি বাচং
শিঞ্জানকঙ্কণরণৎকৃতদুন্দুভীকং ।
যুদ্ধং মুখামুখি রদারদি চারুবাহা-
বাহব্য মন্দনখরানখরি স্তবানি ॥ ৫৬ ॥

এই সময় আমি উৎপুলকিত হইয়া আপনাদের এইরূপ কথা শ্রবণ করিব। নূপুর কিঙ্কিণী ও কঙ্কণ-রণৎকার রূপ দুন্দুভি বাদ্যের সহিত আপনাদের মুখামুখি, রদারদি, হস্তাহস্তি ও নখরানখরি যদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধকে আমি স্তব করিব ॥ ৫৬ ॥

কস্যাঞ্চিদদ্রিনৃপ-দীব্যদুপত্যকায়াং
সপ্রেয়সি ত্বয়ি সখীশতবেষ্টিতায়াং ।
বিশ্রান্তিভাজি বনদেবতয়োপনীতা-
নীষ্টানি সীধুচষকানি পুরো দধানি ॥৫৭॥

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল কোন উপত্যকায় কৃষ্ণের সহিত সখীশতবেষ্টিত হইয়া আপনি বিশ্রাম করিলে বনদেবতার আনীত ইষ্ট অমৃত ও মধুপান-পাত্রসকল আপনার নিকট রাখিব ॥ ৫৭ ॥

হা কিং কি কিং ধধরণী ঘু ঘু ঘূর্ণতীয়ং
ধা ধা ধ ধাবতি ভয়াদ্বিবৃক্ষপুঞ্জঃ ।
ভী ভী ভি ভীরুরহমত্র কথং জিজীবা-
ম্যেবং লগিষ্যসি যদা দয়িতস্য কণ্ঠে ॥৫৮॥

আপনি মধুমত্ত হইয়া হাহা ধরণী ঘুরিতেছেন, বৃক্ষপুঞ্জ সকল ভয়ে ধাবমান হইতেছে। আমি বড় ভীত হইতেছি। এখন কিরূপে বাঁচিব এই বলিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিবেন ॥ ৫৮ ॥

ত্বৎ স্বামিনী প্রলপতীয়মিমাং গদেন
হীনাং করোমি কলয়া তদিতঃ প্রযাহি।
ইত্যুক্তিসীধুরসতর্পিতহৃত্তদৈব
নিষ্ক্রম্য জালবিততৌ নিদধানি নেত্রে ॥ ৫৯ ॥

কৃষ্ণ আমাকে বলিবেন তোমার স্বামিনী মধুমত্ত হইয়া প্রলাপ করিতেছেন। ইঁহাকে কলাবিলাস দ্বারা রোগহীন করিব। তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে ভাল হয়। এই উক্তি সীধুরসতর্পিত-হৃদয় আমি নির্গত হইয়া জালরন্ধ্রে দুই নেত্র অর্পিত করিব ॥৫৯॥

ঘ্রাণাক্ষিকর্ণবদনে জলসেকনীত্যা
কৃষ্ণস্ত্বয়া জিত ইতঃ সহসা নিমজ্য।
গ্রাহো ভবন্ সখলু যৎ কুরুতেস্ম তত্তু
জানাম্যহং তব মুখাম্বুজমেব বীক্ষ্য ॥৬০ ॥

নাসিকা চক্ষু কর্ণ বদনে জলসেকনীতির দ্বারা

তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত কৃষ্ণ, সহসা জলে মগ্ন হইয়া গ্রাহরূপে যাহা যাহা করিবেন, আপনার মুখাম্বুজ দেখিয়া তাহা আমি জানিতে পারিব ॥ ৬০ ॥

অভ্যঞ্জয়ানি সসখীদয়িতাং সহালি-
স্ত্বাং স্নাপয়ানি বসনাভরণৈর্বিচিত্রং।
শৃঙ্গারয়াণি মণিমন্দিরপুষ্পতল্পে
সংভোজয়ানি করকাদ্যথ শাপয়ানি ॥ ৬১ ॥

সখীদিগের সহিত আমি আপনাকে তৈল মর্দ্দন করাইব। সখীদিগের পরমপ্রিয় আপনাকে আমি স্নান করাইব। বিচিত্র বসন আভরণ দ্বারা আমি আপনাকে ভূষিত করিব। দাড়িম্ব প্রভৃতি ভোজন করাইয়া মণিমন্দিরে পুষ্পতল্পে শয়ন করাইব ॥৬১॥

বানীরকুঞ্জ ইহ তিষ্ঠতি কৃষ্ণ দেবী
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র।
সত্যামিমাং মম গিরং তমবিশ্বসন্তং
যান্তং প্রদর্শ্য ভবতীমতিহর্ষয়াণি ॥ ৬২ ॥

লুকোচুরি খেলায় কৃষ্ণ আসিয়া অন্বেষণ করিলে আমি বলিব "হে কৃষ্ণ! দেবী বানীরকুঞ্জে অবস্থান করিতেছেন; আপনি এখান হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র কেন অন্বেষণ করিতেছেন।" আমি এই সত্য কথা বলিলেও কৃষ্ণ তাহা বিশ্বাস না করিয়া অন্যত্র যাইবেন। তাহা আপনাকে দেখাইয়া হর্ষান্বিত করিব ॥ ৬২ ॥

স্বামিন্যমুত্র হরিরস্তি কদম্বকুঞ্জে
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র।
সত্যামিমাং মমগিরং খলু বিশ্বসন্ত্যাঃ
পাণৌ জয়ং তব নয়ানি তমাপ্নুবন্ত্যাঃ ॥৬৩॥

আপনি কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিলে, আমি বলিব "হে স্বামিনি! কৃষ্ণ এই কদম্বকুঞ্জে লুকাইয়া আছেন, আপনি এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র কেন অন্বেষণ করিতেছেন।" আমি সে বিষয় সত্য বলিয়া জানি সুতরাং আপনি তাহা বিশ্বাস করিবেন, আপনার হস্তে জয় আনিয়া দিব অর্থাৎ খেলায় আপনার জয় হইবে ॥ ৬৩ ॥

রাধে জিতা চ জয়িনী চ পণং ন দাতু-
মাদাতুমপ্যহহ চুম্বনমীশিষে ত্বং।
নাশ্লেষচুম্বমধুরাধরপানতোহন্যৎ
দ্যূতেপ্লহং রসবিদঃ প্রবরং বদন্তি ॥ ৬৪ ॥

হে রাধে, পাশাখেলায় মুখচুম্বন পণ থাকুক। তুমি পরাজিত হইলে জয়ী আমাকে ঐ পণ দিবে। আর তুমি জয়িনী হইলে আমার নিকট ঐ পণ গ্রহণ করিবে। অসম্মত হইতেছ কেন? দেখ, রসবিৎ পণ্ডিতগণ, দ্যূতক্রীড়ায় আলিঙ্গন, চুম্বন ও মধুরাধর পান অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠপণ আর নাই বলিয়া থাকেন ॥ ৬৪ ॥

গোবর্দ্ধনে হি মম কাপি সখী পুলিন্দ-
কন্যাস্তি ভৃঙ্গাতিতরাং নিপুণেদৃশেহর্থে।
মদ্‌গ্রাহ্যদেয়পণবস্তুনি মন্নিযুক্তা
সা তে গ্রহীষ্যতি চ দাস্যতি চোপগূহং ॥৬৫॥

কৃষ্ণ ইহা কহিলে আপনি কহিবেন এই গোবর্দ্ধনে আমার ভৃঙ্গী নাম্নী একটী পুলিন্দকন্যা সখী আছেন তিনি এইরূপ বিষয়ে নিপুণা। আর এইরূপ বিষয় অন্বেষণ করিয়া থাকেন। আমার গ্রাহ্য ও দেয় পণ বিষয়ে আমা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া তোমাকে তিনি আলিঙ্গন দিবেন ও তোমা হইতে গ্রহণ করিবেন ॥৬৫
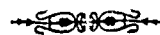
হতভাগ্য ভারত!

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

ভারতজননী, তুমি ধন্যা, তুমি পবিত্রা, তুমি মহা-ভাগ্যবতী। মনুষ্য ত দূরের কথা, দেবতাগণও তোমার এই ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। তোমার বক্ষে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ বিচরণ করেন বলিয়াই আজ তোমার এত গৌরব, আজ তুমি এত ভাগ্যবতী! কিন্তু তোমার ন্যায় চির

ধন্যা, পরম পবিত্রা ও গৌর-গৌরজন-সেবাপরা জননীর পুত্র হইয়া ভারতবাসী আজ ভোগত্যাগের তাণ্ডবনৃত্য চালাইতেছে, ভগবানের সেবাকে চিরতরে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে যথাসর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে, আসন্নমৃত্যুর কথা একবিন্দুও চিন্তা না করিয়া শতকরা প্রায় শত-জন ইন্দ্রিয়তর্পণস্রোতের অবাধগতিতে নরকের যাত্রী হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং সকলকে সেই পথের যাত্রী করিবার জন্য সাদর আহ্বান করিতেছে, তাহাদের এই পাপপঙ্কিল হৃদয়ের কুচিন্তাস্রোতকে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কেহ চেষ্টা করিলেও তাহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিজের স্বেচ্ছা-চারিতাকে প্রবল করিয়া অভক্তির পথে ধাবমান হইয়া নিজদিগকে পণ্ডিত বা বুঝদার বলিয়া মনে করিতেছে। তাই আজ আমরা তাহাদের এই ভীষণ পরিণাম বা দুঃখের কথা অল্পবিস্তর অবগত হইতে পারিয়া তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া 'হত-ভাগ্য ভারত' শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক তাহাদের দুর্ভাগ্যের কথা না ভাবিয়া পারিতেছি না।

ভারতবাসি! ভগবান ও ভগবজ্জনের সেবার জন্যই এই ভারতভূমি ধন্যা, পবিত্রা; কিন্তু তোমরা সেই ভারতজননীর পুত্র হইয়া—সতীর পুত্র হইয়া জননীবক্ষবিলাসী নিত্য পিতা ভগবানের সেবা কি চিরকাল ভুলিয়া রহিবে? তোমরা কি এই ভগবৎ-সেবাপ্রগতির কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহা নিজ জীবনে আচরণ পূর্ব্বক 'ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার। জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥" এই বাণীর সার্থকতা করিবে না? তোমরা কি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকেই প্রয়োজন-বোধে জীবের একমাত্র পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমালাভের একমাত্র উপায় মহৎ-পাদ-রজে অভিষিক্ত হইলে এখানে তোমাদের ঐ জড় বিষয়প্রমত্ত গর্ব্বিত শির কি গৌরজনপাদপদ্মে নত হইয়া এই পুণ্যময় ভারতের সম্মান রক্ষা করিবে না? ভগবান্ আজ তোমাদের দ্বারে ভিখারী হইলেও—নররূপে, নরো-ত্তমরূপে অল্পকিছু ভিক্ষার ছলে সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেও কি তোমরা বলি মহা-রাজের অনুগমনে তোমাদের সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দিয়া তোমাদের ত্রিতাপজ্বালা নির্ব্বাপিত করিবে না? তোমরা কি অসুরের মধ্যে পরিগণিত হইয়া 'অব-জানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥" এই ভগবদ্বাণীর অর্থ বুঝিবে না? ভগবানের নররূপ বা গুরুরূপ দেখিয়াও কি তোমরা অসুরগণের ন্যায় বঞ্চিতই থাকিবে, বৈকুণ্ঠাভিযানের কথা কি তোমাদের হৃদয়ে একদিনও জাগিবে না? তোমাদের অনিত্য বাস-স্থলীকেই কি তোমরা নিত্যবাসস্থলী মনে করতঃ নিত্য নূতন মাটীর ঘর বাঁধিবার জন্য ব্যস্ততা দেখা-ইবে? বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাওয়া জীবের পক্ষে অসাধ্য, একথা ধ্রুবসত্য কিন্তু তোমাদের হৃদয়-বন্ধু কোন বৈকুণ্ঠজন তোমাদিগকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এত অনুরোধ করিলেও তোমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তোমাদের জন্য ক্রন্দন করিলেও, তোমরা একজনও কি সত্য সত্য তাঁহার কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিবে না বা একজনও কি তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইবে না? এই কি তোমাদের কৃতজ্ঞতা? এই কি তোমাদের অনন্ত-কালের গবেষণার ফল? এই কি তোমাদের বুদ্ধির বাহাদুরী? তাই বলি তোমরা কি কপটতার চরম সীমায় উঠিয়া ভগবানের সঙ্গেও কপটতা করিতে ছাড়িবে না? ভগবান্‌কে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি কি তোমাদের হৃদয় হইতে কখনও যাইবে না? দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ভারত! এখনও সময় আছে, তোমরা এ বিষয় চিন্তা কর। তাই আজ গৌর-গৌরজনোচ্ছিষ্টভোজী আমাদের এত চীৎকার! পাছে নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া দয়াময় ভগ-বানের ঘাড়ে নিষ্ঠুর বলিয়া দোষ চাপাইয়া অসুবিধায় পড়, এই ভয়ে গুরুদাস আমরা আজ ভ্রাতৃসূত্রে বা বন্ধুসূত্রে তোমাদিগকে সাবধান করিবার ক্ষীণা চেষ্টা দেখাইতেছি।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ভগ-বান্ ভগবদ্ভক্তবিদ্বেষী দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য পরজগৎ হইতে নামিয়া আসেন—অবতীর্ণ হন। শাস্ত্রের নিখুঁত সত্য কথা জানিবার সৌভাগ্য যে একে-বারেই আমাদের হয় নাই তাহা নয়, এসব কথা জানিবার সৌভাগ্য ভগবান্ গুরুরূপে আজ আমা-

দিগকে দিয়াছেন এবং আমরা তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণে অল্পবিস্তর উপকৃত হইয়াছি বলিয়াই আজ সেই জগন্মঙ্গলময়ী অমৃতকথা তোমাদের কাছে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই যে আমাদের **বলিবার** চেষ্টা বা যত্ন তাহাও আমাদের স্বাধীনেচ্ছাপ্রসূত নহে পরন্তু গৌরজনের পাদত্রাণবাহিসূত্রে ভগবান্ গৌরের আদেশ পালনের জন্য সমুদ্রবন্ধনে কাঠবিড়ালীগণের সেবার ন্যায় আমাদেরও সেইরূপ কতকটা প্রয়াস। তাই মহাপ্রভুর "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।।" এই বাণী শিরে ধারণ করিয়া বলিতে বসিয়াছি—

"প্রভুর আদেশে তাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণশিক্ষা।।"

হে ভারতবাসী! তোমরা যাঁহার, যিনি ব্যতীত তোমাদের আর কেহ নাই, সেই জগৎপিতা ভগবানের সন্ধান করিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। আচার্য্যের আহ্বান আসিয়াছে—বৈকুণ্ঠদূত আবার আসিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম্ম আবার মাথা তুলিয়া গুরু গম্ভীরস্বরে চেতনবাণী বা শব্দ ব্রহ্মের আনুগত্য করিবার কথা বলিতেছে। সুতরাং সেই বৈকুণ্ঠাগত মহাজনের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া গুরুরূপী ভগবানের আনুগত্যে শব্দরূপী ভগবানের সেবা করিবার জন্য তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও। তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন দিন না কোনদিন মঙ্গলের পথ দেখিতে পাইয়া পাগল হইবে আর বলিবে—

"কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল।"

ভারতবাসি, আজ পৃথিবী গৌরকীর্ত্তনে মুখরিত হইয়াছে দেখিয়াও কি তোমরা ঘুমাইবে? গুরুরূপী ভগবানের অলৌকিক শক্তিমত্তায় সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ও বশীভূত হইতেছে দেখিয়াও কি তোমরা আপন মনে কুবিষয়ভোগে মাতোয়ারা থাকিবে? তাই বলি, সমস্ত আশার মুখে ছাই দিয়া পরজগদাগত মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর। যদি গুরুরূপী ভগবানের বাণী শ্রবণ করিবার সদিচ্ছা হৃদয়ে পোষণ কর তাহা হইলে এই বিশ্বাসঘাতক বিশ্বের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে—এই দুঃখময় বিশ্বে আর থাকিতে হইবে না। কিন্তু তোমাদের সেই শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য পূতিগন্ধময় দেহ বা অন্য যাহা কিছু আছে তৎসমুদয় তাঁহাকে না দিয়া যদি কিঞ্চিৎও রাখিবার প্রয়াস কর, এজগতে আচার্য্য ও আচার্য্য শ্রেষ্ঠগণের সহিত পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে না পারিয়া অপর কাহাকেও যদি স্বপ্নেও বন্ধু বলিয়া মনে কর তাহা হইলে এ জন্মে আর স্বদেশে যাওয়া হইবে না। ঐ কিঞ্চিনতাটুকুর জন্য এ জগতে পুনরায় বাস করিয়া অশেষ দুঃখ বরণ করিতে হইবে। সুতরাং আর অবুঝের মত কাজ না করিয়া একটুকু বুদ্ধিমানের মত কাজ কর, সময় বুঝিয়া চল এবং আমাদের এই নিম্নলিখিত মহাজন গীতিটী মন দিয়া শুন। আমাদের কাজ আমরা করিলাম, তোমাদের কাজ তোমরা করিও—ইহাই তোমাদের নিকট আমাদের বিনীত শেষ প্রার্থনা। দেখিও শেষে যেন আমাদিগকে দোষ না দাও, এই কথাটি বলিয়াই অদ্যকার মত বিদায়।

"আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে র'বে তুমি চিরদিন।
অতি তুচ্ছ ভোগআশে, বন্দী হয়ে মায়াপাশে,
রহিবে বিকৃতভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন।
এখনও ভকতি-বলে কৃষ্ণপ্রেম-সিন্ধু জলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর]

"নয়ামি পরমং স্থানং অর্চ্চিরাদি গতিং বিনা।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছ মনিবারিতঃ।।"

ইহার ভাবার্থ-বরাহপুরাণে কথিত আছে যে, গরুড়স্কন্ধে স্থাপন করিয়া অর্চ্চিরাদির মার্গ অপেক্ষা

না রাখিয়া অবিরোধে যথেচ্ছভাবে পরম স্থানে তাঁহাদিগকে লইয়া যাই। পদ্মপুরাণেও প্রমাণ আছে—

"সর্ব্ব ধর্ম্মোজ্ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈক জল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বোপধার্ম্মিকাঃ।"

ভাবার্থ—সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিশূন্য অথচ কেবলমাত্র বিষ্ণুর নামমাত্র কীর্ত্তনকারীগণ অনায়াসে যে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সর্ব্ব ধর্ম্ম পরায়নগণও তাহা প্রাপ্ত হন না। অতএব অনন্যভাবে শরণাগতি ভক্তি দ্বারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রতিপাদ্যের 'ফল'।

উপপত্তি—গ্রন্থকর্ত্তা বা বক্তার প্রকৃত সাধক সিদ্ধান্তই উপপত্তি। গীতার উপপত্তি, পূর্ব্বোক্ত যে উপদেশগুলি প্রদত্ত হইল, তাহার পরিনাম কিরূপ শুভাবহ এবং তাহার অপরিপালনে কিরূপ ভয়াবহ তাহাই এক্ষণে পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"
—১৮।৫৮

হে অর্জ্জুন! তুমি সতত মচ্চিত্ত হইলে আমার প্রসাদে যাবতীয় সংসার দুংখকে অতিক্রম করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তুমি আপনার পাণ্ডিত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া আমার বাক্য শ্রবণ না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন মদগতচিত্ত হইলে আমার অহৈতুকী কৃপায় সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-শোক-দুঃখাদি তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে। "মচ্চিত্ত সর্ব্বদুর্গানি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।" যদি তুমি পণ্ডিতাভিমানে বা অহঙ্কার বশতঃ আমার উপদেশগুলি শ্রবণ না কর, তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। "অথচেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যমি বিনঙ্ক্ষসি" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও সখা "ভক্তোহসি মে সখা চেতি"। ৪।৩, তারপর তিনি বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! তুমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বল যে আমার ভক্তের বিনাশ নাই। "কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"।৯।৩১ এই সব বাক্য প্রমানিত হয় যে অর্জ্জুন ভগবানের প্রিয় সখা ও ভক্ত ছিলেন। সুতরাং তিনি কখনও ভগবানের কথা শ্রবণ না করার কথা নয়। তদুপরি তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে,—আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বাস্তব নিশ্চিতরূপ আমার পক্ষে শ্রেয় ও মঙ্গলকর তাহা বলুন। আমি আপনার শিষ্য আপনার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন। "যচ্ছে্রয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম।" ২।৭, সুতরাং অর্জ্জুন কখনও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ না শ্রবণ করা হইতে পারে না। শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুরুর নিকট উপদেশের প্রার্থনা করিয়াছেন। শরণাগত শিষ্য, শরণ্য গুরুর উপদেশ কখনও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু নিজ অনন্য শরণাগত প্রিয় ভক্ত শিষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়াই মায়াবদ্ধ মানবগণ জড়বিদ্যায় পাণ্ডিত্যাভিমানগণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলপ্রদ উপদেশকে শ্রবণ ও গ্রহণ করিতে চাহেন না, তাহাদিগকেই উদ্দেশ্য করিয়া 'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি" আমার উপদেশ বাক্য শ্রবণ না কর তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

এ সংসার কেবল দুঃখের আলয়স্বরূপ পদে পদে মানবকে বিবিধ প্রকারে দুর্গতিতে প্রপীড়িত হইতে হয়। এই দুঃখরাশি বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে মানব ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে জীবন-অতিপাত করিয়া থাকেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়। ইহার কারণ, সাধু ও শাস্ত্রের বাক্য সার সত্য উপায় তাঁহারা সহজে অবধারণ করিতে পারেন না। বিবিধ বিষয়ে অহঙ্কার-প্রমত্ত হইয়া আপনাকে মহাজ্ঞানী বা পণ্ডিত অভিমান বশতঃ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলপ্রদত্ত উপদেশ অনুসরণে যত্নবান হইতে পারেন না। তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন—"ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি"। এইশ্লোকে শ্রবণ না করার নিন্দারূপ বাক্যদ্বারা শ্রীমদ্ভগবদগীতার 'উপপত্তি' প্রদর্শিত হইয়াছে।

উপসংহার—যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, বা বক্তা বক্তৃতা করিলেন, তাহা যে সার্থক হইল তাহার পরিচয় এবং সমগ্র গ্রন্থের বা বক্তব্যের সার সংক্ষেপ। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণে বক্তব্যের সার সংক্ষেপ। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ ছয়টি শ্লোক।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥"
—১৮।৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ —১৮।৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥
—১৮।৬৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
—১৮।৬৫-৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় না ভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥
—১৮।৬৭

শ্রীমদ্ভগবগীতার উপসংহারকালে শিরোদ্ধৃত ষষ্ঠশ্লোকে ভগবদ্ভক্তগণকে প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শনার্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে অমূল্য-উপদেশারত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার তুলনা, বোধহয় বসন্ধরায় কোনও গ্রন্থে আর নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুখনিঃসৃত সেই উপদেশ, এখনও সমভাবে প্রচারিত রহিয়াছে এবং অনন্তকাল জগনমণ্ডলে পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে। আমরা সেই পরমপুরুষ ভগবানের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান না করি, অথবা তাঁহার উপদিষ্ট সাধন পথে অগ্রসর না হই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই হতভাগ্যগণের অগ্রগণ্যরূপে পরিগণিত হইব।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণের উপসংহার বাক্য—সেই অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পরমাশ্চার্য্য মহান্ ঐশ্বর্য্য এবং অনন্য শরণাগতির ভক্তির অত্যদ্ভূত বৈভব, করুণাসহকারে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উপসংহার বাক্যগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচিত হইতেছে।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারতঃ।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি ॥"
—১৮।৬২

হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে সেই ঈশ্বরকে আশ্রয়রূপে স্মরণ গ্রহণ কর, তাহা হইলে তাঁহার কৃপায় তুমি পরমশান্তি এবং শাশ্বত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইবে।

"তমেব শরণং গচ্ছ" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, যে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীসমূহের হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে বিরাজমান্ এবং সকল নিয়ন্তাসাক্ষী, তুমি তাঁহার শরণাগত হও। মানব জাগতিক উৎপত্তি ও বিনাশশীল বস্তু, এবং শরীর সম্বন্ধে আত্মীয় স্বজনের শরণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারাও বিনাশশীল হওয়ায় শরণাগতকে রক্ষা করিতে পারে না। তজ্জন্য সেই বিনাশশীল প্রতি শরণ না গ্রহণ করিয়া, একমাত্র অবিনাশী পরমাত্মা ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ কর।

"সর্ব্বভাবেন" অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, "মর্য্যর্পিত মনোবুদ্ধি যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"।—১২।১৪

"তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপস্যসি শাশ্বতম" সেই সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী পরমাত্মার কৃপায় তুমি পরমশান্তি এবং শাশ্বত স্থান (নিত্যস্থান) প্রাপ্ত হইবে। অবিনাশী পরমধামকেই গীতাতে "পরাশান্তি স্থান' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

"তমেব শরণং গচ্ছ" এখানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, তুমি সেই সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের শরণাগত হও। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে তাহা হইলে কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর নন? কেননা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর হইলে, তাঁহার শরণাগত হও, এইরূপ পরোক্ষভাবে বলিতেন না। তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ঈশ্বর সর্ব্বভূতের নিরাকার অন্তর্য্যামী রূপ অবস্থান করেন, সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরের শরণ গ্রহণ করার বাক্য বলিয়া "গুহ্যাদগুহ্যতরম্" ১৮।৬৩; অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের শরণাগতিকে গুহ্য হইতেও গুহ্যতর বলিয়াছেন আর সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের শরণাগতিকে "সর্ব্বগুহ্যতম্" সর্ব্বগুহ্যতম্ বলিলেন। ইহাতে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার পরমাত্মা ঈশ্বর হইতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহধারী দ্বিভুজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠই প্রতিপাদিত হইল।

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন তত্ত্বতঃ একই ব্যক্তি তাহা হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে "তমেব শরণং গচ্ছ' বাক্যটী কেন বলিলেন? তাহার কারণ হইল, পূর্ব্বশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্য্যামীর কৃপায় শাশ্বত পদ প্রাপ্ত করার কথা বলিয়া পরে তাঁহার পরায়ণ হইতে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া বলিলেন আমার কৃপায় "সর্ব্বদুর্গানি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি" আমার কৃপায় সর্ব্বপ্রকার বিপদ অতিক্রম করিতে পারিবে। এই বাক্যটি বলিয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাহাতে কোন উত্তর প্রদান বা স্বীকারও করেন নাই; মৌনভাবে ছিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নির্দ্দেশ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "তমেব শরণং গচ্ছ"। এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও অর্জ্জুন কিছু বলিলেন না। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক অর্জ্জুনের জ্ঞান উৎপন্ন করার জন্য তাঁহাকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন। গুহ্য হইতে গুহ্যতর, শরণাগতিরূপ তত্ত্ব জ্ঞান, আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম। এখন একটি বাক্য বলিতেছি, তুমি তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া যাঁহা ইচ্ছা তাঁহাই করিবে।

"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদগুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥"—১৮।৬৩

গুহ্য হইতে গুহ্যতর, শরণাগতিরূপ তত্ত্ব জ্ঞান আমি তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম। এখন তুমি এইটি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা, তেমন কর।

আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন—ইত্যেতত্তে তুভ্যং জ্ঞানমাখ্যাতাং কথিতং গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ গুহ্যতরং অতিশয়েন গুহ্যং রহস্যমিত্যর্থঃ, ময়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণ বিমৃস্য বিমর্শনমালোচনং কৃত্বৈতদ্যমোক্তং শাস্ত্রমশেষেণ সমস্তং যথোক্তং অর্থজাতং যথেচ্ছসি তথা কুরু।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য—এখানে পরম শাস্ত্রের উপসংহার উদ্দেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সারার্থ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি আমার অতিশয় প্রিয় এবং তত্ত্বোপদেশ গ্রহণের যোগ্য, এইজন্য আমি সর্ব্বার্থবিৎ ভগবান্, তোমার নিকট গোপনীয় সমস্ত তত্ত্বকথা ব্যক্ত করিলাম। ইহা নিরতিশয় গুহ্য (গোপনীয়) অর্থাৎ সকলের নিকট এই সকল তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত হইতে পারে না। কারণ সকলে এই সকল উপদেশ প্রণিধান করিতে সক্ষম হইবে না, এবং প্রণিধান করিলেও উপদেশানুযায়ী আচার-ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিতে আগ্রহযুক্ত নহে। অপিচ, বিষয় ভোগে আসক্ত সংসারি মানব এই সকল তত্ত্ব কথা শ্রবণ বা আলোচনার অধিকারী নহে; সুতরাং এই প্রসঙ্গসমূহ যাবতীয় গুহ্য ব্যাপার অপেক্ষাও গুহ্যতর বলিয়া জানিবে। জলবিহীন মরুভূমিতে যেমন জলাকাঙ্ক্ষা করা বিড়ম্বনা, শুষ্ক প্রস্তর হইতে রস নিষ্কাসনের চেষ্টা করা যেরূপ হাস্যজনক, তদ্রূপ অপাত্রে উপদেশ প্রদান অনাবশ্যক। আমার জ্ঞানোপদেশ সমস্ত প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।

'পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের ভাষ্যের অভিপ্রায় এই যে, কর্ম্মযোগ অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগ বিষয়ক অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র গুহ্য হইতেও গুহ্যতর। ইহা অতি, অতিরহস্যযুক্ত, এজন্য বশিষ্ঠ, বাদরায়ণ বেদব্যাস এবং নারদ আদি কেহই এই জ্ঞানতত্ত্ব স্ব স্ব প্রণীতশাস্ত্রে পরিপূর্ণ ব্যক্ত করেন নাই। "সর্ব্বগীতামুপসংহরতি ইতি। কর্ম্মযোগস্যাষ্টাঙ্গ যোগস্য জ্ঞানযোগস্য চ জ্ঞানং জ্ঞাতেহনেন ইতি জ্ঞানং জ্ঞান-শাস্ত্রং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ইতি অতিরহস্যত্বাৎ কৈরপি বশিষ্ঠ বাদরায়ণ নারদাদ্যেরপি স্ব স্ব কৃতশাস্ত্রেণাপ্রকাশিতং"। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব আপেক্ষিক, কিন্তু আমার (ভগবান) সর্ব্বজ্ঞত্ব আত্যন্তিক। সুতরাং তাঁহারা অতিগুহ্যত্ব হেতু এই তত্ত্ব সম্যগ্রূপে জানেন না; আমিও অতি-গুহ্যত্ব হেতু এই রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব সম্যগ্রূপে উপদেশ প্রদান করি না। এই জ্ঞানোপদেশ নিঃশেষরূপে বিচার করিয়া, স্বকীয় অভিরুচি অনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই কর। এই শ্লোক জ্ঞান ষটক সম্পূর্ণ হইল, অর্থাৎ এই শ্লোকেই জ্ঞান ষটকের উপসংহার বাক্য শেষ শ্লোক বুঝিতে হইবে। "এতদশেষেণ নিঃশেষত এব বিমৃষ্য যথা যেন প্রকারেণ স্বাভিরুচিতং তৎকর্ত্তুমিচ্ছসি তথা তৎকুরু ইত্যন্তং জ্ঞানষ্টকং সম্পর্ণং।"

সর্ব্ববিদ্যার শিররত্নস্বরূপ ষট্কত্রয় সংযুক্ত এই গীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকাস্বরূপ (বাকসস্বরূপ)। এই গীতার প্রথমে কর্ম্মষট্ক অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মোপদেশ পূর্ণ। সমস্ত গীতারূপ বাক্সের তাহাই একদিকের আবরণ (ঢাকনা); সেই আধারপিধান যেন কনকনির্ম্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্ক অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে অণ্টাদশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার উর্দ্ধ পিধান ঢাকনাস্বরূপ; তাহা মণি-বিজড়িত কন্কময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ষষ্ঠ-অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত ষটকদাতা ভক্তি ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ভাবার্থ—"ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া" অর্থাৎ পূর্ব্বশ্লোকে সর্ব্বব্যাপক অন্তর্য্যামী স্বরূপ পরমাত্মার যে শরণাগতির কথা বলিয়াছেন, তাহাকেই এখানে "ইতি" পদদ্বারা বলা হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে এই অতিগুহ্য হইতে গুহ্যতর শরণাগতিরূপ জ্ঞান আমি তোমাকে বলিয়াছি।

কর্ম্মযোগ 'গুহ্য' এবং সর্ব্বব্যাপক অন্তর্য্যামী নিরাকার পরমাত্মার শরণাগতি হইল গুহ্যতর।

যোগযুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া অনাময় পদ লাভ করে।

"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ২।৫১,

পরে বলিলেন যে, জ্ঞানযোগে যাহা প্রাপ্তি হয়, কর্ম্মযোগেও তাহাই প্রাপ্তি হয়। যোগযুক্ত মুনিগণ অতি সহজেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, এবং কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে সদা বিরাজমান শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥"

—৫।১১

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মন্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥

—৪।২০

প্রভৃতি শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মযোগ পরমাত্ম প্রাপ্তির স্বতন্ত্র সাধন সিদ্ধ হয়। এইজন্য কর্ম্মযোগকে 'গুহ্য' বলা হয়। জড়বস্তু হইতে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করা জ্ঞান এইটি কর্ম্মযোগ হইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহাই ইহাকে বলা হয় 'গুহ্যতর'।

সূর্য্যকে আমিই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম, সেই উপদেশ আমি তোমাকেও বলিতেছি। "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানমহব্যয়ম্" ৪।১, "স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ"৪।৩; সমস্ত জগতে আমি ব্যাপ্তস্বরূপ হইয়া আছি। "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। ৯।৪, ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম সেই 'পুরুষোত্তম' আমি। "অস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তম"। ১৫।১৮, ইত্যাদি বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভগবৎস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন তজ্জন্য এইগুলিকে বলা হয় 'গুহ্যতম'।

তুমি অনন্যভাবে আমারই শরণাগত হও, তোমাকে আর অন্য সাধন কিছুই করিতে হইবে না, আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া দিব, তুমি শোক বা চিন্তা কর না। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। ১৮।৬৬; এইরূপ নিজ শরণাগতির কথা ব্যক্ত করা 'সর্ব্বগুহ্যতম'। কর্ম্মযোগ 'গুহ্য', জ্ঞানযোগ 'গুহ্যতর', সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বর পরমাত্মার শরণাগতি 'গুহ্যতম' এবং সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যভাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে শরণাগত 'সর্ব্বগুহ্যতম'।

"বিমৃশ্যৈতদশেষেণ" গুহ্য হইতে গুহ্যতর শরণাগতিরূপ জ্ঞানের কথা জানাইয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, আমি প্রথমে যে ভক্তির কথা বলিয়াছি, তাহা তুমি ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবে। শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ের—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥"

—১৮।৫৭

"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি সৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥"

—১৮।৫৮

এই শ্লোকদ্বয় অর্জ্জুনকে ভক্তির শরণাগতির যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাকেই এই শ্লোকে 'এতৎ' পদের অন্তর্নিহিত বলিয়া জানিতে হইবে।

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ং শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইণ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।।
—১৮।৬৪

এখন তুমি সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম প্রকৃষ্ট বাক্য আমার নিকট আবার শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই এই কল্যাণের কথা আমি ব্যক্ত করিতেছি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন—"তথা ভূয়োঽপি ময়োচ্যমানং শৃণু। সর্ব্বগুহ্যতমং সর্ব্বগুহ্যেভ্যোহত্যন্তগুহ্যতমং রহস্যম্ উক্তমপ্যসকৃদ্ভূয়ঃ পুনঃ শৃণু মে মম পরমং প্রকৃষ্টং বচোবাক্যং ন ভয়াৎ নাপ্যর্থকারণাদ্বা বক্ষ্যামি; তর্হি ইষ্টঃ প্রিয়োহসি মে মম দৃঢ়মব্যভিচারোণতি কৃত্বা ততস্তেন কারণেন বক্ষ্যামি কথয়িষ্যামি তে তব হিতং পরং জ্ঞান প্রাপ্তি সাধনং।

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীপাদ ভাষ্যে বলিতেছেন "অতিগম্ভীরস্য গীতাশাস্ত্রখ্যাশেষতঃ পর্য্যালোচনক্লেশনিবৃত্তয়ে কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংক্ষপ্য কথয়তি সর্ব্বেতি। পূর্ব্বং হি গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানমাখ্যাতমধুনা তু কর্ম্ময়োগাত্তৎ ফলভূতজ্ঞানাচ্চ সর্ব্বস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্য গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং মে মম বচোবাক্যং ভূয়ঃ তত্র তত্রোক্তমপি ত্বদনুগ্রহার্থং পুনর্ব্বক্ষ্যমানং শৃণু, ন লাভপূজাখ্যাত্যাদ্যর্থং ত্বাং ব্রবীমি তু ইষ্টঃ প্রিয়োহসি মে মম দৃঢ়মতিশয়েন ইতি। যতেস্তেনৈবেষ্টত্বেন বক্ষ্যাসি কথয়িষ্যাম্যপৃষ্টোহপি সন্ন অন্ত তব হিতং পরমঃ শ্রেয়ঃ।

তাৎপর্য্য—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার সাতিশয় প্রেমপাত্র, অভিন্নহৃদয় বান্ধব এবং চিরপরিচিত সুহৃদ; এইজন্য তোমার মঙ্গলামঙ্গলের সহিত আমার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং তোমার হিতার্থে, তোমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইয়াও আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই পরম তত্ত্ব আবার ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই মহদুপদেশের অনুসরণ করিলে তুমি যে পরমা সদগতি প্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

ভক্তিবাদী মহাত্মারা এস্থলে ভগবদ্ভক্তিকেই পরমগুহ্যতম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নবমাধ্যায় "ইদন্তু তে গুহ্যতমং" ৯।১; "মন্মনা ভব মদ্ভক্ত" ৯।১৪; স্থলে এই তত্ত্ব বিশদভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি ভক্তির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে ভক্তের হৃদয়গত করাইবার অভিপ্রায়ে, ভক্তবৎসল ভগবান্ পুনরায় তাহার আলোচনা করিতেছেন। অতঃপর শ্লোকাষ্টকে শ্রীভগবান্ এইরূপ তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া ভক্তিরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবেন।

ভাবার্থ—"সর্ব্বগুহ্যতমম্ ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ" পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগকে 'গুহ্য' এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী নিরাকার পরমাত্মার শরণাগতির 'গুহ্যতর' বলিয়া "ইদং তে গুহ্যতমং" ৯।১ এবং "ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রম্" ১৫।২০; শাস্ত্রে প্রায়শঃই জগৎ-সংসার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার বর্ণন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় কেবল এই অধ্যায়টিকেই 'শাস্ত্র' উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে প্রধানতঃ 'পুরুষোত্তমের' বর্ণন থাকায় এই অধ্যায়কে 'গুহ্যতম শাস্ত্র' বলা হইয়াছে। 'গুহ্যতম' এই পদগুলিতে গুহ্যতম কথা বলিয়াছেন, কিন্তু গীতায় ইতিপূর্ব্বে কোথাও সর্ব্বগুহ্যতম বাক্যটি প্রয়োগ করেন নাই। অর্জ্জুনের দৃঢ়তার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, আমি সর্ব্বগুহ্যতম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত গোপনীয় কথাটি তোমাকে পুনঃ বলিতেছি; তুমি আমার পরম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর।

শিরোদ্ধৃত শ্লোকে 'সর্ব্বগুহ্যতমং' পদে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, এই কথাগুলি সর্ব্বসাধারণ লোকের নিকট ব্যক্ত করিবে না। এবং "ইদং তে না তপস্কায় নাভক্তায় কদাচন" পদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে এই বাক্য অসহিষ্ণু, অতপসী এবং অভক্ত ব্যক্তিগণকে কখনও ব্যক্ত করিবে না। এইভাবে দ্বিবিধ নিষেধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া মধ্যান্তরে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই সর্ব্বগুহ্যতম বাক্যটি প্রয়োগ করিয়াছেন। দ্বিবিধ নিষেধ করার তাৎপর্য্য হইল যে সমগ্র গীতার

মধ্যে অত্যন্ত রহস্যময় বিশেষ সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশ।

দ্বিতীয় অধ্যায় উপক্রমে অর্জ্জুন নিজকে সত্যধর্ম্ম নিরূপণের অযোগ্য বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট শরণাগত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক উপদেশ প্রদানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "শিষ্যস্তেঽহংশাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" ২।৭, তজ্জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপসংহার বাক্যে বলিতেছেন ''সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" তুমি লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এবং অনন্যভাবে আমার শরণ গ্রহণ কর। তোমার যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ জনিত পাপ হইতে আমি মুক্তি করিয়া দিব মনে চিন্তা করিবে না। ইহাই ভগবানের 'সর্ব্বগুহ্যতম পরম বচন"।

"ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি" এই পদ প্রয়োগ করার তাৎপর্য্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কথানুযায়ী কায়, মনো বাক্যে শরণাগত ভক্তকে নিজের ইষ্ট (প্রিয়) বলিয়া মনে করেন। ''মর্য্যাপিত মনোবুদ্ধি যো ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"। ১২।১৪; প্রেমিক ভক্তগণের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অধিক প্রিয় বা শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে কিছুই নাই। তাই ভক্তগণও মন, বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্ম আচরণে প্রযত্নবান্ হন। ভগবানের নিকট তো প্রাণীমাত্রেই প্রিয়; কিন্তু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক অনন্যভাবে ভক্তি করিলে, তাঁহার অতীব প্রিয় হয়।

''যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥"
—১২।২০

"ততো বক্ষ্যামি তে হিতম" আমার প্রিয়, তাই তোমাকে আমার হৃদয়ে অত্যন্ত গোপনীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা বলিতেছি। তোমার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হইবে। আমি যে শরণাগতির কথা বলিব, তাহার অর্থ এই নয় যে, আমার শরণাগত হইলে আমার কিছু লাভ হইবে, বরং শরণ্যের শরণ গ্রহণ করিলে শরণাগতেরই পরম কল্যাণ হয়। জীবমাত্রই ভগবানের শক্ত্যংশ, সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রাণীমাত্রেরই শরণ্য। তাঁহার শরণাগত ছাড়া জীবসমূহের অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র মঙ্গল সাধিত হয় না। তাঁহার ব্যতিরেকে অন্য কাহারও শরণ গ্রহণ করিলে শরণাগতের মঙ্গল বিধান করিতে পারে না। জগতের কোন বস্তু বা ব্যক্তিরই পরিস্থিতি যখন একভাবে স্থির থাকে না; তখন অন্য ব্যক্তির শরণ গ্রহণ করিলে কিভাবে স্থির থাকিবে?

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥"
—১৮।৬৫

তুমি আমার ভক্ত হও, আমাতে মন প্রদান কর, আমাকে পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ করিলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া একথা বলিতেছি কেন না তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য—"তদ্ধি সর্ব্বহিতানাং হিততমং কিং তদিত্যাহ মন্মনা ইতি। মন্মনা ভব মচ্চিত্তোভব মদ্ভক্তোভব মদ্ভজনোভব মদ্‌যাজী ময়ি যজনশীলোভব মাং নমস্কুরু নমস্কারং ময়ি মমৈব কুরু তত্রৈবং বর্ত্তমানো বাসুদেবে এব সর্ব্বমর্পিত সাধ্যসাধন প্রয়োজনো মামেবৈষ্যসি আগমিষ্যসি সত্যং তে তব প্রতিজানে. সত্যাং প্রতিজ্ঞাং করোম্যেতাস্মিন্ বস্তুনীতের্থো যতঃ প্রিয়োঽসি মে এবং ভগবতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং বুদ্ধা ভগবদ্ভক্তোরবশ্যম্ভাবি মোক্ষফলমবধার্য্য ভগবচ্চনৈক পরায়ণো ভবদিতি বাক্যার্থঃ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব পুনরায় নিজ শ্রীমুখে পরিব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সর্ব্বোত্তম সার সংগ্রহণ পূর্ব্বক পরম তত্ত্ব এস্থলে বিন্যস্ত করিতেছেন।

তুমি মন্মনা হও, ঐকান্তিকী আমার ভক্ত হও অনন্যভাবে আমার পূজাপরায়ণ হও, তুমি আমাকে সতত নমস্কার সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। এইরূপে মদেকনিষ্ঠ হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। আমি এজন্য প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তোমার নিকট এই পরম সত্য তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছি। তুমি আমার পরম প্রিয়পাত্র, প্রিয়জনের নিকট কেহ প্রতারণামূলক মিথ্যা কথা বলে না। আমিও তোমার ন্যায় পরম প্রেমাস্পদ ব্যক্তির নিকট পরম হিতকর রহস্য ব্যতীত আর কোন কথাই বলিতেছি না, ইহা তুমি নিঃসংশয়রূপে বঝিবে।

এতাবতা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল পরমোক্তির মর্ম্ম সম্যগ্‌ভাবে প্রণিধান করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইলে পরম মঙ্গল লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সেই সর্ব্বগুহ্যতম বিষয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে পরিব্যক্ত করিতেছেন।

ভাবার্থ—"মন্মনা ভব" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বলিয়া মনে করিলে, ভগবানকেই স্বতঃই প্রিয় মনে হয়। কোন একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া প্রীতিসেবা করিলে, তাঁহার প্রিয়ত্ব লাভ করে।

'মদ্‌যাজী' সম্বন্ধ যতই সুদৃঢ় হইতে থাকিবে, ততই তাহার প্রীতি সেবা ভাব বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে, পরে আসক্তি প্রভৃতি গাঢ় হইতে থাকায় তাঁহার সেবায় ব্যস্ততা থাকে। তাহাই ভগবদ্‌যাজী হয়।

'মামৈবৈশ্যসি' সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে"। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, এই প্রকার আমার ভক্ত হইলে, আমাকেই প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ আমাতে নিবাস করিতে পারিবে। আমি একথা সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি, কারণ তুমি আমার প্রিয়! "প্রিয়োঽসি মে" তুমি আমার প্রিয় হইবে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
—১৮।৬৬

সমস্ত ধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া তুমি কেবলমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব, তুমি শোক বা চিন্তা কর না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য—কর্ম্মযোগনিষ্ঠায়াঃ পরমরহস্যমীশ্বর শরণতামুপসংহৃত্যার্থদানীং কর্ম্মযোগত্যাগনিষ্ঠাফলং সম্যগ্‌দর্শনং সর্ব্ববেদান্ত বিহিতং বক্তব্যমিত্যাহ সর্ব্বধর্ম্মান্ সর্ব্বে চ তে ধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তান্ ধর্ম্মশব্দেনাত্রাধর্ম্মোঽপি গৃহ্যতে নৈষ্কর্ম্ম্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ "নাবিরতো দুশ্চারিতা দ্বিমুচ্যতে" ইতি "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চেত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য সন্ন্যাস্য সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যেতন্মামেকং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বভূতস্থমীশ্বরং অচ্যুতং গুরুং জন্মমরণবিবর্জ্জিতমহমেবেত্যেবমেকং শরণ ব্রজ, ন মত্তোঽন্যদস্তীত্যবধারয়েত্যর্থঃ। অহং তু ত্বামেবং নিশ্চিতবুদ্ধিং সর্ব্বপাপেভ্যঃ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মবন্ধনরূপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি স্বাত্মভাবপ্রকাশীকরণেন। "উক্তঞ্চ নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ইত্যতো মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। শ্রীহনুমদ্ ভাষ্য—সর্ব্বেতি! শ্রুতিস্মৃত্যাচারসিদ্ধ্যা পরিত্যজ্য মাং নারায়ণাস্যং আশ্রয়ং ব্রজ গচ্ছ অহং পুনঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি বাসুদেবস্ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ মা শোকং কার্ষী।

শ্রীশ্রীধরস্বামী ভাষ্য—ততোঽপি গুহ্যতমমাহ সর্ব্বেতিঃ মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্ব ভবিষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন বিধিকৈঙ্কর্য্যং ত্যক্ত্বা মদেকশরণোভব এব বর্ত্তমানং কর্ম্মত্যাগনিমিত্তং পাপং স্যাদিতি মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, অতস্ত্বাং মদেকশরণং সর্ব্বপাপেভ্যোঽহং মোক্ষয়িষ্যামি॥

অন্যান্য আচার্য্যগণে সংক্ষিপ্ত ভাষ্যের তাৎপর্য্য—অধুনা শাস্ত্রের উপসংহার কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদৃঢ়রূপে ঘোষণা করিতেছেন যে, কেবল তাঁহারই শরণ গ্রহণ দ্বারা অভীষ্ট ফল লব্ধ হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

এ সংসারে মনুষ্যের ধর্ম্ম অনেক। মানবের মধ্যে অনেকে আশ্রম ধর্ম্মের অনুরাগী অনেকে বর্ণানুরূপ ধর্ম্মের পরিপালনে পরিতৃপ্ত, অনেকে আবার সমানধর্ম্মী। স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুসরণ দ্বারা কালে ধীরে ধীরে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে এ কথা পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই ফল প্রাপ্তির অনুকূল সাধনা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তদ্বিষয়ে বাধা বিঘ্ন অনেক। এক্ষণে করুণাময় পরমেশ্বর যে উপায় সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই সুগম এবং অনায়াস সাধ্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও। তুমি ক্ষত্রিয়, বীরোচিত শত্রুনাশ করাই তোমার বর্ণোচিত ধর্ম্ম; তুমি তাহা পরিহার করিয়া কর্ম্মত্যাগরূপ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাসনা করিতেছ। সংসারে এইরূপ বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। ইহাতে কাহারও সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই। সকলকে স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম পরি-

ত্যাগজনিত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় মাত্র। অতএব আমি উপদেশ প্রদান করিতেছি যে সকল ধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক একান্ত মনে তুমি আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উচিতানুচিত কোন বিচারই আর তোমাকে করিতে হইবে না! তুমি অনায়াসে দুস্তর সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবে। কারণ এইরূপ মদেকনিষ্ঠ হইয়া আমাতে নির্ভর করিলে আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত করিব। আমি পূর্ব্বে এ কথা বারম্বার বিবিধভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। এখনও আবার বলিতেছি, যদি তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাগত হও, পাপ ও পুণ্যের চিন্তা পরিহার করিয়া স্বকীয় কর্ত্তাভিমান ও আসক্তি বিসর্জ্জন দিয়া অবিচ্ছেদ আমারই উপর নির্ভর কর, তাহা হইলেই আমি নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত দুষ্কৃতি বিমুক্ত করিয়া দিব। পাপক্ষালনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপে আমার শরণাগত হইলে বিনা প্রায়শ্চিত্তেই আমি অনায়াসে তোমার পাপ হরণ করিব। অতএব তোমার শোকের কোনই প্রয়োজন নাই। গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা আত্মীয় হত্যা প্রভৃতি কারণে তুমি, যে আকুল হইয়াছ, তাহার আর কোনই অবসর থাকিবে না; তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার পরামর্শক্রমে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হও।

মূলে যে "ধর্ম্ম" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই বুঝাইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাগত হও ইহাই এস্থলের অভিপ্রায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মভাবে প্রকটীকৃত হইয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় হইতেই সাধককে উদ্ধার করিয়া থাকেন। "নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা"। ১০।১১, ইত্যাদি বাক্যে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগের সহিত কর্ম্মত্যাগও সম্বন্ধ নহে। অর্থাৎ কর্ম্মও যে ত্যাগ করিতে হইবে এরূপ সূচিত হইতেছে না। পরন্তু ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে কর্ম্মের প্রতি অনাদর প্রকাশপূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয় ভগবানের শরণ গ্রহণই আবশ্যক।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে ভক্তিবাদিদিগের পক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিস্তারিত অভিপ্রায় নিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, শ্রীভগবানের ধ্যানাদি যে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করা যাইবে, তত্তাবৎ কি স্বকীয় আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে অথবা কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল ধ্যানাদি কর্ম্মই আচরিত হইবে? ইত্যাদির প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, সকলপ্রকার বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। "তত্রাহ সর্ব্বধর্ম্মান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য একং মামেব শরণং ব্রজ।" পরিত্যাগ করিয়া শব্দে সন্ন্যাস অর্থ গ্রহণ করা বিধেয় নহে। কারণ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার নাই। যদি বলা যায় যে, অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জনসাধারণের হিতার্থে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদুত্তরে বক্তব্য যে, লক্ষভূত অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রয়োগ ও যোজনা প্রধানত আবশ্যক, তদনন্তর অন্যের প্রতি সেই উপদেশ বাক্যের আরোপ হইতে পারে। সুতরাং অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব। মূলের "পরিত্যজ্য" এই অংশের ফলত্যাগরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। "ন চ পরিত্যজ্য ইত্যস্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি বাখ্যেয়ং। অস্য বাকস্য।" শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন
কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্য॥
মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপাদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

ইহার ভাবার্থ এই যে, হে রাজন্! যিনি কর্ম্মসমূহ পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূতসমূহ, আত্মীয়গণ বা পিতৃগণ কাহারও কিঙ্কর নহেন বা কাহারও নিকট ঋণী নহেন। যখন মানব সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পণ করে, তখন অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার দ্বারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ—

"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥"

—ভাঃ ১১।১১।৫২

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎ কথাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।

—ভাঃ ১১।২০।১

এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থাবধারণ আবশ্যক। এস্থলে যে 'পরি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাও সূচিত হইতেছে যে, কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর,—এই বাক্যে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্যদেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না। "অত একং মাং শরণং ব্রজ ন তু ধর্ম্মজ্ঞানযোগং দেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ।"

(ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী), লেক টাউন, কলিকাতা-৪৮—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসত্যগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী) বিগত ২ মাঘ (১৪০৫) ; ১৬ জানুয়ারী (১৯৯৯) শনিবার কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতিথিতে পূর্ব্বাহ্ণ ১১টা ২০ মিনিটে ৭৪ বৎসর বয়সে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শেষকৃত্য কলিকাতা সহরে বাগবাজার কাশীমিশ্র ঘাটে সুসম্পন্ন হয়। পুত্র শ্রীসলিল রায় চৌধুরী দাহকৃত্যের করণীয় কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করেন, উপস্থিত ছিলেন তাঁহার স্ত্রী ও পরিজনবর্গ। তিন বৎসর পূর্ব্বে সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সত্যভামা (সতী রায় চৌধুরী) স্বধামপ্রাপ্তা হন। সত্যগোবিন্দ দাসের পারলৌকিক কৃত্য একাদশাহে লেক টাউনস্থ (৭৭/১, এস্-কে-দেব রোড, কলিকাতা-৪৮) গৃহে সম্পন্ন হয়। পরে ১৪ মার্চ্চ শ্রীসলিল রায় চৌধুরী শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীমঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন।

সত্যগোবিন্দ দাসাধিকারীর জন্মস্থান পূর্ব্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল সহরে। তাঁহার পিতার নাম স্বধামপ্রাপ্ত প্রিয়শংকর রায় চৌধুরী। তিনি ময়মনসিংহ কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইষ্টার্ন রেলওয়েতে চাকুরী পাইয়া তিনি ম্যাকানিক্যাল অফিসাররূপে অবসরপ্রাপ্ত হন। তিনি কলিকাতায় প্রথমে বরাহনগরে নিজগৃহে পরে লেক টাউনে নবনির্ম্মিত গৃহে ১৯৬৫ সাল হইতে অবস্থান করেন। তিনি শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের নিকট বাং ২০ আষাঢ় ১৩৮৭, ইং ৪ জুলাই ১৯৮০ সনে শ্রীহরিনাম ও বাং ৬ চৈত্র ১৩৮৭, ইং ২০ মার্চ্চ ১৯৮১ সনে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহার প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব লেকটাউনস্থ গৃহে সদলবলে দুইদিন অবস্থান করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা মঠে অনুষ্ঠানসমূহে যোগ দিতেন এবং কখনও বা শ্রীধাম মায়াপুরে, পুরুষোত্তমধামে, যশড়া শ্রীপাটে, যাইয়া অবস্থান করতঃ ভজন করিতেন। তিনি সদাচার সম্পন্ন ভজন পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।
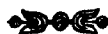
শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজের নির্য্যাণ

শ্রীগৌড়ীয় সংঘ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের কৃপাভিষিক্ত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমদ্ যজ্ঞপতি দাস প্রভু, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ বিগত ১৮ মাঘ (১৪০৫); ১ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) সোমবার কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি-বাসরে শেষরাত্রি ৪-১০ ঘটিকায় কলিকাতা সহরে ৮২ বৎসর বয়সে নির্য্যাণ লাভ করেন। শ্রীগৌড়ীয় সংঘ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্রীমদ্-ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের তিরোধানের পর শ্রী-গৌড়ীয় সংঘের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন প্রথমে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রাপ্ত পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ। পরবর্তিকালে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ কোন কারণবশতঃ উক্ত আচার্য্যপদ পরিত্যাগ করতঃ প্রথমে কিছুদিন বৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের সংস্থাপিত ইমলীতলা গৌড়ীয় মঠে অব-

স্থানের পর বীরভূম জেলার সিউড়ীতে শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ীয় মঠ তৎপরে শ্রীমায়াপুরে ষড়্ভুজ শ্রীগৌরাঙ্গ-মঠ সংস্থাপন করেন। পরবর্তিকালে শ্রীমদ্ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের দীক্ষিত প্রাচীন শিষ্য শ্রীরামানন্দ ভক্তিসিন্ধু আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। (ইনি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডবেষ গ্রহণ করিলেও ঐ নামে পরিচিত ছিলেন।) তাঁহার অপ্রকটের পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ রেজিষ্টার্ড শ্রীগৌড়ীয় সংঘ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-বেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।
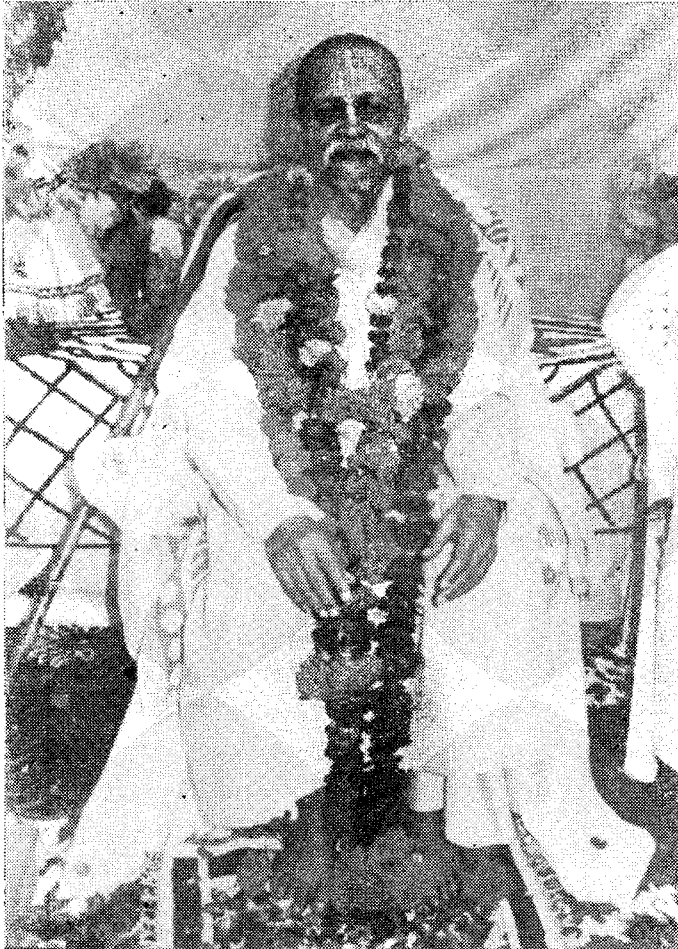
ইনি পূর্ব্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) বরিশাল জেলায় রামভদ্র গ্রামে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ১১ নভেম্বর আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীযোগেশচন্দ্র দেবরায়। পিতা স্বধামপ্রাপ্ত রতনকৃষ্ণ দেবরায়, জননী স্বধাম-প্রাপ্তা বৃন্দারাণী দেবরায়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য যেকালে ব্রহ্মচারী অব-স্থায় মেদিনীপুরস্থ শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছিলেন সেকালে শ্রীমদ্ যজ্ঞপতি প্রভুর সহিত তাঁহার পরিচয় ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ হয়। পরমা-রাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ এবং পরম পূজ্য-পাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের যৌথ প্রচেষ্টায় সংস্থাপিত শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজও কিছু-দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্বন্ধবশতঃ শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ যখনই তাঁহাকে শ্রী-চৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাইতেন তখনই তিনি কার্য্যব্যপদেশে দূরবর্ত্তীস্থানে না থাকিলে মঠের অনুষ্ঠানে আসিয়া যোগ দিতেন। তাঁহার হরিকথা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়গ্রাহী হইত। তিনি গৌড়ীয় সংঘের মূলস্থানে শ্রীমায়াপুরে ও অন্যান্য শাখামঠে অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে শিক্ষাগুরুরূপে দর্শনকরতঃ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন এবং প্রতিবৎসর শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমাকালে বহু-শত ভক্তসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সমাধি মন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেন।

এইবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য কলি-কাতা মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইলে তিনি ফোনে অত্যন্ত দুর্ব্বলকণ্ঠে শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিজের অক্ষ-মতা প্রকাশ করতঃ দুঃখ করিতে থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেবের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। সেই সময়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবকে আসামে প্রচারে যাইতে হওয়ায় তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতে পারেন নাই। আসামে থাকাকালেই শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নিকট অকস্মাৎ তাঁহার নির্য্যাণ সংবাদ পাইয়া তিনি মর্ম্মাহত হন। উভয়ে বাহ্যতঃ পৃথকভাবে থাকিলেও পূর্ব্বের হৃদগত প্রীতি সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে পরেন নাই।

১৮ মাঘ (১৪০৫), ১লা ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) কৃষ্ণপ্রতিপদ দিবসে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়া-পুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীনন্দন আচার্য্যভবনে মুখ্য প্রবেশ দ্বারের ভিতরে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাঙ্গণে ভক্তগণের উপ-স্থিতিতে সংকীর্ত্তন সহযোগে যথাবিহিতভাবে তাঁহার সমাধিকৃত্য এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিরহোৎসব সুস-ম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের এবং বিভিন্ন মঠের বৈষ্ণবগণ উক্ত শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া-ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীমদ্-ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন নাই কিন্তু শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমাকালে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবন দর্শনের দিন সমাধিস্থানে প্রণতিজ্ঞাপন করতঃ জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত অপ-রাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ॥

স্বধামে শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্তা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ বিগত ৩০ ফাল্গুন (১৪০৫) ; ১৫ মার্চ্চ (১৯৯৯) সোমবার কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী-তিথিবাসরে শেষরাত্রি ৩-১০ ঘটিকায় ৮৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা সহরে স্বধাম-প্রাপ্তা হন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি দুই পুত্র (শ্রীশিবদাস ঘোষ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ) এবং সাত কন্যা (শ্রীমতী বেলা দে, ছবি দত্ত, তৃপ্তি বোস, কৃষ্ণা বোস, বীথি সরকার, গীতা মিত্র ও সীতা মিত্র) রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পতির নাম স্বধামগত মনোরঞ্জন ঘোষ। কমলাদির মার্কিণদেশে অবস্থানকারী মধ্যম পুত্র শ্রীদেবদাস ঘোষ (যিনি শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট হরিনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) দুই বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় নিউজার্সিতে প্রয়াণ লাভ করেন। শ্রীমতী কমলা ঘোষ সম্প্রতি কলিকাতা-কালীঘাটে নিজালয়ে

(৪৮ডি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬) কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দ ঘোষের সহিত অবস্থান করিতে-ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ জননীর প্রয়াণের পরদিবস ১৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার প্রাতে জননীর কলেবরসহ কলিকাতা মঠের মুখ্য প্রবেশদ্বার-সম্মুখে আসিয়া পেঁৗছিলে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক ঠাকুরের (শ্রীশ্রীরাধানয়ননাথের) আশীর্ব্বাদী পুষ্পমালা তাঁহার গলদেশে এবং ঠাকুরের চরণামৃত তাঁহার মস্তকে অর্পিত হয়। মঠের বৈষ্ণবগণ হরিসংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। কলিকাতা-কালীঘাটে গঙ্গার তটে কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে মহিলা ভক্তগণের সহায়তায় গঙ্গাজলে কলেবরের স্নান, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক অঙ্কন, নববস্ত্রার্পণ প্রভৃতির দ্বারা বৈষ্ণব বিধানমতে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

শ্রীমতী কমলাবালা ঘোষ কলিকাতা মঠে সকলের নিকট 'কমলাদি' এই নামে পরিচিত। অকস্মাৎ কমলাদির প্রয়াণ-সংবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব হতভম্ব ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। দুর্ভাগ্যবশতঃই অনন্য কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কমলাদির অসুস্থতার সংবাদ তিনি পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারেন নাই। শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমানুষ্ঠানের পূর্ব্বে যখন শ্রীল আচার্য্যদেব আসাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, তখনও 'কমলাদি'কে তিনি কলিকাতা মঠে দেখিয়াছেন। কমলাদি অকপটে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। গুরুগতপ্রাণা নিষ্ঠাবতী সর্ব্বতোভাবে মঠের সেবায় যত্নশীলা গুরুভগ্নীর স্বধামপ্রাপ্তিতে সতীর্থ ও সতীর্থাগণ সকলেই মর্ম্মান্তিকভাবে বেদনাহত।

১৩ চৈত্র (১৪০৫), ২৮ মার্চ্চ (১৯৯৯) রবিবার শুক্লা-দ্বাদশী তিথিবাসরে কলিকাতা-কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কমলাদির পারলৌকিক কৃত্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণববিধানমতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোবিন্দ ঘোষের উপস্থিতিতে ও ব্যবস্থায় তিন শতাধিক বৈষ্ণব ও পরিজনবর্গ উক্ত দিবস মঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে তথায় শুভপদার্পণ করতঃ উক্ত বিরহ-অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তিনি অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব দিবস ২৭ মার্চ্চ শনিবার মহিম হালদার স্ট্রীটস্থ বাসভবনে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

৩০ আষাঢ় (১৩৬২), ১৫ জুলাই (১৯৫৫) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ কমলাদি শ্রীহরিনাম ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। মঠের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পর হইতেই তিনি স্বল্প দিনের মধ্যেই নিষ্কপট সেবাপরায়ণতার দ্বারা বৈষ্ণবগণের বিশেষ শ্রদ্ধার ভাজন হন। তিনি কলিকাতা মঠের সমস্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে এবং কলিকাতার বাহিরেও শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসবে, পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রায় ও কার্ত্তিকব্রতে, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় এবং যশড়া শ্রীপাটের অনুষ্ঠানেও পরমোৎসাহে যোগ দিতেন। তাঁহার বিশেষ গুণ তিনি নিয়মিতভাবে আগ্রহের সহিত হরিকথা শুনিতেন। তিনি শেষবয়সে যশড়া শ্রীপাটে অবস্থান করতঃ ভজন করিতে অধিক রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার মধ্যমপুত্র শ্রীদেবদাস ঘোষ যশড়া শ্রীপাটে শ্রীল গুরুদেবের 'ভজন কুটীর' নির্ম্মাণে আনুকূল্য বিধান করেন, তিনি ও তাঁহার কন্যাও উক্ত সেবায় আনুকূল্য দেন। তিনি প্রতিবৎসর পরমারাধ্য শ্রীলগুরুদেবের শুভাবির্ভাব উৎসবে (উত্থানৈকাদশী-তিথিতে) সন্ন্যাসিগণকে বস্ত্রার্পণ সেবা করিতেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় তিনি নিজের জীবনকে সমর্পিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি (৩) কল্যাণকল্পতরু (৪) গীতাবলী (৫) গীতমালা (৬) জৈবধর্ম্ম

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

(৪০) শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকা

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....

....

....

....

Pin...

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৪০৬
২ বামন, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, বুধবার, ৩০ জুন ১৯৯৯ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৩ পৃষ্ঠার পর]

Ordinary Common people (সাধারণ জনগণ) মনে করেন,—empericismএর (আধ্যক্ষিকতার) পুঁজিপাটাই আমাদের সত্যের দিঙ্নির্ণয়-যন্ত্র। কিন্তু empericism প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষকে স্খলিতপদ ক'রে দিচ্ছে—প্রতি মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে। একমাত্র Absolute Truth (বাস্তব সত্য)-এর deviation (চ্যুতি) নাই। ভগবদ্ভক্তের সহিত সাধারণ কর্ম্মীর পার্থক্য এই যে, কর্ম্মী অভিজ্ঞতার ভূমিকম্পে সর্ব্বদা ত্রস্ত, ভীত ও সংশয়াত্মা। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সত্য ভূমিকার অচলায়তনে—সত্যের একায়নে প্রতিষ্ঠিত। "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-প্রতিষ্ঠা কিছু কর্ম্মীর মত বাহাদুরীর কার্য্য নয়। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির সাধক-স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার, কর্ম্ম কি ক'রে ভক্তির অনুকূল হয়, "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রতিষ্ঠায় তাহার বীজ নিহিত র'য়েছে। "লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"—এই শ্রৌতবাণী "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষক ও শিক্ষার্থিগণের নিত্য অধ্যাপন ও পাঠের বিষয়। এঁদের বিহিস্তা স্বর্গ, বা প্যারাডাইসের বাদসাহ হ'বার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। বিহিস্তা প্রভৃতির প্রতি বিরক্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষ হ'য়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ইঁহারা অভ্যর্থনা করেন না। যা'রা সত্য ব্যতীত অন্য জিনিষের আশ্রিত, তা'রা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা বস্তু মেপে নেয়। তা'দের মধ্যে Personality (সবিশেষত্ব) ও Impersonality (নির্ব্বিশেষত্ব) নিয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁ'রা একায়ন-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেছেন, তাঁ'রা লৌকিক ও বৈদিক যে কার্য্য করুন না কেন, কখনও ভগবানের সেবা হ'তে একচুলও বিচ্যুত হন না। নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের সাফল্য নিশ্চয়ই হ'বে ; তদ্ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই ; অসাফল্য কখনই হ'তে পারে

না। জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল হ'বে। জীবকে পাপ-পুণ্যের অতীত ক'রে দেবে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ মনোধর্ম্ম-জীবী ন'ন; তর্কপন্থীরাই মনোধর্ম্মজীবী, তাই তা'রা সংশয়াত্মা, তা'দের নশ্বরতা অবশ্যম্ভাবী; তা'দের সাফল্য নাই। তা'দের আপাত সাফল্যের প্রতিবিম্বও তা'দের পতনেরই পূর্ব্বাভাস। মনোধর্ম্মজীবী—ভোগী বা নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগী। তা'রা কাল্পনিক প্রদেশে লম্ফ প্রদান বা অজ্ঞাত নিরাকার প্রভৃতি ভূমিকা রচনা করে। তা'রা লাফিয়ে গিয়ে কোন্ যায়গায় পড়্‌বে তা'র ঠিকানা নাই—"লাগে তা'ক্, না লাগে তুক্" বিচার ক'রে অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। আমরা তা' নই; আমরা Transcendental positivists (পারমার্থিক আস্তিক্যবাদী)—আমরা সকল লোকের অনুগ্রহ পা'ব—জোর ক'রে তাঁ'দের অনুগ্রহলাভে দাবি কর্‌ব—ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের বাস্তববাণী অযাচক সকলকে হাতে পায়ে ধ'রে জানিয়ে দেব—সকলেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হ'বে। 'সত্যকে আশ্রয় করা' মানে—চেতনময়তা লাভ করা। সেই চেতনময়তায় সমগ্র বিশ্ব উদ্বুদ্ধ হউক। জগতে যুক্তবৈরাগ্যের বিচার প্রচারিত হউক। সকল বৃত্তি, সকল ব্যাপার, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া ভগবদ্-ভক্তির কৈঙ্কর্য্য করুক, তা' হ'লেই বিশ্ব পূর্ণ সুখময় ধাম হ'বে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এত আছে, আমি যদি দশ দিন দশ রাত্রি একমুহূর্ত্তও বিরত না হ'য়ে এ সকল কথা আপনাদের কাছে ব'লে যাই, তা' হ'লেও আমার পিপাসার নিবৃত্তি হ'বে না। আমি একটা ভোগী—আমি ত্যাগীর পোষাকপরা একটা যথেচ্ছাচারী; আমার মুখে এত বড় কথা শোভা পায় না। কিন্তু আমার আশা আছে, আমার কাজ পিয়নের মত; পিয়ন যেরূপ বহু মূল্যবান্ ইন্‌সিওর্ড দ্রব্য ও বহুমূল্য টাকার মণিঅর্ডার নিজে মালিক না হ'লেও তা' বহন কর্‌তে পারে, সেই সকল মুদ্রার অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, আমিও তেমনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের পিয়নসূত্রে আপনাদের উর্ব্বরক্ষেত্রে—পরমোন্নতক্ষেত্রে সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে বাস্তবসত্যের কথা পৌঁছে দেবার বড় আশা পোষণ করি। যাঁ'র আধার আছে, যিনি অধিকারী, তিনি গ্রহণ কর্‌বেন। যাঁ'দের অন্য বিচার, তাঁ'রা বল্‌বেন,—আমরা ঐরূপ ধর্ম্মের কথা শুন্‌তে চাই না। তাঁ'দের ওরূপ বল্‌বার অধিকার আছে। তাঁ'রা ঐ কথা যত বল্‌বেন, ততই চেতনের কথা বল্‌বার জন্য আমাদের উৎসাহ অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। চেতনধর্ম্মের যে-সকল কথা অবিমিশ্রভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাহা যেন কীর্ত্তনমুখে বল্‌বার যোগ্যতা লাভ হয়,—আপনারা এরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভাষাজ্ঞান নাই—কিন্তু এ সকল কথা বল্‌বার প্রবৃত্তি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমার আশা আছে,—আপনাদের কৃতিত্বের কাছে এ সকল কথা পৌঁছিয়ে দিতে পার্‌লে নিশ্চয়ই সুফল কর্‌বে। আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই, কেবল কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য, জড়ের কীর্ত্তন নয়—চৈতন্য কীর্ত্তন। হরিকথার দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে—মানব-সমাজকে যেরূপভাবে গ্রাস কর্‌ছে, তা'তে অন্য সব কাজ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কীর্ত্তন-ভাগীরথী জগতে সেচন করা ছাড়া আর অন্য কোন কৃত্য নাই। মায়া প্রবল হ'লে আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা মেপে' নেবার চেষ্টা করি। বাল্যকাল হ'তে এ সকল বস্তুর আলোচনা হ'লে অদ্বিতীয় বস্তু ভগবানের সেবা ব্যতীত আমাদের দ্বিতীয় বস্তুর সেবাকে অধিকতর আদরণীয় মনে না ক'র্‌বার অনেকটা সুযোগ উপস্থিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যে বিদ্বদ্‌রূঢ়ির কথা ছেলেদের কাছে ব'লেছেন, যেই শব্দের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি লৌকিক ভাষার মধ্য হ'তে আকর্ষণ ক'রে সুকুমারমতি বালকদের নিকট ধারাবাহিকভাবে আচারবন্ত পারমার্থিক শিক্ষকগণের দ্বারা উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে "ভক্তি-বিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট" প্রতিষ্ঠিত হ'ল। যাঁ'রা মনে করেন, উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে কিরূপে পারমার্থিকতার কথা সংরক্ষিত হ'তে পারে, তাঁ'দেরও "ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" শিক্ষাপ্রণালী যথেষ্ট আলোক দান ক'র্‌বে। আমার এ বিষয়ে অনেক কথা বল্‌বার আছে। সময় অধিক হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে আমি মাত্র দু'একটি দিক্ দিয়ে সামান্য একটুকু কৈফিয়ৎ দিলাম। অসংখ্য বিচারের দ্বারা এই বাস্তব-সত্যের কথা বলা যেতে পারে।

উক্তেত্থমাত্মদয়িতং প্রতিবক্ষ্যসে মাং
যাহীত্যথোৎপুলকিনী দ্রুতপাদপাতা।
তামানয়ান্যুপমুকুন্দমথাসয়ানি
তং লজ্জয়ানি সুমুখীরতিহাসয়ানি ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণকে ইহা বলিয়া আপনি সেই পুলিন্দকন্যাকে আনিতে আমাকে আজ্ঞা দিবেন। আমি উৎপুলকিনী হইয়া দ্রুতপাদে গিয়া তাঁহাকে আনিয়া মুকুন্দের নিকট বসাইব। সুমুখী সখীদিগকে হাসাইব ও কৃষ্ণকে লজ্জা দিব ॥ ৬৬ ॥

স্বীয়া কিল ব্রজপুরে মুরলী তবৈকা
প্রাভূন্নতামপি ভবানবিতুং স্বভার্য্যাং।
সা লম্পটাপি ভবতোঽধরসীধুসিক্তা-
প্যন্যং পুমাংসমিহ মৃগ্যতি চিত্রমেতৎ ॥ ৬৭॥

হে কৃষ্ণ! এই ব্রজপুরে মুরলী তোমার একমাত্র স্বকীয়া পত্নী। তুমি স্বভার্য্যা রক্ষণে অক্ষম। তিনি লম্পট যেহেতু তোমার অধরসীধুসিক্ত হইয়াও অন্য-পুরুষকে অন্বেষণ করেন। ইহাই বিচিত্র ॥ ৬৭ ॥

বংশীং সতীং গুণবতীং সুভগাং দ্বিষন্ত্যো-
ঽসাধ্ব্যো ভবত্য ইহ তৎ সমতামলব্ধ্বা।
তাং কাপি বন্ধমনয়ংস্তদহং ভুজাভ্যাং
বদ্ধৈব বঃ শিখরিগহ্বরগাঃ করোমি ॥৬৮॥

কৃষ্ণ কহিবেন আমার বংশী, সতী, গুণবতী ও সৌভাগ্যবতী। তোমরা অসাধ্বী, তাহার সমতা না পাইয়া দ্বেষ করিতেছ। তাহাকে তোমাদের মধ্যে কেহ কোনখানে বদ্ধ করিয়াছ। তজ্জন্য আমিও তোমাদিগকে দুই ভুজের মধ্যে গিরিকন্দরস্থলে বদ্ধ করিব। ৬৮ ॥

ইত্যাগতং হরিমবেক্ষ্য রহস্ত্বদীয়-
কক্ষাদহং মুরলিকাং সহসা গৃহীত্বা।
তাং গোপয়ানি তদলক্ষিতমেব চিত্র-
পুষ্পেষুসঙ্গররসাং কলয়ানি চ ত্বাং ॥৬৯॥

এইরূপে হরিকে আসিতে দেখিয়া গোপনে আপনার কক্ষদেশ হইতে মুরলিকাকে সহসা গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের অলক্ষিত ভাবে গোপন করিয়া তোমাকে কন্দর্পযুদ্ধের বিষয়ীভূত করিব ॥ ৬৯ ॥

ব্রহ্মন্নিমামনুগৃহাণ ভবন্তমেব
ভাস্বন্তমর্চ্চয়িতুমিচ্ছতি মে স্নুষেয়ং।
ইত্যার্য্যয়া প্রণমিতাং ধৃতবিপ্রবেশে
কৃষ্ণেঽপিতাঞ্চ ভবতীং স্মিতভাগ্ভজানি ॥৭০

জটিলা আসিলে সূর্য্যমন্দিরে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইবেন। জটিলা তাঁহাকে কহিবেন হে ব্রাহ্মণ! আমার এই পুত্রবধূকে অনুগ্রহ করুন। ইনি সূর্য্যরূপী আপনাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করেন। এই বলিয়া তিনি আপনাকে বিপ্রবেশধৃত-কৃষ্ণকে প্রণাম করাইবেন এবং আপনাকে কৃষ্ণে অর্পণ করিবেন, তাহা দেখিয়া আমি মৃদু মৃদু হাস্য করিব ॥ ৭০ ॥

অপরাহ্ন লীলা।

যান্তীং গৃহং স্বগুরুনিগ্রহতোঽতিলৌল্যাৎ
কান্তাবলোকনকৃতে মিষমামৃশন্তীং।
দূরেঽনুষ্ঠানি যদতোঽনুবিবর্ত্তিতাস্যা
মেহীতি বক্ষ্যসি তদাস্যরুচো ধয়ন্তীং ॥৭১॥

আপনি গুরুজনের নিগ্রহভয়ে অতিব্যস্তভাবে গৃহে যাইতে থাকিবেন এবং কান্ত অবলোকন জন্য কোন ছল অন্বেষণ করিতে থাকিবেন। আমিও একটু দূরে দূরে আপনার পশ্চাৎ মুখ ফিরাইয়া যাইতে থাকিব। আপনি আপনার শোভা দর্শনকারিণী আমাকে এস এস বলিয়া ডাকিতে থাকিবেন ॥ ৭১ ॥

গেহাগতাং বিরহিণীং নবপুষ্পতল্পে
ত্বাং শায়য়ানি পরতঃ কিলমুর্ম্মুরাভাৎ।
তস্মাৎ পরত্র শয়নং বিসপুঞ্জকৢপ্ত-
মধ্যাসয়ানি বিধুচন্দন-পঙ্কলিপ্তাং ॥ ৭২ ॥

গৃহে পৌঁছিলে কৃষ্ণবিরহিণী আপনাকে, আপনার পক্ষে তুষানলতুল্য নবপুষ্পতল্পে শয়ন করাইব। তাহার পর মৃণালপুঞ্জরচিত শয্যায় কর্পূরচন্দনপঙ্ক-লিপ্ত আপনাকে শয়ন করাইব ॥ ৭২ ॥

আকর্ণ্য চন্দলকলা কথিতং ব্রজেশা-
সন্দেশমুৎসুকমতেঃ সহসা সহাল্যাঃ।
সায়ন্তনাশনকৃতে দয়িতস্য নব্য-
কর্পূরকেলিবটকাদি বিনির্ম্মিতৌ তে ॥ ৭৩ ॥

লিম্পামি চুল্লিমথ তত্র কটাহমচ্ছ-
মারোহয়াণি দহনং রচয়ানি দীপ্তং।
নীরাজ্যখণ্ড-কদলী-মরিচেন্দুসীরি-
গোধূম-চূর্ণ-মুখ-বস্তু সমানয়ানি ॥ ৭৪ ॥

চন্দনকলা কথিত ব্রজেশ্বরীর সংবাদ শ্রবণ করিয়া সখীদিগের সহিত আপনি সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণের সায়ংকালীন ভোজনের জন্য নব্যকর্পূরকেলি প্রভৃতি বড়া সকল প্রস্তুতকরণে সহসা ব্যস্ত হইলে; আমি চুল্লি লেপন করিব এবং তাহার উপর নির্ম্মল কটাহ রাখিয়া দীপ্ত অগ্নি জ্বালিয়া দিব। জল, ঘৃত, খণ্ড, কদলী, মরিচ, কর্পূর, সীরি অর্থাৎ নারিকেল শস্য, গোধূমচূর্ণ প্রভৃতি আপনার নিকট আনিয়া দিব ॥ ৭৩-৭৪ ॥

অত্যদ্ভুতং মলয়জদ্রবসেচনেন
বৃদ্ধিং জগাম যদিদং বিরহানলৌজঃ।
কর্পূরকেলিবটকাবলিসাধনাগ্নি-
জ্বালৈব শান্তিমনয়ত্তদিতি ব্রবীমি ॥ ৭৫ ॥

"মলয়জ দ্রবসেচনের দ্বারা যে বিরহানলের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল, কর্পূরকেলিবটকাবলী নির্ম্মাণের জন্য যে অগ্নি জ্বালা উঠিল তাহাতে তাহা শান্ত হইয়া গেল। ইহা অতি অদ্ভুত।" আমি আপনাকে এই-রূপ বলিব ॥ ৭৫ ॥

ধূলির্গবাং দিশমরুন্ধহরেঃ সহম্বা-
রাবোত্থ্যদন্তমতুলং মধুপায়য়ানি।
তৎপানসম্মদ-নিরস্তসমস্তকৃত্যাং
ত্বামুত্থিতাং সহগণামভিসারয়ানি ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হাম্বারবকারিগোসমূহের ধূলি, দিক সকল রোধ করিল, এই সংবাদরূপ অতুলমধু আপনাকে পান করাইব। সেই মধুপান করিয়া আপনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সগণে উন্মদ হইয়া উঠিবেন। আপনাকে আমি অভিসার করাইব ॥ ৬॥

তৎকৃষ্ণবর্ত্ম নিকটস্থলমানয়ানি
নির্ব্বাপয়ানি বিরহানলমুন্নতং তে।
আয়াত এষ ইতি বল্লিনিগূঢ়গাত্রী-
মাকৃষ্য মহ্যমহহেশ্বরি কোপয়ানি ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণের পথ নিকট স্থলে আপনাকে আনিব এবং আপনার উন্নত বিরহানল নির্ব্বাপণ করিব। কৃষ্ণ আসিলে আপনি লতার আড়ালে লুকাইবেন। আমি আপনাকে টানিয়া আনিলে, হে ঈশ্বরি! আপনি আমার প্রতি কোপ করিবেন ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণদৃঙ্মধুলিহা ভবদাস্যপদ্ম-
মাঘ্রাপয়ান্যতিতৃষন্তবদ্দৃক্চকোরীং।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রবিকসৎ-স্মিতধারয়ৈব
সংজীবয়ানি মধুরিম্নি নিমজ্জয়ানি ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নয়নভ্রমরকে আপনার মুখপদ্ম আঘ্রাণ করাইব। কৃষ্ণমুখচন্দ্রের বিমলমন্দহাস্যসুধাধারায় আপনার অতিতৃষ্ণার্ত্ত লোচনচকোরীকে সঞ্জীবিত করিয়া মাধুর্য্যে নিমগ্ন হইব ॥ ৭৮ ॥

সায়ংলীলা।

বৈবশ্যমস্য তব চাদ্ভুতমীক্ষয়াণি
ত্বামানয়ানি সদনং ললিতানিদেশাৎ।
কর্পূরকেল্যমৃতকেলি-ততিপ্রদাতুং
গোষ্ঠেশ্বরীমনুসরাণি সমং সখীভিঃ ॥৭৯॥

কৃষ্ণের ও আপনার বৈবশ্য আমি দর্শন করিব। ললিতানিদেশে আপনাকে গৃহে আনিব এবং কর্পূর-কেলি অমৃতকেলি বটক সকল গোষ্ঠেশ্বরীকে দিবার জন্য সখীদিগের সহিত গমন করিব ॥ ৭৯ ॥

গত্বা প্রণম্য তব শং কথয়ানি দেবি
পৃষ্টা তয়াথ বটকাবলিমর্পয়িত্বা।
তাং হর্ষয়াণি ভবদদ্ভুত-সদ্গুণালী-
স্তৎকীর্ত্তিতাঃ স্ববয়সে শৃণবানি হৃষ্টা ॥৮০॥

হে দেবি, তথায় গিয়া যশোদাকে প্রণাম করিয়া বটকাবলি দিয়া আপনার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে আপনার মঙ্গল জানাইব। যশোদার হর্ষোৎপাদন করিব। তিনি আপনার অদ্ভুত সদ্গুণাবলি সমবয়স্কগোপীদিগের নিকট কীর্ত্তন করিবেন। আমি হৃষ্টচিত্তে তাহা শ্রবণ করিব ॥ ৮০ ॥

বীক্ষ্যাগতং তনয়মুন্নতসম্ভ্রমোর্ম্মি-
মগ্নাং স্তনাক্ষি-পয়সামভিষিচ্য পূরৈঃ।
অভ্যঞ্জনাদিকৃতয়ে নিজদাসিকান্তা
মাঞ্চাপি তাং নিদিশতীং মনসা স্তবানি ॥৮১॥

পুত্রকে আসিতে দেখিয়া যশোদা উন্নত সম্ভ্রমোর্ম্মিতে নিমগ্ন হইয়া স্তন ও অক্ষি পয় দ্বারা কৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিবেন এবং অভ্যঞ্জনাদির জন্য দাসী-

গণকে ও আমাকে আদেশ করিবেন। সেই যশোদাকে আমি মনে মনে স্তব করি ॥ ৮১ ॥

স্নানানুলেপ-বসনাভরণৈর্বিচিত্র-
শোভস্য মিত্রসহিতস্য তয়া জনন্যা।
স্নেহেন সাধু বহুভোজিতপায়িতস্য
তস্যাবশেষিতমলক্ষিতমাদদানি ॥ ৮২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্নাতানুলিপ্ত ও বিচিত্রবসনাভরণ দ্বারা পরিশোভিত এবং জননী কর্ত্তৃক স্নেহের সহিত ভোজিত ও পায়িত হইলে তাঁহার অবশেষ অলক্ষিত-ভাবে আমি গ্রহণ করিব ॥ ৮২ ॥

তেনৈব কান্তবিরহজ্বরভেষজেন
তাৎকালিকেন তদুদন্তরসেন চাপি।
আগত্য সাধু শিশিরী করবাণি শীঘ্রং
ত্বন্নেত্রকর্ণরসনাহৃদয়ানি দেবি ॥ ৮৩ ॥

হে দেবি! তাৎকালিক কান্তবিরহজ্বরভেষজরূপ তৎপ্রসাদ ও কৃষ্ণের তাৎকালিক স্নানভোজনসংবাদ-দ্বারা আমি আপনার নেত্র, কর্ণ, রসনা ও হৃদয় শীঘ্র শীতল করিব ॥ ৮৩ ॥

"পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

"শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ"

—এই বাক্যটী শুনিয়া আমরা অনেকে ভীত হই এবং শ্রীভক্তিমার্গাবলম্বিগণের চরম কামনার এইরূপ সন্ধান যখন প্রাপ্ত হই যে—ইহাতে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির ন্যায় "ধনং দেহি জনং দেহি" প্রভৃতি ঐহিক সুখকর দেহি-পিপাসা তৃপ্তির জন্য আকুল হইতে হইবে না পরন্তু পরমাত্মার নিত্য সেবক (বর্ত্তমানে যিনি মায়িক আবরণে আবরিত) এই দেহস্থিত সেই শুদ্ধচৈতন্য দেহীর পিপাসা-তৃপ্তির জন্য আকুল হইতে হইবে অর্থাৎ দেহস্থিত শুদ্ধ আত্মার বৃত্তি—গুরুকৃষ্ণ-সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং 'ধনং দেহি, জনং দেহি', 'যশো দেহি', 'দ্বিষো জহি', 'মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি' ইত্যাদি ভোগরোগাক্রান্তের প্রলাপের পরিবর্ত্তে "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে" ইত্যাদি আপাতকর্কশ উপদেশ-পালনের দ্বারা মননধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইয়া বিষয়-আশার করাল কবল হইতে মুক্তিলাভপূর্ব্বক স্বীয় সুখপূর্ত্তিকারক ইতর বাসনা পরিত্যাগ করতঃ স্ব-শির ভূমি বিলুণ্ঠিত করিয়া নিষ্কপটে প্রার্থনা করিতে হইবে—

'মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।'

তখন অনেকে ভক্তিমার্গকে দূর হইতে দণ্ডবৎ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাহা হইতে বিদায়-নিবেদন জানেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ভক্তিমার্গই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সুখসাধ্য সরণি এবং ইহার অল্পমাত্রও কাহারও কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে তাহার আর পতনা-শঙ্কা থাকে না; পক্ষান্তরে যোগ-জ্ঞানাদিমার্গে বহু কৃচ্ছ্র সাধনপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, বিভূত্যাদি লাভ, অথবা পঞ্চবিধা মুক্তিলাভ হইলেও পতন অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগীরাও পুনরাবর্ত্তনশীল। কিন্তু হে অর্জ্জুন, আমাকে প্রাপ্ত বা আমার সেবাভূমিকায় উপস্থিত সুকৃতিজন তাদৃশ পুনরাবর্ত্তনের আসামী নহেন। তাঁহারা সেব্য-সেবক-ভাব লইয়া পতনাশঙ্কা-রহিত বৈকুণ্ঠধামের নিত্য অধিবাসী। পক্ষান্তরে শম-দমাদি দ্বারা আরোহপন্থায় জীবন্মুক্তাদি অভিমান সংগ্রহ করতঃ কৃষ্ণবিস্মৃত জ্ঞানযোগাবলম্বিগণের গতি পরম শোচনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

আরুহ্যকৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥"

—হে পুণ্ডরীকাক্ষ আপনার "ভক্ত" (কর্ম্মী বা যোগী নহে) ব্যতীত অন্য যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তি না থাকায় তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নহে। তাহারা শমদমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়াও চিরাশ্রয়স্বরূপ আপনার চরণরাজিবকে অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয় অর্থাৎ পুনরায় অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শ্রীঅর্জ্জুন জীবশিক্ষাকল্পে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'হে কৃষ্ণ, কর্ম্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগাদির দ্বারা যাহারা তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা শুদ্ধভক্তিযোগে তোমার পাদপদ্ম একান্ত আশ্রয় করে"—এই দুইজনের মধ্যে কে যোগবিত্তম অর্থাৎ কাহার যোগদ্বারা তোমার পাদপদ্মে চিত্তসংযোগ সুষ্ঠুরূপে হয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥"

অর্থাৎ যিনি আমার দেবকীনন্দনাদি সবিশেষস্বরূপে একান্তভাবে মনোনিবেশ করতঃ দৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে একমাত্র ভক্তিযোগকেই অবলম্বনীয় জানিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিত্য যাজন করেন তিনিই যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। আবার জ্ঞান-যোগাদির কৃচ্ছ্রতার উল্লেখ করিয়া এবং দেহধারীর পক্ষে তত্তন্মার্গাবলম্বনে অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মচিন্তনাদি ব্যাপারে শুধু দুঃখই লাভ হয়, তৎসম্বন্ধেও শ্রীভগবান্ তৎপরেই সুষ্ঠুভাবে বলিয়াছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

বস্তুতঃ জীব চৈতন্যস্বরূপ ও চিদ্দেহবিশিষ্ট। অব্যক্তভাব জীবের স্বরূপবিরোধী হওয়ায় তাহা স্বভাবজ বা সহজবৃত্তি নহে বলিয়াই দুঃখজনক। সুতরাং "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।"

ভক্ত্যঙ্গ-যাজনকালে উন্নতাবস্থায় উপস্থিত হইতে না পারিয়াও যদি ভক্তের দেহত্যাগ হয় তথাপি তাঁহার সেই ভক্ত্যঙ্গের স্বল্পানুষ্ঠানের ফলও বিনষ্ট হয় না; অধিকন্তু সেই স্বল্প ভক্ত্যঙ্গযাজনফলেও তাহার পুনর্জ্জন্মে সেই ভক্তি-ভাব প্রবল হইয়া থাকে এবং তাহাকে ক্রমশঃ সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত বিশুদ্ধা ভক্তি প্রদান করতঃ সুদুর্ল্লভ শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মসেবায় অধিকার প্রদান করে এবং ভক্ত সেই অশোক অভয় পাদপদ্মসেবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তন্নামকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করতঃ আনন্দাম্বুধিসলিলে নিত্য নিমজ্জিত থাকেন। পক্ষান্তরে যোগজ্ঞানাদির দ্বারা তদ্রূপ নিত্যশান্তি লভ্য নহে বলিয়াই সুচতুর কৃষ্ণভক্তগণ তাহার আদর করেন না। ভক্তগণ জানেন—

"যমাদিভির্যোগপথৈঃকামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি ॥"

—মুকুন্দসেবাদ্বারা যদা কাম-লোভাদি-রিপুবশীভূত অশান্ত মন যেমন সহজে নিগৃহীত হয়, যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগমার্গ অবলম্বনদ্বারা তাহা তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। প্রকৃতপক্ষে অবরোহ-পন্থায় কাহারও কোনও সুবিধা লভ্য হয় না, সুতরাং সহজ বা স্বভাবজ বৃত্তি কৃষ্ণদাস্য স্বীকার করাই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আরোহ-পন্থা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে যে আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত পদ দুইটী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমাদের চির অনুসরণীয় হউক।

গোপীনাথ! মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, যথা অচেতন,
বিষয়ে রয়েছে ভোর ॥
গোপীনাথ! হার যে মেনেছি আমি।
আমার সকল যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥

রক্ষাকর্ত্তা শ্রীভগবান্

প্রহলাদের উপদেশ

অসুর-গুরুর আদেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীপ্রহলাদ বিষ্ণুস্তবে রত থাকিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবানে স্বভাবতঃই তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট। প্রহলাদের চিত্ত পরিবর্ত্তন করাইবার জন্য অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামক তনয়দ্বয় অনেক প্রকার চেষ্টা করিল।

প্রহলাদকে ভয় দেখাইল, চতুর্ব্বর্গের শাস্ত্রাদি সামদান-ভেদ দণ্ডনীতি প্রভৃতি তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিল; কিন্তু কিছুতেই শ্রীপ্রহলাদের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল না। প্রহলাদের পিতা হিরণ্যকশিপু উৎকৃষ্ট অধ্যয়নের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নির্ভয়ে উত্তর করিলেন যে, বিষ্ণুতে অর্পিতা নববিধা ভক্তির অনুশীলনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যয়ন। হিরণ্যকশিপু আরক্তলোচনে স্বীয় অঙ্কে স্থিত প্রহলাদকে তাঁহার বিষ্ণুভক্তির প্রতি মতি হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীপ্রহলাদ বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া বলিলেন,—"গৃহব্রতগণের বুদ্ধি যেরূপ স্বভাবতঃ ত্রিতাপপ্রদ সংসারাসক্তির প্রতি, ভগবৎকৃপালব্ধ ভক্তগণের মতিও সেইরূপ স্বভাবতঃই শ্রীবিষ্ণুপূজার প্রতি। সংসারের মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের কর্ণে যেরূপ আত্মমঙ্গলকর সদ্‌গুরুর উপদেশ প্রবেশ করে না, সেইরূপ অসদ্‌গুরু বা অসুর-গুরুগণের সর্ব্বনাশকর কুবাক্য কখনই ভগবদ্ভক্তে কোনও প্রকার কার্য্যকরী হয় না।"

প্রহলাদের উত্তরে হিরণ্যকশিপু অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া জ্ঞানহারা হইল এবং প্রহলাদকে ক্রোড় হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহাতেও ক্ষান্ত হইল না, অনুচরবর্গকে আদেশ করিল—"যত সত্বর সম্ভব উহাকে (প্রহলাদকে) হত্যা কর।" কিন্তু ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করে, তাঁহাকে হত্যা করে কাহার সাধ্য? তাই দৈত্যরাজের অনুচরবর্গের প্রহলাদকে হত্যা করিবার যাবতীয় চেষ্টা—তীক্ষ্ণধার শাণিত-শূলের আঘাত, মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ, সমুদ্রে নিক্ষেপ প্রভৃতি সকলই নিষ্ফল হইল। তদ্দর্শনে হিরণ্যকশিপু অতিমাত্রায় ভীত হইয়া প্রহলাদকে পুনরায় ত্রিবর্গ-শিক্ষার জন্য অসুর-গুরুর হস্তে প্রদান করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পক্ষান্তরে এইবার প্রহলাদ বিদ্যালয়ের অন্যান্য অসুরবালকগণকে লইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং প্রহলাদের সঙ্গফলে এই বালকগণের চিত্তবৃত্তিও পরিবর্ত্তিত হইল, তাহারাও হরিভজনে মনোযোগ দিল। ষণ্ড ও অমর্ক প্রমাদ গণিল, তাহারা ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া হিরণ্যকশিপুকে সকল বিষয় বলিল। প্রহলাদ হিরণ্যকশিপুর সমীপে পুনরায় আনীত হইলেন। হিরণ্যকশিপু আরক্তলোচন কিন্তু প্রহলাদ পূর্ব্ববৎ স্মিতবদন ও নির্ভীক। নির্ভীকতার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রহলাদ শ্রীভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব এবং নিখিল জীবের তদধীনত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে আসুর-স্বভাব পরিত্যাগানন্তর জিতচিত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। অধিকন্তু "উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে।" এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"রে প্রহলাদ, এই স্তম্ভমধ্যে কি তোর হরি আছে?" প্রহলাদ নির্ভয়ে উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে নিশ্চয়ই আছে।" হিরণ্যকশিপু সবেগে সেই স্তম্ভোপরি অতি প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিল। যেই মুষ্ট্যাঘাত, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রীহরি ভয়ঙ্কর শব্দের সহিত ভীষণ-দর্শন নরসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন; হিরণ্যকশিপু গদা ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ভগবানের সহিত পারে কাহার সাধ্য? শ্রীনৃসিংহদেব কিয়ৎকাল তাহার সহিত যুদ্ধক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যাকালে স্বীয় জানূপরি দৈত্যরাজকে স্থাপন পূর্ব্বক নখদ্বারা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন; শুধু তাহাকেই নহে, তাহার সাহায্যকারী অন্যান্য সমস্ত সহস্র দৈত্যকেও নখরাঘাতে নিহত করিলেন। তখন সমস্ত বিশ্ব দৈত্যপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নাগকুল, মনুগণ, প্রজাপতি, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, চারণ, যক্ষ, কিম্পুরুষ, বৈতানিক প্রভৃতি সকলেই অনতিদূরে অবস্থান করিয়া শ্রীশ্রীনৃকেশরীর স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমস্তে নরসিংহায় প্রহলাদাহলাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥"
"ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥" ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭৬ পৃষ্ঠার পর]

পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, আমার অনন্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে অবস্থা প্রাপ্তির তুমি অধিকারী নহ। অতএব তুমি যাহা কর, যাহা খাও ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিতেই তুমি অধিকারী। কিন্তু সম্প্রতি আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা-হেতু তুমি অনন্য ভক্তের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ। "সম্প্রতি ত্বয়ি কৃপয়া তুভ্যমনন্য ভক্তাবেষাধিকারঃ।" আমার ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি কৃপা-দ্বারাই সেই অনন্যা ভক্তি লব্ধ হইয়া থাকে। "মদৈকান্তিকভক্তকৃপৈকলভ্যত্বলক্ষণং।" আমার আজ্ঞানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে না। আমি বেদরূপে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে আপনার রূপ ধারণ করিয়াই তত্তাবত ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব নিত্যকর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে ? "অতঃ কথং তে নিত্যকর্ম্মকরণে পাপানি সম্ভবন্তু।" অতঃপর নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তোমাকে সাক্ষাৎ মদাজ্ঞা লঙ্ঘন-জনিত পাপভাগী হইতে হইবে। "অতঃপরং নিত্যকর্ম্মণি কৃতে এব পাপানি ভবিষ্যতি সাক্ষান্মদাজ্ঞালঙ্ঘনাদিত্যবধেয়ং।" কারণ যে ব্যক্তি যাঁহার শরণাগত হয়, সে মূল্যদ্বারা ক্রীত পশুর ন্যায় তাঁহারই অধীন থাকে। সেই প্রভু তাহাকে যাহা করান সে তাহাই করে, যে স্থানে রাখেন সেই স্থানেই থাকে, যাহা খাইতে দেন তাহাই ভোজন করে। ইহাই শরণগ্রহণ লক্ষণ ধর্ম্মের তত্ত্ব। বায়ুপুরাণে কথিত আছে যে,—

"আনুকূলস্য সংকল্পং প্রতিকূলস্য বর্জ্জনং।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা।।
নিক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।।"

ইহার ভাবার্থ যথা, ভক্তিশাস্ত্র প্রতিপাদিত স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি আরক্তি যে প্রবৃত্তির দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহারই নাম আনুকূল্য; তাহারই বিপরীত অর্থাৎ স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি যাহাতে বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয় তাহাই প্রতিকূল্য, সেই অভীষ্ট দেবতাই আমার রক্ষক তদ্ব্যতীত আর কেহই নাই, এইরূপ ভাবের নাম ভর্ত্তৃত্বে বরণ; রক্ষকার্য্যের প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও সেই অভীষ্ট দেবতা আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এইরূপ বিশ্বাসই শ্রেয়ঃ। কৌরব সভায় বস্ত্রহরণকালে দ্রৌপদী, কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র বিপৎকালে এইরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বকীয় স্থূল সূক্ষ্ম দেহসহিত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বিনির্যুক্ত করাই নিক্ষেপ। অন্য কোন স্থানেই আপনার দৈন্যত্ব জ্ঞাপন না করাই অকার্পণ্য। উল্লিখিতরূপ ষড়্‌বিধ অনুষ্ঠান সহকারে আত্মনিবেদনের নাম শরণাগতি। "ইতিষণ্ণাং বস্তুনাং বিধাত্রনুষ্ঠানং যস্যাং সা শরণাগতিরিতি।"

এক্ষণে অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমি তোমার শরণাগতরূপ আত্মনিবেদন করি, তাহা হইলে মঙ্গলই হউক বা অমঙ্গলই হউক, সে বিচার না করিয়া তোমার আদেশ পরিপালনই আমার কর্ত্তব্য। এরূপ ঘটিলে যদি তুমি আমাকে কেবল ধর্ম্মই করাও তাহা হইলেও চিন্তার কোনই কারণ নাই; কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বর স্বৈরাচারের পরতন্ত্র হইয়া আমাকে অধর্ম্ম-মার্গে প্রবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তোমার প্রাচীন অর্থাৎ বহুপূর্ব্বকৃত এবং অর্ব্বাচীন অর্থাৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ হইতে অপিচ তোমার অনুষ্ঠিত যে সকল পাপভার সঞ্চিত রহিয়াছে এবং আমি তোমাকে যে পাপ করাইব বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, তত্তাবত সর্ব্ব পাপ হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। অন্য যাহারই কেন শরণাগত হওনা, কেহই তোমাকে সর্ব্বথা পাপমুক্ত করিতে পারিবে না, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ আমি অনায়াসেই তাহা করিতে পারিব। তোমাকে উপলক্ষ করিয়া আমি লোকহিতার্থ এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিতেছি, "ত্বমালম্ব্যৈব শাস্ত্রমিদং লোকমাত্রমেবোপদিষ্টব্যানস্মি।" তুমি শোক করিও না; আপনার বা পরের ইষ্টানিষ্ঠ চিন্তায় তুমি শোকাভিভূত হইও না। "মা শুচঃ স্বার্থম্ পরার্থম্ বা শোকম্ মাকার্ষীঃ।"

তুমিই হও আর যিনিই হউন না মচ্চিন্তাপরাচয়ণ যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক যদি আমার শরণাগত হয়, তাহা হইলে পরম সুখময় দশায় তিনি উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদিগের পাপ-মোচনভার, সংসার-বন্ধন মোচনভার এবং মৎপ্রাপ্তির উপায় বিধান ভার আমিই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছি। অধিক বলিয়া কি হইবে, তাঁহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে আমি অঙ্গীকৃত। "যুষ্মাদিকঃ সর্ব্ব এবলোকঃ স্বপরধর্ম্মান্ সর্ব্বান্ এব পরিত্যজ্য মচ্চিন্ত-নাদিপরঃ মাং শরণমাপাদ্য সুখেনৈব বর্ত্ততাং তস্য পাপমোচনভারঃ সংসারমোচনভারঃ মৎপ্রাপনভারঃ ময়া প্রতিজ্ঞায়ৈবাঙ্গীকৃতঃ কিং বহুনা দেহব্যবহার-ভারোহপি ময়াঙ্গীকৃত এব যদুক্তম্।" "অনন্যাশ্চিন্ত-য়ন্তো মাং"—৯।২২, এত গুরুভার ভগবানের উপর আমি অর্পণ করিয়াছি, এরূপ মনে করিয়া আকুল হওয়াও অনাবশ্যক, আমি ভক্তবৎসল ও সত্যসঙ্কল্প; আমার এইরূপ ভার গ্রহণে লেশমাত্র আয়াসেরও সম্ভাবনা নাই। ইহার পর অধিক আর কোন উপ-দেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া এই শাস্ত্র সমাপ্তীকৃত হইল।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

৯।২২, ইতি। "হন্ত এতাবান্ভারো ময়া স্বপ্রভৌ নিক্ষিপ্ত ইতি অপি শোকম্ মাকার্ষীঃ ভক্তবৎসলস্য সত্যসঙ্কল্পস্য মম ন তত্রায়াসলেশোঽপীতি নাতঃপরম-ধিকমুপদেষ্টব্যমস্তীতি শাস্ত্রং সমাপ্তীকৃতং"।

ভাবার্থ — "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, সমস্ত ধর্ম্মের আশ্রয় এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের নিরূপণ বিচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক একমাত্র আমারই শরণাগত হও।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া—এই হইল সমস্ত সাধনার শ্রেষ্ঠ। অনন্যভাবে শরণাগত ভক্তের তখন করণীয় কিছু অবশিষ্ট থাকে না; যেমন পতিব্রতা স্ত্রীর নিজের কোন স্বতন্ত্র কার্য্য থাকে না, এমন কি নিজের দেহ পরিচর্য্যা করাও স্বামীরই জন্য। তিনি গৃহ, আত্মীয়, স্বজন, বস্ত, পুত্র-কন্যা এবং নিজের শরীরও নিজের মনে করে না, সমস্তই পতির বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নী যেমন পতি সেবাপরায়ণ হইয়া পতির গোত্রে গোত্রা-ন্বিত হইয়া পতিগৃহেই বাস করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনন্য শরণাগত ভক্তও তাঁহার দেহজ মান, গোত্র, জাতি, নাম ইত্যাদি ভগবৎপাদপদ্মে অনন্যভাবে অর্পণ করিয়া অচ্যুত গোত্র, অচ্যুতদাসাদি নাম ধারণ করিয়া নির্ভয়, নিঃশোক, নিশ্চিন্ত ও নিঃশঙ্ক হইয়া ভগবৎসেবাপরায়ণা হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন।

প্রথমে অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ ছিল যে, তাঁহাদের পক্ষে যুদ্ধ করা শ্রেষ্ঠ, না নাকরাই শ্রেষ্ঠ। আমরা যদি যুদ্ধ করি তাহা হইলে আত্মীয় স্বজন বধ হইবে এবং আত্মীয় বধ করাও অত্যন্ত পাপকার্য্য। ইহার দ্বারা অনর্থ হইবে। অন্যদিকে ক্ষত্রিয়দের পক্ষে যুদ্ধ হইতে শ্রেয় কোনও সাধন নাই। এবম্প্রকার চিন্তা-ন্বিত অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, কি করা উচিত, কি করা অনুচিত, ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি এই সমস্ত চিন্তা করিতেছ কেন? সমস্ত নিরূপণের দায়িত্ব তুমি আমার প্রতি অর্পণ করিয়া দাও। তাই বলিতেছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" বাক্যটির এই হইল তাৎপর্য্য, সমস্তই পরিত্যাগ কর।

"মামেকং শরণং ব্রজ"—'একম্' এই পদটি এখানে 'মাম্' এর বিশেষণ হইতে পারে না; কারণ 'মাম্' বলিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একই, অনেক ভগবান্ হইতে পারে না, "একামেবাদ্বিতীয়ম্"। তাই 'একম্' পদটির অর্থ হইবে 'অনন্য' পদটি প্রয়োগই উচিত। দ্বিতীয়তঃ অর্জ্জুন "তদেকং বদনিশ্চিত্য"—৩।২ এবং "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং"—৫।১, পদেও সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ ইত্যাদি যতপ্রকার ভগবৎ প্রাপ্তির সাধনপথ আছে, তৎসমস্ত সাধনসমূহের মধ্যে প্রধান ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সাধনমার্গ হইল অনন্যভাবে ভগবানে শরণা-গতি।

গীতায় অর্জ্জুন তাঁহার কল্যাণ সাধনের বিষয়ে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উত্তরও প্রদান করিয়াছেন। সেই সমস্ত সাধনের মধ্যেও গীতার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত সাধনার সার

এবং শিরোমণি সাধন হইল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্য-ভাবে শরণাগতি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বিভিন্ন স্থানে অনন্য-ভক্তির অনেক মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। যেমন দুস্তর মায়াকে অতিক্রম করিবার উপায় একমাত্র অনন্য শরণাগতি। ৭।১৪, এই শ্লোকে 'এব' পদটি প্রয়োগ 'অনন্যতা'র বাচক। অনন্যচেতা ব্যক্তির নিকট আমি সুলভ অর্থাৎ আমাকে সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৮।১৪, এই শ্লোকে অনন্যচেতাঃ পদটি অনন্য আশ্রয়ের বাচক। অনন্যভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। ৮।২২, অনন্য ভক্তের যোগক্ষেম আমিই বহন করিয়া থাকি। ৯।২২, অনন্যভক্তির সাহায্যেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে, দর্শন ও প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয়। ১১।৫৪, অনন্য ভক্তদের আমি অতিশীঘ্রই মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। ১২।৬-৭ অনন্য ভক্তিই গুণাতীত হওয়ার উপায়। ১৪।২৬, "অব্যভি-চারেণ" পদটির তাৎপর্য্য হইল "অনন্যভক্তিযোগেন সেবতে" যিনি অনন্যভাবে ভক্তিযোগ দ্বারা একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত হন, তাঁহার মায়াগুণ-গুলি অতিক্রম করিবার পৃথক্ সাধন করিতে প্রয়ো-জন হয় না, ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় তিনি স্বতঃই সেই মায়াগুণগুলি অতিক্রম করেন। এইরূপে অনন্য-ভক্তির মহিমা সংকীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বশেষে তিনি সম্পূর্ণ গীতার সারমর্ম্ম বলিলেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরি-ত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"। অর্থাৎ উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য—সমস্তই আমি।

"মামেকং শরণং ব্রজ" বাক্যটির তাৎপর্য্য কায়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা বাহ্য শরণাগতি স্বীকার করা নয়, নিজেকে সমর্পণপূর্ব্বক ভগবানে অনন্যভাবে শরণাগত হওয়া। কারণ অন্তঃকরণ সহিত স্বয়ং শরণ গ্রহণ করিলে স্বাভাবিক মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমূহ, শরীর ইত্যাদিও স্বয়ং আত্মার অন্তর্গত; সুতরাং তাহাদের পৃথক্ সত্তা নাই, আত্মসমর্পণেই সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হইয়া যায়।

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" এই বাক্যে কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রথম অধ্যায়ে গুরুজন ও স্বজন হত্যার, অর্জ্জুন যুদ্ধে যে পাপ হই-বার বাক্য বলিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই পাপ-সমূহ হইতে মুক্তি দিবার প্রলোভন প্রদান করিতে-ছেন। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ অর্জ্জুন "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—২।৭; আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমাকে মঙ্গল শিক্ষা প্রদান করুন।

এইরূপ সর্ব্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত হইবার পর আর কি প্রকারে তাঁহার পাপ থাকিবে এবং তাঁহাকে প্রলোভন বা কি প্রকারে দেওয়া যাইবে অর্থাৎ তাঁহ্যাক প্রলোভিত করা সম্ভবপর নয়। পাপ হইতে মুক্তি দিবার প্রলোভন দেওয়া যায় শরণাগত হইবার পূর্ব্বে, শরণাগত হইবার পর নহে।

আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিব; এই বাক্যটির তাৎপর্য্য হইল যে, তুমি যখন সমস্ত ধর্ম্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অনন্যভাবে আমার শরণাগত হইয়াছ, তুমি যে সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহার প্রত্যয়বায়জনিত যে পাপ হইবে, সেই সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে আমি মুক্ত করিয়া দিব, তুমি শোক বা চিন্তা করিবে না।

"মামেকং শরণং ব্রজ" বাক্যের তাৎপর্য্য মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা কোন কাম্যবস্তু পূরণের জন্য প্রার্থনাপূর্ব্বক শরণ গ্রহণ করা নয়। অনন্যভাবে নিজেকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া শরণ গ্রহণ করা। শরণাগত হইয়া ভক্ত ইহলোক-পরলোক, সদ্গতি, দুর্গতি ইত্যাদি কোনও কিছুই প্রার্থনা বা চিন্তা করা উচিত নয়। কেবল অনন্য শরণাগত।

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ
তে মরণেঽপি চিন্তায়ামি॥"

হে নরকাসুর বিনাশকারী প্রভো! আপনি যদি চান আমাকে স্বর্গে সুখে রাখুন বা ভূমণ্ডলে অথবা ইচ্ছা করেন ত' নরকে রাখুন অর্থাৎ আপনি যেখানে রাখিতে ইচ্ছা সেখানে রাখুন। আহা আমার এক-মাত্র একটিই আকাঙ্ক্ষা যে শরৎকালের পদ্মের শোভাকেও নিন্দিত করিয়া আপনার অত্যন্ত সুন্দর যে পদযুগল, তাহা যেন মৃত্যুর মত ভয়ঙ্কর অবস্থাতেও

আমি একান্ত চিন্তা করিতে পারি। আপনার চরণ-যুগলকে যেন ভুলে না যাই।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"! তুমি সম্যক্‌ভাবে সেই ভগবান্ পরমাত্মার শরণাগত হও। আমরা কিভাবে ভগবানের শরণাগত হইব? এক-মাত্র ভগবানেরই প্রীতিসেবা বিধানের জন্য শরণাগত হওয়া। ভগবানে অনন্তগুণ অতুল ঐশ্বর্য্য ইত্যাদির প্রতি আশা করিয়া শরণ গ্রহণ করা নয়, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রীতিসেবা লাভের জন্য শরণাগত হওয়া, কোনও সাংসারিক বস্তু কামনা না করা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বগুহ্যতম বচন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জগদুদ্ধারক শ্রীমুখের বাণী—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

এই বচনকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সর্ব্বগুহ্যতম এবং সর্ব্বোত্তম স্বীকার করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এই বাক্যকে সর্ব্বগুহ্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। "সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ" "রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্" বলিয়াছেন।

"ব্যাসাম্নায় পয়োধিকৌস্তুভনিভং হৃদ্যং হরেরুত্তমং
শ্লোকং কেচন লোকবেদপদবী বিশ্বাসিতার্থং বিদুঃ।
এষামুক্তিষু মুক্তিসৌধ বিশিখাসোপান পুংক্তিংবমী
বৈশাম্পায়ন শৌনক প্রভৃতয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ শিরঃ কম্পিনঃ।।"

যেপ্রকার সমুদ্রের সার কৌস্তুভমণি, তদ্রূপই ব্যাসাম্নায় মহাভারতরূপ সমুদ্রের সার গীতার চরম-শ্লোক—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"। যেপ্রকার কৌস্তুভ-মণি বিশ্বে অদ্বিতীয়, সেইরূপই এই শ্লোকও মহা-ভারতে অদ্বিতীয়। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেঙ্কটনাথ কৌস্তুভ-মণির সঙ্গে উপমা দিয়াছেন যে কৌস্তুভমণি আত্ম-জ্যোতিরূপ অথবা সূর্য্যরূপ, সেইরূপই এই শ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মজ্যোতিরূপ অথবা জ্ঞানসূর্য্য-রূপ কৌস্তুভমণিবৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অবস্থিতির দরুণ তাঁহার হৃদয় নিজের হৃদয়ের বাক্যকে প্রাণপণে প্রপন্নের (শরণাগতের) রক্ষা করা আবশ্যক, এই লোকমার্গে বিশ্বাসকারী এবং "তস্মাদ বধ্যং প্রপন্নং ন প্রযচ্ছন্তি" এই বেদমার্গে বিশ্বাস অর্থাৎ প্রপন্নরূপ উত্তম অর্থের বিধায়ক হওয়ার দরুণ চরম-শ্লোক উত্তমোত্তম। সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল, সর্ব্বদশা সবার অধিকারী এবং সর্ব্ব ফলের জন্য ভগবানের প্রপত্তি—এই অর্থের সাক্ষাৎকার এই গুহ্যতম বচনে গুরুজনগণ করিয়াছেন এবং জীবগণের জন্য ভগবৎ-প্রাপ্তির আবশ্যক স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্লোকের পালনকারী ভক্তি মুক্তি-গৃহে সোপান পুংক্তি বিরাজ-মান অতিশায়িত জ্ঞানী বৈশম্পায়ন এবং শৌনক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ শির কম্পনপূর্ব্বক স্বীকৃত করিয়াছেন। সর্ব্বোত্তমতা হেতু—

এই চরম শ্লোক ভগবানের সমস্ত শ্রীবচনে উত্ত-মোত্তম আছে, এই কারণে শ্রীবেঙ্কটনাথের অভিপ্রায় এই যে—

"দুর্ব্বিজ্ঞানৈর্নিয়ম গহনৈর্দ্দূরবিশ্রান্তিদেশৈর্বালানর্হৈ
র্বহুভিরয়নৈঃ শোচতাং নঃ সুপন্থাঃ।
নিষ্প্রত্যূহং নিজপদমসৌ নেতুকামঃ স্বভূম্না
সৎপাথেয়ং কিমপি বিদধে সারথিঃ সর্ব্বনেতা।।"

দহরবিদ্যা, মধুবিদ্যা, সংবর্গবিদ্যা এবং উপ-কৌশলবিদ্যা প্রভৃতি মোক্ষমার্গ দুর্ব্বিজ্ঞেয়, নিয়মগহন এবং সুবিলম্বে মোক্ষপ্রদ হওয়ার দরুণ অজ্ঞান, অশক্ত, মোক্ষে অথবা কোনও কারণে অযোগ্য সর্ব্ব-সাধারণ মুমুক্ষুগণকে শোকাক্রান্ত দেখিয়া সর্ব্বান্ত-র্য্যামী সর্ব্বনেতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বসাধারণ অধিকারীর জন্য "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই গুহ্যতম বচনদ্বারা শরণাগতিরূপ গুহ্যতম মার্গের বিধান করিয়াছেন। প্রপত্তি (শরণাগতি) সর্ব্বদেশ, সর্ব্ব-কাল, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব অধিকারিগণের জন্য সুলভ। ইহাই শরণাগতিপরক চরমশ্লোকের বিশেষতা বা মহত্ত্বা।

চরম শ্লোকার্থ—

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুহ্যতম এবং হৃদ্য বচ-নের ব্যাখ্যা আপন আপন দৃষ্টিকোণে অনেক ভাষ্য-কারগণ ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। শ্রীপরাশর ভট্ট ইহার ব্যাখ্যা এইপ্রকার করিয়াছেন—

"মৎপ্রাপ্ত্যর্থতয়া ময়োক্তমখিলং সংত্যজ্য
ধর্ম্মং পুনর্ম্মামেকং
মদবাপ্তয়ে শরণমিত্যার্ত্তোঽবসায়ং কুরু।
ত্বামেবং ব্যবসায়যুক্তমখিল জ্ঞানাদিপূর্ণা হ্যহং
মৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকৈর্বিরহিতং কুর্য্যাৎ শুচং
সা কৃথাঃ।।"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে—আমার প্রাপ্তির (ভগবৎপ্রাপ্তির) জন্য আমি যে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, সকামভক্তিযোগ প্রভৃতি ধর্ম্মের উপায় গীতায় প্রতিপাদন করিয়াছি, সেই সমস্ত উপায়কে পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রাপ্তির জন্য কেবল অনন্যভক্তিপূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই শরণ গ্রহণ কর। এই নিশ্চয় করিয়া লও, এইপ্রকার নিশ্চয়যুক্ত সর্ব্বপ্রকার গুণে যুক্ত আমার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বিরোধী অবিদ্যা, কর্ম্মবাসনা, পাপবাসনা এবং মায়াসম্বন্ধ প্রভৃতি সমস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিব। তুমি পাপসমূহকে ভীষণতা এবং গুরুতাকে দেখিয়া শোক করিবে না। আমার অনন্য শরণাগত ব্যক্তি সদা-সর্ব্বদার জন্য নির্ভয় হইয়া যায়।

প্রপত্তি দেবগুহ্য—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই গুহ্যতম বাক্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রতিপাদিত প্রপত্তি দেবগণেরও গুহ্যতম। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে প্রপত্তিকে 'ন্যাস' 'তপ' অথবা 'আত্মযজ্ঞ'ও বলা হইয়াছে। ইহার গুহ্যতার 'শ্রেষ্ঠতা'র বর্ণন 'অহির্বুন্ধ্যসংহিতা'য় নিম্নলিখিতরূপে বলিয়াছেন—

"এতন্মহোপনিষদং দেবানাং গুহ্যমুত্তমম্।
অভীষ্টার্থপ্রদং সদ্যঃ সর্ব্বপাপপ্রনাশনম্॥
অবাচ্যমেতৎ সর্ব্বস্মৈ নাভক্তায় কদাচন।
ভক্তোঽসি মে স্থিরশ্চেতি বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া॥
যদ্যেন কামকামেন নাসাদ্যং সাধনান্তরৈঃ।
মুমুক্ষুণা যৎ সাংখ্যেন যোগেন ন চ ভক্তিতঃ॥
প্রাপ্যতে পরমং ধামং যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
তেন তেনাপ্যতে তত্তৎ ন্যাসেনৈব মহামুনে॥
পরমাত্মা চ তেনৈব সাধ্যতে পুরুষোত্তমঃ।"

অর্থাৎ এই ন্যাস শরণাগতি অথবা তপ (প্রপত্তি) মহোপনিষদ উৎকৃষ্ট রহস্য। বেদে গুহ্যার্থে উপনিষৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ন্যাসাখ্য, তপ, শরণাগতি দেবতাগণেরও গুহ্যাতিগুহ্য। এ আশু সমস্ত পাপসমূহ প্রনাশক এবং সকল অভীষ্টপ্রদাতা। অভক্ত লোক ইহার অন্য ব্যবহার না করে, অতএব তাহার রক্ষা করা আবশ্যক। কামনাযুক্ত মানবগণকে সাধনান্তরগুলিতে যে কামনার ফল প্রাপ্তি হয় না অথবা মুমুক্ষুগণকে জ্ঞান, যোগ এবং সকামভক্ত পুনরাবৃত্তিরহিত সে পরম ধাম—বৈকুণ্ঠ অথবা শ্রীনারায়ণের প্রাপ্তি হয় না ; সেইসব কামনাসমূহ তথা শ্রীনারায়ণের প্রাপ্তি কেবল শরণাগতিতেই হইয়া যায়।

ন্যাস ষড়ঙ্গ—বেদজ্ঞ বিদ্বানগণ ন্যাসাখ্য তপ (শরণাগতির) ছয়-অঙ্গ স্বীকার করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী মহাশয় শরণাগতির ছয়-অঙ্গের বিস্তারিতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। তদনুরূপ 'অহির্বুন্ধ্যসংহিতা'য়ও দেখা যায়—

"ষোঢ়া হি বেদবিদুষো বদন্ত্যেনং মহামুনে।
আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্॥
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥
উপায়ে গৃহরক্ষিত্রোঃ শব্দঃ শরণমিত্যয়ম্।
বর্ত্ততে সাম্প্রতং চৈষ উপায়ার্থৈক বাচকঃ॥"

(১) আনুকূল্যস্য-সংকল্পঃ—ভগবদাজ্ঞা শাস্ত্রবাণী ভক্তির অনুকূল কার্য্যের স্বীকার বা পালনের দৃঢ় সঙ্কল্প।

(২) প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্—ভগবদাজ্ঞা শাস্ত্রবাণীর বা ভক্তির প্রতিকূল কার্য্যসমূহকে বর্জ্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

(৩) রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ—শরণাগতের ভগবান্ রক্ষক অর্থাৎ শরণাগতি ব্যক্তিকে ভগবান্‌ই রক্ষা করেন, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন।

(৪) গোপ্তৃত্ব-বরণ—ভগবান্‌কে গোপ্তা (রক্ষক) রূপে স্বীকার করা বা ভগবান্‌কে পালক বলিয়া বরণ করা।

(৫) কার্পণ্য—ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য ভগবৎকৃপা-বিনা অন্য কোন সাধন নাই ; এই দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত ভগবৎকৃপা লাভের জন্য দীনতাভাব পালন। তৎ কৃপাপেক্ষা।

(৬) আত্মনিক্ষেপ—করুণাময় ভগবানের শ্রীচরণে নিজকে রক্ষার ভার সমর্পণ করা অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ভগবৎ শরণাগতি।

'শরণাগতি'রূপ সমস্ত পদে বিদ্যমান শরণ শব্দ—উপায়, গৃহ এবং রক্ষক প্রভৃতি বহ্বার্থকবাচক। ন্যাস-প্রকরণে ইহা কেবল 'উপায়'রূপে অর্থেরই বাচক হইয়াছে।

প্রপত্তির স্বরূপ—'অহির্বুন্ধ্য'র মতে 'ন্যাস' (প্রপত্তির) স্বরূপ (লক্ষণ) এইপ্রকার নির্ণয় করিয়াছেন—

অহমস্ম্যপরাধানামালয়োঽকিঞ্চনোঽগতিঃ।
ত্বমেবোপায়ভূতো মে ভবেতি প্রার্থনামতিঃ॥
শরণাগতিরিত্যুক্তা সা দেবেঽস্মিন্ প্রযুজ্যতাম্॥

হে ভগবান্! আমি অপরাধের আলয়, অকিঞ্চন অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য যৎকিঞ্চিতও সাধন নাই। আমার কোন গতি নাই; তজ্জন্য হে ভগবান্! আপনার প্রাপ্তির জন্য আপনিই একমাত্র উপায় অর্থাৎ আপনাকে প্রাপ্তির জন্য আপনারই অহৈতুকী কৃপা। এই প্রার্থনারূপ বুদ্ধিই (ন্যাস) শরণাগতি।

শরণাগতির কর্ত্তব্যান্তরাভাব—সম্যক্ প্রকারে শরণাগতি (ন্যাস) করিলে প্রপন্নের প্রতিবন্ধক সমস্ত অবিদ্যারাশীকে নষ্ট করিয়া দেয়। আত্মসমর্পণ করিলে পর প্রপন্নের জন্য দ্বিতীয় কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এই যে, সমস্ত তপ, সর্ব্বতীর্থ, সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞ, সম্যকরূপ দান, সমস্ত শুভকর্ম্মসমূহ শরণাগতির অন্তর্গত হইয়া যায় এইমাত্র নয়।

"যানি নিঃশ্রেয়সার্থানি চোদিতানি তপাংসি বৈ।
তেষাং তু তপসাং ন্যাসমতিরিক্তং তপঃ শ্রুতম্॥"

অর্থাৎ যতপ্রকারই কল্যাণকর সাধন বলা হইয়াছে তাহার মধ্যে (ন্যাস) 'শরণাগতি' সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ। যে যজ্ঞে সমিধা আদির উপযোগ হইয়াছে তদপেক্ষা শরণাগতি সাধনে যাহাতে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছে, সেইই 'স্বধার' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের কর্ত্তা।

'প্র' 'পত'+ক্তিন্ প্রত্যয় করিয়া 'প্রপত্তি' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ সম্যকভাবে আত্মনিবেদন বা সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অনন্য শরণাগতি।

অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় ৯।৩২-৩৪ শ্লোকদ্বয়ে যে শরণাগতির বিষয় বলিয়াছেন তাহা গুহ্যতম রহস্য। ১৮।৬৪ শ্লোকে সর্ব্বগুহ্যতম বচন বলিবার জন্য প্রস্তাবনা করিয়া ৬৫-৬৬ শ্লোকদ্বয়ে শরণাগতিরই প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮।৬১-৬২ শ্লোকদ্বয়ে শরণাগতিরই কথন, তাহা 'গুহ্যতর' এই বাক্য ১৮।৬৩ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, কেননা ইদং বুদ্ধিতে 'তম্' শব্দ বলিয়া নিরাকার পরমাত্মা বাসুদেবের শরণ গ্রহণ করার বাক্য বলিয়াছেন। কিন্তু ১৮।৬৫-৬৬ শ্লোকদ্বয়ে অহং বুদ্ধিতে 'মাম্' বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজের সমগ্র সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিগ্রহের শরণ গ্রহণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রে যেখানে যেভাবে বলিয়াছেন, ভগবান্ও ঐপ্রকারই বলিয়াছেন। আমার ধ্যান কর, আমার পূজা কর, আমায় নমস্কার কর, আমার শরণ গ্রহণ কর ইত্যাদি এইসব ভগবানের গুহ্যতম বচন, সর্ব্বগুহ্যতম পরমগোপনীয়, অত্যন্ত রহস্যময়, কেননা এই প্রকারের বাণী সেখানে ভগবান্ নিজের পরম প্রেমী অন্তরঙ্গ ভক্তকেই বলিয়াছেন। অতএব ভগবদ্বচনের গূঢ় রহস্য জানিবেন। যে মনুষ্য ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করিয়া ভগবদ্বাণীর তত্ত্ব-রহস্যকে জানেন তিনি ভগবানের অতিশয় প্রেমী হইয়া ভগবানেরই অনন্যশরণই গ্রহণ করেন; তাঁহার শীঘ্র ভগবানের প্রাপ্তি হইয়া যায়।

এইজন্য আমাদের শিরোদ্ধৃত বাক্যগুলির তত্ত্বরহস্য ভালভাবে জানিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য ব্যক্ত করার পূর্ব্বে নিজপ্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে সাবধানবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন,—মদ্গতচিত্ত হইলে আমার অশেষ কৃপায় সমস্ত বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইবে, আর যদি অহঙ্কারবশতঃ তুমি আমার বাণী না শুন তাহা হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের পারমার্থিক সাধনায় নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন আসিয়া সাধনের বিপদ ঘটায় এবং ভগবৎপ্রাপ্তিতে অন্তরায়ের সম্ভাবনা থাকে। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বাক্যানুসারে সাধনে যত্নবান হইলে আমি অহৈতুকী কৃপা করিয়া তাঁহার সাধনার সমস্ত বাধাবিঘ্নও বিদূরিত করিয়া যাহাতে সাধনার দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে তাহারও সাহায্য করিয়া থাকি।

"অথচেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া প্রীতির

সহিত প্রিয়তম অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, আমি যে বাক্য বলিতেছি তাহা না শুনিয়া না গ্রহণ করিয়া আমিও অনেক জানি, অনেক বুঝি, অনেক কিছু করিতে পারি ইত্যাদি ভাব লইয়া তুমি অহঙ্কারবশতঃ আমার বাক্য না শ্রবণ কর বা না চল তাহা হইলে তোমার বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। "বিনঙ্ক্ষ্যসি" এইপ্রকার সাবধানবাণী প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বগুহ্যতম কথা বলিয়া পরে বলিলেন যে, আমার কথিত অত্যন্ত গুহ্য অতি গোপনীয় কথা, অনধিকারীদের নিকট এই গুহ্যতম কথা বলিবে না বলিয়া নিষেধবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন। এই অতিগোপনীয় বাক্য অতপস্বীকে বলিবে না, অভক্তকে কদাপিও বলিবে না; যে ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে তাহাকেও বলিবে না এবং যে ব্যক্তি ভক্তিরহিত, যাহার আমার প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস নাই তাহাকেও এই সর্ব্বগুহ্যতম কথা বলিবে না; "নাভক্তায় কদাচন"। কারণ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং ভক্তি না থাকায় তাহারা এই কথার বিপরীত ধারণা হইতে পারে যে, ভগবান্ আত্মশ্লাঘাসম্পন্ন, স্বার্থপর এবং অন্যকে নিজবশে আনিতে চান। যিনি অপরকে নিজনির্দ্দেশে পরিচালিত করিতে চান, তিনি অন্যের কি মঙ্গল বিধান করিবেন? তাঁহার শরণাগত হইয়া কি লাভ হইবে? ইত্যাদি। এইরূপ বিপরীত উল্টো চিন্তা করিয়া নিজের ও অপরের অমঙ্গল সাধন করিয়া পতন ঘটায়, তাহা এইরূপ অভক্তকে কখনও বলিবে না।

(ক্রমশঃ)
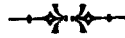
আসামপ্রদেশস্থ তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গুয়াহাটী ও সরভোগ মঠে বার্ষিক-উৎসব

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আসাম প্রদেশের ৪টি শাখামঠের তেজপুরে (৬ মাঘ, ১৪০৫; ২০ জানুয়ারী, ১৯৯৯ বুধবার হইতে ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত), গোয়ালপাড়ায় (১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী সোমবার হইতে ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত), গুয়াহাটীতে (১৪ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৬মাঘ, ৩০জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত,), সরভোগে (২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত) বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ১৮ জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা হইতে অন্তর্দেশীয় বিমানে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া বেলা ১১-৩০টায় গুয়াহাটী বিমান বন্দরে আসিয়া অবতরণ করেন। গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, পূজারী শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীভূতভাবন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও শ্রীপ্রভাত দাস প্রভৃতি গৃহস্থ বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকিয়া পূজ্যপাদ মহারাজগণকে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ একটি মারুতি ভ্যান ও একটি মিনিবাস যোগে বিমানবন্দর হইতে গুয়াহাটীস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বেলা ১২-৪৫ মিঃ-এ লইয়া আসেন। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল চক্রবর্তী (যশড়া) ও শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী (শ্রীসতীশ ঘোষ, তিনসুকিয়া) প্রভৃতি ১৮ জানুয়ারী কামরূপ এক্সপ্রেসে কলিকাতা হাওড়া হইতে রওনা

হইয়া পরদিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটী মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী (গুয়াহাটী), শ্রীবলরাম দাস (যশড়া), শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (গুয়াহাটী), শ্রীজগদীশ দাস (আগরতলা) ও শ্রীউত্তম পাল (আগরতলা) প্রভৃতি নয় মূর্ত্তিসহ গুয়াহাটী হইতে ১৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ১০-২০ মিঃ-এ বাসযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ২-৪৫ মিঃ-এ তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী আদি কলিকাতা হইতে আগত ৭ মূর্ত্তি ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ (পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত) ২০ জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্নে গুয়াহাটী হইতে তেজপুর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। নিউদিল্লী হইতে শ্রীভূধারী দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীসনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (পূজারী), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, সরভোগ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীঅধোক্ষজ দাস ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন) প্রভৃতি বিভিন্ন দিনে আসিয়া উপস্থিত হন।

তেজপুরস্থ শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সংকীর্ত্তন ভবনে দিবসদ্বয় অপরাহ্নে ও ২২ জানুয়ারী রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ধর্ম্মসভার ভাষণ প্রদান করেন তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ৮ মাঘ, ২২ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাব তিথি-বাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধানয়নমোহন জীউর পূজা ও মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ আরতি, অপরাহ্নে সুরম্য রথারোহনে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। রথাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

১৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রিতে তেজপুর এল-বি-রোডস্থ শ্রীরাধু সরকারের গৃহে সদলবলে উপস্থিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (শ্রীপুলক সরকার), পূজারী শ্রীভুবনমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীরাধারমণ দাস, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবনওয়ারী লাল টিব্রেওয়াল, শ্রীঈশ্বর প্রসাদ চৌধরী, শ্রীনকুল চন্দ্র পাল, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা, শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীস্বপন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীবৃষভাণু ব্রহ্মচারী আদি কলিকাতা হইতে আগত ব্রহ্মচারিগণ, শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী, ডাক্তার দেবকীনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ তেজপুর মঠ হইতে ২৩ জানুয়ারী শনিবার প্রাতে বাসযোগে রওনা হইয়া গুয়াহাটী মঠে আসিয়া প্রসাদ সেবনান্তে পুনঃ গুয়াহাটী হইতে অন্য বাসযোগে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় গোয়ালপাড়া মঠে অগ্রিম আসিয়া উপনীত হন বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য। পরদিন ২৪ জানুয়ারী রবিবার মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাব তিথিতে

শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীউদ্ধারণ দাস (শ্রীউত্তম পাল) সমভিব্যাহারে তেজপুর মঠ হইতে বাসযোগে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় রওনা হইয়া বেলা ১টায় গুয়াহাটী মঠে পৌঁছেন। মঠে প্রসাদ সেবনানন্তর অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় একটি রিজার্ভ টাটা সোমো গাড়ীতে গুয়াহাটী মঠ হইতে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৫-৩০টায় গোয়ালপাড়াস্থ শাখামঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীউদ্ধারণ দাস গুয়াহাটী মঠে থাকিয়া যায়।

১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী সোমবার হইতে ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্তনভবনে দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ডঃ সুরেন্দ্র নাথ শর্ম্মা—অধ্যক্ষ গোয়ালপাড়া মহাবিদ্যালয়, শ্রীঅযোধ্যারাম দাস—অধ্যক্ষ হাবরাঘাট মহাবিদ্যালয়, কৃষ্ণাই, শ্রীদেবেন্দ্রপতি গোস্বামী—অধ্যাপক বি-টি কলেজ, গোয়ালপাড়া এবং প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ, এড্ভোকেট, বাপুজীনগর, গোয়ালপাড়া, শ্রীযুত হেমচন্দ্র ভরালী—জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিষয়, গোয়ালপাড়া ও শ্রীহরেশ্বর সূত্রধর—প্রাক্তন অধ্যক্ষ আগিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'হিংসার পথে শান্তি নাই', 'শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিতে সদ্গুরুর কৃপা অত্যাবশ্যক' ও 'ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনাম সংকীর্তন'। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিগণের এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তব্য বিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী ও শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী বাংলা, অসমীয়া ও রাভা ভাষায়।

১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী সোমবার ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা সভাপতির অভিভাষণে বলেন—সভাপতিরূপে আমাকে কিছু বলতে হবে। এখন রাত এগারটা বাজে। পাঁচ মিনিট মাত্র বলবো স্বামীজিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে জ্ঞান আছে আমার এক লাখের মধ্যে একটাও নাই। জন্তু-জানোয়ারকে হত্যা করে হিংসা করছি। মিনিমাম অহিংসা—অল্প হিংসা করা। আমার যদি মাংস খাওয়ার ইচ্ছা হয় ছাগল মারবো, মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হয় মাছ মারবো। হিংসার দ্বারা কোনও প্রকারে শান্তি পেতে পারি না। মৃত্যুদণ্ড পৃথিবীর সমস্ত দেশে আছে, মনুষ্যকে হত্যা করলে। উগ্রবাদীর নাম করে হত্যা করছে। উগ্রবাদী নাম করে হিংসা করছে। আমরা অহিংস সকলে বাঁচবো কি? শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে উপদেশ দিলেন অর্জ্জুনকে যে বাকী কিছু লোকের শান্তি দিতে পারবে শ্রীমদ্ভগবদগীতার উপদেশ আমাদের বিশেষভাবে অনুশীলনীয়।'

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র নাথ, এডভোকেট মহোদয় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'মঠের কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞ। ধর্ম্মবিষয়ে চিন্তা-চর্চ্চা তদ্রূপ নাই। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এখানে আছেন। অন্তর্ত্যাগী, বহিৰ্ত্যাগী। আমার মত ব্যক্তির বক্তৃতা করার সমর্থ নাই। ভুল ভ্রান্তি হবে। ক্ষমা করিবেন। আজ দেরী হইল। ধর্ম্মসভায় ইতিমধ্যে বিজ্ঞ মহাপুরুষ, গুরুস্থ ব্যক্তিগণ সার কথা বলেছেন। তত্বকথা তারা বলতে পারেন। আমি সংক্ষেপে বলবো। বিস্তৃতভাবে বললে আপনারা তিক্ত হবেন। যত সংক্ষেপে পারি বলবো। ৮০ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্য জন্ম। সমস্ত জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান অজ্ঞান, নিত্য অনিত্য, সৎ অসৎ, ভাল খারাপ চিন্তা করতে পারি। অন্তঃকরণ পাপে মলিন। যারা ভগবানের পরমভক্ত তারা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় কিছু আছেন। বাকী ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত স্বার্থের জন্য কর্ম্ম করি। নিজ স্বার্থের জন্য হিংসার আশ্রয় লইতে বাধ্য। জীব হত্যা মহাপাপ। আমিষ নিরামিষ আহার দ্বারা জীব হত্যা করি। গাছের প্রাণ আছে ইহা বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বোস প্রমাণ করে দেখাইয়াছেন। অতএব শাকসবিজ, চাল ডাল আহারের দ্বারাও প্রাণী হিংসা হয়। জীবন ধারণের জন্য আহারের প্রয়োজন। যিনি নিজের জন্য পাক করেন, তিনি পাপ ভক্ষণ করেন। যিনি

শাস্ত্রবিহিত ভাবে ভগবানে অর্পণ করতঃ ভগবৎ প্রসাদ সেবা করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন।

'যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥'
—গীতা ৩'১৩

ভগবানে অর্পণ কি প্রকারে হয় সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে তাহা জান্‌তে পারি। অর্পণ না হলে অহঙ্কার হয়। শান্তির পথে অহিংসা। গুরুকৃপায় তত্ত্বকথা জানা ভগবানে আত্ম সমর্পণ। সদগুরুর মাধ্যমে সেই তত্ত্বকথা বুঝে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিতে হইবে। হিংসার উৎপত্তি স্বার্থপরতা। হিংস্র জানোয়ার নিজের আহারের জন্য হিংসা করে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। মানুষ নিজ ভোগ ও স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যাঘাত হলে হিংসা করে। হিংসার দ্বারা হিংসা বাড়বে, অশান্তি বাড়বে। ভাগবত, পুরাণে উদাহরণ আছে। হিরণ্যকশিপু নিজপুত্র প্রহলাদের উপর হিংসা করে নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিল। রিপুগণকে দমন করতে হবে। ধ্রুবকে মায়ের উপদেশ—বৎস ধ্রুব! তোমার দুঃখের জন্য অপরকে দোষারোপ করিও না। জীব সেই দুঃখ পায় যাহা সে অপরকে দেয়। অতএব হিংসার পথে শান্তি পাওয়া যায় না। হিংসা করিলে হিংসিত হইতে হইবে।

১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুত হেমচন্দ্র ভরালী মহোদয় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'নৈমিষারণ্য-স্বরূপ গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ। আজির বক্তব্য বিষয়—শ্রীমঠের আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজ, এখানকার মহারাজগণের জ্ঞানের সীমা আমরা করতে পারি না। দর্শনের দিকে যাবার প্রয়োজন নাই। ভাগবত একাদশ স্কন্ধে নিমি-নব-যোগেন্দ্র সংবাদে সদ্গুরু গ্রহণের অত্যাবশ্যকতা বলিলেন। ভগবৎপ্রেম লাভ—সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া কখনও হইবে না। ধ্রুবের চরিত্র—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতি পুত্র ধ্রুবকে পরামর্শ দিলেন ভগবানের উপাসনা কর। মাতৃদেবীর কথা শুনে ধ্রুব অরণ্যে গেলেন। দেবর্ষি নারদের দর্শন পেলেন। তিনি ভগবৎপ্রাপ্তির মন্ত্র দিলেন। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সাধনের দ্বারা ধ্রুব ভগবান্‌কে পেলেন। পরে ধ্রুব রাজা হলেন। ছত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করার পর তিনি ভগবদ্ধামে (ধ্রুবলোকে) গেলেন। ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ধ্রুব চরিত্র আলোচনায় জানা যায় সদ্গুরু ছাড়া ভগবানকে পাওয়া যায় না। সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ হইতে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। ভাগবত সপ্তম স্কন্ধে প্রহলাদ চরিত্র অনুশীলনে জানতে পারি তিনি দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেখানে ভগবানের উপাসনা হয় না। মাতৃগর্ভে প্রহলাদ দেবর্ষি নারদের নিকট ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দৈত্যকুলে জন্ম হইলেও সদ্-গুরুর কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যায়, এই শিক্ষাই পাই। সংসারে সুখ দুঃখ সর্ব্বদাই থাকবে। চন্দন গাছ কখনও পাওয়া যায়। অনেক মানুষ আছেন কিন্তু সদ্গুরু সুদুর্লভ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শিক্ষা দিলেন শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিলে ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। এতৎপ্রসঙ্গে তিনে ভাগবত হইতে মহারাজ চিত্রকেতুর উপাখ্যান বর্ণন প্রসঙ্গে অঙ্গিরা ঋষি ও দেবর্ষি নারদের কৃপায় পুত্রশোকে ভুলিয়া ভগবজ্জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলেন।'

১১ মাঘ, ২৫ জানুয়ারী সোমবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধা-দামোদর জীউ সুরম্য রথারোহণে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী বুধবার শ্রীল রামানুজা-চার্য্যের তিরোভাব তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গ রাধাদামোদর জীউর পূর্ব্বাহ্নে পূজা, মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ আরাত্রিক ও মহোৎ-সব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসবে সহস্রাধিক নর-নারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার আসাম বঙ্গ

থাকার জন্য রথযাত্রা অনুষ্ঠান ২৫ জানুয়ারী করা হয়। মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠ-বাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে লইয়া গোয়ালটুলীস্থিত মঠের অতিথিভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা-মৃত পরিবেশন করেন ও সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। তথায় সমাগত ভক্তসকলকে মঠ হইতে আনীত খেচুরান্ন-পুরী-আলুরদম প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন অবধূত মহারাজ, পূজারী শ্রীদীন-তারণ দাস, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীপীতাম্বর দাস, শ্রীরবি দাস, শ্রীবিশ্বরূপ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী শ্রীকিরণ প্রভু, শ্রীরতন সাহা, শ্রীলব কুমার দাসাধি-কারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গুয়াহাটী :—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্ম-চারী আদি কলিকাতা হইতে আগত মঠবাসী, শ্রী-চন্দ্র দাসাধিকারী আদি তেজপুর হইতে আগত ও ভক্তগণ প্রায় ২৫-২৬ মূর্ত্তি একটি রিভার্ভ বাসে গোয়ালপাড়া মঠ হইতে ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার জয়া একাদশী শ্রীবরাহ দ্বাদশী তিথিতে গুয়াহাটী মঠে অগ্রিম আসেন বার্ষিক উৎসব ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য।

পরদিন ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীমদ্ভক্তি নিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী (যশড়া), শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীভূতভাবন দাস প্রভৃতি ৭ মূর্ত্তিসহ গোয়াল-পাড়া মঠ হইতে প্রাতঃ ৬-২৪ মিঃ-এ পূর্ব্বের টাটা সোমো গাড়ীতে রওনা হইয়া পথিমধ্যে ডোবাপাড়া-স্থিত শ্রীপ্রভুপদ দাসাধিকারীর নবনির্ম্মিত অসম্পূর্ণ গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ ঘটিকায় গুয়াহাটী মঠে আসিয়া উপনীত হন।

১৪ মাঘ ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। সভায় বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'মঠ মন্দিরের উপ-যোগিতা', 'সংসার দুঃখ ও তৎপ্রতিকার', 'ঈশ্বর ও জন্মান্তর বিশ্বাসের উপযোগিতা'। ধর্ম্মসভার ১ম দিবসে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবি-ক্রম মহারাজের সভাপতিত্বে সভা পরিচালিত হয়। ২য় ও ৩য় দিবসের অধিবেশনে শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সভাপতিরূপে সভা পরিচালনা করেন। পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ-দ্বয়ের অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তব্য বিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-নিকেতন তুর্য্যাশ্রমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভাব মহাবীর মহারাজ ও গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ।

১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধানয়নানন্দজীউর শুভ প্রকট বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে পূজা, মহাভিষেক, মধ্যাহ্নে ভোগরাগ আরা-ত্রিক ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ রাজধানি সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শোভাযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারি, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

এ বৎসর দশমী তিথি বিদ্ধা থাকায় বরাহ-দ্বাদশীতে জয়া একাদশীর উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ হওয়ায় পরম করুণাময় নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব উপবাস না করাইয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে এমনটি হইয়াছে কিনা জানা নাই। এমনকি এ বৎসর মর্য্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীরামনবমী শুভাবির্ভাব

তিথিতে ও উপবাস বিধান করেন নাই সকলকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করিবেন বলিয়া। পরদিবস ৩০ জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গুয়াহাটী মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রঞ্জন যাচক মহারাজ, পূজারী শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীভূত-ভাবন দাস, শ্রীমদনমোহন দাস, শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপার্থ-সারথি ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপবনপুত্র-দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীধীরললিত দাসাধিকারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী রবিবার পূর্ণিমাবাসরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শুভাবির্ভাব তিথিতে ছত্রি-বাড়ীস্থ স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদারের গৃহে মধ্যাহ্নে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পিতৃদেবের আদর্শানুসারে তাঁহার কন্যাগণ শ্রীমতী স্নিগ্ধা হালদার, শ্রীমতী স্বপ্না হালদার ও শ্রীমতী শুভ্রু হালদার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা বৈষ্ণবগণকে ও ভক্তগণ-কে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজগণকে বস্ত্রাদি দ্বারাও আপ্যায়িত করিয়াছেন।

১৮ মাঘ, ১ ফেব্রুয়ারী সোমবার রাত্রিতে ভাস্কর-নগরস্থ শ্রীউত্তম ঘোষের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্তগণ সমভি-ব্যাহারে উপস্থিত হইয়া শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মঠের সাধুগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গুয়াহাটী-জ্যোতিনগরস্থ মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীপূর্ণা-নন্দ গগৈর প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মঠের ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক মহা-জন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সাধু ও ভক্তগণকে ফলমূল ও মিষ্ট দ্রব্যাদির দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

তেজপুর, গোয়ালপাড়া ও গুয়াহাটী মঠের অধি-ষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেকাদি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের মূল পৌরো-হিত্যে শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও তত্তৎ মঠের পূজারী-গণের সহায়তায় সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়। তিনটী মঠের রথসজ্জায় নিযুক্ত ছিলেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণু দাস ও শ্রীকিরণ দাসাধিকারী প্রভৃতি।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (চক্‌চকাবাজার) :— শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীযদু-নন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহা-রাজ, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাস (যশড়া), শ্রীবলরাম দাস (যশড়া) শ্রীথানেশ্বর দাসাধিকারী, ডাক্তার দেবকীনন্দন দাসাধিকারী, শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠ-বাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ গুয়াহাটী মঠ হইতে ১ ফেব্রু-য়ারী সোমবার বাসযোগে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উৎসবের সহায়তার জন্য অগ্রিম আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী ও শ্রীভূতভাবন দাস ৭ মূর্ত্তিসহ ৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার গুয়াহাটী মঠ হইতে প্রাতঃ ৬-০৫ মিঃ-এ টাটা সোমো রিজার্ভ গাড়ীতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৮-৫৫ মিঃ-এ সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ১২৫-বর্ষ পূর্ত্তি শুভাবির্ভাবতিথিতে 'শ্রীব্যাসপূজা' মহোৎসব উপলক্ষ্যে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হই-য়াছে। আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহুশত ভক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত সভাপতিরূপে বৃত হন শ্রীযুত

হীরেন মজুমদার, অধ্যাপক বরনগর কলেজ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তৃতীয় অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক, বরপেটা রোড। সভার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'নগর সংকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা', 'ভক্তাধীন ভগবান' ও 'বিশ্বশান্তিতে শ্রীল প্রভুপাদের ভূমিকা'। সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ বক্তব্য বিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীকিশোরী মোহন দাসাধিকারী ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী।

২১ মাঘ, ৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিশাল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া প্রসিদ্ধ গোরখির গোঁসাই ঘর, সরভোগ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা ও দক্ষিণ-গণক গুড়ির ভিতর দিয়া বেলা ১২-০০টায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপশ্চাৎ শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস, শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধিমন্দিরে ও শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুসজ্জিত সিংহাসনস্থিত আলেখ্যার্চ্চার শ্রীগুরুপূজা-শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ও শ্রীশ্রীকান্ত বনচারীর সহায়তায় ষোড়শোপচারে পূজাবিধান ও আরতিসেবা সম্পাদিত হয়। তৎপরে বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। শ্রীব্যাসপূজা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মহিমাত্মক মহাজন পদাবলী, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধর জীউর ভোগরাগান্তে সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে সরভোগ মঠের নিষ্ঠাবান্, নিষ্কপট ও সাহায্যকারী স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীপ্রিয়মাধব দাসাধিকারীর প্রীতির জন্য ও পরিবারবর্গের সান্ত্বনার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন এবং সকলে জলযোগও গ্রহণ করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস, পূজারীদ্বয়—শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান দাস, শ্রীসঞ্জীব দাস, শ্রীঅম্বরীশ দাস, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীকিশোরীমোহন দাসাধিকারী, শ্রীরাধাকান্ত দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠস্থ ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

উৎসবশেষে অগ্রিম আগত বৈষ্ণবগণ ৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার বাসযোগে এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ৬ মূর্ত্তিসহ ৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার টাটা সোমো গাড়ীতে সরভোগ হইতে গুয়াহাটী যাত্রা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি (৩) কল্যাণকল্পতরু (৪) গীতাবলী (৫) গীতমালা (৬) জৈবধর্ম্ম

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,

(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,

(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত

(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ

(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ

(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত

(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্

(৪০) শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকা

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-৩৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৪০৬
৪ শ্রীধর, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, রবিবার, ১ আগষ্ট ১৯৯৯ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

গৃহপ্রবেশ

পরমহংসকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই গৃহান্ধকূপে পতিত হওয়ার যোগ্যতা বিনষ্ট হয়, আর সেই মুক্তকুলের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ফলেই পারমার্থিক গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা লাভ হয়। যাঁহারা অনুক্ষণ অভিন্ন-বিচারে শ্রীমদ্ভক্তভাগবত ও শ্রীমদ্গ্রন্থ-ভাগবত আলোচনা না করেন, তাঁহারা কখনই গৃহে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। যাঁহারা ভাগবতের কৃপায় অনুক্ষণ সঞ্জীবিত না থাকেন, তাঁহারা শ্রীগৌর-সুন্দরের নিম্নোদ্ধৃত দুইটি কথার অর্থই বুঝিতে পারেন না, দুইটী কথা পারমার্থিক জীবনের ধ্রুবতারা—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ।।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ।।

গৃহে প্রবেশ করা বৈষ্ণবমাত্রেরই কর্ত্তব্য, কারণ তাহাতে সুষ্ঠু হরিভজন হয় ; গৃহব্রতধর্ম্মে তাহা হয় না। কৃষ্ণসেবা করিব' সঙ্কল্প করিয়া গৃহে প্রবেশ করাই শ্রেয়ঃ, ফল্গু মর্কটবৈরাগ্য অপেক্ষা তাহা অতুলিত-গুণে শ্রেষ্ঠ। ফল্গুবৈরাগ্য আদৌ শ্রেয়ঃ-সাধক নহে। হরিভজনের অনুকূল সংসার হইলে সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমই গ্রহণীয় ; আর যদি প্রতিকূল সংসার হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহান্ধকূপ পরিত্যাজ্য। ফল্গুবৈরাগ্যের Gymnastic feat (ব্যায়াম কৌশল) দেখাইবার জন্য যদি গৃহের প্রতি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ গৃহপরিত্যাগ কখনই শ্রেয়ঃ নহে। ঐরূপ অপক্ক বৈরাগী দুই দিন পরেই পতিত হইয়া যায়। পারমার্থিকের গৃহপ্রবেশ ও মঠ-প্রবেশে কোন ভেদ নাই ; কিন্তু গৃহব্রতের গৃহ-প্রবেশ ও কৃষ্ণব্রতের গৃহ-প্রবে-

শের সহিত যেন মুড়িমিশ্রি এক করিয়া ফেলা না হয়। গৃহব্রতসম্প্রদায় একথা বুঝিতে পারে না। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গক্রমে গৃহব্রতধর্ম্ম সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা কেবল বহির্জ্জগতের নীতি অবলম্বন করিয়া গৃহে প্রবেশ করে, তাহারা গৃহব্রত-ধর্ম্মেই অধিকতর নিবিষ্ট হয়। ভগবদ্ভক্তের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ যেরূপ প্রয়োজন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের গৃহস্থাশ্রমগ্রহণ এবং গৃহপ্রবেশও পরম প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের গৃহপ্রবেশই বাঞ্ছনীয়, অভক্তের গৃহপ্রবেশ কর্ত্তব্য নহে। ভগবদ্ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলে জানিতে হইবে, তিনি মঠপ্রবেশই করিয়াছেন। অনুক্ষণ অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন করিবার জন্যই গৃহপ্রবেশ করিতে হইবে। অত্যাচার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য —ইহা হইতে পারমার্থিক গৃহস্থ সর্ব্বদা দূরে থাকেন। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পালন; অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ, স্ত্রৈণভারাবলম্বন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণের অভক্তের দুঃসঙ্গত্যাগ, পৃথু অম্বরীষাদি সাধু আচরিত মহাজনগণের সদাচারানুষ্ঠান, লৌকিকী বৈদিকী যাবতীয় ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূলভাবে অনুষ্ঠান, বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ ধারণ করা পারমার্থিক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। শ্রীউপদেশামৃতের এই সকল উপদেশে উদাসীন থাকিলে গৃহপ্রবিষ্ট পুরুষ পশু প্রকৃতিতে উপনীত হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত এবং গৃহব্রত-ধর্ম্মে অত্যধিক আসক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং 'গৃহব্রতধর্ম্ম' বা ফল্গুবৈরাগ্য গ্রহণ না করিয়া হরিভজনের জন্য পারমার্থিক গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিব, কৃষ্ণের প্রহরীরূপে কৃষ্ণভজনের অনুকূল শুক্লবিত্ত সঞ্চয় করিব—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া পারমার্থিকগণ গৃহে প্রবিষ্ট হ'ন। দুর্নৈতিক হইলে হরিভজন হয় না, বা কেবল নীতির দ্বারাও হরিভজন হয় না। পাপকার্য্য সংগ্রহ করিলে ত' হরিভজন হইবেই না, পুণ্যসংগ্রহেচ্ছা থাকিলেও হরিভজন হইবে না। পুণ্যকে শেষ সীমা মনে করিয়া যে-সকল ব্যক্তি ভোগী ও কর্ম্মবীর হইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করে, তাহাদের সেই দুর্ব্বুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ঐকান্তিক হরিভজনের জন্য গৃহস্থধর্ম্ম যাজন করিতে হইবে। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য প্রয়াস করিলে ভোগী গৃহব্রত হইয়া পড়িতে হইবে; কিন্তু কৃষ্ণসেবার জন্য নিখিল প্রয়াস করিলে মঙ্গল হইবে। নিয়মাগ্রহ বা নিয়ম-আগ্রহ থাকিলে গৃহব্রত হইয়া যাইতে হইবে। অনেকে মনে করিতে পারেন, গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘর-দরজা দিয়া মালা জপ (?) করিলেই ত' মঙ্গল হইবে, আমরা পারমার্থিক গৃহস্থ বলিয়া প্রচারিত হইতে পারিব; কিন্তু কয়েকদিন এইরূপ মালা নিতে নিতেই কুবিষয়ান্ধকূপে পতিত হইতে হইবে। পরমহংসকুলের শ্রীমুখ হইতে শ্রুত কথার যদি অনুকীর্ত্তন না করি, তদনুরূপ জীবন গঠিত না করি, তাহা হইলে গৃহব্রত ধর্ম্মে পতিত হইয়া যাইতেই হইবে।

যাঁহারা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণভজন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সুযোগ প্রদানের জন্য গৃহস্থ ভক্ত অনুক্ষণ চেষ্টা করিবেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বর্ত্তমানে যে-কার্য্য করিতেছেন—নিখিল মানবজাতির যাহাতে হরিভজন হয়, তজ্জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন—বহু বহু গ্যালন রক্ত খরচ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সেবা-কার্য্যের সুযোগ প্রদানে যিনি যতটা ঔদাসীন্য থাকিবেন, তিনি ততটা গৃহব্রতধর্ম্মে প্রবিষ্ট আছেন, জানিতে হইবে; আর যাঁহারা পারমার্থিক গৃহস্থ, তাঁহারা নিজের স্ত্রী-পুত্রের জন্য যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর পরিমাণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্রাদি ভগবদ্ভজন করিতেছেন জানিলে তাহাদের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়া সাপ পোষণ করেন না, তাহাদের সঙ্গ প্রতিকূল জানিয়া তফাৎ হইয়া যান। পারমার্থিক গৃহস্থগণ বিষয়-সুখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাঁহারা ২৪ ঘণ্টা হরিসেবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট—সর্ব্বক্ষণ রকমে রকমে হরিসেবা করিতেছেন। গৃহস্থ ভক্তগণ পারমার্থিক নীতিকেই বহুমানন করেন, লৌকিকী নীতির প্রতি তাঁহাদের দ্বেষ বা রাগ নাই। সমস্ত নীতিই তাঁহাদের সেবাময়ী বুদ্ধিতে পারমার্থিকী নীতিতে পর্য্যবসিত হয়।

তোগুারডিপ্‌পড়ি আলোয়ার কাল্লুর-বংশে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিভক্তি প্রচার করিতে করিতেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তিনি ডাকাতি করিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু পারমার্থিকী নীতি তাঁহার হৃদয়ে প্রাধান্য লাভ করায় তিনি ডাকাতিকেও হরিসেবার অনুকূলে পরিণত করিতে পারিয়াছিলেন। সমস্ত পরিশ্রম হরিসেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল ভগবদ্-ভক্তগণই জানেন। যেমন জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহাশয় বহু পরিশ্রম-লব্ধ—যেরূপভাবেই হউক, সংগৃহীত অর্থ হরিসেবার অনুকূলে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অতি অল্পসময়ের মধ্যে যে বৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল,—অনন্তকোটি জীবের মধ্যে একটীরও যে সুবুদ্ধি হওয়া কঠিন, অকস্মাৎ তাঁহার সেই সুবুদ্ধি হইয়া গেল। তিনি সমস্ত হরিসেবায় সমর্পণ করিয়া গেলেন। তাঁহার সংসারের লোকেরা যদি হরিসেবা করেন, তবে তাঁহারা ভগবৎ-প্রসাদস্বরূপ ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিবেন—এইরূপ তাঁহার বিচার হইয়াছিল। এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার লাভ লোকসান সমস্তই হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া গেল ; তিনি নিজে কোন প্রকার পাপ-পুণ্যের ভাগী হইলেন না। পরমেশ্বর বস্তুকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পাপ-পুণ্য, ভোগ বা ত্যাগ, ন্যায় বা অন্যায়, যে কিছু করিবার চেষ্টা হইবে, তাহাতে ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু পরমেশ্বর বস্তু সমস্ত ফল পাইলে জীবের ন্যায়-অন্যায়ের ফলভোগী হইতে হয় না। মানুষ ডাকাতি করে—নিজের ভোগের জন্য, কিন্তু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ারের সেই ডাকাতি বিষ্ণুর কার্য্যে লাগিয়া যাওয়ায় তাঁহাকে ডাকাতির ফলভোগ করিতে হইল না। অর্থার্জ্জন করিতে গিয়া জগবন্ধু বাবুর যে অপরিহার্য্য অন্যায়াদি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, সেই সমস্ত অসুবিধার পূরণ হইয়া গেল—যখন সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের ফল পরমেশ্বর বস্তুর সেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইল। তাই বলিয়া নাম-বলে পাপাচার করিতে হইবে না। যেহেতু ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ার ডাকাতিকে হরিসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেই হেতু সকলেই ডাকাতি করিয়া হরিসেবা করিবেন—এইরূপ বিচার নাম-বলে পাপ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত। জগবন্ধু বাবুর বিষয়-কার্য্য দৈবাৎ হরিসেবানুকূল্যে নিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বে বিষয়ী হইয়া তৎপরে হরিসেবক হইতে হইবে—এরূপ বিচার ভক্তির প্রতিকূল। যদি দৈবক্রমে কাহারও কোন পূর্ব্বসংস্কারজাত আচরণ হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে, তবে সেই আচরণ সাধারণের পক্ষে বিধি, নিয়ম বা আদর্শ হইতে পারে না। যদিও তোণ্ডারডিপ্‌পড়ি আলোয়ারের পাপকার্য্যাদি লইয়া—যদিও মঙ্গলামঙ্গল সব লইয়া জগবন্ধুর সেবা-কার্য্য, তথাপি তাঁহাদের কোন বিশেষ সুকৃতি-ফলে পরমেশ্বর বস্তুতে সমস্ত নিযুক্ত হওয়ায় সুবিধা হইয়া গেল।

কর্ম্মাগ্রহিতা—অকর্ম্মণ্য। কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল হয় না, উহা ফুটবলের মত একবার জীবকে উপরে, আর একবার নীচে চঞ্চল করিয়া তুলে। পাপের কশাঘাত গ্রহণ করিতে করিতে জীবের পুণ্য-প্রবৃত্তি, আবার পুণ্যের আকাশ-কুসুমে প্রতারিত হইতে হইতে পাপ-প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় ; এইজন্য ত্যাগের পন্থা—মোক্ষপর্য্যন্ত ত্যাগ করিবার যে স্পৃহা, তাহাই ভগবদ্ভক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া পরিজ্ঞাত।

পারমার্থিকের মঠ-প্রবেশ ও গৃহ-প্রবেশ একই শ্রেণীর। পারমার্থিক সর্ব্বদা সাবধান থাকেন ; যে কার্য্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বর-উপাসনা হয়, তাহা সয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে যেন না লাগে।

স্নানায় পাবনতড়াগজলে নিমগ্নাং
তীর্থান্তরে তু নিজবন্ধুবৃতো জলস্থঃ।
সংমজ্য তত্র জলমধ্যত এত্য স ত্বা-
মালিঙ্গ্য তত্র গত এব সমুত্থিতঃ স্যাৎ ॥৮৪॥

স্নানার্থ পাবনসরোবরের জলে আপনি নিমগ্ন হইবেন। কৃষ্ণ অন্য ঘাটে নিজবন্ধুবৃত হইয়া জলে থাকিবেন। কৃষ্ণ জলমধ্যে মগ্ন হইয়া আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় নিজ ঘাটে উঠিবেন ॥৮৪॥

তন্নো বিদুর্নিকটগা অপি তে ননন্দৃ-
শ্বশ্রাদরো ন কিল তস্য সহোদরাদ্যাঃ।
জ্ঞাত্বাহমুৎপুলকিতৈব সহালিরেত-
চ্চাতুর্য্যমেত্য ললিতাং প্রতিবর্ণয়ানি ॥ ৮৫ ॥

সে কথা আপনার নিকটস্থ ননন্দা ও শ্বশ্রূ প্রভৃতি এবং কৃষ্ণের সোদর প্রভৃতি জানিতে পারিবেন না। আমি জানিতে পারিয়া সহচরীদিগের সহিত এই চাতুর্য্য উৎপুলকিত হইয়া ললিতার নিকট বর্ণন করিব ॥ ৮৫ ॥

উদ্যানমধ্যবলভীমধিরুহ্য তত্র
বাতায়নার্পিতদৃশং ভবতীং বিধায়।
সন্দর্শ্য তে প্রিয়তমং সুরভীর্দুহান-
মানন্দবারিধিমহোর্ম্মিষু মজ্জয়ানি ॥ ৮৬ ॥

উদ্যানমধ্যে ছাদের উপরিস্থগৃহে আপনাকে চড়াইয়া গবাক্ষে আপনার নয়ন অর্পিত করাইব। আপনি কৃষ্ণকে গোদোহন করিতে দেখিয়া আনন্দ-সমুদ্রের মহা উর্ম্মিতে মগ্ন হইবেন ॥ ৮৬ ॥

গত্বা মুকুন্দমথ ভোজিতশায়িতং তং
গোষ্ঠেশয়া তবদশাং নিভৃতং নিবেদ্য।
সঙ্কেতকুঞ্জমধিগত্য পুনঃ সমেত্য
ত্বাং জ্ঞাপয়ান্যয়িতদুৎকলিকাকুলানি ॥ ৮৭ ॥

গোষ্ঠেশ্বরী কৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইলে আমি নিভৃতে তাঁহার নিকট গিয়া আপনার দশা নিবেদন করিব এবং সঙ্কেত কুঞ্জ জ্ঞাত হইয়া প্রত্যা-গমন পূর্ব্বক আপনার নিকট কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা সকল জ্ঞাপন করিব ॥ ৮৭ ॥

প্রদোষলীলা।

ত্বাং শুক্লকৃষ্ণরজনী-সরসাভিসার-
যোগ্যৈর্বিচিত্রবসনাভরণৈর্বিভূষ্য।
প্রাপয্য কল্পতরুকুঞ্জমনঙ্গসিন্ধৌ
কান্তেন তেন সহ তে কলয়ানি কেলীঃ ॥৮৮॥

আপনাকে শুক্লকৃষ্ণরজনীর অভিসারযোগ্য বিচিত্র বসনাভরণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া কল্পতরুকুঞ্জে লইয়া গিয়া কৃষ্ণের সহিত অনঙ্গসিন্ধুগতকেলি করাইব ॥ ৮৮ ॥

অথ প্রার্থনা।

হে শ্রীতুলস্যুরুকৃপাদ্যুতরঙ্গিণী ত্বং
যন্মূর্দ্ধ্নি মে চরণপঙ্কজমাদধাঃ স্বং।
যচ্চাহমপ্যপিবমম্বু মনাক্ ত্বদীয়ং
তন্মে মনস্যুদয়মেতি মনোরথোহয়ং ॥ ৮৯ ॥

হে তুলসি! হে উরুকৃপাদ্যুতরঙ্গিণি! আপনি স্বীয় চরণ পঙ্কজ আমার মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। আমি আপনার পদসংস্পৃষ্ট কিঞ্চিৎজল পান করি-য়াছি। তাই এই মনোরথ আমার চিত্তে উদিত হইল ॥ ৮৯ ॥

ক্বাহং পরঃশতনিকৃত্যনুবিদ্ধচেতাঃ
সংকল্প এষ সহসা ক্ব সুদুর্লভার্থে।
একা কৃপৈব তব মামজহত্যুপাধি-
শূন্যৈবমন্তুমদধত্যগতের্গতির্মে ॥ ৯০ ॥

শঠতাদিশতদোষে অনুবিদ্ধ চিত্ত আমিই বা কোথায় এবং এরূপ দুর্লভ বিষয়ে সহসা সঙ্কল্পই বা কোথায়! এস্থলে অগতির গতিরূপ হে তুলসি! তুমিই আমার একমাত্র গতি। তোমার নিরুপাধি কৃপা আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৯০ ॥

হে রঙ্গমঞ্জরি কুরুষ্ব ময়ি প্রসাদং
হে প্রেমমঞ্জরি কিরাত্র কৃপাদৃশং স্বাং।
মামানয় স্বপদমেব বিলাসমঞ্জ-
র্য্যালীজনৈঃ সমমুরীকুরু দাস্যদানে ॥ ৯১ ॥

হে রঙ্গমঞ্জরি, আমাকে প্রসাদ বিতরণ করুন। হে প্রেমমঞ্জরি, আপনি আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি

করুন। হে বিলাসমঞ্জরি! আমাকে আপনার চরণে আনিয়া দাস্য প্রদান দ্বারা অন্য সখীগণের সহিত অঙ্গীকার করুন ॥ ৯১ ॥

হে মঞ্জুলালি নিজনাথপদাব্জসেবা-
সাতত্যসম্পদতুলাসি ময়ি প্রসীদ।
তুভ্যং নমোঽস্তু গুণমঞ্জরি মাং দয়স্ব
মামুদ্ধরস্ব রসিকে রসমঞ্জরি ত্বং ॥ ৯২ ॥

হে মঞ্জুলালি! আপনি নিজনাথের পদাব্জসেবা সাতত্য সম্পদে নিরুপমা। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে গুণমঞ্জরি! আপনাকে নমস্কার করি। আমাকে দয়া করুন্। হে সুরসিকে রসমঞ্জরি! আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ৯২ ॥

হে ভানুমত্যনুপম-প্রণয়াব্ধি-মগ্না
স্বস্বামিনোস্ত্বমসি মাং পদবীং নয় স্বাং।
প্রেমপ্রবাহপতিতাসি লবঙ্গমঞ্জ-
র্য্যাত্মীয়তামৃতময়ীং ময়ি ধেহি দৃষ্টিং ॥৯৩॥

হে ভানুমতি! আপনি রাধাকৃষ্ণের অনুপম প্রণয়-সমুদ্রে মগ্ন। আমাকে স্বীয় পদবীতে গ্রহণ করুন। হে লবঙ্গমঞ্জরি! আপনি প্রেমপ্রবাহে পতিত; আত্মীয়তামৃতময়ী দৃষ্টি আমার উপর বিধান করুন ॥ ৯৩ ॥

হে রূপমঞ্জরি সদাসি নিকুঞ্জযূনোঃ
কেলীকলারসবিচিত্রিত-চিত্তবৃত্তিঃ।
ত্বদ্দত্তদৃষ্টিরপি যৎ সমকল্পয়ং তৎ-
সিদ্ধৌ তবৈব করুণা প্রভুতামুপৈতু ॥ ৯৪ ॥

হে রূপমঞ্জরি আপনি নিকুঞ্জযুবদ্বয়ের বিবিধ কেলিকলারস চিত্রিতচিত্তবৃত্তি। আপনাতে প্রদত্তদৃষ্টি আমি যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি, তৎসিদ্ধির জন্য আপনার করুণা প্রভুতা লাভ করুক ॥ ৯৪ ॥

রাধাঙ্গশশ্বদুপগূহনতস্তদাপ্ত-
ধর্ম্মদ্বয়েন তনুচিত্তধৃতেন দেব।
গৌরো দয়ানিধিরভূরপি নন্দসূনো
তন্মেমনোরথলতাং সফলীকুরু ত্বং ॥ ৯৫ ॥

হে নন্দনন্দন! শ্রীরাধার অঙ্গ সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিতে করিতে তাঁহার ভাব ও দ্যুতিরূপ ধর্ম্মদ্বয় কর্তৃক আপনি গৌররূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি দয়ানিধিরূপে উদয় হইয়াছেন। অতএব আমার মনোরথ লতা সফল করুন ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরাধিকাগিরিভৃতৌ ললিতা-প্রসাদ-
লভ্যাবিতি ব্রজবনে মহতীং প্রসিদ্ধিং।
শ্রুত্বাশ্রয়াণি ললিতে তবপাদপদ্মং
কারুণ্যরঞ্জিতদৃশং ময়ি হা নিধেহি ॥ ৯৬ ॥

এই ব্রজবনে ইহা বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীরাধা-গিরিধর কেবল ললিতাদেবীর প্রসাদলভ্য। এই কথা শুনিয়া হে ললিতে! আপনার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম। আপনার কারুণ্য রঞ্জিত দৃষ্টি আমার উপর অর্পণ করুন ॥ ৯৬ ॥

লাম্পট্য

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

লাম্পট্য কি ?

লাম্পট্য একাদশ প্রকার পাপের অন্যতম। অসদ্বিষয়ে আসক্তিই 'লাম্পট্য'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ইহ জগতে আসক্তির বিষয় প্রধানতঃ তিনটী—অর্থ, স্ত্রী ও প্রতিষ্ঠা। তাই লাম্পট্যকে ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—অর্থ-লাম্পট্য, স্ত্রী-লাম্পট্য ও প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য। 'লাম্পট্য' বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্ত্রী-লাম্পট্যকেই বুঝিয়া থাকি; বোধ হয় 'রম্'-ধাতু হইতে লম্পট-শব্দের উৎপত্তিক্রমেই ঐ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। এই 'রম্' ধাতুও অনুরক্ত হওয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থ-লাম্পট্য শীঘ্রই স্ত্রী-লাম্পট্যে পরিণত হয়, প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্যের শেষ গতিও তাহাই।

অর্থ-লাম্পট্য

অর্থে অত্যধিক আসক্তি জন্মিলে ধন ও বিষয়াদি-লাভের আশা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, তাহা

বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করিয়া পৈশাচিক বৃত্তিকে তৎস্থানে স্থাপন করে, ফলে মানব-জীবনের যাবতীয় সুখ-শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়। অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, এই প্রকার সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অর্থ-লাম্পট্যবশে উৎকোচাদির প্রতি প্রধাবিত হইবার ফলে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইবার উদাহরণ আমরা প্রায়ই সংবাদপত্রের 'আইন আদালত'-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই। এত দেখিয়াও কয়জনের শিক্ষা হয়? অশুক্লবৃত্তি কেন, শুক্লবৃত্তিতেও যদি অর্থাদির বিষয়ে আসক্তি জন্মে, তাহাও অশুভেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং অশুক্লবৃত্তির পরিণাম কিপ্রকার ভয়াবহ তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থলাম্পট্য সর্ব্বতোভাবে বিসর্জ্জন দিয়া যাহাতে সংসারযাত্রা কোনও প্রকারে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়াই ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশপূর্ব্বক সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা-সাধনে যত্নবিশিষ্ট হইবেন।

স্ত্রী-লাম্পট্য

কামিনীতে আসক্তিই স্ত্রী-লাম্পট্য। বেশ্যাসক্তি, পরদারে আসক্তি এবং শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক নিজ স্ত্রীতে ভোগ্যা জ্ঞান—ত্রিবিধ প্রকারে স্ত্রী-লাম্পট্যের প্রকাশ দৃষ্ট হয়। দেশে এই ভীষণ পাপটী কি ভীষণভাবে বিস্তৃত হইয়াছে তাহা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাধির অসংখ্য প্রকার পেটেণ্ট ঔষধের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দৃষ্টেই অনেকটা অনুমান করা যায়। দুর্দ্দশার চরম সীমা এই যে, অপর ধর্ম্মের স্ত্রীলোকগণকে ধর্ষণও কোন সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই মূঢ়তা—অজ্ঞতা ও স্ত্রীলাম্পট্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোনও সম্প্রদায়ের কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ইহার প্রতি থুৎকার না করিয়া থাকিতে পারেন না—সামান্য নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও ইহাকে কুক্কুরবৃত্তি অপেক্ষাও হীন বলিয়া জানেন। এই জঘন্য বৃত্তি নিবারণের জন্য কোন কোন বিচারক কঠোর দণ্ড বিধান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহা কয় জনে জানে? ঐ কার্য্যের ঐ প্রকার শাস্তি চিত্রে অঙ্কিত করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রদর্শন করা উচিত এবং যাহাতে অজ্ঞতামূলে জাত ধর্ম্মান্ধতা বিদূরিত হইতে পারে তজ্জন্য নীতিশিক্ষার ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন।

স্ত্রীলাম্পট্যের ফলে কি দুর্দ্দশা হয় তাহা বর্ণন করিয়া কপিলদেব স্বীয় মাতাকে বলিতেছেন—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥

ভাঃ ৩।৩১।৩৩-৩৪

এই শ্লোকদ্বয়ে জানিতে পারি যে, স্ত্রী-লাম্পট্যের কথা কি, তাহার সঙ্গ যে করে তাহারও—সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থবিষয়া মতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, বাহ্য ও অন্তর-ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্তভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদগুণ একেবারেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্ত্রীলাম্পট্য ত' বিসর্জ্জন করিতে হইবেই, অধিকন্তু অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের অঞ্চলধৃক্, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। লৌকিকতা অনেক সময় এই পরিত্যাগের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। যে লৌকিকতা লোকের সর্ব্বনাশ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করাই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়?

এতৎপ্রসঙ্গে আমাদের লক্ষিতব্য বিষয় এই যে, মায়া নানা মূর্ত্তিতে মানবগণকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়া ভগবৎসম্বন্ধ বিচ্যুত করে। এই বিচ্যুতির ফলেই মানবগণ গৃহকে যোষিৎ-জ্ঞানে এবং গৃহিণীকে আশ্রয়-জ্ঞানে সেবা করিতে আরম্ভ করিয়া ইন্দ্রিয়তর্পণরত হয়। ফলে ভগবৎসেবারূপ সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হইয়া থাকে। চেতনের অপব্যবহারের ফলে কর্ম্মকাণ্ডীয় ও অক্ষজ জ্ঞানকাণ্ডীয় বিচার মানবকে আবৃত করিয়া ফেলে। ঐ আবৃতির ফলে সেব্যের আসনে ভগবান্‌কে স্থাপনের পরিবর্ত্তে স্ত্রীকে স্থাপন করিয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কার্য্যকেই পাশ্চাত্য জগৎ সভ্যতা বলিয়া জ্ঞান করে। আর্য্যভারত চিরকালই ঐ কার্য্যকে অনার্য্যোচিত অসভ্যতা বলিয়াই জানেন। ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ

পাশ্চাত্যের তরঙ্গ প্রাচ্যকে স্পর্শ করিতে বসিয়াছে। প্রাচ্যের মনীষিগণ এদিকে একটু দৃষ্টিপাত করিয়া সাবধান হইবেন কি ?

প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য

প্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য মানবকে অপস্বার্থে অন্ধ করিয়া থাকে। আমি প্রতিষ্ঠার দাস কিনা তাহা জানিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। একটু প্রতিষ্ঠা কম হইলেই যখন কার্য্যে উৎসাহ হ্রাস পাইতে থাকে তখনই বুঝিতে হইবে, প্রতিষ্ঠালাম্পট্য অহিরূপে আমাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। তখনই সাবধান হইয়া উহার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভগবদ্ভক্ত গরুড়ের শরণাপন্ন হইতে হইবে—শরণাগতি-সহ উচ্চৈঃস্বরে গোবিন্দরব করিতে হইবে।

শুনিয়া গোবিন্দ-রব　　আপনি পলাবে সব
সিংহরবে যেন করিগণ।

উপসংহার

উপসংহারের বক্তব্য, একমাত্র ভগবৎসেবায় আত্ম-নিয়োগ-ব্যতীত অপ্রাকৃত কামদেব মদনমোহনের কামেন্ধন-বৃদ্ধি-যজ্ঞে বার্ষভানবীর পৌরোহিত্যে সেবা-ঘৃতাহুতি ব্যতিরেকে কোনও প্রকার লাম্পট্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নাই। অন্যের কথা কি, ভগবৎসেবাবিস্মৃত হইয়া আধিকারিক দেবতাভিমানী ব্রহ্মা পর্য্যন্ত একদিন স্বীয় দুহিতার রূপে বিমূঢ় হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মতনয়া মৃগীরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। ব্রহ্মার অধস্তনগণের মধ্যে বহু ঋষি তপস্যায় অকৃতকার্য্য হইয়া পাঞ্চভৌতিক নশ্বর-দেহ-বিশিষ্ট নারীর দাস্য বরণপূর্ব্বক যোষিৎ-ক্রীড়নকতায় ঘৃণিত জীবন যাপন করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে—লাম্পট্য-কবল হইতে মুক্ত হইয়া সুসভ্য হইতে হইলে কৃষ্ণদাস্যই বরণ করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

[গৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর]

অর্থাৎ যে বিশ্বম্ভর-গৌরসুন্দরের করুণা-কটাক্ষে বৈভবান্বিত ভক্তগণের নিকট কৈবল্য-পিপাসা নরক-যন্ত্রণার সহিত সমভাবে অনুভূত হয়, অনন্ত ভোগ-সুখময় স্বর্গাদি অমর লোক আকাশকুসুমবৎ প্রতীত হয়, দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়লৌল্যরূপ বিষধর সর্প ভগ্নদন্ত হইয়া ভোগোদ্যমে নিবৃত্ত হয়, ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট বিশ্বে বাস করিয়াও বিশ্ব পূর্ণসুখাগার সেবাধামরূপে প্রতীত হয় এবং আত্যন্তিক ত্রিতাপ নাশ করিবার চেষ্টায় ঔদাসীন্য উপস্থিত হইয়া সেবাসুখলাভ ঘটে, সর্ব্বলোকপিতামহ জগৎস্রষ্টা বিরিঞ্চি ও সর্ব্বদেবরাজ ইন্দ্রের পরমোচ্চপদবীকে অকিঞ্চিৎকর পদদলিত-কীট-সদৃশ বোধ হয়, সেই গৌরচন্দ্রকেই আমরা স্তব করি।

স্বরাট্ পুরুষোত্তমবস্তু বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ-ধারণার আসামী নহেন

আমি যখন আপনাকে অচিৎপ্রকৃতির পরিণত-পদার্থের ভোক্তা জানিয়া বস্তুভাবাপন্ন হই, তখন শ্রীচৈতন্য-বস্তুর স্বরূপ-দর্শনে আমার যোগ্যতা হয় না। তখন প্রাকৃত কামমেঘ আমার আত্মদর্শনে বাধা দিয়া পরমাত্মবস্তুর স্বরূপ দর্শন করিতে দেয় না। প্রাকৃত জ্ঞান আমাকে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মফল-ভোগী বা মায়াবাদী করিয়া তোলে। শ্রীচৈতন্যদেব মাদৃশ বদ্ধজীবকে প্রকৃতিবাদী বৌদ্ধ বা মায়াবাদী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ হইবার উপদেশ দেন নাই। তিনি বলেন,—চিৎসবিশেষ নিত্যসেব্যোপযোগী ভগবদ্বস্তু চিন্ময় মায়াগন্ধহীন, তিনি বদ্ধজীবের কামনাতাড়িত

পরিচ্ছিন্ন ভোগ্যবস্তুমাত্র নহেন। ভগবদ্বস্তুকে প্রকৃতি-জাত ভোগ্যবস্তু জ্ঞান করিলে ভগবদ্-বিগ্রহ পুরু-ষোত্তমের সন্ধান পাওয়া যায় না। উহা ভগবৎপূজার বিপরীত ভগবন্নিন্দাত্মিকা আত্মবঞ্চনামাত্র। কেননা, ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ, ভগ-বানের পরিকর ও ভগবানের লীলা— সকলই চিন্ময় এবং বদ্ধজীবভোগ্য প্রাকৃতবস্তুর অন্যতমত্ব-লাভে অযোগ্য। প্রাকৃতবস্তুমাত্রেই জড়েন্দ্রিয়-দ্বারা বদ্ধজীব-ভোগ্য। ভগবদ্‌বস্তু ভগবদিতর কোন প্রাকৃতবস্তুরই অধীন বা ভোগ্য বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদাস্য-রহিত জনগণ কর্ম্ম-কর্তৃত্বে আত্মনিয়োগ করায় অপ্রাকৃতবস্তুর উপলব্ধি হইতে চিরবঞ্চিত।

বৈকুণ্ঠবস্তুর স্বাভাবিকী নিরপেক্ষতা

অপ্রাকৃতবস্তুর নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা বদ্ধজীবের নাম-বিষয়ক, রূপ-বিষয়ক, গুণ-বিষয়ক, পরিকর-বিষয়ক ও ক্রিয়া-বিষয়ক জড়-ভোগানুভব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। যাঁহারা মায়াবাদ-নিদ্রায় নিদ্রিত, ভোগমদে মত্ত, ভগবৎসেবা-চেষ্টা-ব্যতীত অন্যবাসনা-মুক্ত, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীচৈতন্য-সেবা-বৈমুখ্যমূলক এবং শ্রীচৈতন্যসেবকগণের উদ্দেশ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তু স্বতঃই নিরপেক্ষ এবং বদ্ধজীবের ভোগ-আবাহনকারী ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

পারমার্থিকগণের 'আদমসুমারী' ও ভগবদ্ভক্তের সুদুর্লভত্ব

শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, বিশ্বে স্থাবর ও জঙ্গম— দ্বিবিধবস্তু বিদ্যমান। জঙ্গম-বস্তু স্থলচর, জলচর ও নভশ্চর-ভেদে ত্রিবিধ। প্রাণিজগতের মধ্যে মানবের সংখ্যা ইতরপ্রাণী অপেক্ষা ন্যূন। আবার মানবের মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর, বৌদ্ধ, বেদানুগ ও বেদা-নুগব্রুব বৌদ্ধ বর্ত্তমান। আপনাকে 'বৈদিক কর্ম্ম-নিপুণ' অথবা 'বৈদান্তিক' বলিয়া অভিমানকারিজন-গণের মধ্যে কপটতা অভ্যাস করিয়া বাহিরে এক কথা ও ভিতরে অন্যভাব-পোষণকারী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-সম্প্রদায় জগতে বিস্তৃত হইয়াছে। যাঁহারা এরূপ পাপে লিপ্ত, তাঁহাদিগকে বাদ দিলে সংখ্যা সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ভোগপরায়ণ গৃহব্রত কোটি কর্ম্মনিপুণ ব্যক্তির মধ্যে ত্যক্তভোগ জ্ঞানী একজন পাওয়া গেলেও তাদৃশ কোটি জ্ঞানপথাবলম্বিগণের মধ্যে এক-জন জীবন্মুক্তব্যক্তি পাওয়া যায়। তাদৃশ কোটি জীবন্মুক্তগণের মধ্যে একজন ভগবদ্ভক্ত পাওয়া সুদুর্লভ।

ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী অশান্ত, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী ভক্ত্যুন্মুখিসুকৃতির দ্বারে উপস্থিত

ভগবদ্ভক্তির অভাবে জীবের অসংখ্য কামনার উদয় হয়, সুতরাং সুখপ্রার্থীর অনিত্য-ভোগবাসনার হস্ত হইতে নিস্তার নাই। ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিলাভে উৎসুক অন্যাভিলাষিগণের মধ্যে শান্তিলাভের সম্ভা-বনা নাই। তবে আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী— এই চারিপ্রকার মানবের মধ্যে কাহারও সৌভাগ্য উদিত হইলে সেই ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু সেই সেই অবস্থায় অবস্থিতজনগণ ভক্ত নহেন। তবে তাঁহাদেরই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় হয়। তত্তদবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকিলে ভক্তি লভ্য হয় না।

সেবা-রাজ্যে উৎপাত

নির্ম্মল নিরপেক্ষ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভগ-বৎসেবা, তাহাতে অশান্ত হইবার বিচার নাই। ধর্ম্ম-অর্থ-কামরূপ 'ভোগ' অথবা ধর্ম্মার্থকাম-বর্জ্জিত 'ত্যাগ'—উভয়ই আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিকে লাভ করিতে দেয় না। আবার আত্মার নিত্যস্বভাব ভজন-প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ উদিতা হইলেও বদ্ধজীবের বিপথ-গমনে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। নিষিদ্ধ আচার, কৌটিল্য-নাট্য, পরহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা, অপরের নিকট সম্মান-লাভের স্পৃহা ও জড়ভোগ্য বিষয়লাভের আকাঙ্ক্ষা আত্মার সেবা-প্রবৃত্তিকে জলাঞ্জলি দেয়। এই সকল উৎপাত উপস্থিত হইলে ভগবানে প্রীতি-রহিত হওয়া স্বাভাবিক। তখন আর আমাকে প্রকৃত-ভক্ত হইতে দেয় না। প্রাকৃত অহঙ্কার আসিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিযুক্ত করায়। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শুদ্ধভক্তি আচরণ করিয়া জগতের বদ্ধজীবের প্রকৃত চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মানব-গণকে নিরভিমান হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানে গুণত্রয়ের দাস্য-বরণ

জাগতিক অভিমানবশে ভক্তিহীন মানব আপনাকে কর্ম্মের কর্ত্তা জানিয়া প্রকৃতির গুণত্রয়কে নানাধিক আলিঙ্গন করেন। যেকালে নিরুপাধিক আত্মা গুণাধীনতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, তৎকালে জীবের জড়ের প্রভুত্বাভিমান হইতে বিমুক্তিলাভ ঘটে। তখন তিনি জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের মর্ত্ত্য বন্ধু-বান্ধব ও জড়ের ক্রিয়াগুলিকে জড়নাম হইতে পৃথক্ পৃথক জানিয়া আপনাকে জড়াভিমানে প্রমত্ত করাইয়া চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার এক-তাৎপর্য্যপরতার সেবা করেন না।

'বাচক'-নামের সেবা-ব্যতীত 'বাচ্য'-নামীর সেবা-সান্নিধ্য-লাভ অসম্ভব, সেই সেবার মূলমন্ত্র—নিরভিমানতা, শ্রীচৈতন্যদেবই সেই মন্ত্রের গুরু

গুণত্রয়ের অধীনতাই জীবের বদ্ধাবস্থা। ঐ বদ্ধাবস্থা দৃঢ় হইলে জীব নিজ নিত্য-স্বরূপের উপলব্ধি একেবারে রহিত হওয়ায় চৈতন্যহীন হন। চৈতন্যহীন জীব 'প্রবৃত্ত' ও 'নিবৃত্ত'-ভেদে দ্বিবিধ, চৈতন্যের অপব্যবহার-বশতঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানে গুণপরিচিত বস্তুবিশেষ হওয়ায় অপর বদ্ধজীবের ভোগ্য হইয়া পড়েন। নিরভিমান না হইলে তিনি বাচকনামের সেবা করিতে সমর্থ হন না। বাচক-নামের সেবা না করিলে তাঁহার বাচ্য-নামীর সহিত সান্নিধ্যলাভ ঘটে না। বদ্ধজীবকুল সকলেই নানাপ্রকার ত্রিগুণের অভিমানে বা ত্রিগুণতা-পরিহারের অভিমানে অভিমানী; আর মুক্তকুলের উপাস্যমান বাচ্যশ্রীনামের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্ম নিরভিমানতার শিক্ষক।

পাশ্চাত্য দার্শনিকের কর্ত্তৃ-কর্ম্ম-সত্তাগত বিচারমূলক ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক-কালের কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন যে, মানবের ধর্ম্মবিষয়িণী অনুভূতি দুই শ্রেণীতে আবদ্ধ। একটী কর্ত্তৃসত্তাগত বিচার হইতে উদ্ভূত, উহাতে নীতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহা জাগতিক নীতিবাধ্য; অপরটী কর্ম্মসত্তাগত সার্ব্বভৌমিক দৃশ্যের অন্তর্গত ভাবের অধীন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচার-প্রণালীতে এই ত্যক্ত-জড়বিচারে Hebraic ও Hellenic বিভিন্ন ধারণাগত চিন্তাস্রোতের একটী বিশেষ সামঞ্জস্য-বৈলক্ষণ্য সুষ্ঠুরূপে পরিলক্ষিত হয়।

ত্রিবিধ গুণের বিক্রম ও অধিকার

জাগতিক নীতি-সমূহ ত্রিবিধ গুণাশ্রিত। নিত্যধর্ম্মের ব্যাঘাতকারিতমোগুণ বিকার উৎপাদন করায়, তাহাতে পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম বিদ্যমানতা'র আকার পরিবর্ত্তিত করাইয়া থাকে এবং পরিশেষে দৃশ্যপট হইতে বিলুপ্তি সাধন করে। রজোগুণের দ্বারা 'বিদ্যমানতা' দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় এবং অনবস্থিত কর্ম্মসত্তা যে চেষ্টা-দ্বারা দৃশ্যাকারে প্রকটিত হয়, উহাই 'রজোগুণ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রজোগুণের বিক্রমপ্রভাবে অভাবরাজ্যে যে অস্তিত্ব কালাধীনতায় প্রকাশিত হয়, উহাই তমোগুণ-তাড়িত অভাব-রাজ্যে জড়বৈশিষ্ট্য সাধন করে। এই সাধিত কার্য্য কোন সময়ে উপযোগী, আবার অন্যসময়ে অনুপযোগী বলিয়া কথিত হয়। যে শক্তি জগতে রজোগুণপ্রভাবে অভাবের বিরূপ অবস্থা স্বভাব আনয়ন করে, তাহাতে তমোদিগ্‌গামিনী শক্তির ক্রিয়া পরাভূত হইলে উহার সংরক্ষণ-সামর্থ্য সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

মিশ্রগুণত্রয় ও সর্ব্বনিরপেক্ষ বিশুদ্ধসত্ত্ব

কর্ম্মপ্রারম্ভের সূচনার অবকাশ না দিয়া নিত্যবিদ্যমানতা-সংরক্ষণ সত্ত্বগুণের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই সত্ত্বগুণ যেকালে স্বীয় বৈশিষ্ট্য-সংরক্ষণে যত্নবান্ হয়, তৎকালে রজস্তমোগুণদ্বয়ের আপেক্ষিকতা ও পুনরুদ্ভব সত্ত্ব-বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা জন্মাইয়া থাকে। মিশ্রগুণের অপেক্ষা না থাকিলে তাহাই 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' নামে পরিচিত হয় এবং তদবস্থায় অপর গুণদ্বয়ের অংশাধিকার বা 'সরিকানি'র অবকাশ থাকে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৪ পৃষ্ঠার পর]

গীতার সার্থকতা—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥"
—১৮।৭৩

অর্জ্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! আপনার কৃপায় আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে এবং আমি স্মৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি নিঃসংশয় হইয়া স্থির হইয়াছি। এখন আপনার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্য করিব।

ভাবার্থ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এখানে অর্জ্জুন 'অচ্যুত' নামে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য অর্থ হইল যে, জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীব স্বস্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। 'জীব'—কৃষ্ণের নিত্যদাস, এই কথা বিস্মৃতি হওয়ায় জীবের মায়া অবিদ্যায় বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া সংসারে সুখ-দুঃখ আদি ভোগ করিতে থাকে।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২০।১১৭

জীব স্ব স্বরূপ বিস্মৃতি হইয়া ভগবানের সন্নিকট হইতে চ্যুত হইয়া ভোগের জন্য মায়ার প্রতি প্রধাবিত হয় এবং মায়ার দাসত্ব স্বীকার করিয়া তাহার অধীনত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ কখনও জীবের ন্যায় স্ব স্বরূপ হইতে চ্যুত হন না। তাঁহার জ্ঞানের কোনকালে প্রতিবন্ধক হন না, সর্ব্বদা একরস থাকেন। "অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ"।—২।১।২২। বেদান্তসূত্রে শ্রীপাদ আচার্য্যশঙ্কর শারিরীক ভাষ্যে বলিতেছেন—"ন চ তস্য জ্ঞান—প্রতিবন্ধঃ শক্তি-প্রতিবন্ধো বা কৃচিদপ্যস্তি, সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তি-ত্বাচ্চ।" তজ্জন্য 'অচ্যুত' নাম। জীবাত্মার তো এইপ্রকার নহে।

গীতাতে অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তিনবার 'অচ্যুত' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। প্রথমে ১।২১ শ্লোকে 'অচ্যুত' সম্বোধন করিয়া ভগবানকে অনুরোধ করিয়াছেন উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মধ্যে নিজের রথ স্থাপন করার জন্য। তথায় 'অচ্যুত' সম্বোধন করিলেও অর্জ্জুনের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় নাই।

দ্বিতীয়বার ১১।৪২ শ্লোকে এই সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এবং প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার মনে কোন প্রতিক্রিয়া বিকার হয় নাই। অবশেষে সর্ব্বগুহ্যতম বাণী শ্রবণের পর ১৮।৭৩ শ্লোকে সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুন নিঃসন্দেহে বলিয়াছেন যে, আমি এখন আপনার নির্দ্দেশ বা আদেশ অবনতমস্তকে পালন করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুন "শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—২।৭; এই বাক্য বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত স্বীকার করিয়াছিলেন এই শ্লোকে সেই শরণাগতি পরিপূর্ণতা লাভ করিল। প্রকাশ্যে প্রসন্ন হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন, আমার মোহ দূর হইল। "মোহোঽয়ং বিগতো মম"। আমি স্ব স্বরূপের তত্ত্ব স্মৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। "নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা"।

'স্মৃতি' শব্দটির ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ"। যোগদর্শন ১।১১; অনুভূত বিষয় আচ্ছাদন প্রাপ্ত না হওয়া অর্থাৎ প্রকটিত হওয়াকেই স্মৃতি বলা হয়।

সংস্কার মাত্রজন্য "জ্ঞানং স্মৃতিঃ"। (তর্কসংগ্রহ) অনুভূত সংস্কারজনিত এবং জ্ঞানজনিত হইলে তাহাকে স্মৃতি বলা হয়।

শাস্ত্রকারগণ এই স্মৃতি চিত্তের একটি বিশেষ 'বৃত্তি' বলিয়াছেন। এই বৃত্তি পাঁচপ্রকারে বিভাগ আছে—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। প্রত্যেক বৃত্তির পুনঃ দুইটি করিয়া বিভক্ত—ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট। সংসারের বৃত্তিরূপ স্মৃতিকে 'ক্লিষ্ট' বলা হয়, ক্লিষ্ট মানে দুঃখ। সেইটি বন্ধনকারক হয়, আর ভগবদ্‌সম্বন্ধীয় বৃত্তিরূপ স্মৃতিকে বলা হয় 'অক্লিষ্ট' অর্থাৎ ক্লেশ হরণকারী। অবিদ্যাই হইল এইসমস্ত বৃত্তির কারণ। কিন্তু পরমাত্মা ভগবান্ অবিদ্যারহিত। তাই ভগবানের স্মৃতি স্ব স্বরূপ। জীব তাঁহার স্মৃতি জাগরুক হইলে তাহা আর

কদাপিও বিস্মৃতি হয় না। কিন্তু জীবের অন্তঃ-করণের বৃত্তিতে স্মৃতি এবং বিস্মৃতি দুইই হয়।

ভগবত্তত্ত্বে বিস্মৃতি বা ভ্রম হইতে সংসার অসৎকে গুরুত্ব প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে মোহ আসক্ত দ্বারা আবদ্ধ প্রাপ্ত হয়। জীবের অনাদিকাল হইতেই এই ভগবদ্‌বিস্মৃতি। অনাদিকাল হইতে হইলেও তাহার অন্ত হওয়া সম্ভব। যখন ইহার অন্ত প্রাপ্ত হয়, তখন জীব নিজ স্ব স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হয়। তখন তাহাকে বলা হয় 'স্মৃতির্লব্ধা' অর্থাৎ অসতের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় যে স্মৃতি সুষুপ্ত ছিল তাহা জাগ্রত প্রাপ্ত হওয়া। যেমন এক ব্যক্তি নিদ্রিত আর অপর ব্যক্তি মৃত ; দুইটি শরীর পড়ে আছে। বাহ্যদৃষ্টিতে একই প্রকার। কিন্তু এই দুইয়ের বিরাট পার্থক্য। তদ্রূপ অন্তরে স্মৃতি-বিস্মৃতি দুই-ই মৃতের ন্যায় জড়, কিন্তু স্বরূপের স্মৃতি সুপ্ত থাকে, তাহা জড় নহে। কেবল জড়নিদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন থাকায় মৃতের ন্যায় বাহ্যে সেই স্মৃতি বিলুপ্ত থাকে। নিদ্রাবরণ অপ-সারিত হইলেই স্মৃতি প্রকটিত হয় ; তাহাই তাহাকে বলা হয় 'স্মৃতির্লব্ধা'। অর্থাৎ প্রাক্কাল হইতেই যে তত্ত্ব বর্ত্তমান, তাহা প্রকটিত করা হইল স্মৃতি অর্থাৎ আবরণ বা আচ্ছাদন উন্মুক্ত হওয়াকেই বলা হয় 'লব্ধা' স্মৃতিপ্রাপ্ত হওয়া।

শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, সাধকগণের রুচি-অনুসারে স্মৃতি তিনভাগে বিভক্ত—(১) কর্ম্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কামভাবের স্মৃতি ; (২) জ্ঞানযোগ, স্ব স্বরূপের স্মৃতি ; (৩) ভক্তিযোগ—ভগবানের প্রতি অনন্যভাবে প্রীতি সম্বন্ধের স্মৃতি।

এইভাবে এই তিন যোগের স্মৃতি জাগরূক হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয় ; কেননা এই তিন যোগই স্বতঃসিদ্ধ এবং নিত্য।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥"
—ভাঃ ১১।২০।৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে উদ্ধব! আমি মানব-গণের মোক্ষবিধানকামনায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগের নির্দ্দেশ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত কুত্রাপি অন্য কোন উপায় নাই।

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেস্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্ ॥"
—ঐ ১১।২০।৭

এই ত্রিবিধ যোগমধ্যে কর্ম্মফলবিরক্ত কর্ম্মত্যাগি-পুরুষগণের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মবিষয়ে দুঃখ বুদ্ধিরহিত অবিরক্ত কামিপুরুষগণের পক্ষে কর্ম্মযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥"
—ঐ ১১।২০।৮

যে পুরুষ ভাগ্যক্রমে মদীয় কথায় আদরযুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহার বিষয়ে বৈরাগ্য বা অত্যাসক্তি নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

এই তিন যোগ যখন বৃত্তির বিষয় হয় তখন তাকে সাধন বলা হয় ; কিন্তু স্বরূপতঃ এই তিনটিই নিত্য। তাই নিত্যের প্রাপ্তিকে বলা হয় স্মৃতি। অর্থাৎ এই সাধনার বিস্মৃতি ঘটেছিল বা অবিদ্যা-দ্বারা আচ্ছাদন হইয়াছি, অভাব হয় নাই।

অসৎ (বিনাশশীল) জাগতিক দ্রব্যকে মহত্ত্ব প্রদান করায় তাহাতেই আসক্তি উৎপন্ন হইয়া স্ব স্বরূপ বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়—এইটিই হইল কর্ম্মযোগের বিস্মৃতি বা আবরণ। অসৎ পদার্থের সংস্পর্শে নিজস্বরূপে বিমুখতা প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানতা আচ্ছাদন করে, ইহাই 'জ্ঞানযোগে'র বিস্মৃতি।

জীব স্ব স্বরূপ সাক্ষাৎ পরমাত্মার শক্ত্যাংশ, অংশীর প্রীতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্বিমুখ হইয়া জগতের সম্মুখী হইয়া জগতে দেহসম্বন্ধে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়। সেই আসক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমাবৃত হয়—ইহাকে বলা হয় ভক্তিযোগের বিস্মৃতি। স্ব স্বরূপের বিস্মৃতি বা ভগবদ্বিমুখতা নাশ প্রাপ্তকেই এখানে 'স্মৃতি' বলা হইয়াছে। সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করা নয়, বরং এইটি হইল নিত্যপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত হওয়া। নিত্য স্ব স্বরূপ প্রাপ্তি হইলে তাহার আর বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব নয়, কারণ জীবের স্ব স্বরূপের কদাপিও পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা সর্ব্বদা নির্ব্বিকার নিত্য বর্ত্তমান।

কিন্তু বৃত্তিরূপ স্মৃতি বিস্মৃতি হওয়া সম্ভব; কারণ সেইটি প্রকৃতির কার্য্য হওয়ার দরুণ পরিবর্ত্তনশীল।

এই সমস্তের অর্থ হইল যে, সংসার ও শরীরের সঙ্গে তাদাত্মা ভাব প্রাপ্তকেই স্বস্বরূপ মনে করাই 'বিস্মৃতি' এবং জগৎ ও দেহ হইতে নিজকে পৃথক উপলব্ধি মনে করিয়া স্বস্বরূপের উপলব্ধি হওয়াকে বলা হয় 'স্মৃতি'। কৃষ্ণের অনন্যভক্ত-সঙ্গ হইতে এই স্বস্বরূপে স্মৃতি উদিত হয়; মায়াবদ্ধজীবের স্বয়ং স্বস্বরূপের স্মৃতি লাভের সম্ভাবনা নাই। জীবের নিত্য স্বস্বরূপ 'নিত্যকৃষ্ণদাস' এই স্বস্বরূপের স্বয়ং হইতে স্মৃতি হয়। ইহা করণাদির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না; যেমন—'আমি'র অস্তিত্বের জ্ঞানের জন্য কোনও প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যে করণাদির সাহায্যে হয় সেই স্মৃতি হইল চিত্তেরই এক বৃত্তিবিশেষ।

স্বরূপ হইল নিষ্কাম, শুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত এবং ভগবানের প্রীতিসেবাই তাঁহার নিত্য বৃত্তি। স্বরূপের বিস্মৃতিতেই জীব সকামী, মায়ার ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সংসারদশা প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিক হয়। এই সাংসারিক স্বরূপের স্মৃতি বৃত্তির অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিদ্বারা স্বরূপের স্মৃতি জাগ্রত হওয়া সম্ভব নয়। স্মৃতি তখনই জাগ্রত হয় যখন অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বতোভাবে সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। স্বরূপস্মৃতি লাভের জন্য কাহারও সাহায্য অথবা অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। কেননা জড়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অভ্যাস সাধিত হয় না, কিন্তু স্বরূপের সঙ্গে জড়ের কোনওপ্রকার সম্বন্ধ নাই। স্মৃতি অনুভব সিদ্ধ, অভ্যাস সাধ্য নয়। করুণাময় ঐকান্তিক ভক্ত বা শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় একবার স্মৃতি জাগরুক হইলে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিতে হয় না।

করুণাময় শুদ্ধভক্তের অশেষ কৃপাতেই স্মৃতি জাগ্রত প্রাপ্ত হয়। কৃপাপ্রাপ্ত হওয়া যায় ভগবানে অনন্যভাবে শরণাগতির দ্বারা, শরণাগতি ভাব প্রাপ্ত হয় সাধুসঙ্গে বা সংসারের কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দ্বারা। যেমন অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করার পর বলিলেন—আমি কেবল আপনার আদেশই পালন করিব। "করিষ্যে বচনং তব"। তদ্রূপ সংসারের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র করুণাময় ভগবানের শরণাগত হইয়া বলিতে হইবে যে, হে নাথ! হে কৃষ্ণ! আমি আজ হইতে আপনার আদেশই পালন করিব, এইপ্রকার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার। মনে এখন প্রশ্ন হইবে যে, অর্জ্জুন তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি কিভাবে সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হইব? উত্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উপদেশ আমাদের নিকট গীতারূপে সর্ব্বদা বিরাজমান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশ সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। সুতরাং গীতার উপদেশ পালনই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন।

"ত্বৎপ্রসাদাদ্ ময়াচ্যুত"—এই বাক্যটি অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,—আপনি বিশেষভাবে যে সর্ব্বগুহ্যতম তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমার সম্যক্‌ভাবে স্মৃতি প্রাপ্তি হইয়াছে যে, আমি আপনারই দাস ছিলাম, এখনও আছি এবং পরেও থাকিব। এই যে স্মৃতি প্রাপ্ত হওয়া, ইহা আমার একাগ্রভাবে শ্রবণের ফল নহে, ইহা আপনার অহৈতুকী কৃপার জন্যই সম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি আপনার একান্তভাবে শরণাগত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করতঃ মঙ্গল উপদেশ প্রদানের জন্য সকাতর প্রার্থনা করিয়াছিলাম আর বলিয়াছিলাম যে, আমি যুদ্ধ করিব না; তখন আমার দেহ সম্বন্ধভাব প্রবল ছিল, স্বজনের প্রতি মোহ, আত্মীয় হত্যায় আমার পাপভয় এবং শোক ছিল। তাই বলিয়াছিলাম যে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিব, তথাপি যুদ্ধ করিব না বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যতক্ষণ বাস্তবিক জ্ঞানস্মৃতি না আসা পর্য্যন্ত আপনি ক্রমানুসারে আমাকে অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ইহা আপনারই অহৈতুকী কৃপা। তখন আমার যেভাবে আপনার নির্দ্দেশানুসারে কার্য্যে অভিমুখী হওয়া উচিৎ ছিল, তাহা আমি হইতে পারি নাই। কিন্তু আপনি নিঃস্বার্থভাবে আমাকে কৃপা করিয়াছেন, অর্থাৎ আমাকে কৃপা করিতে আপনি নিজেই নিজের কৃপার বশীভূত হইয়াছেন এবং আমি জিজ্ঞাসা না করিলেও আপনি আমাকে কৃপাপূর্ব্বক অহৈতুকী শরণাগতির বিষয়ে সর্ব্বগুহ্যতম বাক্য

বলিয়াছেন। ইহাই আমার প্রতি অহৈতুকী কৃপা, আমার এখন মোহ দূরীভূত হইয়াছে।

"স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।" অর্জ্জুন বলিলেন পূর্ব্বে আমার যে সন্দেহ ছিল যুদ্ধ করিব কি না তাহা সর্ব্বতোভাবে বিদূরীত হইয়াছে, এখন বাস্তববোধে স্থিত হইয়াছি। এখন আমার যুদ্ধ করা, না করার কোনও বিচার মনের মধ্যে নাই, এখন আপনি যাহা করিতে নির্দ্দেশ দিবেন তাহাই অবিচারে পালন করিব—"করিষ্যে বচনং তব"।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, মানুষের বিষয়াদির চিন্তা হইলেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয়, আসক্তি হইতে তাহা প্রাপ্তির ইচ্ছা বা কামনা, কামনার বাধাপ্রাপ্ত হইলেই ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ২।৬২ ; অর্জ্জুনও এখানে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়া স্মরণ করিয়া বলিলেন যে, আমার মোহ বিদূরিত হইয়াছে এবং নষ্ট স্মৃতিও প্রাপ্ত হইয়াছি—"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা"। আমার পূর্ব্বের সন্দেহগুলিও বিদূরীত হইয়াছে—"গতসন্দেহঃ"। আমি এখন স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হইয়াছি— 'স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব"। ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের 'গীতা'-উপদেশের সার্থকতা।

গীতা গ্রন্থের উপদেশ গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন। সন্মুখবর্ত্তী কলিকালে মানব অল্পায়ু, অল্পবুদ্ধি উদারান্নের জন্য সর্ব্বদা কর্ম্মব্যস্ত, মানব যাহাতে অল্পায়াসে সমস্ত সাধনোক্ত শ্রেয়পথে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা প্রদান—সর্ব্বগুহ্যতম অনন্য শরণাগতি। ইহা মানবের সুলভ সাধন মার্গ এবং আত্যন্তিক মঙ্গলপ্রদ। গীতার এইরকম পরম সর্ব্বগুহ্যতম অনন্য শরণাগতির উপদেশ ভক্তিগৃহে প্রবেশের দ্বার পর্য্যন্তই উপনীত করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিনিকেতনের অভ্যন্তরে বৈচিত্র মাধুর্য্যতা প্রদর্শন করেন নাই।

উপনিষদের লক্ষ্যও নির্ব্বাণ প্রাপ্তি, অভেদপ্রাপ্ত, তাহাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি বলা হয়। এই পর্য্যন্তই উপনিষৎসমূহের উপদেশ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি, তজ্জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিশেষ সাধন করিতে হয়। কিন্তু উপনিষদের দ্বারা চরম প্রাপ্তি ফল ত অসুরগণ ভগবদ্‌বিদ্বেষ করিয়াই অনায়াসে তাহা ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়।

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্ত হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥"

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ

"বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল॥
সিদ্ধলোক নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫।৩২-৩৩

বৈকুণ্ঠ-শব্দে কৃষ্ণধাম ও 'পরব্যোম' বুঝিতে হইবে। সেই পরব্যোমের বাহিরে কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভা বিস্তীর্ণ হইয়া একটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল করিয়াছে। তাহাতে সিদ্ধলোক বা 'ব্রহ্মলোক' ইত্যাদি বলে। ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তির তাহাই একমাত্র স্থান। ঐ ধাম চিৎস্বরূপ বটে, কিন্তু তাহাতে চিচ্ছক্তিগত বিকার অর্থাৎ বিচিত্রতা নাই। নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত দৈত্য, অসুরগণ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান মার্গের সিদ্ধগণের অবস্থিতি।

বেদত্রয়ী কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্ম—ভগবৎ কর্ম্মার্পণ-কর্ম্মের ফল নিবৃত্তি হইলে পর একাগ্রতা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকাণ্ড উপনিষৎ প্রয়োজন। উপনিষৎ চিত্ত বিক্ষেপ চাঞ্চল্যের নিবৃত্তি করে, ইহাই বিধিবতা। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা মহোপনিষদ্ হওয়ায় তাহাতেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও পরিশেষে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি শরণাগতের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। যাহা গীতা-মহোপনিষৎ পরিসমাপ্তি হয়, তাহা হইতে ভগবদনুগ্রহের প্রতীক্ষা উপাসনার আরম্ভ ; অনুগ্রহের প্রতীক্ষা-রূপ উপাসনা ভক্তকে ভগবানের অত্যন্ত সমীপে লইয়া যায়।

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

—ভাঃ ১০।১৪।৮

যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ

করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়-মনোবাক্যে প্রণতি অর্থাৎ শরণাগত সহকারে জীবন ধারণ করেন তিনিই মুক্তিলাভের দায়ভাগী অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

"সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে" দ্বাপর যুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—সত্য তুমি আমার পরমপ্রিয় জানিবে, তজ্জন্য সর্ব্বগুহ্যতম কথা বলিতেছি বলিয়া অতিপ্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একান্তভাবে আমারই শরণ গ্রহণ কর বলিয়া শরণাগতির এই পরম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। আর একজন পরমপ্রিয় সখা উদ্ধবকেও বলিয়াছিলেন যে, বেদে সমস্ত ধর্ম্মই আমা-কর্তৃক আদিষ্ট, তাহার গুণ-দোষ বিচার করতঃ উক্ত ধর্ম্মগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া একান্ত-ভাবে আমার শরণাগত হইয়া যে ভজনা করিবে সেই উত্তম ভক্ত গণ্য হইবে, এই উপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। উদ্ধব কেবলমাত্র প্রিয়সখাই ছিলেন না, তিনি ভক্তগণের মধ্যেও পরমপ্রিয় শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মহিমা সম্বন্ধে পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল শুক-দেব প্রকাশ করিয়াছেন—

"বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িত সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধি সত্তমঃ ॥"
—ভাঃ ১০।৪৬।১

শ্রীল শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! বৃষ্ণি-বংশীয়গণের মধ্যে উদ্ধব নামে একজন শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া পরিচিত এবং কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়সখা, ও যাদবগণের মন্ত্রী ছিলেন। উদ্ধব যে শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ প্রিয়সখা ছিলেন এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। অতি প্রিয়জনকেই নিজের অতিগুহ্যতম রহস্য কথা বলেন।

কৃষ্ণগতপ্রাণা এবং কৃষ্ণে সমর্পিত দেহাদি 'ত্যক্তদৈহিকাঃ"। যাঁহারা কৃষ্ণের জন্য লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহ তিলাঞ্জলি দিয়া ভালবাসিয়া একান্ত সেবা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকে ক্ষণার্দ্ধ সময়ে দর্শন না হইলে তাঁহারা ঐ সময়টিকেই শতযুগ মনে করিতেন এবং তাঁহাকে দর্শনকালে চক্ষের নিমেষের জন্য যে ব্যবধানটিও সহ্য করিতে সক্ষম না হইয়া তাঁহার চক্ষের নিমেষ নির্ম্মাতাকে তীব্র তিরস্কার করিতেন। ব্রজ হইতে যখন মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলেন তখন সেই গোপীগণ ব্রজে কৃষ্ণবিরহে তীব্র সন্তাপে মর্ম্মাহত হইলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী স্বয়ং ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য অত্যন্ত প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্ত উদ্ধবকেই প্রেরণাপূর্ব্বক বলিলেন—

"তমাহ ভগবান্‌প্রেষ্ঠং ভক্তমেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্তিহরো হরিঃ ॥"

শরণাগত সন্তাপহারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একসময় একান্ত নির্জ্জনে নিজপ্রিয়তম ক্রোড়ের সন্নিকট উদ্ধবকে নিজহস্তে টানিয়া বসাইয়া নিজের শ্রীহস্ত-দ্বয়ের মধ্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অতি করুণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রো নঃ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎ সন্দেশৈঃ বিমোচয় ॥"
—ঐ ১০।৪৬।৩

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে 'সৌম্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মূর্ত্তিই ছিল শান্তিময় এবং স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ। মনে বহু অশান্তির সময় কেহ যদি তাঁহাকে দর্শন করিত তাহার চিত্তে বিপুল শান্তি উদয় হইত। তাই নিজ বিরহকাতরা ব্রজে গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া প্রথমে মাতাপিতার কথা বলিয়া বিরহকাতরা গোপীগণের কথা বলিলেন। "মদ্বিয়োগাধিং" গোপী-গণের হৃদয় তীব্র সন্তাপ আমার বিরহে, তাহা দূর করিবে আমার কথা দিয়া। আমিই তোমাকে দিয়া এই সংবাদ প্রেরণ করিতেছি, ইহা আমার নিজস্ব কথা। আমি সামান্য বাকীকার্য্য সমাধানান্তে অতি-সত্বরই ব্রজে গমন করিব, ইহা আমার কথা। আমিও তোমাদের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। ইহা তোমাদের জন্য আমার পরম সান্ত্বনাবাক্য জানিবে।

সেই পরমপ্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে পরে একাদশ স্কন্ধে উপদেশ প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেত স তু সত্তমঃ ॥"
—ভাঃ ১১।১১।৩২

যিনি আমার বেদসমূহ সমস্ত ধর্ম্মের আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে গুণ-দোষসমূহ বিচার পূর্ব্বক নিশ্চয় করতঃ সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার একান্ত শরণাগত দ্বারা ভজনা করেন, তিনি উত্তম ভক্তরূপে গণ্য হইবেন।

মহোপনিষদ্ গীতায় যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এবং "যঃ ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য মাং ভজেত" শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয় শিরোদ্ধৃত সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগে স্বয়ং-মুখে প্রিয়তম ভক্তদ্বয়কে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সেই সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন এবং কলিযুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রচার করেন। তিনি দক্ষিণদেশে নামকীর্ত্তন প্রচারকালে গোদাবরী নদীতটে অন্তরঙ্গ নিত্যপার্ষদ শ্রীরায়রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে স্বয়ং শ্রোতা ও নিজভক্তকে বক্তারূপে স্থির করতঃ সাধ্য-সাধন নির্ণয় বিষয়ে আলোচনাকালে শ্রীরায়রামানন্দ প্রভু উক্ত শ্লোকদ্বয়কে প্রমাণরূপে প্রতিপাদন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু "এহোবাহ্য" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন।

উক্ত শ্লোকদ্বয়কে ভক্তিনিকেতনের পরম অভ্যন্তরের কথা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। শ্রীরায়রামানন্দ প্রভুও প্রমাণরূপে তাহা ব্যক্ত করেন। তখন স্বয়ং ভগবানই নিজের গুহ্যতম বাণীকে ভক্তি-নিকেতনের অভ্যন্তরের কথা নহে, বাহির দ্বারের কথা বলিলেন। ভগবানের কথাকে কোন অন্যব্যক্তি 'এহোবাহ্য' বলিলে কেহই তাহা স্বীকার করিত না। তজ্জন্য স্বয়ং ভগবান্ নিজেই উক্ত শ্লোকদ্বয় ভক্তি-নিকেতনের অভ্যন্তরের বাণী বলিয়া স্বীকার করিলেন না।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" এই শ্লোকে লোকের একপ্রকার মনোবৃত্তি জানা যায় যে, জীবের স্বরূপগত কর্ত্তব্য প্রীতিসেবা-প্রতিকূল। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও, সমস্ত ধর্ম্ম ত্যাগজনিত যাবতীয় তোমার সমস্ত পাপ হইতে আমি বিমুক্ত করিয়া দিব। তুমি কোনপ্রকার ভয় করিবে না। শ্রীকৃষ্ণের এইপ্রকার অভয় বাণী শ্রবণ করিয়া সাধকের মনে হয় যে, স্বয়ং ভগবান্ যদি আমার সবপাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া দেন ত' আমি সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শরণই গ্রহণ করি। এখানে স্বতঃ-প্রণোদিতভাবে ভগবানের প্রীতিসেবার লক্ষ্য রাখিয়া একান্ত শরণাগতি নয়, পরন্তু আত্মেন্দ্রিক সুখৈক বাসনা, নিজের পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার লক্ষ্য নিয়েই শরণাগতি। অর্থাৎ নিজের যে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার মনোবৃত্তিই এখানে সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগের মূল। শুদ্ধাভক্তি বা প্রীতি, শ্রীকৃষ্ণসেবা এখানে সর্ব্বধর্ম্মত্যাগের কারণ হইতে পারে না। অতএব শুদ্ধাভক্তি প্রীতিসেবা গোলোক বৈকুণ্ঠের দ্বারের বাহিরের কথা; তজ্জন্য ব্রজেন্দ্রনন্দনই স্বয়ং ভক্ত-রূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ সর্ব্বগুহ্যতম বাক্যটিকে 'এহোবাহ্য' বলিলেন। গোলোক বৈকুণ্ঠের বাহিরের কথা বলিয়া আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন।

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" এই শ্লোকে যে সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগের কথা দেখিতে পাই তাহার মূলে শ্রদ্ধা প্রীতিভক্তির আত্যন্তিকী শ্রদ্ধার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেমন পতিব্রতা নারী পতিতে আত্যন্তিকী প্রীতিপ্রেম রক্ষণকারী সতীসাধ্বী নারী। যে প্রকার পরপুরুষের সঙ্গে নিজের পতির গুণ-দোষ বিচার করিতে প্রচেষ্টা করেন না, এইপ্রকারের বিচার করিবারও যেপ্রকার তাহার চিত্তে কখনও উদয় হয় না, সে নিজের দৃঢ়প্রীতিপ্রেমে কেবলমাত্র নিজপতির গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রীতিভরে কেবল পতিসেবা দ্বারা নিজকে কৃতার্থ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, তদ্রূপ শুদ্ধ-ভক্তের মুখে ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ অনন্য-ভক্তি বা শুদ্ধাভক্তিতে যাঁহার আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে বা শুদ্ধভক্তের অহৈতুকী কৃপায় দৃঢ়শ্রদ্ধা শুদ্ধাভক্তি লাভ করিয়াছে তিনি নিত্য-নৈমিত্তিক বর্ণা-শ্রম ধর্ম্মের সহিতও কাম্যকর্ম্মকাণ্ডীয় ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনামূলক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির গুণ-দোষ বিচার করেন না বা করিবার অবসর কোথায় তাঁহাদের ?

(ক্রমশঃ)
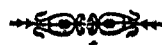
লামডিং-এ (আসাম) শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

গুয়াহাটীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজের অদম্য উৎসাহে ও উদ্যোগে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আসামপ্রদেশের নগাঁও জেলান্তর্গত N.E.F রেলওয়ে জংশন লামডিং সহরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রদর্শিত বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রচার হয়। এতদুপলক্ষে লামডিং-সুভাষপল্লীস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে ২৫ মাঘ (১৪০৫), ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) সোমবার ও ২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবসদ্বয় বিশেষ ধর্ম্মসভা, নগরসংকীর্ত্তন ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভা আদির প্রাক্ প্রস্তুতির জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী প্রভৃতি গুয়াহাটী হইতে কয়েকদিন পূর্ব্বে লামডিংএ আসেন এবং শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করেন। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী আদি ১৫ মূর্ত্তি ৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার গুয়াহাটী হইতে ট্রেণযোগে আসিয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘে অবস্থান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী ও শ্রীসঞ্জয় দে (শিলচর) প্রভৃতি ৭ মূর্ত্তিসহ ৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার গুয়াহাটী হইতে গুয়াহাটী-লামডিং প্যাসেঞ্জার ট্রেণে প্রাতঃ ৬-৪০ মিঃ-এ রওনা হইয়া অপরাহ্ন ১-৪০ মিঃ-এ লামডিং জংশন ষ্টেশনে আসিয়া অবতরণ করিলে মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। লামডিং-কালীবাড়ী রোডস্থ নিকিতালজের দ্বিতলে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণের থাকিবার সুবন্দোবস্ত হয়। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠে সকলের প্রসাদ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী সোমবার ও মঙ্গলবার দিবসদ্বয় অপরাহ্নকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে শ্রীসুনীল চন্দ্র দাস, প্রিন্সিপ্যাল লামডিং কলেজ ও শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, রেলওয়ে ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার এবং প্রথমদিবসে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন শ্রীঅমলংশু রায়, প্রিন্সিপ্যাল লঙ্কা কলেজ। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'মঠ মন্দিরের উপযোগিতা' এবং 'সংসারদুঃখ ও তৎপ্রতিকার'। সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ বক্তব্য বিষয়ের উপর ভাষণ দেন।

২৬ মাঘ, ৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার প্রাতঃ ৮-১৫ ঘটিকায় শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ হইতে বাদ্যাদিসহ এক বিশাল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লামডিং সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ মধ্যাহ্নে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে তৎপরে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস (যোগেশ), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দজীউর ভোগরাগান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

লামডিং জংশন ষ্টেশন রেলবিভাগের কর্ম্মচারিগণের অধ্যুষিত সহর। অধিকাংশ বঙ্গভাষী, লোকসংখ্যা আনুমানিক ২ লক্ষ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন যাচক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীনরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি

মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মঠের নিকটবর্ত্তী শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তীর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টির ২৬ মূর্ত্তিসহ অদ্য অপরাহ্ন ৩-১০ মিঃ-এ লামডিং হইতে পূর্ব্বোক্ত ট্রেণে রওনা হইয়া রাত্রি ১১-৩০ ঘটিকায় গুয়াহাটী পল্টনবাজারস্থ মঠে আসিয়া উপনীত হন।

১৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব ৫ মূর্ত্তিসহ গুয়াহাটী হইতে বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পার্টির বাকী সকলে ১৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার গুয়াহাটী হইতে সরাইঘাট এক্সপ্রেস ট্রেণযোগে রওনা হইয়া পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৯) মঙ্গলবার লামডিংএ ধর্ম্মসভার ২য় দিবসের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস লিখিত অভিনন্দন—

এলোরে গৌর নিতাই।
প্রেমবন্যায় ভাসিয়া গেল
সব দুঃখ সব বালাই॥
ভাসে অভিমানী নির্ধন ও ধনী
রূপসনাতন দু'ভাই।
ভাসিল জগাই ভাসিল মাধাই
বাকী কেহ নাই নাই॥
প্রেমতরঙ্গে পরম রঙ্গে
নাচে গৌর নাচে নিতাই।
সঙ্গেতে শ্রীবাসাদি গদাধর
শ্রীঅদ্বৈত গোসাই॥
বাজিছে মৃদঙ্গ উঠেছে তরঙ্গ
করতাল বাজে ঐ।
হরি হরি বলে ত্রিভুবন দোলে
আনন্দের ওর নাই॥
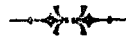
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া ঃ— নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগর সহরে গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডির সদস্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় সহরের শক্তিনগর-পল্লীতে আশু রায় রোড, উত্তর শিববাড়ীস্থ শ্রীগোপীনাথ পালের গৃহ-প্রাঙ্গণে ১৯ ফাল্গুন (১৪০৫), 4 মার্চ্চ (১৯৯৯) বৃহস্পতিবার এবং কৃষ্ণনগর গোয়াড়ী বাজারস্থ শ্রীমঠে ২০ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ শুক্রবার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব উপলক্ষে দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয় ঃ 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য'। প্রথম দিনের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ। শ্রীমঠে দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে যথাক্রমে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। পূজনীয় মহারাজগণ তাঁহাদের ভাষণে বক্তব্য বিষয়ের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন। উক্ত দিবস শ্রীমঠে দ্বিপ্রহরে মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা নরনারীগণকে আপ্যায়িত করা হয়। এই ধর্ম্মসম্মেলনে ও মহোৎসবে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহা-

রাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীমায়াপুর মঠের ভক্তগণকে কৃষ্ণনগর মঠের অনুষ্ঠানে আনিবার জন্য রিজার্ভ বাস ও মটরযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শক্তিনগরনিবাসী শ্রীগোপীনাথবাবুর বাড়ীতে দ্বিতীয় দিবস ৫ মার্চ্চ শুক্রবার মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গোপীনাথবাবুর বৈষ্ণবসেবার প্রবৃত্তি খুবই প্রশংসনীয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় কৃষ্ণনগর মঠের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দর্শন করিয়া ভক্তগণ পরমোৎসাহিত হন। পূজারী শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন দাস, শ্রীকার্ত্তিক দাস, শ্রীকৃষ্ণমোহন দাসাধিকারী (শ্রীকালাচাঁদ) প্রভৃতির সেবাপ্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রশেখর দাসের নির্ম্মাণকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ সেবা প্রশংসার্হ।

কাঁচরাপাড়ায় ধর্ম্মসম্মেলন ও নগরসংকীর্ত্তন—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের শুভপদার্পণ

কাঁচরাপাড়া (উত্তর ২৪ পরগণা) সিরাজ মণ্ডল রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযোগেশ চন্দ্র মল্লিক (শ্রীযাদবানন্দ দাসাধিকারীর) মহোদয়ের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচারসঙ্ঘসহ ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিতে ২১ ফাল্গুন (১৪০৫), ৬ মার্চ্চ (১৯৯৯) শনিবার শ্রীযোগেশবাবুর ব্যবস্থাপিত রিজার্ভ মিনিবাসযোগে কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮-৪০ মিঃ এ যাত্রা করতঃ বেলা ১১-৩০টায় কাঁচরাপাড়ায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীযোগেশবাবুর গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। যোগেশবাবু স্থানীয় ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ পূজাবিধান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বিতলে ও অন্যান্য সকলে নিম্নতলে, কেহ কেহ বা গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহেও অবস্থান করেন। যোগেশবাবুর গৃহে দ্বিতলে ৬ মার্চ্চ ও ৭ মার্চ্চ প্রত্যহ রাত্রি ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা প্রতিপাদনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ৭ মার্চ্চ রবিবার উপরিউক্ত বাসভবন হইতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কবিগুরু রবীন্দ্র পথ, নকড়ি মণ্ডল রোড, মানিকতলা, ওয়ার্কশপ্ রোড, কবিগুরু রবীন্দ্র পথ হইয়া রাত্রি ৭ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সুসজ্জিত শিবিকায় সর্ব্বাগ্রে, তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনামুখে প্রথমে কিছু সময়ের জন্য নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হইলে মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী ও শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ)। বিবিধ সেবাকার্য্যে সহায়তার জন্য যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীজগন্নাথমন্দির হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন দাস, শ্রীতরুণকৃষ্ণ দাস, শ্রীসত্যগোবিন্দ দাস, শ্রীবলরাম দাস প্রভৃতি সেবকগণ আসিয়াছিলেন। ৭ মার্চ্চ মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগান্তে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা নরনারীগণকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

৭ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব জুদলবলে রমেশ গোস্বামী রোডস্থ শ্রীগোপীনাথ পাল মহোদয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। গোপীনাথবাবু বৈষ্ণবসেবার জন্য বিশেষ প্রাতঃরাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোপীনাথবাবুর গৃহ হইতে ফিরিবার কালে হরলাল নগরস্থ শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ শুভ পদার্পণ করেন।

সস্ত্রীক শ্রীযাদবানন্দ দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

উত্তর ২৪ পরগণায় রাজবেড়িয়ায় ও বেতপুলে (মসলন্দপুর) শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ

(ক) রাজবেড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগণা ঃ—অবস্থিতি ঃ ৮ মার্চ্চ সোমবার ও ৯ মার্চ্চ মঙ্গলবার।

রাজবেড়িয়ানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমদ্ অনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারীর (শ্রীগৌতম দাসের) বিশেষ আগ্রহ ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব কাঁচরাপাড়া হইতে এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅধোক্ষজ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস ব্রহ্মচারী ১০ মূর্ত্তি পূর্ব্বাহ্ন ১০-১৫টায় রওনা হইয়া ১১-১০ মিঃ এ রাজবেড়িয়াস্থিত শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে দুইটী মোটরযানে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন। উক্তদিবস প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ (শ্রীযদুনন্দনদাস ব্রহ্মচারী), শ্রীআনন্দলীলাময়বিগ্রহ দাস, শ্রীসনৎ কুমার দাস, শ্রীজীবেশ্বর দাস, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় অগ্রিম পৌঁছেন।

শ্রীমায়াপুর হইতে ডাঃ শ্রীকালীপদ দেবনাথ (শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী) ও শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী রাজবেড়িয়ার উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত বেতপুল পর্য্যন্ত ছিলেন।

৮ মার্চ্চ ও ৯ মার্চ্চ শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা হরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা কীর্ত্তন করতঃ তৎবিষয়ে নরনারীগণকে অনুপ্রাণিত করেন। দ্বিতীয় দিবস সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়। উক্ত দিবস রাত্রিতে সমাগত পাঁচ শতাধিক নরনারীকে মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৯ মার্চ্চ মধ্যাহ্নে অনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর বড় জামাতা শ্রীসন্তোষ দেবনাথের (শ্রীসহদেব দাসাধিকারীর) গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের নিয়মিতরূপে সেবা হইয়া থাকে। সায়ংকালে সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দির পরিক্রমাকালে ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। অনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণী, তাঁহাদের পুত্রদ্বয় সস্ত্রীক শ্রীবাসুদেব দাসাধিকারী ও সস্ত্রীক শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী এবং বড়জামাতা সস্ত্রীক শ্রীসহদেব দাসাধিকারীর বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

(খ) বেতপুল (মসলন্দপুর) ঃ—অবস্থিতি—১০ মার্চ্চ বুধবার।

বেতপুলে উৎসবানুষ্ঠানে সহায়তার জন্য শ্রীজীবেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জনদাস ব্রহ্মচারী পূর্ব্বদিবস রাজবেড়িয়া হইতে মটরসাইকেল-যোগে সন্ধ্যার সভায় বেতপুলে অগ্রিম পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীআনন্দ ব্রহ্মচারীও তথায় প্রায় একই সময়ে পৌঁছেন। পরদিবস ১০ মার্চ্চ বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব একটি মটরকারে দুইটী ট্রেকারে রাজবেড়িয়া হইতে ৩০ মূর্ত্তিসহ ৯-২০ মিঃ-এ রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১-১৫টায় বেতপুলে শুভপদার্পণ করিলে আহ্বানকারী স্থানীয় ভক্ত শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী উক্তদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া কয়েকশত নরনারী পরিতৃপ্ত হন। রাত্রির ধর্ম্মসভা শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দেবনাথের

জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগোবিন্দ দেবনাথের গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় হরিকথামৃত পরিবেশন করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। 'মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য ভগবদারাধনা। ভগবান্ মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের জন্য মনুষ্যজন্ম নহে। যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা নিজেদের মঙ্গলবিধান করেন এবং তাঁহাদের সংস্পর্শে অপর ব্যক্তিগণ হরিভজন করিতে অনুপ্রাণিত হন।' —মহারাজগণের কথার সারমর্ম্ম।

সস্ত্রীক শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাসাধিকারী গৃহে নিষ্ঠার সহিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পুত্রগণ শ্রীগোবিন্দ দেবনাথ ও শ্রীঅশোক দেবনাথ সেই আদর্শ গ্রহণ করিলে পরম সুখের বিষয় হইবে।

কয়াডাঙ্গার সস্ত্রীক শ্রীশ্রীধর দাসাধিকারী (শ্রী-শান্তিরঞ্জন দত্ত) এবং ডাক্তার শ্রীকালীপদ দেবনাথের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীঅনিল দেবনাথ এই উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ইউরোপ রাশিয়ায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে ২৪ জুন, ১৯৯৯ নয়াদিল্লীর ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। নয়াদিল্লীর দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা 'দি টাইম্স্ অফ্ ইণ্ডিয়া'য় ২৯ জুন প্রকাশিত রিপোর্টারের প্রতিবেদন :—

Spreading message of divine love

Wild, enthusiastic chanting of "Hare Krishna, Hare Krishna and Hare Gurudeva" by a dedicated band of devotees greeted Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj, president of the Chaitanya Gaudiya Math, on his arrival at the airport at the end of his six-week tour of Europe and Russia on Thursday evening.

The leading acharya of the Math had gone abroad to propagate the all-embracing doctrine of divine love propounded by Lord Chaitanya Mahaprabhu. His preaching tour and endeavour to check the rising tide of violence and conflicts had taken him to places such as Holland, Slovenia, Austria, Belarus, Russia and Ukraine.

The Maharaj, who is the 11th acharya of the Chaitanya Math, was welcomed with much warmth and affection wherever he went. His discourses based on the Bhagawat Gita and Bhagavatam were well appreciated.

According to Lord Chaitanya, divine love is the strongest spiritual force on earth which can establish unity among people and establish real peace in the world. Divine love, it is said, is more powerful than ahimsa. While ahimsa enjoins one not to commit violence, love calls for doing positive good to others. Knowledge of the relationship of the part to the whole ensures love and affinity for one another.

The acharya constantly reminds his devotees that it would not be wise to devote valuable time and energy of this "precious human birth" for mundane affairs and temporary benefits.

The intense devotion and dedication of the bhaktas to the 75-year-old frail, ochre-robed guru, is to be seen to be believed. Asked what had drawn him to the path of his guru, a supreme court advocate, Chetan Sharma said his Guru was different from the general run of spiritual teachers today who had converted religion into business.

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি (৩) কল্যাণকল্পতরু (৪) গীতাবলী (৫) গীতমালা (৬) জৈবধর্ম্ম
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত (৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি (৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) দশাবতার ,, ,, ,, ,,
(২৬) শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
(২৭) শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের পূত চরিতামৃত
(২৮) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৯) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(৩০) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(৩১) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
(৩২) শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ-সহ
(৩৩) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকম্—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত আনন্দীকৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ
(৩৪) বিলাপকুসুমাঞ্জলি (৩৫) ব্রহ্মসংহিতা (৩৬) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত
(৩৭) মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (৩৮) সৎক্রিয়াসারদীপিকা (৩৯) আলবন্দার স্তোত্রম্
(৪০) শ্রীহরিভক্তি কল্পলতিকা

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....

....

....

....

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্‌।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্‌ ॥"

৩৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৪০৬
৫ হৃষীকেশ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

পারমার্থিক সম্মিলনীতে শ্রীশ্রীল-প্রভুপাদ-প্রদত্ত চতুর্থ দিবসের অভিভাষণ

আমরা গতকল্য দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সম্বন্ধজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা আরম্ভ ক'রেছিলাম, তৎপরবর্ত্তী কতকগুলি কথা আজ বল্‌ব। আমাদের বক্তব্য ছিল—আত্মজিজ্ঞাসা। 'আত্ম'-শব্দের অর্থ—"আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ"—আত্মা পরমাত্মারই অংশবিশেষ; বৃহদাত্মা—পরমাত্মা, হরি। 'আততত্ব'-শব্দের 'তন্‌' ধাতু বিস্তার অর্থে ব্যবহৃত এবং 'মাতৃত্ব'—মাতা যেরূপ পালন করেন, হরি তেমনই পালনকর্ত্তা। অথবা মাতার পালন-কর্ত্তৃত্ব হরির মাতৃত্ব বা পালনধর্ম্মের অতি সামান্য বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। উদ্ভব ও বিনাশ-কার্য্যের মধ্যস্থানে যে স্থিতি বা সত্তা, তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা—বিষ্ণু বা সত্ত্বতনু হরি। পরমাত্মাকর্ত্তৃক সত্ত্ব-সমূহ পালিত হয়—বিনষ্ট হয় না—'আততত্ব'-শব্দে বিস্তৃতি লক্ষ্য করে। শ্রুতি বলেন,—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥

জীবাত্মাকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশতুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে, অর্থাৎ জীবাত্মা অতি ক্ষুদ্র—অণুচেতন। "স চানন্ত্যায় কল্পতে"। বিভুচেতনে যে-সকল গুণ, উহাই অণুরূপে জীবাত্মায় বর্ত্তমান। বিভুতে যা' আছে, তা' অণুতেও আছে। কিন্তু বিভু কখনও অণু নয়, অংশী কখনও অংশ, কলা, বিকলা নয়। অনেক সময় পরমাত্মাও 'আত্ম'-শব্দে সংজ্ঞিত হয়, অনেক সময় জীবও 'আত্ম'-শব্দে লক্ষিত হয়।

'জিজ্ঞাসা' শব্দে—জানিবার ইচ্ছা। আত্মবিষয়ক জিজ্ঞাসা; খণ্ডবস্তুর বা খণ্ডকালের জিজ্ঞাসার কথা হচ্ছে না; সমগ্র বস্তু ও পূর্ণকালকে লক্ষ্য ক'রে বলা হচ্ছে। 'আত্ম'-শব্দের দ্বারা নিজকে নিজে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ, ইহা বুঝায়। যা' সমর্থ নয়, তা'

'আত্ম'-শব্দে ব্যবহৃত হ'তে পারে না। স্বল্পতা বা বৃহত্ত্ব-নির্বিশেষে আত্মশব্দের ব্যবহার। অদ্য আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের কথা হ'চ্ছে।

জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যবর্ত্তি-স্থানে 'জ্ঞান' অবস্থিত। কেবল-জ্ঞাতা ও কেবল-জ্ঞেয়ের মাঝখানে কেবল-জ্ঞান বর্ত্তমান। অন্য তৃতীয় ব্যাপার যদি মাঝখানে দাঁড়ায়, তা' হলে জ্ঞান হ'বে না। যা' থেকে জ্ঞান লাভ হয়, বোধের প্রমাণস্বরূপ যা' আছে, তা' কেবল-চেতন, চিদ্‌চিন্মিশ্র ও অচেতন—এই তিন প্রকারের হ'তে পারে। মাঝখানে যদি চেতনের সহিত চেতনা-ভাব অন্য বস্তু আসে, তবে সেটা মিশ্র চেতন।

চেতনের বিপরীত—অচিৎ। যখন জ্ঞেয়—অচিৎ, জ্ঞাতা—অচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞাতার জ্ঞানও—অচিতের জ্ঞান, তখন কেবল-জ্ঞানের ক্রিয়ার সুষুপ্তি অবস্থা—শুদ্ধ জ্ঞাতৃত্ব লুপ্ত। জ্ঞেয় বস্তুর যদি কিছু চেতনতা থাক্‌ত' তবে তা'র স্বতন্ত্রতা ব্যবহার ক'র্‌ত।

আত্মজিজ্ঞাসা—'আমি কে'—এই প্রশ্ন যখন বদ্ধ-জীব (Conditioned Soul) জিজ্ঞাসা করেন, আমি স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণযুক্ত হ'য়েছি, চিদচিন্মিশ্র-ভাবাপন্ন হ'য়েছি, আমার জ্ঞাতৃত্বধর্ম্ম—যা'কে অব-লম্বন ক'রে জান্‌ব, তা' চিদচিন্মিশ্র, তখন চিদচিন্মিশ্র জ্ঞান মাত্র লাভ হ'বে। জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা যদি কেবল-চেতন হয়, তবেই পূর্ণজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। জ্ঞাতা যদি বহির্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে ন্যূনা-ধিক মিশ্রজ্ঞান লাভ হয়।

পরমাত্মা ও ব্রহ্ম—একই বস্তু। ব্রহ্মের ভাব অদ্বিতীয় বৃহত্তত্ত্ব মাত্র, ব্যাপক পরমাত্ম-প্রতীতি-বৈশিষ্ট্য তা'তে নাই। প্রকৃতিজাত খণ্ডিত পদার্থ সমস্তই ব্রহ্ম-প্রতীতি-বর্জ্জিত। অখণ্ড ব্রহ্মে কোন খণ্ডিতভাব আরোপ করা যা'বে না।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত—উভয়ধর্ম্ম পরমাত্ম-প্রতী-তিতে অবস্থিত। ব্রহ্মে খণ্ডিতভাব বাদ দেওয়া হয়—নিঃশক্তিক বিচার। পরমাত্মায় চিদচিৎ-শক্তি-বিচার এসে গেছে। যেখানে নিঃশক্তিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বিচার; সেখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন—এই বিশেষধর্ম্ম নষ্ট হয়। বৃহত্ত্বের এক অংশ—প্রকাশ-রহিত নির্ব্বিশেষ ও আর এক—চিৎপ্রতীতি স্বপ্রকাশ পূর্ণ সবিশেষ।

জিজ্ঞাসুর দুই প্রকার শ্রেণী। এক শ্রেণী বলেন,—তাঁ'রা পূর্ব্বে জানেন না, পরে তাঁ'দের জানা আরম্ভ হয়। আর এক শ্রেণীর জান্‌তে জান্‌তে পরে জানা থেমে যা'বে। 'আত্ম-জিজ্ঞাসা'-শব্দে—অন্বয়ভাবে 'আত্ম' ও ব্যতিরেকভাবে 'অনাত্ম' জিজ্ঞাসা উভয়ই লক্ষিত হ'চ্ছে।

ব্রহ্মে যে নির্ব্বিশেষ-বিচার, তা'তে ইহ জগতের ধর্ম্মের অভাবমাত্র বলা হ'চ্ছে। সবিশেষবাদী বলেন,—নির্ব্বিশেষবাদও একটা অসংখ্য চিদ্বিশেষের অন্য-তম। প্রাকৃত সবিশেষের অভাবরূপ বিশেষ—নির্ব্বিশেষবাদে বর্ত্তমান। একই বস্তুর নিঃশক্তিক ও সশক্তিক-বিচার বর্ত্তমান যেখানে, সেখানে পর-মাত্মার বিচার।

পরমাত্ম-বিচারে নির্ব্বিশেষের বিপরীত ভূমা, বিরাট্ বিশ্বরূপ বিচার। পতঞ্জলির "ঈশ্বরপ্রণি-ধানাদ্বা". "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" প্রভৃতি কথা ব্রহ্ম-বিচার হ'তে একটুকু পৃথক্। তা'তে বিবর্ত্তাশ্রয়ে সব বস্তুর মিথ্যাত্ব স্বীকৃত হয় নাই। পরমাত্মার সশক্তিক-বিচারে অন্তরঙ্গা, তটস্থা ও বহিরঙ্গা শক্তির পরিচয় আছে। অঙ্গ ও অঙ্গী-বিচারে যাহার অঙ্গ, সে অঙ্গী; অঙ্গীর অঙ্গ, রূপ ও রূপী, শক্তি ও শক্তিমান্—প্রথমটীর দ্বারা দ্বিতীয়টী পরিচিত। বস্তু—এক, শক্তি—অসংখ্য। নিঃশক্তিক-বিচার এইরূপ বিচার হ'তে দূরে—স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয় ভেদরহিত—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানবিশেষ নাই।

কতকগুলি লোক Cessation of concep-tion and perception (ধারণা ও অনুভূতি-শূন্যতা)-কেই লক্ষ্য বস্তু মনে করেন। শাক্যসিংহের পরবর্ত্তিকালে চিদ্‌রাহিত্য বা অচিন্মাত্রবাদ এবং তৎ-পরে জ্ঞান-সাহিত্যই স্বীকৃত। কেবল-জ্ঞানই থাক্‌বে; দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন থাক্‌বে না।

পরমাত্মা—পরিমাণগত একে বিভু, অপরটি ভগ্নাংশ অণু। বহিরঙ্গা শক্তিতে কালক্ষোভ্য ভাব, একত্বের বিরুদ্ধ দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিত্যত্ব উপাদেয় অদ্বয় বিচিত্রতা ভাব বর্ত্তমান। বহিরঙ্গা শক্তিতে ক্লেশ, অন্তরঙ্গা-শক্তিতে সমস্তই শুদ্ধ অবিমিশ্র।

অচিদংশকে যদি বর্জ্জন করি, সূক্ষ্মদেহের বিচারকেও যদি বাদ দেই, তা' হ'লে শুদ্ধচেতনের বিচারে উপস্থিত হই। যখন আমরা শুদ্ধচেতনের বিচারে উপস্থিত হই, তখন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হই না। কিন্তু যখন সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ উভয়কে সংযুক্ত ক'রে আলোচনা করি, তখন চিদচিন্মিশ্রভাব, কর্ম্ম-বিচারে হঠযোগ ও জ্ঞান-বিচারে রাজযোগের কথা জানি—চিদচিন্মিশ্রভাবে উপদিষ্ট হই।

যখন ভগবৎ-প্রতীতি হয়, তখন কেবল চিদণু বিভুচিৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, বস্তুর শক্তির অংশ বা ভেদ লক্ষিত হয়। গুণমায়া রচিত যে-সকল উপকরণ, সেগুলি এক, দুই, বহু অঙ্ক (numerals) সৃষ্টি করে। দ্রষ্টায় ভেদ, দৃশ্যে ভেদ, দর্শনে ভেদ —বহুত্ব দর্শন—বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত এক বিম্বের বহু প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়। অন্তরঙ্গা শক্তির রাজ্যে একতাৎপর্য্যপর হওয়ায় ১, ২, ৩, ৪, বৈচিত্র্যপর পরস্পর বিবদমান (Contending) নয়; এ জগৎ যেমন পরস্পর বিবদমান, পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বরধর্ম্মযুক্ত, সেরূপ অন্তরঙ্গা শক্তির নিত্য চিদ্‌বৈচিত্র্য নহে। নশ্বরতা বা ধ্বংসশীলতা নিত্য মাতৃত্বধর্ম্মের স্বরূপ নহে—বিষ্ণুর প্রতীতি নহে—বিষ্ণুমায়ারচিত চিৎ-প্রতিকৃতি মাত্র। এ জগতে বিভিন্নবস্তু—নশ্বর, উহা 'আত্ম'-শব্দ-বাচ্য নহে, উহা অনাত্ম, অনিত্য।

জীবাত্মা—অনাত্মা নহে। নাস্তিক বলেন,—জীবাত্মা—অনাত্মা। আস্তিক বলেন,—জীবাত্মা নিত্য আত্মবস্তু—শুদ্ধস্বরূপে অবিমিশ্র চেতনবস্তু—পূর্ণচেতনের শক্তিরূপ অণু-অংশ—পূর্ণ চেতনের নিত্য অধীন বা বশ্য।

ভগবানের এক প্রকার অঙ্গ অন্তরের, আর এক প্রকার অঙ্গ বাহিরের। বাহিরের অঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের বাধা, কালক্ষোভ্য ধর্ম্ম বর্ত্তমান; বাহিরের অঙ্গ হইতেই জগৎ। জগতে গমনশীলতাধর্ম্ম, জাগতিক বস্তু কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হয়। জগতে পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম র'য়েছে—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ হয়—মৃত্যুগ্রস্ত হয়—বাসনার দ্বারা চালিত হ'য়ে ভিন্ন স্তরে নীত হয়—ওজঃ বীর্য্য-দ্বারা মাতৃ-কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করে।

আত্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য—এ স্থলে অনাত্মজিজ্ঞাসা নহে। গীতার ২য় অধ্যায়ে,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি
নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি
নবানি দেহী॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ *

(ক্রমশঃ)

শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ

ত্বং নামরূপগুণশীল-বয়োভিরৈক্যাদ্
রাধেব ভাসি সুদৃশাং সদসি প্রসিদ্ধা।
আগঃ শতান্যগণয়ন্ত্যররীকুরুস্ব
তন্মাং বরাঙ্গি নিরুপাধি-কৃপে বিশাখে॥ ৯৭॥

হে বরাঙ্গি! নিরুপাধিকৃপে বিশাখে! আপনি নামরূপগুণ, শীল ও বয়সে ব্রজসুন্দরীদিগের নিকট শ্রীরাধার ন্যায় প্রকাশ পান। ইহা সর্ব্বদা প্রসিদ্ধ আছে। আমার শত শত অপরাধ গণনা না করিয়া

* জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নর-বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করতঃ অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হন না। এই জীবাত্মা—অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য; ইনি—নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু ও অচল অর্থাৎ স্থিরতর; ইনি—সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান।

আমাকে স্বীকার করুন্ ।। ৯৭ ।।

হে প্রেমসম্পদতুলা ব্রজনব্যযূনোঃ
প্রাণাধিক-প্রিয়সখ-প্রিয়নর্ম্মসখ্যঃ ।
যুষ্মাকমেব চরণাব্জরজোভিষেকং
সাক্ষাদবাপ্য সফলোঽস্তু মমৈব মূৰ্দ্ধা ।। ৯৮ ।।

হে ব্রজের নব্যযুবদ্বয়ের প্রেমসম্পৎবিষয়ে অতুল প্রাণাধিক প্রিয়সখা ও প্রিয়নর্ম্মসখীগণ ! আপনাদের চরণপদ্মের রজোভিষেক সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমার মস্তক সফল হউক ।। ৯৮ ।।

বৃন্দাবনীয়মুকুটব্রজলোকসেব্য
গোবর্দ্ধনাচলগুরো হরিদাসবর্য্য ।
ত্বৎসন্নিধিস্থিতিজুষো মম হৃৎশিলাপ্র-
প্যোতা মনোরথলতাঃ সহসোদ্ভবন্ত ।। ৯৯ ।।

বৃন্দাবনের মুকুটস্বরূপ সমস্ত ব্রজলোকের সেব্য হরিদাস শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত গুরু গোবর্দ্ধন ! আপনার নিকটবাসী যে আমি, আমার হৃৎশিলায় এই সকল মনোরথলতা সহসা সমৃদ্ধিযুক্ত হউক ।। ৯৯ ।।

শ্রীরাধয়া সম তদীয় সরোবর ত্বৎ
তীরে বসানি সময়ে চ ভজানি সংস্থাং ।
ত্বন্নীরপানজনিতা মমতর্ষবল্ল্যঃ
পাল্যাস্ত্বয়া কুসুমিতা ফলিতাশ্চ কার্য্যাঃ ।।১০০।।

হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! আপনি শ্রীরাধিকার সমান তদীয় সরোবর, আপনার তীরে আমি বাস করি এবং শেষসংস্থা লাভ করি । আপনার জলপানজনিত আমার তৃষ্ণাবল্লীসকলকে আপনি কুসুমিত ও ফলিত করিয়া পালন করুন ।। ১০০ ।।

বৃন্দাবনীয়সুরপাদপযোগপীঠ
স্বস্মিন্ বলাদিহ নিবাসয়সি স্বয়ং যৎ ।
তন্মে ত্বদীয় তলতস্তুষ এব সর্ব্ব
সঙ্কল্পসিদ্ধিমপি সাধু কুরুস্ব শীঘ্রং ।। ১০১ ।।

হে বৃন্দাবনীয় সুরপাদপগণ ! হে যোগপীঠ আপনারা বলপূর্ব্বক আমাকে এস্থানে বাস করাইয়াছেন অতএব আপনাদের তলবাসীব্যক্তির সর্ব্বসঙ্কল্প সিদ্ধি সুন্দররূপে শীঘ্র করুন ।। ১০১ ।।

বৃন্দাবনস্থিরচরান্ পরিপালয়িত্রি
বৃন্দে তয়ো রসিকয়ো রতিসৌভগেন ।
আঢ্যাসি তৎ কুরু কৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকাপরিজনেষু মমাপি সিধ্যেৎ ।। ১০২ ।।

হে বৃন্দে ! আপনি বৃন্দাবনের সমস্ত স্থিরচরগণের পালয়িত্রী । রসিক রাধাকৃষ্ণের রতিসৌভগে আঢ্য । আপনি কৃপা করুন যেন শ্রীরাধিকার পরিজনমধ্যে আমার গণনা সিদ্ধি হয় ।। ১০২ ।।

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম-সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য ।
গোপেশ্বরব্রজবিলাসি-যুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে ।।১০৩

হে বৃন্দাবনাবনিপতে ! হে উমাপতি সোমমৌলে ! হে সনন্দন সনাতন নারদ পূজ্য ! হে গোপেশ্বর ! ব্রজবিলাসী রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরুপাধিপ্রেম আমাকে প্রদান করুন ।। ১০৩ ।।

হিত্বান্যাঃ কিল বাসনা ভজ সখে বৃন্দাবনং প্রেমদং,
রাধাকৃষ্ণবিলাসবারিধিরসাস্বাদং পরং বিন্দসি ।
তল্লব্ধুং যদি কামনা ঝটিতি তে চেতঃ সমুদ্বর্ত্ততে,
বিস্রব্ধঃ সততং সমাশ্রয় দৃঢ়ং সঙ্কল্পকল্পদ্রুমং
।। ১০৪ ।।

ইতি শ্রীস্বরূপরূপরঘুনাথকৃষ্ণদাসনরোত্তম চরণানুবর্ত্তি রসিকেন্দ্রমুকুটমৌলী শ্রীমদ্বিশ্বনাথ-
চক্রবর্ত্তীকবিরাজ বিরচিতং
শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমং সমাপ্তং ।

সখে ! রাধাকৃষ্ণবিলাসবারিধিরসাস্বাদই তোমার প্রয়োজন । তাহা পাইতে যদি বাসনা কর তবে অন্য বাসনা পরিত্যাগ করিয়া প্রেমদ বৃন্দাবনকে ভজন কর । আর যদি তোমার ঐ রসাস্বাদ শীঘ্র পাইবার বাসনা প্রবল হয় তাহা হইলে বিশ্বাসপূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে আমার এই সঙ্কল্পকল্পদ্রুমকে আশ্রয় কর ।। ১০৪ ।।

সমাপ্ত ।

যোগমায়া ও মহামায়া

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

কৃষ্ণ স্বয়ং শক্তিমান্। তাঁহার স্বরূপের যে এক অবিচিন্ত্য মহাশক্তি আছে শাস্ত্রে অনেক স্থলে সেই শক্তিকেই মায়া বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। মায়া ব্যতীত কৃষ্ণের পরিচয় নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই মায়াকেই কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া পরা ও অপরা বিভাগে চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি ভিন্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরা শক্তি কৃষ্ণের একমাত্র অবিচিন্ত্য শক্তি। অপরা বা মায়াশক্তি এই পরা শক্তিরই ছায়া। অদ্বয়শক্তিমত্তা শ্রীভগবানের এই পরাশক্তিনাম্নী যে একটী শক্তি তাহাই বিবিধরূপে স্ফুত হইয়া থাকে অর্থাৎ স্বরূপে শক্তি একই হইলেও তাঁহার প্রভাব অনন্ত। এই একই স্বরূপশক্তির দ্বিবিধা বৃত্তি—যোগমায়া ও মহামায়া। একটী অন্তরঙ্গা শক্তি বা স্বরূপশক্তি এবং অপরটীই যে সেই শুদ্ধ শক্তির বিকার বা ছায়া তৎ-জ্ঞাপনার্থ শ্রীব্রহ্মসংহিতা বলেন—

> সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা-
> ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
> ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
> গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

[স্বরূপশক্তি বা যোগমায়ার ছায়াস্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধিনী মায়াশক্তি বা মহামায়াই ভুবনপূজিতা দশভুজা দুর্গা ; ইনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।]

কৃষ্ণের আত্মশক্তি বা স্বরূপশক্তি বা পরাশক্তি এক। সেই পরাশক্তির তিনটী বিভাব, তিনটী প্রভাব ও তিনটী অনুভাব কৃষ্ণেচ্ছায় বিকশিত হইয়াছে। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিনটী বিভাব ; ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই তিনটী প্রভাব এবং সন্ধিনী, হলাদিনী ও সাত্বৎ এই তিনটী তাঁহার অনুভাব। ইচ্ছাশক্তিরূপ প্রভাবেই চিচ্ছক্তি হইতে গোলোক, বৈকুণ্ঠ ইত্যাদি লীলাপীঠ, কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি নাম, দ্বিভুজচতুর্ভুজ প্রভৃতি বিগ্রহরূপ, গোলোক, বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি পার্ষদসহ লীলা এবং দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ বিকশিত হইয়াছে ; জ্ঞানশক্তিরূপ প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্যাদি চিচ্ছক্তির দ্বারা উদিত হইয়াছে। আর কৃষ্ণের ক্রিয়ানুভাব সমুদয় ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণ ব্যতীত ইচ্ছাশক্তি আর কাহাতেও নাই ; তবে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা যথাক্রমে বাসুদেব-প্রকাশ ও বলদেব-সঙ্কর্ষণ-আদি প্রকাশ।

দ্বিভুজমুরলীধর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্ স্বরাট্ পুরুষোত্তম। শ্রীমতী রাধিকা—এই স্বয়ংরূপ শ্রীকামদেবের স্বয়ংরূপা কামিনী—পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি। ইনি যাবতীয় প্রাকৃত নারীকুলের মূল আকর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী শ্রীমতীও তদ্রূপ অংশিনী। মৃগমদ ও তাহার গন্ধ যেরূপ পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, অগ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি যেরূপ অপৃথক্ সেরূপ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা-রস-আস্বাদনস্থলে নিত্য পৃথক্ হইয়াও সর্ব্বদা অপৃথক্। এই যোগমায়া কৃষ্ণকে সর্ব্বক্ষণ আনন্দ দান করেন। জীবকে প্রত্যক্‌পথ—শ্রেয়ঃপথ বা অমৃতের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইনিই গুরুরূপে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে সংসার-কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে পেঁছাইয়া দেন। ইঁহার আনুগত্য ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের কোন উপায় নাই। যাঁহারা তাঁহার আনুগত্য-লাভে সমর্থ হন তাঁহারাই ভগবদালোকে উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে বৈকুণ্ঠাভিযানের সুযোগ পান। কিন্তু যখন আমরা দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ রাবণের আনুগত্যমুখে ভোক্তার আসন-গ্রহণে ব্যস্ত হই তখন আমাদের ন্যায় কুবুদ্ধিবিশিষ্ট অপরাধী জীবগণকে সংস্কার করিবার জন্য ঐ যোগ-মায়াই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে অন্য এক বিকৃত বঞ্চনাময়ী মূর্ত্তিতে অর্থাৎ মহামায়ারূপে আমাদিগকে দণ্ড দিয়া ও চিকিৎসা করিয়া শুদ্ধ করেন। আত্ম-বঞ্চনাকামী জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিলে—প্রভুসেবা ভুলিয়া প্রভু সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিলে মহামায়া সেই জীবকে (ভগবৎ) পরাঙ্মুখ

করেন—প্রেয়ের পথে চালিত করেন—মৃত্যুর পথে লইয়া যান। বিমুখ-মোহিনী মহামায়ার মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া জীব তখন প্রেয়ঃকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করে, মৃত্যুকেই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করে, অন্ধকারকেই আলোক বলিয়া জ্ঞান করে। মহামায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদের স্বরূপ ভুলিয়া যাই; তাই তখন কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানহীন হইয়া আমরা ভুক্তি বা মুক্তিপিশাচীকেই আমাদের পরম প্রয়োজন বলিয়া মনে করিয়া থাকি। মহামায়া আমাদের ন্যায় বিমুখজনকে এইরূপভাবে মোহন করিলেও তিনি আমাদিগকে ব্যতিরেকভাবে কৃপাই করিয়া থাকেন—আমাদিগকে সংসার-দাবানলে সন্তপ্ত করিয়া—ত্রিতাপে ক্লিষ্ট করিয়া—'কেন মোরে জারে তাপত্রয়' 'কৈছে হিত হয়', এইরূপ প্রশ্ন করিবার—একটু ভাবিবার সুযোগ প্রদান করেন। এই সংসারকারাগারে নানাভাবে পিষ্ট বা সংস্কৃত হইয়া যখন আমরা উন্মুখ হই তখনই শ্রীযোগমায়া আমাদের নিকট ভগবদ্ভক্তিকে আনিয়া দেয়। এই ভগবদ্ভক্তিই আমাদের পরম সাধ্যসার শ্রীগৌর-গদাধরের পাদপদ্মের সন্ধান দেন। তাই বলি, একই শক্তিরই দুইটী রূপ—একটী স্বরূপ অপরটী বিরূপ—একটী কৃপাময়ী অপরটী বঞ্চনাময়ী, একটী স্নেহময়ী অপরটী দণ্ডদাতৃস্বরূপিণী। একই জননী যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্য কখনও কর্কশভাষিণী আবার কখনও বা মৃদুভাষিণী, জগজ্জননী যোগমায়ার কার্য্যও কতকটা তদ্রূপই। তবে প্রবৃত্তিভেদের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার রূপের বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্যও নিত্য বর্ত্তমান—একটী চিন্ময়রূপা ও অপরটী জড়রূপা, একটী শান্তিদায়িনী অপরটী ক্লেশদায়িনী, একটী অদ্বয়কৃপা-বিতরণকারিণী, অপরটী ব্যতিরেক-কৃপাপ্রদায়িনী, একটী উন্মুখতোষণী অপরটী বিমুখমোহিনী। সুতরাং যোগমায়ার আনুগত্যই আমাদের নিত্যাবলম্বনীয় বিষয়। তাই আজ আমরা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তাঁহার চরণে প্রার্থনা জানাইতেছি—

"আমার সমান হীন নাহি এ সংসারে।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' যাব-পারাবারে ॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥
শুনেছি আগমে বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণবিমুখে বাঁধি করাও সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাম্মুখ্য যার ভাগ্যক্রমে হয়।
তারে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥
এদাসে জননী করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ স্থান তুমি যোগমায়া ॥
তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায়।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগৎ-জননী।
কবে দেখাইবে মোরে কৃষ্ণ-চিন্তামণি ॥
নিষ্কপট হঞা মাতা চাহ মোর পানে।
বৈষ্ণবে বিশ্বাসবৃদ্ধি হোক্ প্রতিক্ষণে ॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার।
বিনোদসেবক নারে হইবারে পার ॥"

হিন্দু ও গৌড়ীয়

'হিন্দু'-শব্দটী শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। কোথা হইতে এ 'হিন্দু'-শব্দের উৎপত্তি হইল তাহা চিন্তা করিবার দরকার নাই—বর্ত্তমানে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। জন্মগতভাবে কোন বিশেষ বর্ণের অন্তর্গত হওয়া—বিবাহ, আহার, পূজা-অর্চ্চনা, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলা ও ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাদি থাকা—এসবই হিন্দুদের বাইরের দিকের বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণেরাই বংশ-পরম্পরায় হিন্দুশাস্ত্রের রক্ষাকারী বা প্রকৃত ব্যাখ্যাকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই এক সম্প্রদায় শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া সাধারণ মানুষের কৃত্য ঠিক করিয়া থাকেন ও ধর্ম্মাদি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। হিন্দুপঞ্জীতেই সাধারণতঃ এসব বিষয়ের সমস্ত দরকারী খবর পাওয়া যায়। ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য পুরাণাদির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

হিন্দুদের প্রায় ধর্ম্মশাস্ত্রেই ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা আছে। এসমস্ত শাস্ত্রই 'বেদ' মানিয়া চলে। কিন্তু প্রায় সব লোকই শাস্ত্রাদির প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া কেবলমাত্র যে সমস্ত নিয়ম পালন করিবার বিধি

আছে শুধু তাহাই চোখ বুজিয়া পালন করিয়া থাকেন। শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহা মোটেই চিন্তা করেন না। মাত্র দু'এক জন, যাঁহারা শাস্ত্রের বিষয় কিছু জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারাই শুধু কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। পুরাকালে পণ্ডিতগণ একত্রিত হইয়া শাস্ত্রের 'জটিল' ও সন্দেহপূর্ণ প্রশ্নাদি আলোচনা করিতেন; কিন্তু আজকাল তা আর প্রায় দেখা যায় না। যদিও পুরোহিতগণ অনেক সময়ে শাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, তথাপি কেহ তাহার প্রতিবাদ করিবার বা সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য উৎসুক নহেন বা ক্লেশ স্বীকার করিতে রাজী নহেন। তাহাদের যে সমস্ত নিয়ম বা প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত আছে, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত কিনা তাহা জানিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই অথবা বেদে ধর্ম্মের যে সব সঠিক ভ্রমহীন কথা আছে তাহা জানাও কেহ দরকার মনে করেন না।

পূর্ব্বকালে আচার্য্যগণ অকপটভাবে শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা করিতেন। ইহাতে প্রায়ই স্বতন্ত্রতা উপস্থিত হইত। শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রমত তাঁহার উদার ব্যাখ্যা দ্বারা একত্রিত করিয়া তাঁহাদের পার্থক্য দূর করিয়াছেন। গৌড়ীয়-গণ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় পূর্ণ বিশ্বাস করেন ও মনে করেন যে সেই প্রণালীতেই ভগবানের উপাসনা সঠিক বৈদিকমতে করা হইবে। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ই প্রকৃত সনাতনপন্থী। প্রশ্ন হইতে পারে, 'গৌড়ীয়' এই নূতন শব্দ প্রয়োগ করার দরকার কি? কিন্তু একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এ 'গৌড়ীয়' শব্দটি বিষ্ণু বা বৈষ্ণব শব্দ হইতে বিশেষ কিছু নূতন রকমের নয়। সনাতনধর্ম্মানুযায়ী শ্বেতদ্বীপবাসীদের 'গৌড়ীয়' বলা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৫ পৃষ্ঠার পর]

এইপ্রকার বিচারের কথাও তাহার মনে উদয় হইতে পারে না। বরং সদ্গুরুর নিকট ভগবৎকথা নাম-গুণাদির শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা নিজকে কৃতার্থ করিবার প্রয়াসে মগ্ন থাকেন। যে নারী পরপুরুষের সঙ্গে নিজপতির গুণ-দোষের বিচার করিয়া পতি-সেবাকে নিজের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া পতিসেবা করে; পতির প্রতি তাহার যে প্রীতি, সেই প্রীতি শুদ্ধা প্রীতি বা আত্যন্তিকী প্রীতি বলা যায় না। তদ্রূপ শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের সঙ্গে শ্রবণ কীর্ত্তনাদির গুণদোষের বিচার করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, সেই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে না।

শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের সঙ্গে গুণদোষের বিচার করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গ যে শ্রদ্ধাজাত হয়, সেই শ্রদ্ধাকে আত্যন্তিকী প্রীতিশ্রদ্ধা বলা যায় না। "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" ইত্যাদি শ্লোকে যাহার জন্য সর্ব্বধর্ম্মকে ত্যাগের কথা বলা হইল তাহার প্রকৃত অধিকার বিচারযোগ্য। গুণ-দোষ বিচার পশ্চাতে স্বধর্ম্ম ত্যাগের যে কথা বলা হইল কেবল কর্ত্তব্যমূলক। সর্ব্বধর্ম্ম অধিকারী নিরুপণপূর্ব্বক ভগবৎ কথা শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে প্রবৃত্তির আবশ্যকতা আছে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গে স্বতপ্রণোদিত ঐকান্তিকী কৃষ্ণসেবার জন্য সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ এবং গুণ-দোষের বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ; এই দুইয়ের বহুত অন্তর আছে। শুদ্ধভক্তের অহৈতুকী কৃপায় ভগবৎ-সেবার জন্য প্রাণেচ্ছা দৃঢ়শ্রদ্ধা হইলে অন্যান্য ধর্ম্মের গুণ-দোষের বিচারের অবসর থাকে না। তখন যাবতীয় প্রচেষ্টাই কৃষ্ণগত প্রাপ্ত হয়। যেমন যাজ্ঞিকবিপ্রপত্নীগণ তাঁহাদের চিত্তে পতি, পিতা, মাতা ও বন্ধু প্রভৃতি ত্যাগের গুণ-দোষ বিচারের অবসর ছিল না।

অনন্য শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের গুণ-দোষ বিচারের পর কৃষ্ণভজনের প্রচেষ্টা, তাহাতে কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে। সুতরাং প্রাণেচ্ছা প্রীতিযুক্তা সেবা অপেক্ষা কর্ত্তব্য বুদ্ধির সেবা বহুত বাহিরের কথা। এই দুইপ্রকার

সেবায় সাধকের মনোবৃত্তির যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাই শ্রীরায়রামানন্দ কথিত সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ ও "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্" শ্লোকদ্বয়কে শ্রীমন্মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলার কারণ, কর্ত্তব্যবুদ্ধিজনিত সেবার মনোবৃত্তির জাত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি শুদ্ধাভক্তির ভজনাঙ্গ হইলেও গোলোক বৃন্দাবনের বাহ্য হইয়া যায়।

অহৈতুকী ভক্তিই অঙ্গী। শাস্ত্রকারগণ তাঁহার চতুঃষষ্টিতম ভক্তি অঙ্গের কথা বলিয়াছেন। অমল-পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত নবমপ্রকার ভক্তির অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চবিধ মুখ্যভক্তির অঙ্গ নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২৫

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
নিষ্ঠা-হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥

— ঐ ২২।১২৯

মহোপনিষদ্ গীতা সম্বন্ধে শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে এইরূপ বলিয়াছেন—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমুত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্॥
গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরম পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ॥
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্॥

—৪৪-৪৬

হে অর্জ্জুন! গীতা আমার অভিন্ন হৃদয়, গীতা আমার উত্তম সারবস্তু, গীতা আমার নির্ম্মল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, গীতা আমার নিত্য জ্ঞান। গীতা আমার পরম উত্তম স্থান, সর্ব্বদা আমি গীতায় অবস্থান করি, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গোপনীয়, গীতা আমার পরম গুরু। গীতার আশ্রয়ে আমি সদাসর্ব্বদা অবস্থান করি, গীতা আমার পরম গৃহ অর্থাৎ আমার নিত্য বসতিস্থান, গীতার জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমি ত্রিভুবনকে পালন করিয়া থাকি। ইত্যাদি বাক্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিজমুখের বাণী; গীতার উত্তম মাহাত্ম্য দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। গীতা যে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন হৃদয় তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অর্জ্জুনমিশ্র নামক গীতায় এইরূপ বর্ণিত দেখা যায় যে—

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্ব অন্তর্গত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ বাণী। তাঁহার বাণী ত্রিকাল সত্য, তাহার দৃষ্টান্ত ঃ—অর্জ্জুনমিশ্র নামক ব্রাহ্মণ মহান্ বিদ্বান পণ্ডিত এবং একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত। তিনি একান্তভাবে তন্ময় হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতার টীকা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, নানা-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান। নানা মতের ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি হৃদয়ে সুগভীর অনুভব দিয়া তত্ত্বকে সামঞ্জস্য করিয়া তিনি ধীরগতিতে টীকা রচনার কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন। নবম অধ্যায়ের বাইশ শ্লোকে আসিয়া উপস্থিত। শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

—গীতা ৯।২২

অনন্যা হইয়া অর্থাৎ একান্তভাবে যে আমাকে চিন্তা করে এবং উত্তমরূপে উপাসনা করে অর্থাৎ অনন্যা হইয়া কেবলমাত্র আমাকেই উপাসনা করে, অন্য দেবতার উপর নির্ভর করে না। আমাতেই নিয়ত গঙ্গাস্রোতবৎ মনের সংযোগ থাকে, গঙ্গা যেমন ব্যবচ্ছেদরহিতভাবে নিজপতি সমুদ্রের সঙ্গে সংযোগ থাকে, তদ্রূপ নিয়ত মন তাঁর শ্রীচরণ হইতে ক্ষণ-কালের জন্য বিচলিত হয় না। এমনভাবে যিনি আমার চিন্তা ও সম্যকরূপে উপাসনা করেন, তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন দ্রব্যাটি আমি নিজেই তাঁর নিকট বহন করিয়া লইয়া যাই এবং তাঁর সেই মৎ-প্রদেয় প্রাপ্য প্রয়োজন বস্তুটি যাতে না হারায় অর্থাৎ আমার একান্তভাবে চিন্তা ও উপাসনায় মগ্নহেতু আমার প্রদত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংরক্ষণের চেষ্টারহিত থাকায়, সেই অবসরে দুষ্টব্যক্তি অপহরণ না করে তজ্জন্য আমিই সেইসব দ্রব্য সংরক্ষণ করি। প্রয়োজনের অপ্রাপ্ত দ্রব্যটি প্রাপ্ত হওয়াকে শ্লোকে বুঝাইতেছেন যোগ-শব্দ দিয়ে এবং সেই দ্রব্যটি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকে বলা হইতেছে—ক্ষেম। গীতার এই শ্লোকে

আছে, ঐকান্তিক ভক্তের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগ-ক্ষেম নিত্য বহন করেন। আমি নিত্য বহন করিয়া লইয়া যাই—'বহামি' এই ক্রিয়াপদটি নিয়া ভক্তটীকাকারের মহাসমস্যা উপস্থিত। তিনি সকাম ভক্ত নহেন, তিনি নিষ্কাম ঐকান্তিক প্রেমিক ভক্ত। তাই 'বহামি' এই ক্রিয়াপদটির অর্থ লইয়া তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বশক্তিধর, সুতরাং তিনি স্বয়ং বহন করিবেন কেন ? শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকট স্বভক্তের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়া অত্যুক্তি হইয়াছে কি না, তাই তিনি সুগভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন।

'বহামি' ক্রিয়াপদটি কি ঠিক্ ? না 'বহামি'র ক্রিয়ার স্থানে 'দদামি' ক্রিয়াপদ হইবে ? পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে আবিষ্ট হইয়াই এই 'বহামি' শব্দ প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, যোগ ও ক্ষেম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই দেন, এই বাণীই সত্য কথা। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যান, এ অসম্ভব, হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বহন করিয়া লইয়া যান এই বাক্য লেখা অপরাধের ভয়ে ভক্তটীকাকারের হস্ত কম্পিত এবং তাঁহার নয়নযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধীরভাবে চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুক্ষণ পরে সাহসভরে 'বহামি' ক্রিয়াপদটি লালকালি দিয়া কাটিয়া দিলেন অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে কাটিয়া দিলেন। সে স্থানে বসাইলেন 'দদামি' ক্রিয়াপদটি। শব্দার্থ চিন্তা করিলেন, যোগ ও ক্ষেম আমিই দিই। হ্যাঁ, এই তো বেশ সুন্দর অর্থ। ঘোর-অন্ধকারে আলো প্রকাশিতের ন্যায় তাঁর হৃদয়স্থ সংশয়ান্ধকার বিদূরিত হইল। মন প্রফুল্ল, ভাবিলেন শ্লোকের বিশুদ্ধ শব্দ ও অর্থ নির্ণয় করা গেল। টীকা রচনা সুকর হইল।

সুগভীর শব্দার্থ চিন্তায় দ্বিপরার্দ্ধ বেলা হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুক নির্লোভ ভক্তব্রাহ্মণের দরিদ্র গৃহ-সংসার। অভাব অনটন লাগিয়াই থাকে। পত্নীও পরমা ভক্তিমতী, পরমা পতিব্রতা রমণীর নাম কৃপা। যেমন নাম তেমনই তাঁহার কাম। সদাসর্ব্বদা পরমপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকৃপার নির্ভরা। বস্ত্রালঙ্কারাদি, অভাব অনটন, উপবাসাদি লাগিয়া থাকিলেও কদাপি পতি ও পরমপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া পিতার গৃহে গমন করেন না। তিনি অত্যন্ত দারিদ্র্যাবস্থায়ও পরমপতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন স্মরণ করিয়া অভাব অনটনঘরেও প্রচুর আনন্দ অনুভব করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞ শেষান্তে রাজসভায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে—সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণের দারিদ্র্যতা এবং ভোগরাহিত্য, আর শ্রীশঙ্করমহাদেবের সেবকগণের ঐশ্বর্য্য ও ধনাঢ্যতা লক্ষিত হয়, ইহার কারণ কি ? তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

> যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
> ততোঽধনং ত্যজন্ত্যস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥
> —ভাঃ ১০।৮৮।৮

হে রাজন্ ! আমি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ (কৃপা) করি, ক্রমশঃ তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত ধন হরণ করিয়া থাকি অর্থাৎ বিষয় পরিত্যাগে ইচ্ছুক হইয়াও কোনক্রমে বিদ্যমান বিষয়সমূহে কথঞ্চিৎ লিপ্ত হইয়া ক্লেশগ্রস্ত হয়, এই আশঙ্কায় আমি তাঁহার বিষয় হরণ করিয়া থাকি, তাঁহার পক্ষে ঐ বিষয় হরণই আমার অনুগ্রহস্বরূপ হইয়া থাকে। অতএব ধনহরণ ব্যক্তির পুত্রকলত্রাদি স্বজনগণ তাদৃশ পুনঃ পুনঃ দুঃখিতের ন্যায় প্রতীয়মান পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধন পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য স্মরণে ব্রাহ্মণী তৎ-কৃপা বলিয়া দারিদ্র্য সংসারেও আনন্দে নিমগ্না থাকিতেন।

সেদিন অতিকষ্টে অযাচিত দ্রব্যে ব্রাহ্মণী সামান্য আহার্য্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া পতির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্নিকটে গমন করতঃ পতিদেবকে স্নান করিতে প্রার্থনা করিলেন। পতি সন্তরণ করিতেছিলেন শব্দব্রহ্মে, শব্দসমুদ্রে। পত্নীর প্রার্থনায় ক্ষুধা-তৃষ্ণাময় জগৎ-তীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এতক্ষণ তিনি অবস্থান করিতেছিলেন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে, প্রত্যাবর্ত্তন হলেন অন্নময় কোষে, তীব্র ক্ষুধানুভব করিলেন। পত্নীর অনুরোধে টীকা লেখা বন্ধ করিলেন। অদূরে পুণ্যবতী নদীতে তিনি স্নানে গমন করিলেন। এইস্থানে লেখকগণের দ্বিমত

আছে, কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ভিক্ষায় গমন করিয়াছিলেন। সেদিন ভগবদিচ্ছায় বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়াও কেহই তাঁহাকে ভিক্ষা প্রদান করেন নাই, শূন্যহস্তেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভক্ত-গৃহিণী স্বামীর প্রতীক্ষায় পর্ণকুটীরে পথে দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়াছেন। এমন সময়ে দূর হইতে তিনি দেখেন যে, অতিসুন্দর গৌর ও শ্যামবর্ণ দুই বালক কৃষ্ণবলরামের মত; খুব ভারি বোঝা মস্তকে বহন করিয়া তাঁহারই পর্ণকুটীরের দিকে আসিতেছে। বালক দুইটি গোপালের মত, এমন ভুবনমোহনরূপ তাদের, চক্ষু ফেরান যায় না। অতিভারী বোঝার দরুণ মস্তক কম্পিত হইতেছিল, পরিশ্রমে তাহাদের সুন্দরশরীর ঘর্ম্মাক্ত ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল, মনোরম চরণযুগল ঠিকমত চলিতেছিল না, পুনঃ পুনঃ ছন্দপতন হইতেছিল। অতিকষ্টে গৃহাঙ্গণে আসিয়া করুণস্বরে তাহারা বলিল মা! মা! বোঝা ধরুন। মাথা হইতে শীঘ্র নামান। ব্রাহ্মণী ব্যস্ততার সহিত বালকদ্বয়ের মস্তক হইতে বোঝা নামাইলেন। বালকদ্বয় নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আঃ বাপ্‌রে বলিল। নানাপ্রকারের ভোগ্যদ্রব্যসমূহ— বহুমূল্যের উত্তম উত্তম দ্রব্যসম্ভার, দরিদ্র ব্রাহ্মণী জীবনে কোনদিন এমন দ্রব্য দেখেন নাই। তাই নয়নভরে খাদ্যসম্ভারগুলিকে দেখিলেন।

ব্রাহ্মণীর হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল শ্যামবর্ণ বালকের বুকের দিকে। লম্বাভাবে একটি তীব্র কষাঘাতের চিহ্ন। আঘাতের স্থান হইতে তার সুকমল অঙ্গ বহিয়া রক্তের ধারা পড়িতেছে। ভয় ও বেদনায় মাতৃচিত্ত ভরিয়া উঠিল। তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন,—বাবা আমার! কোন্ নিষ্ঠুর ব্যক্তি দানবের মত নির্ম্মম আঘাত করিল তোমার এই ফুলের মত সুকমল বুকে? বালক অভিমানভরা কণ্ঠে বলিল,—তীব্র আঘাত করিয়াছেন তোমার শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত স্বামী। বালকের মুখে স্বামীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী স্তম্ভিত হইয়া নিশ্চল হইলেন। অতিকষ্টে বলিলেন সে কি! তিনি কোনদিন এবম্প্রকার নিষ্ঠুর ছিলেন না। কি করিয়াছ বাবা তুমি তার? তোমাদের মত দিব্যকান্তি নিষ্পাপ বালকের বক্ষে কষাঘাত করিতে পারিলেন আমার ভক্ত বিদ্বান স্বামী? বালক বলিল— আমরা রাস্তায় খেলা করিতেছিলাম, অতিভারী বোঝা মাথায় বহিতে বলিলেন আপনার ব্রাহ্মণ। আমরা অস্বীকার করিলে ক্রোধে আমার বুকে কষাঘাত করিয়াছেন। বালকের মুখে স্বামীর নিষ্ঠুর আচরণের কথা শুনিয়া এবং সুন্দর বালকের হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নদ্বয়ে আর কিছুই দেখিতেছিলেন না, তৎক্ষণাৎ জগৎ অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। তিনি স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারিলেন না, মূলচ্ছেদন বৃক্ষের ন্যায় গৃহাঙ্গণে ভূপতিতা হইয়া ব্রাহ্মণী অচৈতন্য হইলেন।

ব্রাহ্মণী শোকসাগরে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকার পর চৈতন্য লাভ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাহাদের জন্য অতিভারী বোঝা কষ্ট করিয়া মাথায় যে আহার্য্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছিল, সেই সুন্দর মনোহর বালকদ্বয়ের অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিয়াও আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। অত্যন্ত করুণায় অনুতাপে ব্রাহ্মণী বুকে করাঘাত করিতে করিতে আর্ত্তনাদভাবে কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—ধিক্ জীবন আমার, কি সেবাপরাধে এই করুণ দৃশ্য দেখাইলেন ভগবান্? হায়, বিধি কি দুর্দ্দৈব, শেষ বয়সে নিষ্ঠুর হইলেন আমার বিদ্বান স্বামী। চিন্তা করিলেন, তিনি তো কোনদিন এইপ্রকার নিষ্ঠুর নির্দ্দয় ছিলেন না। তাহলে বালক কি মিথ্যা বলিয়াছে? না, এমন সুন্দর, নিষ্পাপ, নিষ্কপট বালক মিথ্যা বলিবেই বা কেন? অত্যন্ত অনুতাপে ব্রাহ্মণী হায় হায় করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন।

এমন সময়ে তাঁহার পতিদেব গৃহে আগমন করিলেন। তিনি কুটীরপ্রাঙ্গণে বহু উত্তম উত্তম আহার্য্যসম্ভারে ভরিয়া আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অভাব-অনটনে ব্রাহ্মণী জীবনে কোনদিনও পতিকে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাই অপরাধভয়ে গদ্‌গদস্বরে অভিযোগ করিলেন পতিকে —এত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া অন্যকে কতকিছু বুঝাইতে থাক। কিন্তু এমন পাষণ্ডের মত আচরণ তুমি কি করিয়া করিতে পারিলে? ব্রাহ্মণ পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হতভম্ব হইলেন। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন, কি করিয়াছি আমি?

ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—কি অনিষ্ট করিয়াছিল তোমার, দেবতার মত নিষ্পাপ নিষ্কপট সেই বালক দুইটি ? এমন সুন্দর বালকের মাথায় অতিভারী বোঝা নিষ্ঠুরভাবে কি করিয়া তুলিয়া দিতে পারিলে ? জীবনে কি ভারী বোঝা বহন করিয়াছে তারা ? আপত্তি করায় নির্দ্দয়ভাবে ফুলের মত কোমল বালকের বুকে তুমি কিভাবে তীব্র কষাঘাত করিলে ? এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রপাত। শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। তিনি বিস্মিত বাক্যে বলিলেন,—সে কি, তুমি বিশ্বাস করিয়াছ এই কথা ? ব্রাহ্মণী বলিলেন,—তাহারা কি মিথ্যা বলিল ? এমন সরল, সুন্দর, নিষ্পাপ, নিষ্কপট তাহাদের মুখের কথায় কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে ? তুমি নিজ কৃতকর্ম্ম চিন্তা কর না কেন ? ব্রাহ্মণ গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন কারণটি কি ? কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তিনি দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বুঝিয়াছি আমি এতক্ষণে সেই কারণটি।

আমি অবিশ্বাস দ্বারা সত্যই তীব্র কষাঘাত করিয়াছি তাঁহার কোমল বুকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজ মাথায় করিয়া ভক্তের জন্য বোঝা বহন করিয়া দিয়া যান। 'বহামি' এই মহাবাক্যে আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। বিদ্যার অভিমানে ও পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ
আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

—কঠঃ ১।২।২৩

পরমেশ্বর ভগবানকে উত্তমরূপে বেদাধ্যয়ন দ্বারা জানা বা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মেধা—মানুষের মানসিক ধারণা, চিন্তাশক্তি এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারাও তাহাকে জানা যায় না। বহুলোকের নিকট শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও ভগবান্ সম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। এই সকল উপায় দ্বারা ভগবানের বিষয়ে একটাকিছু পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরে অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি উপায়ে পরমেশ্বর ভগবানকে লাভ করা যাইতে পারে ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় শ্রুতি দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর যাঁহাকে বরণ (কৃপা) করেন অর্থাৎ এই ভক্ত আমার দর্শনের যোগ্য বলিয়া বরণ (স্বীকার) করেন, তাঁহার নিকটেই তিনি স্বীয় তনু (বিগ্রহ) শরীর বা মূর্ত্তি প্রকাশিত করেন। এস্থলে ভগবানের 'তনু' বলিতে তাঁহার স্বরূপ বা শরীর বা বিগ্রহ, মহিমা ঐশ্বর্য্যাদি সমস্তই বুঝাইতেছেন। ব্রাহ্মণ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। বালকরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় আজ আমার সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল, আমার সমস্ত সংশয় ছেদন হইল। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ত্রিকাল বর্ত্তমান আছেন কেবল তাহাই নহে, তিনি সহায়বান্, প্রেমের ঠাকুর। তিনি নিষ্কাম প্রেমিক ভক্তকে ভালবাসেন ও স্বয়ং ভালবাসা চান। ভক্তের সর্ব্বদা যোগক্ষেম অর্থাৎ বহন ও সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভক্ত পাণ্ডব ও ব্রজবাসিগণ। লোক বিদ্যামদে, ধনমদে পরমেশ্বর ভগবান্কে জানিতে বা পাইতে পারেন না। আমি বিদ্যামদে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাণী গীতাশ্লোকে 'বহামি' শব্দে দৃঢ়বিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভগবানের বাক্য 'বহামি' শব্দকে কাটিয়া পাণ্ডিত্যবলে 'দদামি শব্দ বসাইয়াছিলাম। তাঁহার ভক্তকে প্রদেয় প্রতিশ্রুতিকে খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলাম। আমার পাণ্ডিত্য ও মেধাশক্তিকে ধিক্ ! ব্রাহ্মণ গদগদভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন—তুমি মহাভাগ্যবতী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক ভক্তের জন্য যোগক্ষেম অর্থাৎ স্বয়ং বস্তুকে বহন করিয়া আনেন। তার প্রমাণ, বিশ্বাস ও দৃঢ়ভক্তি থাকায় আমার আগেই তুমি দর্শন লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার ভক্তিবলে তিনি আবির্ভূত হইয়া আমাকে তাঁহার বাণী ত্রিকাল সত্যই, কদাপিও মিথ্যা নহে তাহা বুঝাইয়া দিলেন। 'গীতা' যে তাঁহার বাণী এবং তিনি বলিয়াছেন 'গীতা' আমার হৃদয়। সত্যই 'গীতা' তাঁহার হৃদয়, এই কথাও বুঝাইয়া দিলেন আমি মেধা ও পাণ্ডিত্যবলে তাঁহার বাক্যে লালকালিতে আঘাত করিয়াছিলাম। পরমেশ্বরের গীতাবাক্যে অবিশ্বাস এবং তাহাতে আঘাত করা একই কথা।

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য, শাস্ত্র, তার মর্ম্ম কেবল ব্যবহারিক পাণ্ডিত্যবলে, বুদ্ধি ও পুঁথিগত বিদ্যায় কখনও জানা যায় না। একমাত্র নিষ্কাম শরণাগত ভক্তগণই তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় দর্শন বা ভগবদ্-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অন্য কোন উপায়ান্তর নাই। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুন মিশ্র অত্যন্ত সুদৃঢ়তা সহকারে সেই গীতার শ্লোকটীকে তিনবার লিখিলেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অর্থাৎ তাঁহার বাক্য 'ত্রি'কাল সত্য। পূর্ব্বে তিনি ব্রাহ্মণকে (দুর্ব্বাসাকে) কথা প্রদান করিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ॥

—ভাঃ ৯।৪।৬৩

হে ব্রাহ্মণ! আমি সর্ব্বদা ভক্তের অধীন, স্বরাট স্বতন্ত্র হইয়াও অস্বতন্ত্রের ন্যায় ভক্তাধীন। যাঁহারা মোক্ষপর্য্যন্ত কামনা করেন না, সেই ভক্তগণ আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়া থাকেন। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয়। সুতরাং ভক্তের জন্য যাবতীয় দ্রব্য আমি নিজমাথায় বহন করিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের কর্ণে যেন কেহ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—অহং বহামী, অহং বহামী, অহং বহামী। তিনি তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।

পরমকরুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাণী ত্রিকালই সত্যনিত্য।

স মা প্ত

১৯৯৭ সালে বিদেশে (যুক্তরাষ্ট্রে-এমেরিকায়) শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৪ পৃষ্ঠার পর]

[১০]

৬ আষাঢ় (১৪০৪), ২১ জুন (১৯৯৭) শনিবার ঃ—

শ্রীদেবদাস ঘোষ, ৭৪ ওয়েস্ট লেকসোর ড্রাইভ রকওয়ে, নিউ জার্সি ০৭৮৬৬ (ইউ-এস্-এ)
[74 West Lake Shore Drive Rockway, New Jersey 07866 (U.S.A.)]

অদ্য বেলা ১১টায় নিউইয়র্ক-রিচ্মণ্ড হিলস্থ পশ্চিমবঙ্গের বোলপুর-শান্তিনিকেতননিবাসী শ্রীবসন্ত-কনা দত্তের কোয়ার্টার হইতে শ্রীদেবদাস ঘোষের ও বিধুভূষণ শর্ম্মার গাড়ীতে রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় এবং পৌনে তিন ঘটিকায় (২-৪৫ মিঃ-এ) নিউ জার্সিতে শ্রীদেবদাসবাবুর গৃহে আসিয়া সকলে উপনীত হন। ভারত হইতে আগত প্রচার-পার্টী ব্যতিরিক্ত সঙ্গে আসেন ফিনিক্সের শ্রীঅকিঞ্চন দাস, নিউইয়র্কের শ্রীবিধুভূষণ শর্ম্মা ও শ্রীঅমর ভাটিয়া। নিউ জার্সিতে East Brunswick-এ 6, Pamela Road-স্থ শ্রীমতী মমতা দত্তের গৃহে প্রোগ্রাম নির্দ্দিষ্ট থাকায় অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় দেবদাসবাবুর দুইটী গাড়ীতে যাওয়া হয়—একটীর চালক দেবদাস-বাবু নিজে, অপরটীর চালক শ্রীঅকিঞ্চন দাস। শ্রীঅকিঞ্চন দাসের গাড়ী রাস্তায় খারাপ হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলাভাষায় হরিকথা বলেন, হরি-কীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। কিছুদূরে বালাজি মন্দিরেও প্রোগ্রাম থাকায় শ্রীভূতভাবন দাস (ভূপেন্দ্র) মমতা দত্তের গৃহে কীর্ত্তন সমাপনান্তে শ্রীমদনলাল গুপ্তসহ শ্রীদেবদাস ঘোষের গাড়ীতে বালাজি মন্দিরে যান প্রারম্ভিক কীর্ত্তনের জন্য।

শ্রীবালাজী মন্দির ৭৮০ ওল্ড ফার্ম্ম রোড
ব্রিজ ওয়াটার, নিউ জার্সি
[Balaji Temple 780, Old Farm Road, Bridge's water, New Jersey]

পরবর্ত্তিকালে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভি-ব্যাহারে শ্রীঅকিঞ্চন দাস প্রভু ও শ্রীরাসবিহারী দাস (রাজেন্দ্র মিশ্র) সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় বালাজী মন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। মন্দিরের শ্রোতৃসংখ্যা অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতের হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজী ভাষায়—'শ্রীমন্দিরে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শনের ও সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের মহিমা' সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিসহ ভাষণ প্রদান করেন এবং ভাষণের আদি-অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্ত-বৃন্দসহ শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে দুইটী মোটর-যানে দেবদাস ঘোষের সহিত তাঁহার গৃহে রাত্রি ১০টায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীদেবদাসবাবু তাঁহার জননীর শ্রীমতী কমলাদেবীর হৃদয়ের অভিলাষ জানিয়া পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ভজন-কুটীর নির্ম্মাণে স্থূল আনুকূল্য বিধান করেন।

২২ জুন রবিবার, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুপূজার জন্য শ্রীদেবদাস ঘোষ তাঁহার গৃহে স্থান নির্ণয় করিয়া কক্ষটী পরিষ্কার করেন এবং পূজার জন্য উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পূজা পরে হরিনাম জপ করিতে থাকিলে দেবদাস ঘোষ হঠাৎ আসিয়া বলেন তিনি হরিনাম গ্রহণ করিবেন, শ্রীল আচার্য্যদেব হরিনাম গ্রহণের নিয়ম বলিলে তিনি তাহা পালনে স্বীকৃত হন। শ্রীমতী কমলাদির সম্বন্ধ ধারণ করায় শ্রীল আচার্য্য-দেব প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া, হরিনাম দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচারের জন্য দেবদাসবাবু পরমোৎসাহে ইতঃপূর্ব্বে 'গোকুল' এই-নামে প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবকে অধিক সময় লইয়া পুনঃ আমেরিকায় প্রচারে আসিতে তিনি অনুরোধ করেন। উক্ত দিবস তাঁহার গৃহে অপরাহ্ন ৫-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে হিন্দীভাষী শ্রোতার বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীল আচার্য্যদেব হিন্দী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের 'কপিল দেবহূতি সংবাদ' প্রসঙ্গ এবং সাধুর লক্ষণ বিশ্লেষণ মুখে হরিকথা বলেন।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস প্রভু নিউ জার্সি হইতে ফিনিক্সে ফিরিয়া যান।

ওরল্যাণ্ডো (ফ্লোরিডা) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
[ORLANDO Florida (U.S.A)]

২৩ জুন সোমবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূত-ভাবন দাস নিউ জার্সিস্থ শ্রীদেবদাস ঘোষের গৃহ হইতে দুইটী মোটরযানে পৌনে তিনটায় রওনা হইয়া অপরাহ্ন ৩-২০ মিঃএ নিউজার্সি বিমানবন্দরে পৌঁছেন। শ্রীদেবদাস ঘোষ ও তাঁহার পুত্র নিমাই ঘোষ চালকের কার্য্য করেন। বিমান বন্দরটী অতি বিশাল। বিমান ছাড়িতে কিছু বিলম্ব থাকায় দেব-দাস বাবুর উৎসাহে সকলে বিমানবন্দরের মধ্যে ইলেকট্রিক ট্রেন দেখিতে যান। Delta বিমান যথাসময়ে ছাড়িয়া রাত্রি ৮-৪৫ মিঃ-এ ওরল্যাণ্ডো (Orlando) বিমান-বন্দরে অবতরণ করে। বিমান বন্দরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শিষ্যা শ্রীমতী যশোদামাতাদাসী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট নিবাস স্থান মন্দিরে পৌঁছিতে রাত্রি ১০টা হয়। ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মন্দিরে পদার্পণ করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবকে সমবেত ভক্ত-গণকে সুখ দিবার জন্য বিশ মিনিট হরিকথা বলিতে হয়। পূজ্যপাদ পরমাদ্বৈতি মহারাজের শিষ্য শ্রীভাগ-বতামৃত দাস পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য। শ্রীল আচার্য্যদেবের অব-স্থানের জন্য পৃথক কক্ষ, অন্যান্য সকলের জন্য হলঘরের ব্যবস্থা হয়।

অবস্থিতি—২৩জুন সোমবার হইতে ২৫জুন বুধবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে মুখ্য উদ্যোক্তাদ্বয়—

(১) ব্রাজিলের শ্রীঅনর্থনিবৃত্তি দাস (যশোদা-দাসীর পতি)

(২) শ্রীঋষিদর্শন দাস [5644 Stoneridge Circle FL-32889. Phone : 407-855-3498

শ্রীমন্দিরে ২৪ জুন রাত্রির সভায় বহু ভক্তের সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে প্রবল উৎসাহে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে নিউদিল্লীর প্রেম কথুরিয়া (তাঁহার স্ত্রী সুমন কথুরিয়ার) [1529 TRES BLVD, Long W, FL 32779 Suburb Phone : 407-788-2140] গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

২৫ জুন বুধবার শ্রীরাজ বশিষ্ঠের গৃহে রাত্রিতে সভায় শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধনলীলা বর্ণন মুখে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন। তথায় শ্রোতারূপে উপস্থিত একজন ভক্ত শ্রীব্রজজীবন দাস (শ্রীবিপীন-বিহারী) উৎসাহিত হইয়া আমন্ত্রণ জানান তাঁহার গৃহে পদার্পণের জন্য। তাঁহার আগ্রহে সংকীর্ত্তন শেষে সকলকে তাঁহার গৃহে যাইতে হইল মোটরযান যোগে। ঠিকানা—1424, Shelts Rak Orlando Florida (FL 32835) U.S.A, Phone No. 407-294-5709। তিনি পরবর্ত্তিকালে শুভাগমন করিলে তাঁহার গৃহে অবস্থানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। গৃহটী প্রশস্ত, অনেকগুলি কক্ষও আছে।

মিয়ামি (ফ্লোরিডা)—MIAMI, FLORIDA (U.S.A.)

নিবাসস্থান—Sree Gauranga Mandir VRINDA, 4138, N. W. 23 RD Avenue Miami (Florida) 33142 (U.S.A) Phone (305) 638-2503

অবস্থিতি :—২৬ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ জুন শনিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘসহ ও শ্রীমাধব-প্রকাশ একটী গাড়ীতে—চালক শ্রীভাগবতামৃত দাস, অন্যান্য ভক্তগণ অপর গাড়ীতে—চালক শ্রীরঙ্গপুরী। শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ওরলেণ্ডো হইতে রওনা হইতে অনেক দেরী হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ বিলম্বে সন্ধ্যার সময় মিয়ামি শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে পৌছেন। শ্রীচৈতন্য নিতাই ও তাঁহার স্ত্রী শরণাগতি পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৪৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া পূর্ব্বেই অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় মিয়ামি পৌছিয়াছিলেন। সকলে শ্রান্ত-ক্লান্ত থাকায় সেদিনের সান্ধ্য-সূচী বাতিল করিতে হয়।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের তটবর্ত্তী মিয়ামি সহরে সর্ব্বসময়ই দর্শনার্থীর ভীড় সমুদ্রোপকূল দর্শনের জন্য। শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের ভক্তগণ সমুদ্রোপকূলে যাইয়া নগরসংকীর্ত্তন করিতে সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গে শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরাসবিহারী দাস ও শ্রীভূতভাবন দাস এবং শ্রীভাগবতামৃত দাস, শ্রীচৈতন্যনিতাই দাস, তাঁহার সহধর্ম্মিণী শরণাগতি দাসী, শ্রীরঙ্গপুরী প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির হইতে তিনটী মটরযানে ২৭ জুন শুক্রবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় রওনা হইয়া ১১ ঘটিকায় গন্তব্য স্থানের নিকটে পৌছেন। একটী সেডের নীচে বসিয়া ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ হয়। শ্রোতারূপে কিছু লোকও জড় হইয়াছিলেন। ভাষণ কীর্ত্তনান্তে সমুদ্র দর্শনের জন্য সমুদ্রের নিকটে যান। অনেকে অনেকপ্রকার ফটো লইলেন। বেলা ১-৩০মিঃ (দেড়টায়) শ্রীমন্দিরে সকলে ফিরিয়া আসেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাগবতের 'ব্রহ্মমোহন-লীলা' বর্ণনমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্বের কথা বলেন। পরদিন ২৮ জুন অন্য স্থানে সমুদ্রোপকূলে যাত্রা হয় অপরাহ্ণে। সদর রাস্তা সমুদ্রতটের মধ্যে পরিসরযুক্ত স্থানে দর্শনার্থিগণ চলাফেরা করেন। রাস্তার অপর পার্শ্বে প্রশস্ত পায়ে চলার পথ (Foot-Path)। যাঁহারা সমুদ্রোপকূল দর্শন ও স্নানের জন্য আসেন তাঁহারা Foot-Path (ফুটপাথের) সংলগ্ন হোটেলগুলিতে যাইয়া ভোজন করেন। অনেকে Foot-Path (ফুটপাথে) বসিয়াও আহার করেন। টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় ভক্তগণ বলিলেন Foot-Path ফুটপাথ দিয়াই তাঁহারা নগরকীর্ত্তন বাহির করেন। জুতো পায়ে কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব (ফুটপাথ) দিয়া ভোজনপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া চলিয়া নগরকীর্ত্তন করা সমীচীন মনে করিলেন না। তিনি

জুতো পায়ে নগরকীর্ত্তন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কীর্ত্তন না করিয়া তিনি কীর্ত্তনকারী স্থানীয় ভক্তগণের সঙ্গেই চলিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় দেখা গেল ভক্তগণ ভোজনশীল ব্যক্তিগণের মধ্য দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেও তাঁহারা কেহই কিছু আপত্তি করিলেন না কেবলমাত্র এক ব্যক্তি একজন সাধুর নিকট হইতে একজোড়া করতাল লইয়া কিছুক্ষণ বাজাইয়া ফেরৎ দিলেন। স্থানীয় ভক্তগণ বলিলেন এইভাবে কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের জন্য সেবক সংগ্রহ করেন। নগরকীর্ত্তনের পর শ্রীল আচার্য্যদেব সমুদ্রোপকূলে বৃক্ষের তলে বসিয়া কীর্ত্তন করেন ও হরিকথা বলেন। সন্ধ্যার পরে সকলে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

উক্তদিবস রাত্রি ৮-৩০টা হইতে রাত্রি ১০-৩০টা পর্য্যন্ত যুগলকিশোর দাসের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। যুগলকিশোর দাস পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য। গৃহের ঠিকানা—14524 SW 174 Terrace Miami Florida 33177 (U.S.A)। শ্রীল আচার্য্যদেব শুভসময়ে 'মিয়ামির' উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য গৌরাঙ্গ মন্দির হইতে মধ্যরাত্রে শ্রীচৈতন্যনিতাই দাসের গৃহে বিছানাপত্রাদি লইয়া স্থান পরিবর্ত্তন করেন।

আটলাণ্টা (Atlanta)

২৯ জুন রবিবার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ শ্রীচৈতন্যনিতাই দাসের গৃহ হইতে প্রাতঃ ৬-২০ মিঃ এ রওনা হইয়া ২৫ মিঃ বাদে মিয়ামি বিমানবন্দরে পেঁাছেন। স্থানীয় ইস্কনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীঅগ্রণী দাস প্রভু তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানে শুভপদার্পণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেও সময়াভাববশতঃ যাওয়া সম্ভব হয় নাই। পরবর্ত্তিকালে কখনও মিয়ামি আসিলে শ্রীল আচার্য্যদেবকে তিনি তাঁহাদের মঠে যাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। মিয়ামি হইতে VELUJET (ভেলুজেট)-বিমানে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে আটলাণ্টা-বিমানবন্দরে পেঁাছেন। বিমানবন্দরটী খুবই বিশাল, ভারতবর্ষের ব্যক্তিগণের কল্পনাতীত। বিমানবন্দরে শ্রীআনন্দপ্রতাপ সিং পরিহার ও শ্রীনৃপেণ বসু অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দর হইতে দুইটী মোটরযানে জর্জিয়াস্থিত নিবাসস্থান শ্রীআনন্দপ্রতাপ সিং পরিহারের গৃহে আসা হয়। ঠিকানা—শ্রীআনন্দপ্রতাপ সিং পরিহার 2212, Cedar Creek Lane, Lithia Spring, G.A. 30057 Phone 770-739-5962। দ্বিতলে পৃথক কক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। অন্যান্য সকলে মধ্যের প্রশস্ত কক্ষে থাকেন।

উক্তদিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক এবং ধর্ম্মীয় কেন্দ্রে (Indian Cultural and Religious Center এ) ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা এবং সাধুর লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণসহ ভাষণ প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরিত হয়। রাত্রি ৮-৩০টায় সকলে গৃহে ফিরেন।

৩০ জুন সোমবার রাত্রিতে (রাত্রি ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত) উক্ত সাংস্কৃতিক ও ধর্ম্মীয় কেন্দ্রে (1281 Cooper Lake Road, S. E. Smyrna, G.A.) শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহ বুঝাইয়া বলিলে শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন।

১লা জুলাই মঙ্গলবার শ্রীআনন্দপ্রতাপ সিং পরিহারের সহধর্ম্মিণী শ্রীশকুন্তলা পরিহার হরিনাম প্রদানে বিশেষভাবে প্রার্থনা করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব গুরুপূজা বিধান করতঃ তাঁহাকে হরিনাম মন্ত্র দিবার কালে শ্রীআনন্দপ্রতাপ সিং পরিহারও স্বয়ং হরিনাম গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া আসিলে এবং ভক্তিসদাচার পালনে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে হরিনাম প্রদান সেবায় পূর্ব্বাহ্ন কাল অতিবাহিত হয়।

উক্ত দিবস একাদশী তিথি থাকায় রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব একাদশী ব্রতের মহিমা এবং তৎপ্রসঙ্গে অম্বরীষ মহারাজের পূতচরিত্র বর্ণন করিলে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ গৃহস্থগণের করণীয় বিষয় অবগত হইয়া পরমানন্দিত হন। উক্ত সভায় জম্মুর শ্রীমদন-

লাল গুপ্তের পরিচিত শ্রীবালকৃষ্ণ গুপ্ত সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। তিনি কথা শুনিয়া প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় পরদিন প্রাতের বিমানে ফিনিক্স যাওয়ার প্রোগ্রাম থাকিলেও রাত্রি দশটার পরে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হয়। তাঁহার গৃহ তথা হইতে প্রায় ২৫ মিনিটের পথ। শ্রীবালকৃষ্ণ গুপ্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি। মোটরযানে বাসভবনে আসিয়া তিনি remote contol-এর দ্বারা গেট খুলিলেন, কোনও দারোয়ান নাই। দ্বিতল গৃহটী অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত। বালকৃষ্ণ গুপ্তা দ্বিতলে তাঁহার পুত্র ও কন্যার কক্ষাদিও দেখাইলেন, সবই সুন্দর ও আধুনিক। কিন্তু পরে তাঁহার স্ত্রী ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন ভগবানের কৃপায় তাঁহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদের দুঃখ কি? গুপ্তার স্ত্রী মর্ম্মান্তিক দুঃখের সহিত বলিলেন তিনি দুঃখে আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হইলেও পাপের ভয়ে করিতে পারেন না, তাঁহার পুত্র তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, ফোনে কথা বলিতে চাহিলেও কথা বলে না, তাঁহার কন্যাও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, কেহই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসে না, এজন্য তিনি জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না। এমেরিকার ঘরে ঘরে এই অবস্থা। সব স্বাধীন, স্ত্রী পতিকে ছাড়িয়া দেয়, পতি স্ত্রীকে ছাড়ে, পুত্রকন্যা পিতা-মাতাকে, কোনওপ্রকার পারিবারিক বন্ধন বলিয়া কিছুই নাই, বৃদ্ধকালে বৃদ্ধ পিতার, বৃদ্ধা মাতার দুঃখের শেষ নাই। ইঁহারা ধনী হইলেও মহা দুঃখী।

মধ্যরাত্রে সকলে নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

২ জুলাই (১৯৯৭) বুধবার ঃ—শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ জর্জ্জিয়া সিডার ক্রিক্ লেনস্থ শ্রীআনন্দপ্রতাপ সিং পরিহারের গৃহ হইতে শ্রীপরিহারের ও শ্রীনৃপেন বোসের দুইটী মোটরযানে প্রাতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ঘটিকায় আটলাণ্টা বিমানবন্দরে পেঁাছেন। পূর্ব্বাহ্ন ১০টায় Continental Airlines—বিমান ছাড়ে, পৌনে বারটায় মাঝপথে একটী বিমানবন্দরে নামে। তথায় বিমান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিনিক্স বিমানবন্দরে পেঁাছিতে বেলা দেড়টা হয়। শ্রীঅকিঞ্চন দাস প্রভু, শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি মার্কিণদেশীয় ভক্তগণ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীঅকিঞ্চন দাস প্রভুর গৃহেই সকলে অবস্থান করেন।

অবস্থিতি ঃ—২ জুলাই হইতে ৪ জুলাই

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে একজন হরিনামাশ্রিত হন, অপর একজনের মন্ত্র-দীক্ষা হয়।

(১) Jeffrey Kennerson
1335, East-Ocotillo No. 3
Phoenix (Arizona) 85014 (U.S.A)

হরিনাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নাম পরিবর্ত্তনের প্রার্থনা করায় ভগবদ্‌পর নাম দেওয়া হয়—'শ্রীজগন্নাথ দাস'।

মার্কিণদেশে পুরুষের দীক্ষায় যজ্ঞাদিতে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। সেখানে অগ্নি প্রজ্জ্বালনে আগুন লাগার ভয় থাকে, তজ্জন্য দমকল বিভাগকে খবর দিতে হয়। যজ্ঞ কিভাবে হয় তাহা record-এর জন্য 'video'র সহায়তা গ্রহণ করে।

Andrew Danilewicy (অনন্তকৃষ্ণ দাসের) মন্ত্র-দীক্ষা হয়। ৪ জুলাই পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব যজ্ঞানুষ্ঠান করেন।

৩ জুলাই রাত্রি ৭টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ফিনিক্স সহরে টেম্পে অঞ্চলে ইস্ট ফিল্ মেরেস্থিত দক্ষিণ-পশ্চিমের Unity Church-এ (ইউনিটি চার্চে) বিশেষ সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। লস্ এঞ্জেলস্‌স্থিত (Los Angeles) ইস্কন প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রীগোবিন্দমাধব দাস ৪ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া পরদিন প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো ঃ—৫ জুলাই শনিবার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ অপরাহ্নে বিমানযোগে ফিনিক্স হইতে রওনা হইয়া বেলা ৩-৩০ ঘটিকায় সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বিমানবন্দরে নামেন। বিমানবন্দরে মার্কিণদেশীয় ভক্ত শ্রীমার্কণ্ডেশ্বর দাস প্রভু উপস্থিত ছিলেন। Airport (এয়ারপোর্টের) নিকটে অবস্থান করা হয়। পরদিন ৬ জুলাই রবিবার গোল্ডেন গেট (Golden Gate) দেখাইবার জন্য শ্রীমার্কণ্ডেশ্বর দাস প্রভু সকলকে লইয়া যান। উক্ত দিবস শ্রীজগ-

ন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর তিরোভাব তিথি। রাত্রি ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত মাণ্ডেলা মিডিয়া ফল্‌সম ষ্ট্রীটস্থ (Mandela Media—Folsom Street) শ্রীরামদাস প্রভুর দ্বিতলের মন্দিরে সভার আয়োজন হয়। রথযাত্রার তাৎপর্য্য ও শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর পূতচরিত্র সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সকলে নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন। সান্‌ফ্রান্‌সিস্কোতে ভারতীয় সময় রাত্রি ৯-৩০টায় সন্ধ্যা হয়।

সিঙ্গাপুর ঃ—অবস্থিতি ঃ ২৪ আষাঢ় (১৪০৪), ৯ জুলাই (১৯৯৭) বুধবার হইতে ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত।

৭ জুলাই সোমবার শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে শ্রীমদনলাল গুপ্তা, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীভূপেন্দ্র কুমার রাত্রি ১১-১৫ মিঃ-এ সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো বিমানবন্দরে পৌঁছিয়া শেষরাত্রি ২টায় বিমানযোগে সিঙ্গাপুর যাত্রা করেন, ৯ জুলাই বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ১১-২০ মিঃ-এ সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। স্থানীয় ভক্তগণ বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। সকলের বাসস্থান সিংমিং রোডস্থ বহুতল ভবনের ১৩ তলায় পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবস্থাপিত হয়। উক্ত ভবনে রাত্রি ৭টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত হরিকথা, কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরিত হয়।

১০ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্তোষা দ্বীপ (Santosa Island) দর্শনে সাধুগণ ভক্তগণের সহিত বিদ্যাপতি প্রভুর মোটরকার এবং অপর একটি মোটরকারে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় উক্ত স্থানে যাইবার ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছেন। সন্তোষা দ্বীপটী অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত, বহু প্রকারের চিত্তাকর্ষক দর্শনীয়—আদিমকালের জাহাজ হইতে আধুনিক জাহাজের প্রদর্শনী (Maritime Museum); বহু প্রকারের প্রজাপতি, বহু প্রকারের সামুদ্রিক মৎস্য জলের নীচে (under water) দর্শনার্থীর দর্শনসৌকর্য্যের সহিত বিরাজিত—দর্শনার্থী দর্শন করিয়া বিস্মিত হন ডুবুরীও আছে স্নানের জন্য সমুদ্রোপকূলে, সৈকতের দর্শনও সুন্দর ; অতিথিগণের থাকিবার জন্য সুন্দর ভবন, অলৌকিক রোমাঞ্চকর দৃশ্যাবলী দেখাইবার জন্য সিনেমেটোগ্রফ (Cinematograph), সুসজ্জিত ঝোপঝাড় তাহাতে ছোট ছোট বানর আছে, একটী লাইনে সর্ব্বসময় ট্রেণ চলে (circular train), বাস চলারও সুন্দর রাস্তা আছে, দর্শনার্থিগণের আহারের জন্য ভোজনালয় (Restaurant) প্রভৃতি।

সিঙ্গাপুর হইতে ষ্টীমারে (Ferryতে) কিংবা Causeway bridgeএ সন্তোষা দ্বীপে যাওয়া যায়। অধিকাংশ দর্শনার্থী ষ্টীমারেই যান। অল্প সময়েতেই পৌঁছান যায়। সন্তোষা দ্বীপে ভ্রমণের জন্য সম্পূর্ণ অর্থ দিয়াই টিকেট লইয়া ষ্টীমারে উঠিতে হয়। শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ (ইংরেজ সন্ন্যাসী) সমস্ত খরচা বহন করিলেন। সিঙ্গাপুরে সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার অধিবেশন থাকায় মুখ্য মুখ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ মাত্র দর্শন করা হয়। কোথায়ও কোথায়ও পদব্রজেও যাইতে হইয়াছিল। সূর্য্যের তাপ অধিক থাকায় ভ্রমণে তাপক্লিষ্টতা অনুভূত হয়। এমনিতেই সিঙ্গাপুর গরম জায়গা।

সিনেমেটোগ্রাফে প্রবেশ করিয়া অলৌকিক রোমাঞ্চকর মায়া দেখিয়া সকলে বিস্মিত হন। বস্তুতঃ উহা একটী 'সিনেমাহল', ষ্টেডিয়ামে বসিবার কালে সকলকে কোমরে বেল্ট বাঁধিয়া দেয়। ঐরূপ করার কারণ প্রথমে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সিনেমাতে দেখান হইয়াছে ট্রাকের ও মোটর সাইকেলের দ্রুতগমন, দেখিয়া মনে হয় যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা হইতে পারে। অন্ধকারে সিনেমা দেখার কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল সম্পূর্ণ ষ্টেডিয়ামটাই দ্রুতবেগে চলিতেছে, এত দ্রুত চলিতেছে যে, যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনায় ছিট্‌কাইয়া পড়িবার ভয়, কিন্তু বেল্ট বাঁধা থাকায় সেই দুর্ঘটনা হয় নাই। ষ্টেডিয়ামটা ক্ষেতের মধ্য দিয়া পেট্রোল ট্যাঙ্কের উপর দিয়া চলিতেছে, দেখিয়া সকলে ভীত, সন্ত্রস্ত। মনে হইল অনেক দূর চলিয়া আসা হইয়াছে, ফিরিয়া সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় যোগদান সম্ভব নয়। সাগরউপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। হঠাৎ সিনেমা বন্ধ হইয়া আলো জ্বলিয়া উঠিলে দেখা গেল সকলে সিনেমাহলেই বসিয়া আছে। তৎপরে আরও একটী দৃশ্য দেখাইবে—বহু উপরে উঠাইয়া নীচে ফেলিয়া দিবে।

হৃদ্‌রোগী থাকায় শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র ভীত হইয়া আর দৃশ্য দেখিতে হইবে না বলিয়া হলঘর হইতে বাহিরে চলিয়া আসে। মানুষের মায়াই মানুষ বুঝিতে অসমর্থ, ভগবানের মায়া কি করিয়া বুঝিবে।

চীনদেশীয় ভক্ত (অবস্থাপন্ন বড় অফিসার) শ্রীবিদ্যাপতি দাসাধিকারীর গৃহে (3, Lorong, Salleh, Singapore 416747 Phone 742-3603) রাত্রি ৭টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের চরিত্রাবলম্বনে ইংরাজী ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাপতি প্রভু 'গৃহস্থগণ কিভাবে সংসারে থাকিয়া ভজন করিবেন', তাহা জানিতে চাহিলে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র আলোচিত হয়। সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

জলন্ধরনিবাসী গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগুরুদেব দাস ব্যবসায়ের জন্য ফিলিপাইনে থাকেন, ১১ জুলাই বিমানযোগে ম্যানিলা হইতে সিঙ্গাপুরে পৌঁছেন প্রচারপার্টির সহিত যোগ দিতে। তিনি আসায় সেবা-বিষয়ে অনেক সহায়তা হয়।

১১ জুলাই শুক্রবার ৫১, চাংগি ভিলেজ রোডস্থিত শ্রীরাম মন্দিরে (Sree Ram Temple, 51, Changi village Road, Singapore 509908) ১২ জুলাই শ্রীপ্রিয়ব্রত দাসাধিকারীর (দক্ষিণভারতনিবাসী) গৃহে, ১৩ জুলাই পূর্ব্বাহ্নে সিঙ্গাপুর কমার্স কলেজে (Singapore Commerce College, 8 Queens Street. 3rd floor, Telephone 5520475) ছাত্র-ছাত্রিগণের উদ্দেশ্যে শ্রীপ্রহলাদের আদর্শ চরিত্র বর্ণনমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

১৩ জুলাই সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীসুশীল কৃষ্ণ দাসাধিকারীর (পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ গোস্বামী মহারাজের অনুকম্পিত শিষ্যের) গৃহে [2, Jalanchengam, Near Am Mo Kio, Singapore], ১৪ জুলাই সিং মিং রোডস্থ নিবাসস্থানে, ১৫ জুলাই শ্রীগৌররাজা দাসের ভবনে (***Gaura Raja Das Block 617 02-362 Hangang Avenue 8, Singapore 530617***) একাদশী তিথিতে—কপিল-দেবহূতি প্রসঙ্গ আলোচনামুখে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

১৬ জুলাই শ্রীদান্তে পেরেগ (***Dante Pereg, Block 12, 09-109 Telok Blangah Crescent, Singapore 090012***) শ্রীহরিনামাশ্রিত হন। তাহার ভগবদ্‌পর নাম—শ্রীদামোদর দাস।

১৬ জুলাই বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর হইতে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া উক্ত দিবস ভারতীয় সময় রাত্রি ৯-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে শতাধিক ভক্ত সংকীর্ত্তনসহ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় ইংরাজী ও হিন্দী দৈনিক পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

নিউদিল্লী মঠে অবস্থিতি ঃ—১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে ২২ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

১৭ জুলাই হইতে ১৯ জুলাই এবং ২১ ও ২২ জুলাই নিউদিল্লী মঠে রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন।

২০ জুলাই রবিবার গুরুপূর্ণিমা তিথিতে নিউদিল্লী দরিয়াগঞ্জস্থিত দিল্লী মেডিকেল এসোসিয়েসনের সুরম্য হলঘরে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ গুরুপূজা ও ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। গুরুপূজা অনুষ্ঠানের পর সভায় সভাপতিপদে বৃত হন দিল্লী হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীকে-রামমূর্ত্তি, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীসতীশ চন্দ্র খাণ্ডেলওয়াল, এম্-এল্-এ। বিষয় ঃ শ্রীগুরুপূজার তাৎপর্য্য। শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। সমুপস্থিত সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৩ জুলাই বুধবার শ্রীল আচার্য্যদেব সেবক—শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ নিউদিল্লী বিমানবন্দর হইতে প্রাতঃ ৭টার বিমানে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় কলিকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত দিবস রাত্রিতে কলিকাতা মঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়।

হায়দ্রাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক-উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে ও শ্রীমঠের বর্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নির্দ্দেশে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদের দেওয়ান দেওড়ী-স্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক-উৎসব ২৯ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬) ; ১৩ জুন (১৯৯৯) রবিবার হইতে ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী প্রভৃতি ৭ মূর্ত্তি কলিকাতা-হাওড়া হইতে ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন মঙ্গলবার প্রাতে ফলকনামা এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন বেলা ১১-৩৫ মিঃ-এ সেকেন্দ্রাবাদ জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলে হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও শ্রী-মহেন্দ্রজী আগরওয়াল কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীরাম ব্রহ্মচারী কলিকাতা হইতে ট্রেণযোগে দুইদিন পূর্ব্বেই হায়দ্রাবাদ মঠে পৌঁছিয়া-ছিলেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজও পুরী হইতে ১লা জুন এখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে ১৩ জুন রবিবার হইতে ১৫ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত এবং ১৫ জুন মঙ্গলবার বেলা ১১টা হইতে বেলা ১-৩০টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। প্রত্যহ রাত্রির সভা শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহা-রাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয় এবং ১৫ জুন মাধ্যাহ্নিক বিশেষ ধর্ম্মসভার সভাপতিরূপে বৃত হন শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রীজী। সভার আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল 'মনুষ্যজন্মের কর্ত্তব্য', 'যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' ও 'শ্রীবিগ্রহসেবার তাৎপর্য্য'। সভায় সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত প্রত্যহ বক্তব্য বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ও শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহা-রাজ 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেন।

১৩ জুন রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রী-বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদিসহ বহির্গত হইয়া হায়দ্রাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বর্ষা নামায় আবহাওয়া খুবই সুখদায়ক ও মনোরম ছিল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সূর্য্যের তাপে তত প্রখরতা না থাকায় নগ্নপদে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের কোন কষ্ট হয় নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণাকর দাস) রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় মাইকের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৫ জুন মঙ্গলবার গৌর-দ্বিতীয়া তিথিতে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ বিজয়বিগ্রহগণের পূজা, মহাভিষেক সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ পূজা ও মহাভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার সহায়ক-রূপে ছিলেন পূজারী শ্রীহলধরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকের পর প্রায় সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের বৈষ্ণবগণ ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া হায়দ্রাবাদ-হিমায়েতনগরস্থ মঠাশ্রিত স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীসন্তোষ আগরওয়ালের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপাল আগর-ওয়ালের নূতন বাসভবনে, কোঠাপেটস্থ শ্রীএস্ মল্লে

সামের গৃহে ও সেকেন্দ্রাবাদ-বেঙ্কটেশ্বর কলোনীস্থ শ্রীএস্-সি-সরকারের নূতন বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীজি-চান্দ্রাইয়া), শ্রীমধুমঙ্গলদাস ব্রহ্মচারী, পজারী শ্রীহলধরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাকর দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীগুরুপদ দাস, শ্রীমোহিনীমোহনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমহেন্দ্রজী আগরওয়াল প্রভৃতির সেবা-প্রচেষ্টায় শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ আদি কলিকাতা হইতে আগত ৮ মূর্ত্তি ২৮ জুন শুক্রবার প্রাতে হায়দ্রাবাদ হইতে ইষ্ট কোষ্ট এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন।

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবনির্ম্মিত স্নানবেদীর উদ্বোধন ও স্নানযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায়, মঠরক্ষক শ্রীমন্নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় ও তত্ত্বাবধানে ১৩ আষাঢ় (১৪০৬); ২৮ জুন (১৯৯৯) সোমবার নদীয়া জেলান্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবনির্ম্মিত সুরম্য স্নানবেদীর শুভ উদ্বোধন ও স্নানযাত্রা মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী (দেরাদুন) প্রভৃতি 8 মূর্ত্তিসহ ১২ আষাঢ়, ২৭ জুন রবিবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে একটি মটরকারযোগে প্রাতঃ ৭-৩৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩৫ মিঃ-এ যশড়া শ্রীপাটে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমন্নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পণ্ডা ও শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র প্রভৃতি 8 মূর্ত্তিসহ ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন শনিবার প্রাতে কলিকাতা হইতে মটরকারযোগে যাত্রা করতঃ উৎসবের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য যশড়া শ্রীপাটে পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী সাধুনিবাসের ত্রিতলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য পূর্ব্ব হইতেই তথায় ছিলেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ (তেজপুর মঠের মঠরক্ষক), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ স্নানযাত্রা দিবস প্রাতঃকালে আসিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্যাদি সমাপন করিয়া ঐদিন অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর ফিরিয়া যান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। The Vedanta
৪৯। The Bhagabat
৫০। Rai Ramananda
৫১। Vaishnavism
৫২। Sree Brahma-Samhita
৫৩। Saranagati
৫৪। Relative Worlds
৫৫। शिक्षाष्टक
৫৬। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৫৭। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৫৮। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৫৯। भजन-गीति
৬০। श्रीचैतन्यभागवत
৬১। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬২। परम तत्व-विचार
৬৩। सद्‌गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৪। साध्य-साधन-तत्व-विचार
৬৫। मैं को हूँ ?
৬৬। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৬৭। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name & Address

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখাৰ্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৪০৬
৭ পদ্মনাভ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, শনিবার, ২ অক্টোবর ১৯৯৯ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১২৩ পৃষ্ঠার পর]

গীতার ৭ম অধ্যায়ে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ *

—ইত্যাদি শ্লোকে জীবের পরিচয় উক্ত হ'য়েছে। সেই জীব বদ্ধভাবাপন্ন হ'য়ে একপ্রকার, মুক্ত হ'য়ে আর এক প্রকার, আর উভয়যুক্ত ধর্ম্মে তটস্থ। একটি যষ্টি বা শঙ্কুর (Gnomonএর) দুইটি দিক্—একদিকে এক নাম, অপর দিকে অন্য নাম।

যখন আমি 'প্রভু' সাজ্‌তে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চাই, তখন প্রকৃতির বশ হই, মায়াবাদী হই। বৌদ্ধগণকে প্রকৃতিবাদী বলা হয়। শ্রৌতব্রুব মায়াবাদিগণ আধ্যক্ষিকতা ও প্রচ্ছন্ন তার্কিকতা অবলম্বন করায় 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' নামে অভিহিত।

চিৎসমন্বয় শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীধর

* ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞানের নামই 'ভগবজ্-জ্ঞান'। তাহার বিবৃতি এই যে, আমি—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ ; ব্রহ্ম—আমার শক্তিগত একটী নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র ; তাহার স্বরূপ নাই,—সৃষ্টজগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাহার সাম্বন্ধিক-অবস্থিতি। পরমাত্মাও জগন্মধ্যে আমার শক্তি-গত আবির্ভাব-বিশেষ ; ফলতঃ তাহাও অনিত্য-জগৎ-সম্বন্ধি তত্ত্ববিশেষ, তাহারও 'নিত্য' স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎ-স্বরূপই 'নিত্য' তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে ; শক্তির একটী পরিচয়ের নাম—'বহিরঙ্গা' বা 'মায়াশক্তি'। জড়-জননী বলিয়া তাহাকে 'অপরা শক্তি'ও বলা যায় ; আমার এই অপরা বা জড়-সম্বন্ধিনী শক্তির মধ্যে তত্ত্ব-সংখ্যা লক্ষ্য করিবে ; ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী মহাভূত এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটী তন্মাত্র ; এই প্রকার দশটী তত্ত্ব গৃহীত হয়।

স্বামিপাদ—শুদ্ধাদ্বৈতবাদী। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীধর স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবিচারকে বিদ্ধ বিচারে পরিণত কর্বার জন্য সচেষ্ট। ইহা বিদ্ধাদ্বৈতবাদিগণের অসদভিপ্রায়। সর্ব্বজ্ঞ মুনি শঙ্করাচার্য্যের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে মাদুরা জেলার কল্যাণপুর গ্রামে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তা' কালপ্রভাবে অভক্ত-মোহনকল্পে বিকৃত হ'য়ে কেবলাদ্বৈতবাদে প্রাধান্য লাভ ক'রেছে। এমন কি, শ্রীপাদ শঙ্করের পর সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির সহিত সর্ব্বজ্ঞ মুনির একটা গোঁজামিল দিয়ে লোকের চক্ষে ধাঁধাঁ লাগাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হ'য়েছে!

বস্তুর অংশ-বিচারে বিকার-বাদের হেয়তা প্রবল হ'বে, এজন্য শ্রীল লক্ষ্মণদেশিকের শক্তিবিচার শ্রীগৌরসুন্দর অনুমোদন ক'রেছেন। বস্তুর বিকার এই জগৎ নহে, পরন্তু বস্তুর বহিরঙ্গা শক্তির বিকার, ইহা গৌরসুন্দর ব'লেছেন। খৃষ্টাবলম্বিগণের বিচারে জীব কালাধীনে ঈশ্বর-সৃষ্ট মাত্র ; এই বিচার সমীচীন নহে। জীব বস্তুর শক্তির অংশ বা বিভেদ। জীবে সদসৎ উভয় প্রকার গুণ বর্ত্তমান। অন্তরঙ্গা শক্তিতে নিখিল সৎ (অস্তিত্বযুক্ত) নিত্যগুণরাশি বর্ত্তমান। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয় বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতিতে বর্ত্তমান। নিখিল-সদ্গুণ-কল্যাণ-বারিধি বিষ্ণুতে বিশুদ্ধসত্ত্ব নিত্য বর্ত্তমান ; সেখানে আপেক্ষিকতা নাই। গুণজাত জগতে আপেক্ষিকতা—সত্ত্ব, রজঃ ও তম পরস্পর আপেক্ষিকতা বর্ত্তমান।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥*
(গীঃ ৩।২৭)

এই গুণজাত জগতের বিপরীতভাব জাড্য বা সুষুপ্তি নির্ব্বিশেষ-বিচারে আবৃত। "সুখমহমস্বাপ্সম্" —আমি সুখে নিদ্রা গিয়েছিলাম। সুখ-নিদ্রা তাঁহার স্মৃতির বিষয়। তিনি সুষুপ্তিতেও অস্মিতা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করেন, নতুবা সুখ-নিদ্রার স্মৃতি হ'ত না। যেমন জাতিস্মর-অবস্থায় পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ ক'রে বল্‌তে পারে।

"দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান", এই স্থূল-দেহ—'আমি'—ইহাই এক বস্তুতে অন্য বস্তু ভ্রম বা বিবর্ত্ত। "আমি দেহ, আমার কালক্ষোভ্য দেহ, আমাকে অমুক লোক গালাগালি দিল"—বর্ণনগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম-দেহ-সংক্রান্ত। প্রকৃত শুদ্ধ আমি আগমাপায়ী নহে। দেহ আমি নই, মনও আমি নই ; সকালে, দু'পুরে, সন্ধ্যায় বদ্‌লে যায় যে মন, কখনও প্রসন্ন, কখনও অপ্রসন্ন হয় যে মন, তা' আমি নই। সত্যের যে ধারণা বদ্‌লে যায়, তা' মনোধর্ম্ম। যে চেতন অচিতের সহিত মিশ্রিত হ'বার উপযোগী, উহা তটস্থা শক্তি হ'তে উদ্ভূত। তটস্থশক্তিজাত হ'য়েও নিজকে শক্তিমান্ বা শক্তির চালক মনে করা কতটা অসদভিপ্রায়-পোষণ! ইহারা "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি", "ঈশ্বরোঽহম্" প্রভৃতি গীতোক্ত শ্লোকের বিষয়।

যেরূপ ধান ও শ্যামা গাছ বস্তুতঃ পৃথক্ বস্তু, যেরূপ ধানের নিড়ান দেওয়া আবশ্যক, সেরূপ শুদ্ধ-চিৎ ও চিদাভাস, চিৎপ্রতীতি বস্তুতঃ পৃথক্ ; চিৎ হ'তে অচিৎকে নিরাকরণ করা আবশ্যক। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী সৎ ও অসৎসঙ্গ, ধান গাছ, ও শ্যামা গাছ ভক্তি ও অভক্তিকে সমান মনে করে। মায়াবাদের বিকৃতিই চিজ্জড়সমন্বয়বাদ। মায়াবাদিগণ মুখে বলেন—'সকলই মানি ; কিন্তু তাঁ'রা পরমেশ্বর

অহঙ্কার-তত্ত্বে তাহার কার্য্যভূত ইন্দ্রিয়সকল ও কারণভূত মহত্তত্ত্ব গৃহীত হইবে। বুদ্ধি ও মনের পৃথগুক্তি —কেবল তত্ত্বসমূহের মধ্যে তাহাদের প্রাধান্য-মতে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য থাকা প্রযুক্ত, ফলতঃ তাহারা—'এক'-তত্ত্ব। এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা-শক্তিগত। এতদ্ব্যতীত আমার একটি 'তটস্থা প্রকৃতি' আছে, যাহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি—চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা ; সেই শক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা-শক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ—এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা যায়।

* বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয় কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ।

বস্তুকেই মানেন না—পরমেশ্বর-তত্ত্বের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য, নিত্যলীলা স্বীকার করেন না। ইঁহারা মানবোচিৎ ব্যবহার পরমেশ্বরে আরোপবাদ (anthropomorphism) বা মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদ (apotheosis) সৃষ্টি করেন —ভগবানের নিত্য শুদ্ধ নাম-রূপাদি বাদ দিয়ে এখানকার মলিনতা পূর্ণ-সচ্চিদানন্দবস্তুর গায়ে মাখাবার চেষ্টা করেন। পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদ (zoo-morphism) ইহাদেরই সৃষ্ট মত। ইহারা সকলেই ব্যুৎপরস্তের পূজক। বাস্তব রাম-নৃসিংহ-বরাহ-মৎস্য-কূর্ম্মাদি শ্রীনারায়ণ—নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুন, নিত্য-পরিকর-বিশিষ্ট্যযুক্ত, নিত্য লীলাময়, মায়াধীশ, অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তু। ইহাদের প্রত্যেকের নিত্য বৈকুণ্ঠ আছে ; তাঁ'রা বৈকুণ্ঠ হ'তে কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশতঃ জীবসকলের জন্য কুণ্ঠজগতে স্বপ্রকাশ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ হ'য়েও সর্ব্বদা পূর্ণ-বৈকুণ্ঠস্থ থাকেন। ইঁহারা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ-ভাবে সংরক্ষণ করেন। ইঁহারা মনুষ্যে দেবারোপ-কল্পনাবাদী বা পশুতে দেবারোপ-কল্পনাবাদী, পৌত্তলিক, চিজ্জড়সমন্বয়বাদী কিম্বা মায়াবাদীগণের নায়ক বা আরাধ্য তত্ত্ব ন'ন। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের কল্পনা, কপটতা, পূজার ছলনা—রাবণের মায়াসীতা হরণচেষ্টার ন্যায় সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বিষ্ণুতত্ত্বকে স্পর্শও করতে পারে না। আত্মবিদ্‌গণ বহির্জ্জগতের এরূপ সমুদয় মল পরিত্যাগ ক'রে নিত্য, বাস্তব, অখণ্ড পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ, নিত্য-নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্য ভগবদ্বস্তুর নিত্য সেবা করেন। মায়াবাদী এই জগতের হেয় পরিচ্ছন্নভাব ভগবদ্বস্তুতে আরোপিত বা ব্যাপ্ত করবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। তাঁ'র বিবর্ত্তের নেশা তাঁ'কে কোনকালেই পরিত্যাগ করে না ; ভগবদ্বস্তুর অনুশীলনকালেও ভগবদ্বস্তুতে তাঁ'র মায়িকবস্তু ভ্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই মায়াবাদী ভগবদ্বস্তুতে হেয়তার আরোপ করেন, ভগবদ্বস্তুর নিত্য নাম-রূপ-গুণাদিকে মায়াময় মনে করেন। আধুনিক খৃষ্টোপাসকগণেরও কেহ কেহ আমাদিগের পৌরাণিকগণকে মনুষ্যে দেবারোপকল্পনাবাদী বা পশুকে দেবারোপকল্পনাবাদী মনে করেন। ইহা তাঁ'দের সুষ্ঠু বিচারের অভাব।

বাস্তব সনাতনধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত ধর্ম্ম এরূপ নহে। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণু নিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" বিষ্ণু-নিরবচ্ছিন্ন চেতন, স্থিতিবান্ ও আনন্দময়। মায়ার জগতে বিষয়ের বহুত্ব ; বৈকুণ্ঠ এক অদ্বয় বিষয়। সেখানে henotheism, pelytheism or cathonitheism (পঞ্চোপাসনা, বহ্বীশ্বরবাদ) নাই। মোক্ষমূলার সাহেব কতকটা পঞ্চোপাসনাকে henotheism নামে অভিহিত করেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্র সদসদ্ হ'তে অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞান-সমষ্টিকে 'ঈশ্বর' কল্পনা ক'রেছেন। সদানন্দ যোগীন্দ্রের কল্পনার কারখানায় গড়া ক্ষণভঙ্গুর ঈশ্বর—পূর্ণ আস্তিকগণের বাস্তব পরমেশ্বর বস্তু নহে। শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—"অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।" অদ্বয়জ্ঞানে প্রাকৃত দ্বৈতজ্ঞান নাই—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম।" কেবলাদ্বৈতের সহিত যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের নিত্য পার্থক্য আছে, তা' ভক্তিধর্ম্মে জান্‌তে পারি। অনাত্মপ্রতীতির সহিত আত্ম-প্রতীতির, অচিৎ-প্রতীতির সহিত চিৎপ্রতীতির যে ভেদ আছে, উহাকে সমন্বয় করা উচিত নহে, উহা ভক্তি-বিরুদ্ধ।

রামানুজীয় দার্শনিক সাহিত্যে শক্তি-বিচার দেখি, —চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সাহিত্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। যদি 'চিৎ'শব্দ সুষ্ঠু হ'ত, তবে অচিতের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'ত না। শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দতীর্থের বিচার-প্রণালীকে স্বীকার ক'রে কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত অত্যন্ত পার্থক্য স্থাপন ক'রেছেন,—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ
পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-
কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি
হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি
জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥"

গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত

প্রত্যক্ষাদিই প্রমাণ। সেই প্রমাণদ্বারা স্থির হয় যে, হরিই পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনি অখিল-রসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুই প্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব—মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব—মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদপ্রকাশ, ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং কৃষ্ণ-প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতম-
মখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-
জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমল-
ভজনং তস্য হেতুং প্রমাণম্
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি
হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ ॥*

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমদানন্দতীর্থের বিচারপ্রণালীকে স্বীকারপূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতবাদের সহিত পৃথক্ ক'রে-ছেন। আত্মজিজ্ঞাসায় আমরা যখন পরমাত্মার পদবী গ্রহণ করি, তখন আমাদিগকে আচার্য্য জিজ্ঞাসা ক'রবেন,—

"ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে।
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥"

দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সহিত যেরূপ সুমেরু পর্ব্বতের তুলনা, তোমার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মের অভেদ-তুলনা।

নদ্যঃ সমুদ্রে মিলিতাঃ সমন্তান্নৈক্যং গতা
ভিন্নতয়া বিভান্তি।
ক্ষীরোদশুদ্ধোদকয়োর্বিভেদাদাস্তে তয়োর্বাস্তব
এব ভেদঃ॥
দুগ্ধে তোয়ং মিলিতমপরে নৈব পশ্যন্তি ভেদং
হংসস্তাবৎ সপদি কুরুতে ক্ষীরনীরস্য ভেদম্।
এবং জীবা লয়মধিপরে ব্রহ্মণা যে বিলীনা
ভক্তা ভেদং বিদধতি গুরোর্বাক্যমাসাদ্য সদ্যঃ॥

নদীসকল সমুদ্রে মিলিত হইলে সম্পূর্ণরূপে ঐক্য লাভ করে না। পয়োরাশির মধ্যে উভয় জল পৃথক্ পৃথক্ থাকে। ক্ষীর-সমুদ্রের জল ও নদীর জল সর্ব্বদা ভিন্ন থাকায় নদী ও সমুদ্রের বাস্তব ভেদ নিত্য। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করলে অপরে তা'তে ভেদ দেখ্‌তে পায় না। কিন্তু হংস উপস্থিত থাক্‌লে তৎক্ষণাৎ ক্ষীরকে নীর হ'তে পৃথক্ করে। তদ্রূপ মায়াবাদীর বুদ্ধিতে যে-সকল জীব পরতত্ত্বে ব্রহ্মের সহিত বিলীন হয়, ভক্তসকল গুরুবাক্য অব-লম্বনপূর্ব্বক সদ্য সেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখিয়ে দিতে পারেন।

জীব যদি ব্রহ্ম হয়, তবে তা'কে শিষ্য বা অজ্ঞানী —এরূপ জ্ঞান কর কেন? আর তোমার মতে জগ-তের অসত্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় শিষ্য, আচার্য্য ও আচার্য্যের উপদিষ্ট জ্ঞান—এ সমস্তও যে জগতেরই অন্তর্গত।

"তর্হ্যেবং জগন্মিথ্যাত্ববাদে শিষ্যাচার্য্যয়োস্তদুপ-দিষ্ট-জ্ঞানস্যাপি তদন্তর্গতত্বাচ্ছিষ্যোপদেশার্থং কল্পিত-মিত্যাপি ন শক্যতে বক্তুম্, কল্পিতাচার্য্যোপদিষ্টেন কল্পিতজ্ঞানেন কল্পিতস্য শিষ্যস্য কা বার্থসিদ্ধিঃ। নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র্যতিরেকি সর্ব্বং মিথ্যেতি বদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদি প্রযত্নো নিষ্ফলোঽবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ শুক্তিকারজতাদিষু রজতাদ্যুপাদানাদি প্রযত্নবৎ। মোক্ষার্থপ্রযত্নোঽপিব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্য-ত্বাৎ। শুক-প্রহলাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ।"

(ক্রমশঃ)

* শ্রীল মধ্বাচার্য্য বলেন—শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠতত্ত্ব; তিনি সর্ব্ববেদবেদ্য। বিশ্ব সত্য (মিথ্যা নহে) কিন্তু বিষ্ণু হইতে ভিন্ন। জীবসকল শ্রীহরির চরণসেবনকারী; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হরিসেবনানুসারে তারতম্য আছে। শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভই মোক্ষ। শ্রীবিষ্ণুর অমলভজনই শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মলাভের হেতু। প্রত্যক্ষাদি তিনটি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিনটি প্রমাণ; ইহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র হরি উপদেশ দিয়াছেন।

মুক্তি

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন্ স্থানে কি-অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা জানিতে না পারিয়া নিজের ধারণানুযায়ী শব্দকে লক্ষ্য করিতে যাইয়া অনেকে কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। 'মুক্তি'-শব্দটী শুনিলেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু নামাষ্টকের প্রথম শ্লোকেই বলিয়াছেন—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ রূপানুগ। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য তাঁহাদের শিরোধার্য্য। শ্রীরূপপাদ মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন—মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের একবিন্দু এদিকে ওদিকে যান নাই। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অভ্রান্ত। তাঁহার বাক্যে দেখিতে পাই, শুদ্ধ চিন্ময় শ্রীনাম মুক্তকুলেরই উপাস্য; সুতরাং 'মুক্তি'-শব্দটী দোষের নহে। মুক্তি না পাইলে শুদ্ধভজন আরম্ভই হয় না।

পাঠকগণ এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তাহা হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেঽনুকম্পাং" শ্লোকটী বলিবার সময় এই শ্লোকোক্ত 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' বলিয়াছিলেন কেন? তিনি ত' মহাপ্রভুর করুণালাভের পূর্ব্বে 'মুক্তি'রই বহুমানন করিতেন, মহাপ্রভুর উপদেশামৃত-শ্রবণের পরেই ত' তিনি 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' পদ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবতও (৩।২৯।১৩) বলিয়াছেন—

"সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর এই যে, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুর বাক্য ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তি একই তাৎপর্য্যপর। উভয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই। উভয়ের উদ্দিষ্ট বস্তুর জ্ঞানাভাবেই উভয়ের উক্তি বিরুদ্ধভাবাপন্না বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু যে অর্থে 'মুক্তি'কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীনামকে 'মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং' বলিয়াছেন তাহা—"অনর্থ-নিবৃত্তি"। এই অনর্থনিবৃত্তি না হইলে অপ্রাকৃত-লোকে যাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া যে সেবাপরায়ণতার জন্য শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুক্তি-স্থলে ভক্তি-শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা লাভের সম্ভাবনা নাই। অপ্রাকৃতসেবা অনর্থযুক্ত প্রাকৃত-ধারণায় লভ্যা নহেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মুক্তি সম্বন্ধে ধারণা—ব্রহ্মে বা ভগবানে জীবাত্মার বিলোপ-সাধন। এই বিলোপ-সাধনকে তাহারা সাযুজ্য-শব্দে উদ্দিষ্ট করিয়া উহাকেই জীবের সাধনের চরম ফল বলিয়া জ্ঞান করেন। তাহাদের ধারণার ঐ সাযুজ্য দুই প্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। মায়াবাদি-বৈদান্তিকগণের লক্ষ্য—ব্রহ্মসাযুজ্য, পাতঞ্জলানুগগণের লক্ষ্য—ঈশ্বর-সাযুজ্য। শ্রীল সার্ব্বভৌম প্রথমতঃ বেদান্তের মায়াবাদ-ভাষ্যই আলোচনা করিয়াছিলেন, তাই যখন মহাপ্রভুর কৃপায় অপ্রাকৃত ভক্তির জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন—ভক্তির মহিমা অবগত হইলেন, তখনই 'মুক্তি'-শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্রই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার 'ভক্তিপদে' উক্তিতে অনর্থনির্ম্মুক্তিরূপ মুক্তির পরে যে শুদ্ধা সেবা আরম্ভ হয়, তাহার প্রতিই তাঁহার দৃঢ়নিষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে মায়াবাদিগণের ধারণার সাযুজ্য ভক্তগণ সর্ব্বদাই গর্হণ করিয়া থাকেন। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
'নরক' বাঞ্ছয়ে, তবু 'সাযুজ্য' না লয়॥
ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥

অনর্থনিবৃত্তিরূপ মুক্তির পরে শুদ্ধসেবায় অধিকার হইলে গৌড়ীয়-গণে গণিত হইবার অধিকার হয়। কৃষ্ণের আনন্দবিধানই এই সেবা। এই সেবার নিকট আত্মসুখকর কোন ধারণাই স্থান পায় না। ঐশ্বর্য্যমার্গের সেবকগণ সার্ষ্টি-সালোক্যাদি যে চতু-

ৰ্ব্বিধ মুক্তির প্রার্থী, তাহাতেও আত্মপ্রীতির গন্ধ আছে বলিয়া মাধুর্য্যমার্গের সেবকগণ তাহা গ্রহণ করেন না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীতত্ত্বসূত্রে মুক্তিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র প্রদান করিয়াছেন—

'অনর্থনিবৃত্তির্মুক্তিঃ স্বপদপ্রাপকত্বাৎ ।।'

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় 'মুক্তি' সম্বন্ধে তিনি যে সুন্দর বিচার দেখাইয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মুক্তি-বিষয়ক অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। কেহ কেহ জীবের ব্রহ্মে লয় হওয়াকে মুক্তি কহেন। মুক্তিকে পঞ্চপ্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে অর্থাৎ সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই সকল মুক্তির শ্রেণী। ভগবানের সহিত সমান ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির নাম সার্ষ্টি, ভগবল্লোকে বাসের নাম সালোক্য, ভগবৎসমীপস্থ হওয়ার নাম সামীপ্য, ভগবৎস্বরূপপ্রাপ্তির নাম সারূপ্য এবং ভগবানে লয় হওয়ার নাম সাযুজ্য—এই প্রকার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। নিগূঢ় বিচার করিলে সকলপ্রকার মুক্তির একটী সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য এ সমুদায়ই ভগবৎ-সন্নিকর্ষ প্রকাশ করে। জীবের ভগবদ্বিমুখতাই সকল দুঃখের কারণ; যেহেতু আনন্দ-চিন্ময় ভগবান্‌কে ত্যাগ করিলে দুঃখময় জড়তাই ফল হয়। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। বদ্ধাবস্থার অনেক প্রকার বিশেষণ থাকিলেও তাহার সাধারণ লক্ষণ ঈশ্বরবিমুখতা ব্যতীত আর কিছু উপলব্ধি হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রকার মুক্তিতেই ঈশ্বর-সন্নিকর্ষ অর্থাৎ সাযুজ্য ব্যতীত আর কি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়?

"যদ্যপিহ মুক্তি-শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি।
রূঢ়িবৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি ।।

এস্থলে সাযুজ্য শব্দের অর্থ—ব্রহ্মের সহিত লয়, বাস্তবিক সাযুজ্য-শব্দের অর্থ ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। যে সকল বৈষ্ণব গোপীভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের সাধনই ব্রহ্মসাযুজ্য সাধন বলিতে হইবে। অর্থে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল নামের বিবাদমাত্র। তদ্বিষয়ে শাণ্ডিল্যসূত্র, যথা—

তদৈক্যং নানাত্বৈকত্বমুপাধিযোগহানাদাদিত্যবৎ।

পরব্রহ্মের আশ্রয়ের দ্বারা যে ফল হয় তাহাকেই মুক্তি বলি, ঐ মুক্তি কি প্রকার তাহা কঠোপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে;—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।।

এই মুক্তিই জীবকে স্বপদপ্রাপ্তি করায়, এই স্বপদ কঠোপনিষদে উল্লিখিত মন্ত্রের পরেই এই প্রকার বর্ণিত আছে,—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং
কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।।

বাস্তবিক এই সকল শ্রুতি ও বিচারের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবের স্বপদ যে এক অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার তাহা উপলব্ধ হইতেছে। এই ব্যাপারটি বাক্য ও মনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না; যেহেতু এই বদ্ধাবস্থায় সকল জীবই (ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত) দেশ ও কালের বশীভূত হইয়াছে; অতএব তদুভয় পদার্থের অতীত অবস্থাকে কেহই চিন্তা করিতে পারে না, কিন্তু এই অবস্থা হইতে সেই অবস্থা যে উৎকৃষ্ট ইহা আমাদের স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। যাঁহারা এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অনাদর করেন, তাঁহাদের বিষয়ে কঠোপনিষদ কহিয়াছেন, যথা—

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং
বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ
পুনর্বশমাপদ্যতে মে ।।

যুক্তি-বিচারের দ্বারা যাঁহারা জীবের মুক্ত অবস্থার নির্ণয় বা পরকাল-তত্ত্ব বিচার করিতে চাহেন তাঁহারা নির্ব্বোধ। তথাহি কঠোপনিষদে—

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব
সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্ব্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নো
ভূয়ান্নচিকেতঃ প্রষ্টা ।।

মুক্তি-বিষয়ক অধিক বিচার সম্ভব নহে। অতএব যাঁহারা এই অচিন্ত্য অবস্থার বিচার নির্ণয় করিবার জন্য তর্ক করিয়া বাক্যে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পরিশ্রম ফলবান্ হয় না; বরং

নির্ব্বাণ, সালোক্য, সার্ষ্টি প্রভৃতি অবস্থা লইয়া পরস্পর বিবাদ করিয়া থাকেন, তাহাতে কখনই মীমাংসা হইতে পারে না। অতএব নিম্নলিখিত সাধুবাক্যই আমাদের পালনীয়।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥

তত্র ব্যাসসূত্রং যথা ;—
"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"

অতএব নিশ্চয় মীমাংসা এই যে জীবের অনর্থ-নিবৃত্তিই মুক্তি এবং তদ্দ্বারা জীবের স্বপদপ্রাপ্তি হয়।

তথা চ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে সূতেনোক্তম্,—
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে।

তথা চ ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে মুক্তিকথনম্,—
'মুক্তিৰ্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।'
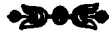
জীবতত্ত্ব

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ]

পরিদৃশ্যমান জগতে যাবতীয় স্থাবর, জঙ্গম বস্তু-সমূহ দেখি, সেই সমস্তই দেহধারী প্রাণী, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেহের ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি দেখা যায়। সেই ক্রিয়াবান্ বস্তু দেহ হইতে বিনির্গত হইলে পর দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান্ থাকিলেও ইচ্ছা ও ক্রিয়াদিই থাকে না। তাহাতে অনুমান করা যায় যে দেহে এমন একটি বস্তু আছে, যাহার প্রভাবে সম্পূর্ণ দেহে ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে বস্তুটি দেহ হইতে বিনির্গত হইলে দেহে ইচ্ছা ক্রিয়াদি থাকে না সেই বস্তুকেই 'আত্মা' বা 'জীব' বলে।

"এবং পঞ্চবিধং লিঙ্গং ত্রিবৃৎ ষোড়শবিস্তৃতম্।
এষ চেতনয়া যুক্তো জীব ইত্যভিধীয়তে ॥"
—ভাঃ ৪।২৯।৭৪

পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকারে বিস্তৃত ত্রিগুণাত্মক লিঙ্গদেহ চেতনের সহিত যুক্ত হইলেই তাহাকে 'জীব' বা 'আত্মা' বলা যায়। পুরাণ, শ্রুতি, স্মৃতিতে আর্য্যঋষিগণ অভিহিত করিয়াছেন।

"অনেন পুরুষো দেহানুপাদত্তে বিমুঞ্চতি।
হর্ষং শোকং ভয়ং দুঃখং সুখঞ্চানেন বিন্দতি ॥"
—ঐ ৭৫

এই লিঙ্গদেহ দ্বারাই দেহী জীব স্থূলদেহসকল গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে এবং ইহার (স্থূলদেহের) দ্বারাই হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ ও সুখাদি পাইয়া থাকে। এই জীবাত্মাই দেহে অবস্থানকালে দেহকেই আমি বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। জীবাত্মার অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব, জীবাত্মার অনস্তিত্বে দেহ অনস্তিত্ব। দেহে যতক্ষণ জীবাত্মা অবস্থান করে, ততক্ষণই দেহ জীবিত। দেহ জীবাত্মার আশ্রয় বা আধার, কিন্তু দেহ জীব নহে। দেহ অচেতন জড় স্বয়ং ইচ্ছা, ক্রিয়াদি কার্য্য করিতে পারে না। তথাপি জীবযুক্ত দেহকেই সাধারণতঃ জীব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে স্থাবর-জঙ্গম মনুষ্যাদি ক্ষুদ্রতম চেতন দেহধারী কীট পর্য্যন্ত জীব বলিয়া পরিচয় দেয়। জীবাত্মাই দেহে অবস্থানকালে দেহে তাদাত্মভাব প্রাপ্ত করিয়া দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি আমার বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

আত্মা-অস্তিত্ব অদৃশ্য

যখন পরিদৃশ্যমান কোন বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন একজন জ্ঞাতা থাকে, একটি জ্ঞেয় বস্তু থাকে এবং একটি অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞান উদিত হয়। এই-ভাবে বস্তুর জ্ঞান হয়। এইরূপভাবে জীবাত্মাকে জানিবার উপায় নাই। আত্মা অনুভবের বিষয় নয়, কিন্তু স্বয়ং অনুভবস্বরূপ, যে অনুভবস্বরূপ সাক্ষীর বলে অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষাদি কোষকে জানিতে পারিতেছি তাহার অস্তিত্ব কিরূপে অস্বীকার

করিবে ? আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া, আত্মা নাই বলিয়া অনুভব হইতেছে না এরূপ নহে। কিন্তু আত্মাকে জানার জন্য অন্য পৃথক জ্ঞাতা ও জ্ঞান নাই বলিয়া অনুভব হইতেছে না। যেমন মধুর স্বভাব মাধুর্য্যতা। ইহা অন্য বস্তুকে মধুর করে ; কিন্তু ইহাকে মধুর করিতে অন্য বস্তুর ক্ষমতা নাই। তাই বলিয়া ইহার মাধুর্য্য স্বভাব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তদ্রূপ আত্মাও অনুভবস্বরূপ। ইহ জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করিতেছে সূর্য্য ; তাহার প্রকাশ শক্তির দ্বারা সমস্ত বস্তু দৃষ্টি অনুভব হইতেছে, তজ্জন্য সূর্য্যপ্রকাশক। কিন্তু সূর্য্যকে প্রকাশ করিবার দ্বিতীয় বস্তু নাই, তিনি স্বয়ংই প্রকাশ। সূর্য্যের প্রকাশকে, মধুর মাধুর্য্যকে কখনও অস্বীকার করা যায় না। তদ্রূপ আত্মারও অনুভবস্বরূপ কখনও অস্বীকার করা যায় না। যে পঞ্চকোষের সাক্ষীস্বরূপ প্রত্যক্ আত্মাই।

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।।"
—গীতা ১৩।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন ! এই দেহকে 'ক্ষেত্র' বলে। ইহা যিনি প্রকৃতপক্ষে জানেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বলেন। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞদের বলা হয় 'তদ্বিদঃ'। ক্ষেত্র কি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ কে—যাঁহাদের এই জ্ঞান হইয়াছে, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ এই জীবাত্মাকে 'ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্ষেত্রের (দেহের) সাক্ষী। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষের জ্ঞাতা সাক্ষী আত্মা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে গুহাহিত ব্রহ্মের কথা আছে। গুহাহিত-অর্থ অভ্যন্তর, অর্থাৎ গুহার মধ্যে যিনি বাস করেন তাঁহাকে প্রত্যক্ আত্মা বলে। প্রত্যক্ অর্থ যিনি অন্তরতম নিত্যবস্তু। গুহা শব্দের অর্থ আচ্ছাদন বা আবরণ। এই কোষের স্বরূপ জানা আবশ্যক। দেহের অভ্যন্তরে প্রাণ, প্রাণের অভ্যন্তরে মন, মনের অভ্যন্তরে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভ্যন্তরে আনন্দময়। এই পঞ্চাবরণের নাম—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। এই পঞ্চকোষ পরম্পরার নাম গুহা। জনক-জননী যে অন্ন ভোজন করেন, তাহা হইতে শুক্রশোণিত উৎপন্ন হয়, সেই শুক্রশোণিত সংযোগ হইতে যে দেহ উৎপন্ন হয়, সেই দেহই অন্নময় কোষ। যে বায়ুর দ্বারা আপাদমস্তক পর্য্যন্ত দেহে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রিয়াশীল করিতেছে, তাহার নাম প্রাণময় কোষ। যে মনদ্বারা দেহ ও তৎসম্বন্ধে গৃহাদিকে আমি ও আমার বলিয়া অভিমান করিতেছে, তাহা মনোময় কোষ। যে বুদ্ধির আমি পুরুষ, স্ত্রী ইত্যাদি অভিমান বা বিচার করিয়া থাকে, তাহার নাম বিজ্ঞানময় কোষ। মনোময় ও বিজ্ঞানময় দুইটিই অন্তঃকরণের অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের শরীর। মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময় কোষ। আনন্দময় কোষকে ভোক্তা শরীর বলে। প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ বৃত্তি অনুভব করে বলিয়া ইহাকে আনন্দময় কোষ বলে। এই আনন্দময় অনুভব কখন থাকে, কখন থাকে না, তজ্জন্য আনন্দময় কোষ আত্মা নহে। অন্নময় হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত কেহই আত্মা নহে।

"সুখদুঃখোপভোগৌ তু তৌ দেহাদ্যুপপাদকৌ।
ধর্ম্মাধর্ম্মোদ্ভবৌ ভোক্তুং জন্তুর্দেহাদি মৃচ্ছতি।।"
—বিঃ পুঃ

ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন মানবাদির দেহ উপপাদক সুখ ও দুঃখরূপ উপভোগকে ভোগ করিবার জন্য জীব বিভিন্ন দেহাদি গ্রহণ করে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই সকল জীবের সর্ব্বাবস্থার কারণ। তজ্জন্য ভোগের তারতম্য থাকায় একে অপরের ভোগাধিক্য দেখিয়া জীব সুখী হইতে পারে না। ইহাই মর্ত্তলোকের অতিশয়ত্ব দোষ।

"তেষাং যে যানি কর্ম্মাণি প্রাক্ সৃষ্ট্যাং প্রতিপেদিরে
তান্যেব তে প্রপদ্যন্তে সৃজ্যমানাঃ পুনঃ পুনঃ।
হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে
তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাৎ তৎ তস্য রোচতে।।"
—বিঃ পুঃ ১।৫।৫৯

সৃষ্ট হইবার সময় স্বভাবতঃ সেরূপ কর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জগতে কেহ হিংস্র, কেহ অহিংস্র, কেহ মৃদু, কেহ ক্রূর, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক, কেহ সত্যনিষ্ঠ, কেহ মিথ্যাভাষী হইতেছে, কারণ পূর্ব্ব

কর্ম্মসংস্কারানুসারেই ইহারা ভিন্ন গুণের অধিকারী হয় ও সকলেরই পূর্ব্ব জন্মের স্বীয় গুণ ও কর্ম্মে অভিরুচি হইয়া থাকে।

"দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥"

—ভাঃ ১০।১।৩৯

দেহ পঞ্চতত্ত্ব (মৃত্যু) প্রাপ্ত হইলে দেহী (আত্মা) পূর্ব্ব কর্ম্মবশে বিনা যত্নেই দেহান্তর লাভ করিয়া পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করে।

"ব্রজং স্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মাগতিং গতা ॥"

—ভাঃ ১০।১।৪০

যেরূপ মানুষ গমনকালে একপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপরপদে ভূমি পরিত্যাগ করে, যেরূপ তৃণ-জলৌকা এক তৃণ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে ; সেইরূপ দেহাভিমানী জীবও কর্ম্মযোগ্য শুভাশুভ ফল ভোগযোগ্য, শুভাশুভ দেহ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

"যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমপি পঞ্চসু।
গুণেষু মায়াপচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥"

—ভাঃ ১০।১।৪২

পঞ্চত্ব প্রাপ্তিকালে বিকারাত্মক চঞ্চলমন ফলাভিমুখী কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া মায়াকর্ত্তৃক নানা দেহ-রূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশে যে যে রূপ (শরীর) প্রাপ্ত হয়, তদবস্থ মন (মনোধর্ম্মের বশীভূত জীব) সেই সেই দেহ ও মনকেই 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া মনের সহিত জন্মান্তর গ্রহণ করে। অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে নানাপ্রকারের দেহ ধারণ করে। এই-রূপে জীব নিজ অবিদ্যাকল্পিত দেহ ও মনাদিতে আসক্তিযুক্ত হইয়া বিমোহিত হয়। অর্থাৎ দেহ ও মনের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে। অতএব যখন অসৎ কর্ম্মই অশুভ দেহের কারণ, তখন যে শুভাশুভ বিজ্ঞ পুরুষ নিজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি কাহারও অমঙ্গল করিবেন না। মানুষ যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তদ্রূপ কর্ম্মফল ভোগ করে।

শিরোদ্ধৃত এই জীবাত্মা কে ? ইহার স্বরূপ বা কি ? কোথা হইতে প্রকাশিত (জন্ম) হইয়া নানা-প্রকার দেহে অবস্থান করিয়া এই সংসারে সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে ?

জীবাত্মার স্বরূপ—

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর 'কে আমি' এই প্রশ্নের উত্তরে কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রুতি, স্মৃতি ও সমস্ত শাস্ত্রের সার মর্ম্মবাক্য সংক্ষেপে এইভাবে জীবাত্মার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', ভেদাভেদ প্রকাশ ॥
সূর্য্যাংশ—কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১০৮-১০৯

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥"

—বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩

একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত প্রকাশ পায়, পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ সেইরূপ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। জীবস্বরূপ ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, জীব শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি হইতে জাত, তাঁহার ভেদাভেদ প্রকাশ। যে প্রকার সূর্য্য আর সূর্য্যের অংশ রশ্মিকিরণ এবং অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গ। তেজোময় সূর্য্যের রশ্মি যে প্রকার এক অংশ, তাহাও পরমাণু পরিমিত তেজ, তদ্রূপ চিন্ময় পরমাত্মার এক শক্ত্যংশ জীব, তাহাও পরমাণু পরি-মিত চিৎ। সূর্য্যের রশ্মি পরমাণু যে প্রকার প্রকা-শিত, জীবশক্তিও তদ্রূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া পরমাত্মার শক্তি অভিব্যক্তির প্রকাশ। অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান।

"কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি, তাতে তিন—প্রধান।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি নাম।
'অন্তরঙ্গা' 'বহিরঙ্গা' 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপশক্তি' সবার উপরে ॥
সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ ॥

আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে 'সম্বিৎ' কৃষ্ণজ্ঞান করি' মানি॥"
—চৈঃ চঃ ম ৮।১৫০

কৃষ্ণের এক চিচ্ছক্তিই 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিন অংশে তিনরূপে প্রকাশ পান। আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' সদংশে 'সন্ধিনী' এবং চিদংশে 'সম্বিৎ'। সেই সম্বিৎই কৃষ্ণসম্বন্ধীয় জ্ঞান। চিচ্ছক্তি স্বরূপ-শক্তি, তাহা হইতে বৈকুণ্ঠাদি ধামে বৈভবানন্ত প্রকাশ। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব। তটস্থাখ্য জীবশক্তি হইতে বদ্ধ-মুক্ত অনন্ত জীব প্রকাশিত।

"চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ কারণ।
ত হার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিনশক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥"
—চৈঃ চঃ আ ২।১০১-১০৩

পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ চিদ্‌চিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্ময় পর-মেশ্বর অখিলশক্তিবিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত, সর্ব্বজ্ঞ এবিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণও একমত।

"অনন্তাব্যক্তরূপেণ যেনেদমখিলং ততম্।
চিদ্‌চিচ্ছক্তি যুক্তায় তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥"
—ভাঃ ৭।৩।৩৪

বেদান্ত জিজ্ঞাসাধিকরণে প্রথম সূত্রে "অর্থাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রঃ সূঃ ১।১।১ এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার প্রণীত শারীরিক ভাষ্যে—"অস্তি তাবদ্ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবম্ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।" ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, স্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সকলের আত্মা বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রসিদ্ধ। এখানে আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের শক্তির স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং "উপ-সংহার দর্শন্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। ২।১।২৪, এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য পরব্রহ্মকে পরিপূর্ণ শক্তিমান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"পরি-পূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম ন তস্যান্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা।" অর্থাৎ পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান, তজ্জন্য তাঁহাকে কোন অন্যের শক্তির দ্বারা পূর্ণতা সম্পাদন করা উপযুক্ত নহে ; তিনি স্বয়ংই পরিপূর্ণ শক্তিমান। এই ভাষ্যের দৃঢ়তার জন্য তিনি শ্রুতি-মন্ত্রের প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন—

"ন তস্য কার্য্য করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রীড়া চ॥"
—শ্বেতঃ ৬।৮

তাঁহার পরমেশ্বরের প্রাকৃত শরীর নাই এবং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ও নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতা কেহ নাই। তাঁহার বিবিধ প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহ বর্ত্তমান স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি, বলশক্তি অর্থাৎ সদংশ সন্ধিনীশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি আছে।

"তস্মাৎ একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তি যোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্র পরিণাম উপপদ্যতে।" শঙ্করভাষ্য। আর "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।" এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যেও তিনি বলিয়াছেন—"একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্র-শক্তি যোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকার—প্রপঞ্চ ইত্যুক্ত তৎ পুনঃ কথমবগম্যতে বিচিত্র শক্তিযুক্ত পরং ব্রহ্মেতি তদুচ্যতে।" এখানে বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত। শঙ্কা হয় যে বিচিত্র শক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম, ইহা কিভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়? ইহার সমাধান এই যে, তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত, ইহা শাস্ত্রে দেখিতে বা জ্ঞাত হয়। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্ত পর-দেবতা, পরম দ্যোতমান্ পরব্রহ্ম, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত পরমাত্মা। এখানে আচার্য্য শঙ্কর জগৎ-কারণ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদি গুণ ও শক্তির বিচিত্র বিকার প্রপঞ্চাদি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং জীবশক্তি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্ত্যংশ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেঃ মথুরা (উত্তরপ্রদেশ)
ফোন-৪৪২১৯৭

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬
ফোন-৪৬৪০৯০০

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

কলিকাতা হইতে যাত্রা—২ কার্ত্তিক (১৪০৬), ২০ অক্টোবর (১৯৯৯) বুধবার বিজয়াদশমী

বিস্তৃত-সংবাদ উপরিউক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য

পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শীতোপযোগী বিছানা, মশারী, টর্চ, ঘটি, বাটি, থালা সঙ্গে আনিবেন।

বিভিন্ন শিবিরে অবস্থান-কার্য্যসূচী

ক্রমিক নম্বর	শিবির	অবস্থান তারিখ
(১)	মথুরা ভিওয়ানি ধর্ম্মশালা বাঙ্গালীঘাট	৩ কার্ত্তিক হইতে ৭ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(২)	গোবর্দ্ধন	৮ কার্ত্তিক হইতে ১০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
		[গোবর্দ্ধন হইতে কাম্যবন পরিক্রমা ১১ কার্ত্তিক ও ১২ কার্ত্তিক হইবে]
(৩)	বর্ষাণা	১৫ কার্ত্তিক হইতে ১৭ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৪)	নন্দগ্রাম	১৮ কার্ত্তিক হইতে ২০ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৫)	কোহসি	২১ কার্ত্তিক হইতে ২৩ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৬)	গোকুল মহাবন	২৪ কার্ত্তিক হইতে ২৯ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
(৭)	বৃন্দাবন	৩০ কার্ত্তিক হইতে ৬ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত

বিশেষ তিথিপূজা-অনুষ্ঠান

(১)	শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়া রাসযাত্রা ঃ—	৬ কার্ত্তিক রবিবার
(২)	শ্রীবহুলাষ্টমী, রাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি ঃ—	১৪ কার্ত্তিক সোমবার
(৩)	দীপান্বিতা ঃ—	২১ কার্ত্তিক সোমবার
(৪)	শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট-মহোৎসব ঃ—	২২ কার্ত্তিক মঙ্গলবার
(৫)	শ্রীগোপাষ্টমী, শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী ঃ—	২৯ কার্ত্তিক মঙ্গলবার
(৬)	**শ্রীউত্থানৈকাদশী**। পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথিপূজা ঃ—	২ অগ্রহায়ণ শুক্রবার
(৭)	শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ঃ—	৬ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

কলিকাতা ৭০০০২৬

All Glory to Sree Guru and Gauranga

Sree Chaitanya Gaudiya Math

Mathura Road, Vrindaban-281121
Dt. Mathura (U.P.)
Phone No. 442199

35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-700026
Phone No. 4640900

Sree Vrajamandal Parikrama

Departure from Calcutta—20th October 1999—Vijaya-Dashami Tithi, Wednesday. Participants should bring warm-clothing, mosquito-curtain, torch, utensils etc.

Programme of stay in camps

Serial No.	Camp	Date of stay
1.	Mathura Bhiwani Dharmasala Bangalighat	21-10-99 to 25-10-99
2.	Govardhan	26-10-99 to 1-11-99
	[From Govardhan to Kamyaban on 29-10-99 and 30-10-99]	
3.	Barsana	2-11-99 to 4-11-99
4.	Nandagram	5-11-99 to 7-11-99
5.	Koshi	8-11-99 to 10-11-99
6.	Gokul Mahaban	11-11-99 to 16-11-99
7.	Vrindaban	17-11-99 to 23-11-99

Special Tithipuja Functions

1.	***Sree Krishna's Sharadiya Rash-Yatra :—***	***24-10-99***
2.	***Bahulastami, Advent Day of Sree Radhakunda :—***	***1-11-99***
3.	***Dewali :—***	***8-11-99***
4.	***Sree Govardhanpuja, Annakut Mahotsab :—***	***9-11-99***
5.	***Sree Gopastami, Sree Gosthastami :—***	***16-11-99***
6.	***Sree Utthan-Ekadashi Advent Anniversary of most Revered Gurudeva Om Vishnupad 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj and Disappearance Anniversary of Sreela Gaurkishore Das Babaji Maharaj :—***	***19-11-99***
7.	***Rash-Yatra of Sree Krishna :—***	***23-11-99***

Calcutta-700026

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথমন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নবনির্ম্মিত স্নানবেদীর উদ্বোধন ও স্নানযাত্রা-মহোৎসব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪০ পৃষ্ঠার পর]

মহাভিষেক অনুষ্ঠানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীমৎ দামোদর মহারাজকে সহায়তা করেন। নবদ্বীপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, উৎসবের পূর্ব্বে পুরী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রীউপাসনা ব্রহ্মচারী আসেন। শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবাকার্য্য দায়িত্বশীলতার সহিত সম্পন্ন করেন। স্নানযাত্রার দিবস কলিকাতা হইতে একটি বড় বাসযোগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রী-অটলবিহারী দাস, শ্রীবিশ্বনাথ অগস্তি গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা প্রায় ৬০।৬৫ মূর্ত্তি পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া শ্রীপাটে পৌঁছেন। তাঁহারা শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দর্শন করিয়া মহাপ্রসাদ পাওয়ার পর অপরাহ্নে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীবাসুদেবশরণ ব্রহ্মচারী, কলিকাতার শ্রীরবীন্দ্রমোহন কুণ্ডু ও তাঁহার পুত্র শ্রীখোকন কুণ্ডু একটি মটরকারে কলিকাতা হইতে আসিয়া স্নানযাত্রা দর্শন করতঃ মহাপ্রসাদ সেবনান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া যান। আসাম-সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হবতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ ও তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীপ্রেমানন্দ দাস (শ্রীপুলক সরকার) শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেকের পরে আসায় দর্শনের সৌভাগ্য না পাওয়ায় খুবই দুঃখিত হন।

১২ আষাঢ়, ২৭ জুন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের নবনির্ম্মিত ভোগরন্ধনশালা ও ভাণ্ডারগৃহের শুভ উদ্বোধন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে স্বধামগত পিতৃদেব শ্রীপ্রহলাদ চন্দ্র সাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে রন্ধনশালার দাতা কলিকাতা-লেকটাউনস্থ শ্রীরণজিৎ কুমার সাহা মহোদয় সপরিবারে উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবে ক'একশত ভক্ত পুরুষ মহিলা মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন সোমবার শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাতিথি শুভবাসরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাবল্লভ-শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, ভোগরাগ ও আরতি সেবা সম্পাদন করেন। পূর্ব্বাহ্নে ১০-১৫টায় শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে সেবকগণের সেবা স্বীকার করতঃ সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদি সহযোগে ভক্তগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মেলাপ্রাঙ্গণস্থ নবনির্ম্মিত সুরম্য স্নানবেদীতে শুভবিজয় করতঃ সিংহাসনে সমাসীন হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সহায়তায় এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণের সহায়তায় অষ্টোত্তর শত ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক কার্য্য অতি সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মহাভিষেককালে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে প্রথমে শ্রীল আচার্য্যদেব, পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী আদি ভক্তগণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। স্নানবেদীতে ও সম্মুখস্থ সংকীর্ত্তনস্থলীর উপরে ছায়ামণ্ডপে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা থাকায় মহাভিষেককালে ও সংকীর্ত্তনকালে ভক্তগণের অত্যধিক গরমজনিত কষ্টের লাঘব হয়। স্নানের সময় বৃষ্টি না হওয়ায় প্রচুর ভক্ত দর্শনার্থীর সমাগম হয় এবং মেলা-ময়দানে মেলাও সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুব জমজমাট হয়। একটি আশ্চর্য্য বিষয় বিশেষভাবে অনুভূতি হইল সন্ধ্যার সময় শ্রীজগন্নাথদেব স্নানবেদী হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমনের পর মুষলধারে বারিবর্ষণ শুরু হইল। তখন মেলা-ময়দানে দর্শনার্থিগণের ভীড় স্বভাবতঃ কম হইতে থাকে। পরদিন

মেলাতে দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে শ্রীমঠের পশ্চিমদিকে শ্রীমতী রেখা গোস্বামীর গৃহসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক পাখাযুক্ত প্যাণ্ডেলে ভক্তগণকে ও অসংখ্য নরনারী-গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছা-সেবকগণ বিশেষ করিয়া ইয়ুথ ক্লাব ভীড় নিয়ন্ত্রণ এবং যাহাতে দর্শনার্থিগণের কোনও প্রকার অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৭ জুন রবিবার ও ২৮ জুন সোমবার দিবসদ্বয় সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব যশড়া শ্রীপাটের মহিমা, শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা লীলার তাৎপর্য্য, শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর, শ্রীদুঃখিনী মায়ের ও শ্রীগৌরগোপাল বিগ্রহের মহিমা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা বলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও প্রথম দিবসের অধিবেশনে কিছু বলেন।

শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত সাধুনিবাসের ত্রিতল, শ্রীজগ-ন্নাথদেবের ভোগরন্ধনশালা, ভাণ্ডারগৃহ ও সুরম্য স্নানবেদী দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত হন। মঠরক্ষক শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারীর মুখ্য প্রচেষ্টায় স্নানবেদী আদি নির্ম্মিত হয়। নির্ম্মাণকার্য্যে মুখ্যভাবে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী পরিশ্রম ও যত্ন করেন। ইহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। রন্ধনশালার নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত রণজিৎ কুমার সাহা মহোদয়ও সপরিবারে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশী-র্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

ঠাকুরের ভোগরন্ধন সেবায় শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী এবং মহোৎসবের রন্ধনে শ্রীমায়াপুর হইতে আগত শ্রীউপাসনা ব্রহ্মচারী, শ্রী-নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমণ্টু দাসাধিকারী আদি ছয় মূর্ত্তি গুরু ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

মঠরক্ষক শ্রীমন্নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকী-সুত ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, পূজারী শ্রীগৌরহরি দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনীলমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী, ভাণ্ডারী শ্রী-রুক্মিণীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরসরাজ দাসাধিকারী, শ্রী-দামোদরদাস বনচারী, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীবিকাশ দাস, শ্রীরণজিৎ দাস (গো-সেবক), শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী ও শ্রীভীষ্ম দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন মঙ্গলবার শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেব—ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী, চাকদহের শ্রীমৃণাল কুণ্ডু ও তাঁহার ড্রাইভার প্রভৃতি ৬ মূর্ত্তিসহ শ্রীমৃণালবাবুর বাতানুকূল টাটা সোমো গাড়ীতে যশড়া শ্রীপাট হইতে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটি-কায় রওনা হইয়া বেলা ১২-১৫টায় বারাসাতে শ্রী-অদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারীর (শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সাহার) বাসভবনে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান দাসাধিকারীর বিশেষ প্রার্থনায় তৎসহ শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারীকে পূর্ব্বদিবস মহোৎসবের পরে বারাসাতে প্রেরণ করেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগারাত্রিককালে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গান করতঃ ভাববিভোর হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিলে উপস্থিত সকলে তাঁহার অনুগমনে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ভোগারাত্রিকান্তে সকলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরিতৃপ্ত হন। অতুলবাবুর গৃহ হইতে পৃথকভাবে অতুলবাবুর মারুতিকারে শ্রীহরিদাস ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেব সমভি-ব্যাহারে রওনা হইয়া বারাসাতে শ্রীসুমঙ্গল দাসাধি-কারীর (শ্রীসিদ্ধেশ্বর সাহার) গৃহ হইয়া অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সকলকে কলিকাতা মঠে পৌঁছাইয়া শ্রীমৃণাল কুণ্ডু চাকদহে ফিরিয়া যান। তাঁহার বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রশংসনীয়।

মহাপ্রয়াণে ডক্টর দামোদর পণ্ডা

ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর দামোদর পণ্ডা মহোদয় ১৯৯৯ সনের ৫ আগষ্ট ভুবনেশ্বর হইতে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহ দর্শনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনমুখে খড়্গপুরে ষ্টেশনে নামিয়া স্থানীয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাশ্রমে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় অকস্মাৎ খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন। ৩১ শ্রাবণ (১৪০৬); ১৭ আগষ্ট (১৯৯৯) মঙ্গলবার শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শেষরাত্রি ৩ ঘটিকায় সকলকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া প্রয়াণ লাভ করেন। স্বধাম প্রাপ্তির তারিখ ইংরাজী মতে ১৮ আগষ্ট। ১৯ আগষ্ট তাঁহার শবদেহ ভুবনেশ্বর নিজবাটীতে আনা হয়। পণ্ডা মহোদয়ের শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গ, বন্ধুগণ ও তাঁহার গুণমুগ্ধ নরনারীগণ তাঁহাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। পরে পুরুষোত্তমধামে স্বর্গদ্বারে তাঁহার শেষকৃত্য যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হয়। তিনি ৭৫ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হন। স্বধাম প্রাপ্তিকালে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন পত্নী শ্রীমতী মল্লী পণ্ডা, পুত্র শ্রীঅশোক কুমার পণ্ডা ও দুই কন্যা—শ্রীমতী স্বর্ণলতা পণ্ডা ও শ্রীমতী আশালতা পণ্ডা এবং ভ্রাতা শ্রীপদ্মচরণ পণ্ডা। তাঁহার পিতৃদেব স্বধামগত রঘুনাথ পণ্ডা, জন্মস্থান ওড়িষ্যা প্রদেশের গঞ্জাম জেলার ছত্রপুরের নিকটবর্ত্তী পোড়াপদর।

তিনি নিজ যোগ্যতা ও অধ্যবসায়ে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন—ছত্রপুরস্থ অস্লো প্রতিষ্ঠান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গঞ্জাম কালেক্টরেটে ষ্টেনোগ্রাফারের কার্য্য করেন। ক্রমশঃ তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রমমন্ত্রকের দফতরে শ্রমমন্ত্রীর পি-এ হন, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে কটক এম্-এস্-ল কলেজ হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে যান, ভারতবর্ষে ফিরিয়া ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের এসিষ্ট্যাণ্ট লেবার কমিশনার, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক বিভাগে কন্সিলেশন অফিসার [Concilliation Officer], পরে লেবার কমিশনার হন। ১৯৭৫ সনে তিনি উৎকল ইউনিভারসিটি হইতে এম্-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ধানবাদস্থ কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের Coal Mine Commissioner হন। তথা হইতে অবসর গ্রহণ করার পরে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনারের চেয়ারম্যানরূপ উচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিপুরা রাজ্য সরকারে কার্য্য করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও পি-এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের রিসার্চ অন ইণ্টার ষ্টেট মাইগ্রেণ্ট লেবার প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সুপ্রীম কোর্টে শ্রমিকগণের আইনগত অধিকার সংরক্ষণে একটী বিচারবিভাগ সংস্থাপন করেন। উক্তপদে বহাল থাকাকালে বিভিন্ন রাজ্যসরকারের এমনকি জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রমিকগণের অসুবিধাসমূহও দূরীকরণের ও কষ্ট লাঘবের যত্ন করেন। তিনি বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের নিকটে তিনি সনাতন সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে শ্রমিক সেবাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন। তাঁহার চরিত্রে বিশেষ গুণ উচ্চ পদবীতে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি অভিমানশূন্য, অমায়িক ব্যবহারের দ্বারা সক-

লের হৃদয়কে জয় করিতেন। তিনি দুঃস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি সর্ব্বদাই সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন।

তিনি চরিত্রবান্ ধাম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, গৃহেতেও ত্যাগীর ন্যায় অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বর-উপাসনায় নিযুক্ত থাকিতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল, তিনি যে সভায় যাইতেন, শ্রীজগন্নাথাষ্টক পাঠ করিয়া তাহার আর্ত্তি নিবেদন করিতেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার প্রীতি-সম্বন্ধ হয় ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী আগরতলায় তাঁহার অবস্থিতিকালে। ত্রিপুরারাজ্যের মহারাজ সেবিত শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সেবা রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সমর্পিত হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রভূত উন্নতি হয়। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় উহা মুখ্য দর্শনীয় স্থানরূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি প্রায়ই শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ বিগ্রহগণকে দর্শন করিতে আসিতেন। মঠের সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন এবং বার্ষিক ধর্ম্মসভায় সভাপতি বা প্রধান অতিথি হইতেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রীতি ছিল। একবার মঠের সেবায় বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে এবং জনার্দ্দন মহারাজ উহা জ্ঞাপন করিলে তিনি তাঁহার প্রভাব বিস্তার করতঃ উক্ত বিঘ্ন দূরীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সেবার জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কৃতজ্ঞ। তাঁহার বিশেষ প্রীতিপূর্ণ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার আগরতলাস্থিত বাসভবনে যাইয়া পাঠকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তিনি প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পুরুষোত্তমধামে গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অনুষ্ঠানসমূহেও তিনি সক্রীয়ভাবে যোগ দিতেন এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রতি বৎসর সভাপতি বা প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দিতেন এবং মাটীতে বসিয়া প্রসাদ সেবা করিতেন। মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবকে ভুবনেশ্বরে প্রচারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রচারে তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বাক্য দিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার প্রয়াণ সংবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব হতভম্ব ও মর্ম্মাহত হন। প্রায় প্রতিবৎসরেই রথযাত্রার দিনই শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুরী হইতে যাত্রা করিতে হয় পুনর্যাত্রা উপলক্ষে আগরতলা মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে, সেই সময় যানবাহনে চলাচলের নিয়ন্ত্রণ থাকায় শ্রীদামোদর পণ্ডা মহোদয় নিজে আসিয়া গাড়ীতে মহারাজকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতেম। তাঁহার অভিমানশূন্যতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার মনে হইলেই তিনি নাই চিন্তা করিলেও মনটা ভারাক্রান্ত হয়। পুরীতে কার্ত্তিকব্রতকালে তিনি অভিমানশূন্য হইয়া নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন এবং প্রতিবৎসর উক্ত অনুষ্ঠান করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। পুরীতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের নিকটে আইটোটায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রাশ্রম এবং দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজমুন্ত্রীস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের এবং উক্ত মঠের সেবকগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রীতিসম্বন্ধ ছিল।

তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য ২৮ আগষ্ট শনিবার ভুবনেশ্বরে নিজগৃহে (১৪৭, বাপুজীনগর, দুর্গামন্দির গোলিতে) যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। ৩০ আগষ্ট সোমবার পুরীতে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রাশ্রমে মহাপ্রসাদের দ্বারা বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা এবং ১লা সেপ্টেম্বর বুধবার নিজ জন্মস্থানে কীর্ত্তন ও প্রসাদ বিতরণ উৎসব হয়।

তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বেদনাহত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি শ্রীদামোদর পণ্ডা মহোদয়ের স্বধামগত আত্মার নিত্য শান্তি বিধানের জন্য।

১৯৯৭ সালে বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

(সিঙ্গাপুর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্নস্থানে)

[শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় ৩৭ বর্ষ, ৩৮ বর্ষ ও ৩৯ বর্ষে নিম্ন ক্রমানুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে]

১। ৩৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৭৪ পৃষ্ঠা।
২। ,, ৫ম সংখ্যা ৯৩ পৃষ্ঠা।
৩। ,, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠা।
৪। ,, ৮ম সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠা।
৫। ,, ৯ম সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠা।
৬। ৩৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠা।
৭। ,, ২য় সংখ্যা ৩৭ পৃষ্ঠা।
৮। ৩৯ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১১ পৃষ্ঠা।
৯। ,, ৭ম সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠা।

১৯৯৮ সালে বিদেশে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সমাচার

(সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোনেশিয়া)

[শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় ৩৮ বর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে]

১। ৩৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ৭৭ পৃষ্ঠা।
২। ৩৮ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ৯৪ পৃষ্ঠা।

ইউরোপে [ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া), স্লোভেনিয়া, ফ্রাইবুর্গ (জার্ম্মানি), লণ্ডন, মেঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড), আমষ্টার্ডাম্, রোটারডাম, দিহেগ,—ডেন্‌হেগ (নেদারল্যাণ্ড), ফ্রাইবুর্গ, বার্লিন (জার্ম্মানি), ম্যাড্রিদ্, টেনেরিফে—সান্তাক্রুজ-ক্যানেরি দ্বীপপুঞ্জ (স্পেনে)] শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[১১]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর]

বার্লিন (জার্ম্মেনি) ঃ—১৩ শ্রাবণ (১৪০৫) ৩০ জুলাই (১৯৯৮) বৃহস্পতিবার শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘসহ শ্রীবিন্দুমাধব দাসজীর দুইটী মোটর-যানে ফ্রাইবুর্গের নিকটবর্ত্তী ওয়াল্ডক্রিচে (Wald Krisch)-এ ৩৫, এগুার হালদার রোডস্থ শ্রীজীবানুগ প্রভুর গৃহ হইতে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় রওনা হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করতঃ জার্ম্মান রাষ্ট্রের রাজধানী বার্লিনে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আসিয়া উপনীত হন। ঠিকভাবে রাস্তা নির্ণয় করিতে না পারায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হয়। জার্ম্মানদেশীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমাদ্বৈতি মহারাজের সংস্থাপিত মঠ—শ্রীবৃন্দা মিশন মন্দিরে তাঁহার আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ পরমাদ্বৈতি মহারাজ তৎকালে জার্ম্মানির বাহিরে প্রচারে ছিলেন। মঠের সেবকগণ ও অন্যান্য ভক্তগণ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। মঠের ঠিকানা ঃ—Vrinda Mission Temple, Sree Gauranga's Kulturtreff, Rainhardt Berlin Strasse 17 (বৃন্দা মিশন মন্দির, শ্রীগৌরাঙ্গের কুল্‌টুর্‌ট্রিফ্, রাইনহার্ট বার্লিন স্ট্রাসে ১৭)।

উক্ত দিবস বৃন্দা মিশন মন্দিরে রাত্রিতে সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'কিভাবে ও কিজন্য সংসার ত্যাগ করতঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যোগ দিয়াছেন'—তাহার ইতিবৃত্ত বর্ণনমুখে ইংরাজী ভাষায় হরিকথা বলেন, স্থানীয় ভক্ত জার্ম্মান ভাষায় বুঝাইয়া দেন। শ্রোতাগণের মধ্যে কিছু ব্যক্তি ইংরাজী বুঝেন। বার্লিনে দেখা গেল রাত্রি ৮টার পর উচ্চৈঃস্বরে হরি-

কীর্ত্তনে বাধা আছে। হরিকীর্ত্তনের সময় সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করা হইল।

বার্লিনে অবস্থিতি—৩০ জুলাই হইতে ২ আগষ্ট পর্য্যন্ত।

৩১শে জুলাই প্রাতে বৃন্দা মিশন মন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব ভগবদ্-প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তি এবং 'সাধনভক্তি' বিষয়টী শাস্ত্রপ্রমাণসহ বুঝাইয়া বলেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপকগণের অন্যতম প্রধান ওলাফ থালার দীক্ষা নাম শ্রীহলধর দাস—(OLAF Thalar Sree Haladhar Das)। তাঁহার নিবাসস্থান বার্লিন হইতে দেড়শত কিলোমিটার দূরে—মেওয়েগেন (Mewegen village) গ্রামে। তিনি তাঁহার গৃহে যাইবার জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তিনি কৃষি ব্যবসায়ী (Farmer), ধনাঢ্য ব্যক্তি।

অদ্য টেলিভিশন কেন্দ্র হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ এবং ব্রহ্মচারিগণের ভজন কীর্ত্তন (Relay) সম্প্রচার করার ব্যবস্থা হয় অপরাহ্ণ ৪টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত। শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ জার্ম্মান ভাষায় বুঝাইয়া দেন জার্ম্মানদেশীয়া বয়স্কা মঠাশ্রিতা মহিলাভক্ত শ্রীমতী ইভাওয়াইয়া দাসী (Ibhavaiya Dasi)। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দাস মাঝে মাঝে জার্ম্মান ভাষায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান, উক্ত প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যের পরিচয় ও কার্য্যসূচীবিষয়ে ঘোষণা করেন। পুনঃ পরদিনও (১লা আগষ্ট) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় টেলিভিশন কেন্দ্র হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ এবং ব্রহ্মচারিগণের কীর্ত্তন সম্প্রচার (Relay) করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে জার্ম্মানজাতির কারিগরী, যান্ত্রিক, চারুশিল্পাদিতে অসামান্য দক্ষতার প্রশংসা করতঃ মনুষ্যের পারমার্থিক কল্যাণ ও উন্নতি বিষয়ে ভারতীয় ঋষিগণের, বিশেষতো শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অবদান, Religion ও ধর্ম্মের পার্থক্য বিশ্লেষণমুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের বাণীই বিশ্বে স্থায়ী শান্তিসংস্থাপন করিতে পারেন—ইহা প্রতিপাদন করেন।

৩১ জুলাই বৃন্দা মিশন মন্দিরে রাত্রির অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব 'সংসারের অসারতা' ও 'সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি ও অন্তে নাম-সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

১লা আগষ্ট শনিবার বৃন্দা মিশন মন্দিরে তিনি প্রাতের সভায় 'হরিনাম সংকীর্ত্তন' এবং রাত্রির সভায় 'ভক্তির সংজ্ঞা' বিশ্লেষণমুখে হরিকথা বলেন।

২ আগষ্ট রবিবার বৃন্দা মিশন মন্দির বার্লিন হইতে তিনটী মোটরযানে মেওয়েগেন গ্রামে শ্রীহলধর দাসের (ওলাফ থালারের) গৃহের প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করা হয়। মেওয়েগেন গ্রাম বার্লিন হইতে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। দৈববশতঃ গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার পনর মিনিট পূর্ব্বে একটী মোটরযান দুর্ঘটনায় পতিত হয়, মোটরযানটী স্লিপ করিয়া একটী বৃক্ষকে ধাক্কা মারে। বর্ষার দরুণ রাস্তা পিচ্ছিল হইয়াছিল। কাহারও আঘাত গুরুতর না হইলেও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও মহিলা ভক্ত শ্রীমতী ইভাওয়াইয়া দাসী অসুস্থ বোধ করায় তাঁহাদিগকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয়। উক্ত গাড়ীর চালক (driver) ভক্ত শ্রীমায়াপুর চন্দ্র দাস। দুই ঘণ্টা বাদে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসেন। মহিলাভক্তকে হাসপাতালে দুইদিন অধিক থাকিতে হইয়াছিল। জার্ম্মানিতে ফোনে সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ডাক্তার সব পাওয়া যায়।

শ্রীহলধর দাসের গৃহে দুইঘণ্টা বিলম্বে হরিনামসংকীর্ত্তন ও হরিকথা আরম্ভ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতি ব্যাখ্যাপূর্ব্বক সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় সহজ সরলভাবে বুঝাইয়া বলিলে সকলে আনন্দ লাভ করেন। বার্লিনে ফিরিতে বিলম্ব হয়। ভক্তগণ অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। মন্দিরে পৌঁছিয়াই শ্রীল আচার্য্যদেবকে সভায় বসিতে হয় ভাষণের জন্য। তিনি ভাগবতের 'তত্তেহনুকম্পাং.........' শ্লোকের ব্যাখ্যামুখে হরিকথা বলেন।

মেদ্রিদ (স্পেন) ঃ—সিঙ্গাপুরের ইংরেজ সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ এবং ফরাসীদেশীয় ভক্ত শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী দুইটী মোটরযানে ২ আগষ্ট রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকায়

বার্লিন হইতে প্যারিস যাত্রা করেন, তথা হইতে ক্রমশঃ তাঁহারা ৪ঠা আগষ্ট স্পেনের রাজধানী মেদ্রিদে পৌঁছিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত মিলিত হইবেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রোগ্রামানুযায়ী শ্রীল আচার্য্যদেব ৩ আগষ্ট প্রচারসঙ্ঘসহ বিমানে প্যারিস হইয়া মেদ্রিদ পৌঁছিবেন।

উপরিউক্ত ব্যবস্থানুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসমভিব্যাহারে শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা) ৩ আগষ্ট সোমবার বার্লিন বৃন্দা মিশন মন্দির হইতে প্রাতঃ ৫ ঘটিকায় শ্রীহলধর দাসের গাড়ীতে বার্লিন বিমানবন্দরে পৌঁছিয়া প্রাতঃ ৭-১০ মিনিটের বিমানে (প্রস্থান ঃ—প্রাতঃ ৭-৩০ মিনিটে) উঠিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় প্যারিস-বিমান-বন্দরে অবতরণ করেন। প্যারিস বিমানবন্দর অতি বিশাল। প্যারিস হইতে ম্যাদ্রিদ্ যাইবার জন্য পরবর্ত্তি যোগাযোগকারী বিমান ধরিতে বহু সময় অতিক্রান্ত হয়, পরে নির্দ্দিষ্ট ২নং গেটে যাইয়া বিমানে উঠা হয়। এয়ার ফ্রান্স বিমানটি ২০ মিঃ বিলম্বে ছাড়িলেও যথাসময়ে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকায় ম্যাদ্রিদ বিমানবন্দরে পৌঁছে। নির্দ্দিষ্টস্থানে লইয়া যাইবার জন্য কাহাকেও বিমানবন্দরে দেখা গেলনা। আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আহ্বানকারী শ্রীমদ্ অনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভুর প্রেরিত ব্যক্তি শ্রীবলরাম দাসের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীবলরাম দাস স্পেনভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝে না। আকার ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা হইল। আরও কিছু সময় অপেক্ষা করার পর তাঁহার গাড়ীতেই সকলে ১০০ কিলোমিটার দূর নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান "শ্রীমহামন্ত্র আশ্রমে" আসিয়া উপনীত হন। স্থানটি বৃক্ষাদি সমাকীর্ণ সুন্দর পরিবেশ, একান্ত ভজনের উপযোগী স্থান। স্থানটি খোলামেলা স্বাস্থ্যকর। সকলে এখানে পৌঁছিয়া স্বস্তি বোধ করিলেন। রাত্রি ৭ ঘটিকায় হরিকথা ও হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঠিকানা—শ্রীমহামন্ত্র আশ্রম, c/o, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাস প্রভু (Alvaro Sanz), A.P.T.D. 038, 19400 Brihuega, P.O. Guadalajava, Telephone No. 949-280412

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাস প্রভু দক্ষিণভারত—রাজমহেন্দ্রীস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ ম্যাদ্রিদে মহামন্ত্র আশ্রমে মাঝে মাঝে আসিয়া থাকেন একান্তভাবে ভজনের জন্য। মহামন্ত্র আশ্রমে মহামন্ত্র কীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে বলিবার জন্য ভক্তগণ আগ্রহ প্রকাশ করায় শ্রীল আচার্য্যদেব রাত্রির সভায় উক্ত বিষয়ে ১ ঘণ্টা বলেন। পরিশেষে দীর্ঘ সময় ধরিয়া সমবেত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন।

৪ আগষ্ট মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে অনাদিকৃষ্ণ দাস প্রভুর বিশেষ আগ্রহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সেখানেও ভক্তগণ নৃত্যসহযোগে সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হন। রাত্রির সভায় মহামন্ত্র আশ্রমে একাদশীতিথির মহিমা এবং অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র প্রসঙ্গ বিস্তাররূপে বর্ণন করিলে অনাদিকৃষ্ণ প্রভু স্পেনীশ ভাষায় বুঝাইয়া দেন। ভক্তচরিত্র শুনিয়া গৃহস্থগণ গৃহে থাকিয়া কিভাবে ভজন করিবেন তদ্বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়া পরমোল্লসিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী ৪ আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা ১১-২৫ মিঃ-এ ম্যাদ্রিদে মহামন্ত্র আশ্রমে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহাদের জন্য সকলে চিন্তিত ছিলেন।

টেনেরিফে (Tenerife)—কেনেরেজ দ্বীপপুঞ্জ
(Canarias Islands)
SANTACRUZ

নিবাসস্থানের ঠিকানা—

Mahamantra Prabhu
Disciple of
PPd. Paramadvaiti Maharaj
CALLE DE LOS CASTANOS 6
BARRANCO HONDO
CANDE LARIA
TENERIFE
ISLANDS CANARIAS
ESPANA

কেনারি দ্বীপপুঞ্জ (Canary Islands) ঃ—

অবস্থান নির্দ্দেশ (location)—আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরে—সাহারা মরুভূমির তট হইতে আনুমানিক তিনশত কিলো-মিটার দূরে—মরোক্কোর (Moroccoa) নীচ দক্ষিণ-পশ্চিমে।

সাতটী দ্বীপের মধ্যে মুখ্য দ্বীপ টেনেরিফে (সাণ্টাক্রুজ)-স্পেন রাষ্ট্রের শাসনাধীন। স্পেন-ম্যাদ্রিদ হইতে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার দূরে। সহরটী উঁচু-নীচু সুচারুভাবে সজ্জিত, সমুদ্রউপকুল দর্শনের জন্য বহু দর্শনার্থী আসেন। পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বত্রই রাস্তা সুন্দর। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, কিন্তু কখনও কখনও সাহারা মরুভূমি হইতে প্রবল গরম হাওয়াও আসে, তাহা নাকি কখনও অল্পক্ষণের জন্য, কখনও ২।৩ দিন, কখনও বা এক সপ্তাহ পর্য্যন্তও থাকে। যাঁহার বাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচার-সঙ্ঘসহ ছিলেন তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীমহামন্ত্র দাসাধিকারী। মহারাজ যে কক্ষে ছিলেন তাহাতে জানালার দুইটী মজবুত ডবল পাল্লা দেখিয়া তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই উহা কিসের জন্য। এক-দিন রাত্রে জানালা খুলিয়া শয়নে আছেন, মধ্যরাত্রে হঠাৎ ভীষণ গরম হাওয়া কক্ষে প্রবেশ করায় তিনি উঠিয়া পড়েন, তাঁহাকে দরজা, জানালার দুইটী পাল্লা বন্ধ করিতে হয়, তখন তিনি বুঝিলেন দুইটী মজবুত পাল্লা রাখার কারণ কি। গরম হাওয়া বেশীক্ষণ না থাকায় কাহারও তেমন অসুবিধা হয় নাই।

শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ প্রভু ৫ আগষ্ট বুধবার ম্যাদ্রিদ হইতে টেনেরিফে বিমানে যাওয়ার টিকেট সকলের একসঙ্গে একই বিমানে করিতে পারেন নাই, বিভিন্ন বিমানে করিয়াছেন। ৮ মূর্ত্তি চারিটী ব্যাচে (batch-এ) বিভিন্ন বিমানে বিভিন্ন সময়ে সান্তাক্রুজ বিমান-বন্দরে পেঁৗছেন। টেনেরিফে বিমানবন্দরের নাম—সান্তাক্রুজ (Santacruz) বিমানবন্দর। সান্তা-ক্রুজে দুইটী বিমানবন্দর—উত্তর বিমানবন্দর ও দক্ষিণ বিমানবন্দর (North Airport, South Airport)। মহামন্ত্র দাসাধিকারীর লোকজন দুই বিমানবন্দরেই ছিলেন। প্রথম ব্যাচে শ্রীঅনন্ত-রাম ব্রহ্মচারী বেলা ১১-৩০টায় নর্থ বিমানবন্দরে নামিয়া নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান মহামন্ত্র প্রভুর গৃহে বেলা ১২টায় পেঁৗছে। দ্বিতীয় ব্যাচে শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা ও শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী দক্ষিণ বিমানবন্দরে বেলা ৩টায়, শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ প্রভু অপরাহ্ণ ৫টায়, শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ সন্ধ্যা ৭টায় এবং শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী এবং তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বশেষে রাত্রি ১০টায় পেঁৗছেন। বিভিন্ন বিমান-বন্দরে বিভিন্ন সময়ে আসায় মহামন্ত্র দাসাধিকারী এবং তাঁহার লোকজনকে বিমানবন্দর হইতে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে আনিতে বহু পরিশ্রম ও সময় ব্যয়িত হয়। তজ্জন্য সেই দিনের রাত্রির বিজ্ঞাপিত সভা বাতিল করিতে হয়। দর্শনার্থীর ভীড় থাকায় একই বিমানে টিকেট পাওয়া সম্ভব হয় নাই।

সভা বাতিল হইলেও ৫ আগষ্ট বুধবার শ্রীরূপ-গোস্বামীর তিরোভাব এবং শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বা-মীর তিরোভাব তিথি থাকায় ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহাদের পূত চরিত্র স্মরণমুখে হরি-কথা বলিতে হয়। মহামন্ত্র দাসাধিকারী বহুপ্রকার সুরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে পারেন। তাঁহার কণ্ঠ-স্বরও মধুর। তিনি মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। The Vedanta
৪৯। The Bhagabat
৫০। Rai Ramananda
৫১। Vaishnavism
৫২। Sree Brahma-Samhita
৫৩। Saranagati
৫৪। Relative Worlds
৫৫। शिक्षाष्टक
৫৬। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৫৭। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৫৮। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৫৯। भजन-गीति
৬০। श्रीचैतन्यभागवत
৬১। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬২। परम तत्व-विचार
৬৩। सद्‌गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৪। साध्य-साधन-तत्व-विचार
৬৫। मैं की हूँ ?
৬৬। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৬৭। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name & Address

....

....

....

....

Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫ ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম) ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৪০৬ | ৯ম সংখ্যা
৯ দামোদর, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ২ নভেম্বর ১৯৯৯

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৪৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—যেখানে জগৎ অসত্য, সেখানে আচার্য্য ও আচার্য্য-উপদিষ্ট জ্ঞানও মিথ্যা। ঐ সকল জ্ঞান কেবল শিষ্যোপদেশের জন্য কল্পিত হ'য়েছে, একথাও বল্‌তে পার না ; কারণ কল্পিত আচার্য্যের কল্পিত জ্ঞানদ্বারা কল্পিত শিষ্যের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'তে পারে ?

রজতরূপে প্রতীয়মান শুক্তি দেখে' 'রজতার্থী' কোন ব্যক্তি যদি রজত আহরণের জন্য তা'তে প্রবৃত্ত হয়, তা' হ'লে তা'র সেই প্রযত্ন যেরূপ বিফল হয় অর্থাৎ রজত লাভ হয় না, সেরূপ নির্ব্বিশেষজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা ব'লে মোক্ষলাভের জন্য শ্রবণাদি বিষয়ে প্রযত্নও অবিদ্যার কার্য্য ব'লে নিষ্ফল হ'য়ে পড়ে।

মুক্তিলাভের চেষ্টাও কল্পিত আচার্য্যের অধীন জ্ঞানের কার্য্য ব'লে কল্পিত শুক, প্রহলাদ এবং বামদেব প্রভৃতির চেষ্টার ন্যায় ব্যর্থ হয়।

"জাতে তু জ্ঞানে যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ কেন কং পশ্যেৎ ইত্যাদিশ্রুতের্নদ্বৈতদর্শনমিতি চেত্তর্হি অদ্বিতীয়াসাক্ষাৎকারাদ্ বিনষ্টমূলাজ্ঞান-তাৎকার্য্যস্য কথং দ্বৈতদর্শনপূর্ব্বকোপদেশাদি ব্যবহারাঃ।"

হে মায়াবাদিন্, যদি বল, তত্ত্বকালোৎপত্তির পূর্ব্বে উপদেশ প্রভৃতি বিষয় যথার্থরূপেই বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হ'লে "যে-সময় ইহার নিকট সমস্তই আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কাহার দ্বারা কাহাকে দর্শন করিব"—এই শ্রুতি অনুসারে দ্বৈত-দর্শন না থাকায় উপদেশাদি সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। তা' হ'লেও বক্তব্য এই যে, গুরুর অদ্বৈত-সাক্ষাৎকারদ্বারা মূল অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য দ্বৈত-দর্শন বিনষ্ট হ'য়েছে, তিনি আবার কিরূপে দ্বৈত-দর্শনপূর্ব্বক শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে সমর্থ হন ? অদ্বৈতোপলব্ধিতে যখন দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন ত' উপদেশ সম্ভবই নহে। আর ভেদজ্ঞান

বিরাজ থাকা-কালে অজ্ঞান থাকে, সে-কালে অজ্ঞানী, অসিদ্ধ ব্যক্তি ত' উপদেশই করিতে পারেন না। সুতরাং মায়াবাদী ত' কোনও কালেই 'গুরু' হ'তে পারেন না। সিদ্ধাবস্থায় (?) তাঁহার গুরু হওয়া অসম্ভব। অসিদ্ধাবস্থায় ত' গুরু হ'তেই পারেন না। এজন্য কখনও মায়াবাদীকে গুরু করা উচিত নয়। তিনি নিজেই যদি উপদেশকালে অসিদ্ধ থাকেন, তা' হ'লে সেই অসিদ্ধের নিকট গমন ও শ্রবণ বৃথা।

আমরা চিদচিন্মিশ্র তটস্থ—বিরজায় বা কারণ-সমুদ্রে মানবজ্ঞানের ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ ক'রেছে। সেখানে গুণ-বৈচিত্র্য দেখা যায় না। সেখানে ভাগবত-প্রতিপাদ্য বাস্তব-সত্যের কথা নাই।

রামানুজীয় বিচারে যেখানে চিৎএর ব্যবহার, সেখানে বিবর্ত্ত আসার শঙ্কা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি" তটস্থ ভাবমাত্র—তৃণাদপি সুনীচ ভাবটি প্রকৃত চেতনের—জীবের ধর্ম্ম।

গৌড়ীয়-দর্শনকে "অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শন" বলা যায়। "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।" ইহা 'কে আমি' প্রশ্নোত্তরে বলা হ'য়েছে। তুমি ব্রহ্ম নহ, তটস্থ শক্তি-জাত চেতনও বটে। আবার অচেতনের সহিত সংমিশ্রিত, চিদচিদ্ বৃত্তিযুক্ত। যদি কেবল অচেতন হ'তে, তবে স্বতন্ত্রতা থাকত না।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"
(গীঃ ১৮।৬১)

যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃপথে চালিত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য্য। কিন্তু আমি জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসযুক্ত বস্তু নই। আমি তটস্থ ধর্ম্মযুক্ত। আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। মুক্তগণের—আত্মবিদ্‌গণের বিচার নহে,—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হওয়া।

লৌকিকী বৈদিকী বাপী যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা ॥
ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥

মানবকূল লৌকিক ও বৈদিক যে-সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, ভক্ত্যাভিলাষি-ব্যক্তি সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূলা হয়, সেইরূপভাবে করিবেন।

যে-কোনও অবস্থায়ই পতিত হউন না কেন, কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা হরির দাস্যে যাঁহার সর্ব্বতোভাবে প্রযত্ন, কৃষ্ণার্থেঽখিলচেষ্ট সেই পুরুষই জীবন্মুক্ত।

"মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। অন্যরূপ অর্থাৎ বিরূপ পরিত্যাগ ক'রে নিত্যশুদ্ধ স্বরূপে বিশেষরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। এরূপ ধরণের কথা নয় যে, অণুচিৎ আমি বৃহৎ চিৎ হ'ব।

যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা
বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেৎ তরঙ্গো ন কদাচিদব্ধিস্ত্বং
ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীব ?

যেরূপ সমুদ্রে অনন্ত তরঙ্গ র'য়েছে, সেরূপ আমরাও চিৎসমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে অনন্ত জীব অবস্থিত। তরঙ্গ যেরূপ কখনই সমগ্র সমুদ্র ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, সেরূপ তুমি জীব কিরূপে আপনাকে ব্রহ্ম ব'লে প্রতিপন্ন ক'রবে ? অর্থাৎ সমুদ্র তরঙ্গপূর্ণ বটে, যেহেতু তরঙ্গ সমুদ্রের অঙ্গ, কিন্তু তরঙ্গ কখনই—সমগ্র সমুদ্র বা নিজ সমুদ্র (ocean proper) নয়। চিৎকণ জীবসমূহ ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ হ'লেও জীব কখনই ব্রহ্ম হ'তে পারে না।

ঘটাকাশ ও মহাকাশের উপমা খুব অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট। বোকা লোকের ডাঁশাবুদ্ধি সাময়িক তত্ত্বিভূত ক'রে তা'দিগকে ঠকানোর চেষ্টা! ঘটাবৃত আকাশ—মহাকাশ নয়। ঘট ভাঙ্গ্‌লে—"স চ অনন্তায় কল্পতে।" সে তখন কৃষ্ণদাস—কৃষ্ণকর্ত্তৃক আকৃষ্ট— পূর্ণতমকর্ত্তৃক পূর্ণরূপে আকৃষ্ট—পাঁচ প্রকার আকর্ষণ।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥

ভাবনার পথ অতিক্রম ক'রে অপ্রাকৃত চমৎকার পরাকাষ্ঠার আধার স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে নিশ্চিতরূপে আস্বাদিত হয়, তাই 'রস' বলে কথিত। নলদময়ন্তীর—ভরতমুনির প্রাকৃত রস—'রস' নহে। জয়দেবের "চন্দ্রালোকের" রস হ'তে উহা পৃথক্। বৈরাগ্য 'রস' নয়। আত্মজিজ্ঞাসা—মনের দ্বারা জিজ্ঞাসা নয়। লব্ধ সমাধিতে অর্থাৎ

neutral stageএ (নিরপেক্ষ অবস্থায়) absolute-এর অবস্থান। তথায় আমরা 'শান্ত রস' দেখি। নির্ব্বিশেষবাদীর শান্তরস নয় যেহেতু জড়বিশেষবাদে সাপেক্ষধর্ম্ম চিত্তদর্পণকে পার্থিব চিন্তারজো-দ্বারা আবরণ করায় উহা হ'তে মুমুক্ষাই নির্ব্বিশেষ-বিচার।

যদি নৈষ্কর্ম্ম্য-বিচারে পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করি, তা' হ'লেই আমরা এই সকল বিচার বুঝ্‌তে পারি।

তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববস্তুর ধারণা কেবল চেতন হ'লে—ব্রহ্ম ধারণা, সৎচিৎ ধারণা হ'লে পরমাত্মা ও সচ্চিৎসহ আনন্দসংযুক্ত হ'য়ে ধারণা হ'লে—ভগবান্। সুতরাং অসম্পূর্ণ ধারণা তিনটিকে পৃথক্ করে না, তবে অসম্পূর্ণতা সংরক্ষণকারী তাহাদের পৃথক্ বুঝে। অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলে। 'ব্রহ্ম' একটি মহঃ, পূর্ণ প্রতীতিরই একটী অসম্যক্ আবির্ভাব-বিশেষ।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা-
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥

তত্ত্ববাদ—ওঁ তৎ সৎ বিচারে প্রকটিত। মায়াবাদ—তত্ত্বেতর প্রতীতিতে উদ্ভূত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধগণকে মায়াবাদী বলা হ'ত। আর তা'র পর যা'রা শ্রুতির অর্থ বিপর্য্যয় ক'রে ব্রহ্মে মায়া-মিশ্রিত-ভাব আরোপ করত, তাঁ'দিগকে মায়াবাদী বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হ'য়েছে।

মায়াবাদমতান্ধকারমুষিত-প্রজ্ঞোঽসি যস্মাদহং
ব্রহ্মাস্মীতি বচো মুহুর্বদসি রে জীব ত্বমুন্মত্তবৎ।
ঐশ্বর্য্যং তব কুত্র কুত্র বিভুতা সর্ব্বজ্ঞতা কুত্র তে
তন্মেরোরিব সর্ষপেণ হি তুলা জীব ত্বয়া ব্রহ্মণঃ॥

হে জীব, মায়াবাদ-মতবাদরূপ অন্ধকারের দ্বারা তোমার প্রজ্ঞা অপহৃত হ'য়েছে। সেজন্যই তুমি উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু 'আমি ব্রহ্ম'—একথা বলছ। দেখ, তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভুতা ও সর্ব্বজ্ঞতা কোথায়? হে জীব, সর্ষপের সঙ্গে যেরূপ সুমেরুর তুলনা, তোমার সঙ্গেও সেরূপ ব্রহ্মের তুলনা।

আমরা কেবল চেতনের—তত্ত্ববস্তুর জিজ্ঞাসা চাই—কোনরূপ মনঃকল্পিত একদেশ বিচার চাই না।

পরিকর জিজ্ঞাসা—অবিকৃত অমিশ্র চেতনে প্রবিষ্ট হ'য়ে কিরূপে বিলাসে অবস্থিতি হয়, তা'র জিজ্ঞাসা।

(ক্রমশঃ)
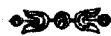
অন্তে ঐকান্তিক হওয়াই সকল আশ্রমের উদ্দেশ্য

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

গৃহস্থধর্ম্মলীলাভিনয়ে মহাপ্রভু গৃহস্থের অন্তিমে কি কর্ত্তব্য, তাহার যে অদ্বিতীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেরূপ আদর্শ আর ত্রিভুবনে নাই। সন্ততি-শোকসন্তপ্তা পতিবিরহিণী অনাথা মাতা, জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় বৃদ্ধা মাতার একমাত্র নয়নের মণি বিশ্বম্ভর, বিশ্বরূপের বিরহচিন্তায় মাতা সর্ব্বদা ব্যাকুলা, লক্ষ্মীদেবীর বিজয়ের পর মাতা কত সাধ করিয়া সতীশিরোমণি, পরম সুশীলা বিষ্ণু-ভক্তির মূর্ত্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে আনিয়াছেন, অনাথা মাতা বা যুবতী ভার্য্যার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বিতীয় কেহ নাই, গৃহের অবস্থা স্বচ্ছল নহে—এরূপ সাংসারিক অনির্ব্বচনীয় অসুবিধা সত্ত্বেও গৃহস্থলীলা-ভিনয়কারী শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়সে —যে সময় গৃহব্রতসম্প্রদায় ভাল করিয়া গৃহব্রতধর্ম্ম পালনের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে, তৎকালে মহাপ্রভু কি আদর্শ দেখাইলেন? সামান্য দুই একটী লোক নয়, সমগ্র নদীয়ার সাধুসমাজ যাঁহার জন্য পাগল—যাঁহার বন্ধনে বদ্ধ, সেই সকল ব্যক্তির স্নেহমমতা—যাঁহাকে শত সহস্র লোক সর্ব্বদা সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত —সতী সহধর্ম্মিণী যাঁহার সেবার জন্য নিয়ত

ব্যাকুলা—পুত্রমাত্রৈকসর্ব্বস্বা শচীদেবী যাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্টা, সেইরূপ দেশ-সমাজ-গৃহ- আত্মীয় - স্বজন - মাতা-পত্নীর আসক্তি পরিত্যাগের আদর্শলীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। গৃহব্রতসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য যুবতী ভার্য্যার মনঃরক্ষা বা বৃদ্ধা অস-হায়া মাতার সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়া কৃষ্ণানুসন্ধানে চলিবার আদর্শ দেখাইলেন। যখন পড়ুয়া পাষণ্ডীগুলি প্রবল হইয়া উঠিল—সকল নব-দ্বীপ হরিনামপ্রেমবন্যায় প্লাবিত হইলেও পাষণ্ডী স্মার্তগণ যখন মহাপ্রভুকে অবমাননা করিতে লাগিল তখন গৃহব্রত সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ঐ সকল পাষণ্ডী স্মার্ত্তের অধীনতা স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে উহাদের অসৎসঙ্গ পরিত্যাগের আদর্শ-প্রদর্শন এবং ঐ সকল অপরাধি ব্যক্তিগণের মঙ্গলবিধান করিয়া নিজ বিশ্বপতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন। জননীর কাতর-ক্রন্দন, ভার্য্যার বিলাপ, বন্ধুবান্ধবের প্রবল অনুরোধেও নিত্য বস্তুর সন্ধান হইতে যেন কাহাকেও বিচ্যুত না করে—এই আদর্শস্থাপনের জন্য মহাপ্রভু সকলকে উপদেশ দিলেন—গৃহব্রতধর্ম্ম-যাজন মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে, ঐকান্তিকভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনের জন্যই মানবজন্ম। প্রভু বলিতে লাগিলেন,—

সংসার আরতি করে মরিবার তরে।
শ্রীকৃষ্ণে আরতি করে ভব তরিবারে ॥
সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা-পিতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তি-দাতা ॥

সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে।
দেশে দেশে হইতে আনি দিব প্রেমধনে ॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায়—নহে পরধর্ম্ম ॥

ধন উপার্জ্জন করে, আনে বড় দুঃখ।
ধনই হউক কিম্বা আপনি মরুক ॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল জনমে মাতা-পিতা সবে পায়।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিহ হিয়ায় ॥
মনুষ্য জনমে কৃষ্ণ গুরু সবে জানি।
যেই গুরু নাহি করে—পশু-পক্ষী মানি ॥

(শ্রীচৈতন্যমঙ্গল মধ্যখণ্ড)

আমাদের কৃত্য

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণী শ্রবণ ও তৎ-কীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র কৃত্য। Vox populi Vox Dei বা "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যং অপ্রিয়ম্' এই সকল মানবকল্পিত 'গোঁজামিল দেওয়া' কথা আমাদের অনুসরণীয় নহে। বাস্তব-সত্য-কীর্ত্তনই আমাদের শুদ্ধ-ভজন। কাহারও রুচিকর না হইলেই যে খাদ মিশাইয়া কথা বলিতে হইবে তাহা নহে। বাস্তব সত্যের সহিত কখনও খাদ মিলিত হইয়া থাকিতে পারে না। যাহা খাদ-মিশ্রিত, তাহা বাস্তব সত্য নহে—মেকি জিনিষ। সুতরাং তাহা যত্নের সহিত প্রচারক মাত্রেরই পরিত্যজ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসরগণের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া-ছেন। যাঁহারা ত্রিগুণ অতিক্রমপূর্ব্বক বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত, শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী তাঁহাদের হৃৎকর্ণ-রসায়ণ। শ্রীমদ্ভাগবতবাণীর অনুশীলন ব্যতীত অপর সকল কথাই তাঁহাদের নিকট বিষবৎ প্রতীয়-মান হয়। কিন্তু যাঁহারা গুণত্রয়ে অবস্থিত, তাঁহারা ন্যূনাধিক নির্ম্মৎসর হৃদয় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নির্ম্মৎসর ধর্ম্মের বহুমানন করিতে নারাজ। তাহারা স্ব স্ব গুণানুসারে নিজেদের প্রাপ্যই দাবী করিয়া থাকেন এবং নির্ম্মৎসর সাধুগণকে তাহাদেরই ন্যায় প্রাকৃত-গুণের অংশীদার মাত্র জ্ঞান করেন। তাহাদের বিবেচনায় বিশুদ্ধ সত্যে অবস্থিত নিত্যমুক্তগণের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে যতটা অধিকার, তাহা-দেরও ততটাই অধিকার। শ্রীশ্রীজগন্নাথ যে জগতের নাথ হইয়াও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তির মায়ার অধীনেই স্থাপন করি-য়াছেন, ঐগুণত্রয় যে বহিরঙ্গা মায়ার অতীত জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না—এই জ্ঞানের অভাব বশতঃই ত্রিগুণতাড়িত জনগণ বিশুদ্ধসত্ত্বের অধিষ্ঠানে নিজেদের অধিকার দাবী করে। বাস্তব সত্যের

বাণী শুনিতে তাহারা পশ্চাৎ পদ—বাস্তব-সত্য-কীর্ত্তনকারীর প্রতি তাহারা অপস্বার্থ-হানির আশঙ্কায় খড়্গহস্ত। তাহাদের ঐ বিরুদ্ধভাব ও রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়াই বাস্তবসত্যের প্রচারক কখনও কোন প্রকারে ভীত হইবেন না বা তাহাদের বাক্যানুসারে বাস্তব-সত্যের স্বার্থ—যাহা নিত্য আত্মার একমাত্র স্বার্থ, তাহার কিঞ্চিদংশও ছাড়িয়া আপোষ মীমাংসা করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট হইবেন না। খাদের সহিত মিশিলেই "মায়া মিশাইয়া এস প্রভু ভগবান্" এই অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। অবাস্তব কোন জিনিষের সংমিশ্রণে বাস্তবতার সত্তার লোপই সাধিত হইয়া থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে অবস্থানকালে সেদিন বলিয়াছিলেন, পঞ্চাশটি মঠ-স্থাপন অপেক্ষা পঞ্চাশটি প্রচারক—জীবন্ত মঠ পাইলেই সুবিধা হয়। যাঁহারা চেপে কথা বলেন তাঁহারা বাস্তব-সত্যের নির্ভীক প্রচারক নহেন। জীবন্ত মঠ কখনও চেপে কথা বলেন না। তিনি নির্ভীকহৃদয়ে বাস্তবসত্য প্রচার করিয়া থাকেন। বাস্তবসত্যের প্রকৃত প্রচারের লীলা-প্রদর্শনকারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগাই মাধাইর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বাপ্রহার লাভ করিয়াও বাস্তবসত্য-কীর্ত্তনে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। বাস্তবসত্যের প্রচারক ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে নির্ম্মম ও নিষ্ঠুর-ভাবে প্রহৃত হইয়াও নির্ভীকভাবে বাস্তবসত্যের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐসকল আদর্শ বাস্তবসত্য-প্রচারক মাত্রেরই একান্ত অনুসরণীয়।

কাহারও কাহারও ধারণা—জনগণের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উদয় করাইতে হইলে তাহাদের মনের মত কথা বলা দরকার—তাহাদের মনযোগান অত্যাবশ্যক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই যুক্তির কোনই মূল্য নাই। বাস্তবসত্য গোপন রাখিয়া অর্থসংগ্রহ প্রচারকের কার্য্য নহে। অর্থসংগ্রহ দ্বারা ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতির চেষ্টায় যতটুকু উপকার করা হয়, তাহা অপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক উপকার করা যায় যদি পরমার্থের একটী বাণীও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করান যায়। নারায়ণের অর্থ নারায়ণের সেবায় নিযুক্ত হইলেই অর্থের সার্থকতা। বাস্তব-সত্যের বাণী হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে মানব প্রাণ, অর্থ, বিদ্যাবুদ্ধি যাহা কিছু আছে তৎসমুদয়ই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে স্বতঃই প্রেরণা লাভ করে। সুতরাং বাস্তবসত্য-প্রচারকের ভগবৎসেবার্থ—কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবার জন্য বিন্দুমাত্রও অর্থাভাব থাকেনা—থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অর্থসংগ্রহকারীকেই আদর করেন না, যাঁহারা নিজ নিজ জীবন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নির্দ্দেশানুসারে ঠিক ঠিক আচারময় রাখিয়া নিরস্তকুহক সত্যের প্রচার করেন, তাঁহারাই গৌরপ্রেষ্ঠের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্র।

শ্রীগৌরসুন্দর প্রচারের জন্য যে-প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিলে ত্রিগুণরাজ্যের জনগণও তাহাদের স্ব স্ব গুণপ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া বাস্তবসত্য-কল্পবৃক্ষের নীচে নিশ্চয়ই আশ্রয় লাভ করিবেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ॥"

এই শিক্ষা যদি গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, সকলেই—একদিনই হউক, দুইদিনই হউক, আর তিনদিনেই হউক, বাস্তবসত্যের নিকট মাথা নত করিবেই এবং নিম্মৎসর সাধুগণের নিকট তাহাদের পূর্ব্বকৃত দুর্ব্ব্যবহারের জন্য লজ্জিত না হইয়া পারিবে না। সুতরাং আমরা আচারময় জীবনসহ দ্বারে দ্বারে যাইয়া শ্রীল সরস্বতীপাদের আনুগত্যে কীর্ত্তন করিব—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ : সকলমেব বিহায় দূরাদ
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগণ॥

জীবতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর]

"জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা-বিষ্ণু পুরাণাদি ইথে প্রমাণ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।১১২

"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যাং, তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥"

—বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১

বিষ্ণুশক্তি—স্বরূপশক্তি পরাশক্তি নামে অভিহিত। দ্বিতীয় শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি জীবশক্তি এবং তৃতীয় শক্তির নাম অবিদ্যাকর্ম্মশক্তি বহিরঙ্গা মায়াশক্তি নামে খ্যাত। বিষ্ণুপুরাণ বচনে কিন্তু তিন শক্তিরই পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বিষ্ণুশক্তি পরাপ্রোক্তা ইত্যাদিষু বিষ্ণুপুরাণ বচনে তু তিসৃণামেব পৃথক্ শক্তিত্ব নির্দ্দেশাৎ।" (পরমাত্মা সন্দর্ভ)।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

—গীতা ৭।৫

পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটপ্রকার আমার জড়াপ্রকৃতি। এই আটপ্রকার প্রকৃতির নাম অপরা (নিকৃষ্টা জড়া) প্রকৃতি। ইহা ছাড়া আমার আর একটি প্রকৃতি আছে তাহার নাম পরা (শ্রেষ্ঠা) জীব প্রকৃতি। হে মহাবাহো! জানিবে তাহাই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ইয়ং প্রকৃতির্বহিরঙ্গাখ্যা শক্তিঃ অপরা অনুৎকৃষ্টা জড়ত্বাৎ। ইতোঽন্যাং প্রকৃতিং তটস্থাং শক্তিং জীবভূতাং পরামুৎকৃষ্টাং বিদ্ধি চৈতন্যত্বাৎ।" ইহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে, জীবশক্তি চেতনময়ী চিদ্রূপা শ্রেষ্ঠা। ইহাতে স্পষ্ট হয় জীবশক্তি চৈতন্যস্বরূপ চিদ্রূপা শক্তি। স্থানভেদে চিচ্ছক্তিও বলিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপশক্তিরূপা চিচ্ছক্তি নহে বলিয়াছেন। তটস্থা জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে এবং মায়াশক্তির অন্তর্ভুক্তও নহে। তিনি ১০।৮৭।২০ ভাগবতের শ্লোকে টীকায় প্রমাণ দিয়াছেন—"ন বিদ্যতে বহির্বহিরঙ্গা মায়াশক্ত্যা অন্তরেণান্তরঙ্গ চিচ্ছক্ত্যা চ সম্যগ্ বরণং সর্ব্বথা স্বীয়ত্বেন স্বীকারে যস্য তম্।" এবম্প্রকার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তির মধ্যে নিজরূপে স্বীকৃত না হওয়ায় জীবশক্তিকে স্বরূপশক্তি এবং মায়াশক্তি হইতে পৃথক্, তদুভয়ের মধ্যে স্থিত তটস্থা জীবশক্তি নামে পরিচিত।

তটস্থা অনন্ত জীবশক্তি সমষ্টিই জীবশক্তি নামক শক্তি। যেরূপ জলকণসমূহের সমষ্টি যে প্রকার জলপদবাচ্য, জলরাশির অণু অংশ যে প্রকার জলকণা জলপদবাচ্য, তদ্রূপ তটস্থা সমষ্টি জীবশক্তি নামক শক্তির অংশ ব্যষ্টি জীবপদবাচ্য, সমষ্টি জীবশক্তি—শক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মার শক্তি। প্রত্যেক জীবের পৃথক্ পৃথক্ সত্তা ব্যষ্টি জীব এবং সমস্ত জীবের সমবেত সত্তা সমষ্টি জীব, জীবনামক সমষ্টি শক্তির অংশ শক্তিমানকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত ব্যষ্টি জীবশক্তির অভিব্যক্তি।

জীব যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশভূত এবং জীব অনন্ত; কিন্তু এক নহে, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত।

"বালাগ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

—শ্বেঃ ৫।৮

একটি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার একটি ভাগকে পুনরায় শতভাগে বিভক্ত করিলে যে সূক্ষ্ম পরিমাণ হয়, জীবকেও তদ্রূপ অনুপরিমাণ-বিশিষ্ট জানিবে। অথচ এই জীবই সংখ্যায় অনন্ত। যেমন—"যো যো দেবানাং প্রত্যবুদ্ধ্যত স এব তদভবৎ তথার্ষীণাং তথা মনুষ্যানাম্।" বৃঃ ১।৪, "নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্।" কঠঃ ২।২।১৩ ইত্যাদি উক্ত শ্রুতিসমূহ বাক্যে 'অনন্ত্যায়', 'দেবানাম্', 'ঋষিণাম্', 'মনুষ্যাণাম্', 'নিত্যানাম্', 'চেতনানাম্' প্রভৃতি পদদ্বারা জীবাত্মার সংখ্যাবাচক বহুত্বই প্রতিপাদিত। জীবাত্মা সংখ্যায় বহু না হইত, তবে ঐ সমস্ত পদে বহুবচন প্রয়োগ হইত না। অদ্বৈতবাদিগণ জীব একত্ব স্থাপনা

করেন। জীবের একত্ব বিষয়ে কোন শ্রুতির প্রমাণ স্পষ্ট নাই।

জীব স্বরূপত অণু।

শ্রুতি-স্মৃতিতেও জীবের পরিমাণগত অণুত্বের কথাই বলা হইয়াছে। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য।" মুঃ ৩।১।৯, "অণুপ্রমাণাৎ"। কঃ ১। ২।৮, "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।" ভাঃ ১১।১৬।১১। সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি আত্মা (জীব)। জীবাত্মা এত ক্ষুদ্র যে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র বস্তুর কল্পনা করা যায় না। "সূক্ষ্মতা পরকাষ্ঠা প্রাপ্তো জীবঃ।" (পরমাত্মাসন্দর্ভ)। "নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ।" ব্রঃ সূঃ ২।৩।২০, এই সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও বেদান্ত বাক্যে জীবের স্বরূপ অণুত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও উপরিউক্ত শ্রুতিসকলের ভাষ্যে একই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যুক্তির দ্বারা জীবের অণুত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অবশেষে "তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।" ২।৩। ২৯, এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে—জীবের অণুত্ব প্রতিপাদক ঐসকল সূত্র পূর্ব্বপক্ষের উক্তি। জীব 'অণু' ইহা পূর্ব্বপক্ষের মত; কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে। সিদ্ধান্ত এই যে জীব বিভু, অণু নহে। সুতরাং আচার্য্যের মতে জীব বিভু সর্ব্বগত, অণু নহে।

জীবাত্মা যে বিভু, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি একটি শ্রুতির বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন। স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু ইত্যেব জাতীয়কা জীব বিষয়তা বিভুত্ব বাদাঃ শ্রৌতা স্মার্ত্তাশ্চ সমর্থতা ভবন্তি। শঙ্কর ভাষ্য। এই সেই মহান অজ আত্মা যিনি বিজ্ঞানময় এবং প্রাণসমূহে অবস্থিতি ইত্যাদি। এই জাতীয় জীববিষয়ক বিভুত্ব প্রতিপাদিত বাক্য শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা সমর্থিত। তিনি এই শ্রুতি বাক্যটিকে জীববিষয়ক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা জীববিষয়ক নয়, পরন্তু ব্রহ্ম বিষয়কই সমগ্র শ্রুতি মন্ত্রটি দেখিলেই বুঝা যাইবে। যথা—"স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ং প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ"। বৃঃ ৪।৪।২২, প্রাণেষু শব্দ দেখিলে শ্রুতিটি জীববিষয়ক বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু পরবর্ত্তী অংশে "সর্ব্বস্যবশী" "সর্ব্বস্যেশানঃ" "সর্ব্বস্যাধিপতি" সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে জীব প্রতিপাদক নহে, ব্রহ্ম প্রতিপাদক। ঐ সকল শ্রুতিবাক্য হইতেছে ব্রহ্মপ্রকরণের নহে। ইহা বৈষ্ণবগণের মত। জীবের বিভুত্ববাদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বা শ্রীপাদ রামানুজাদি কেহই স্বীকার করেন নাই। সুতরাং জীব পরিমাণ অনুই।

জীব জন্মরহিত—

পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় জীবও জন্মরহিত। শ্রুতি, স্মৃতি ও বেদান্তে জীবাত্মাকে ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যত্ব জন্মরহিত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যথা "নাত্মা শ্রুতে নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ"। ব্রঃ সূঃ ২।৩।১৬, এই বেদান্ত সূত্রে 'ন আত্মা'—জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ জন্ম হয় না। শ্রুতি, স্মৃতিতে জীবের উৎপত্তির উল্লেখ নাই, আত্মা নিত্যই বলিয়াছেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
—কঠ ১।২।১৮

এই শ্রুতিতে আত্মা জাত হয় না, এবং মৃত্যুও হয় না, এই জীবাত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় না, কোন কিছুও ইহা হইতে হয় নাই জীবাত্মা জন্মরহিত, নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও এই জীবাত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। স্মৃতিতে তাহাই বলিতেছেন—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং
ভুত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
—গীতা ২।২০

জীবাত্মা জন্মরহিত নিত্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয় তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না; জন্ম, মৃত্যু নাই অথবা উৎপত্তি, বৃদ্ধি হয় না, পুরাতন শরীর বিনাশ হইলেও আত্মা নাশ হয় না। "জীবাপেতং বাবকিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে"। সামবেদীয় ছাঃ ৬।১১।৩, এই পাঞ্চ ভৌতিক শরীরই মৃত্যু বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু জীবাত্মার মৃত্যু হয়

না। উপরিউক্ত বেদান্ত সূত্রের শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, গোবিন্দভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন—"আত্মা জীবো নৈবোৎপদ্যতে। কুতঃ? শ্রুতেঃ।" ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভুব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতি কঠকে। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইতি শ্বেতশ্বতর শ্রুতৌ চাজত্ব শ্রবাণাৎ। তথা তাভ্যঃ শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিত্যত্ব প্রতীতেশ্চ। চেতনত্বং চ শব্দাৎ। তাস্ত "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণ ইত্যাদ্যাঃ। ··· ··· ···" ভাষ্যের ভাবার্থ—আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না, কি হেতু? উত্তর—যেহেতু শ্রুতি তাহাকে নিত্য বলিতেছেন যথা "ন জায়তে ম্রিয়তে ইত্যাদি। বিপশ্চিৎ—সুখদুঃখের অনুভবকারী জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে না, অথবা মৃতও হয় না, এই আত্মা কোনও স্থান হইতে আসে নাই এবং পূর্ব্বেও তাহার জন্ম ছিল না। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, নির্ব্বিকার, অতিপ্রাচীন শরীর নিহত হইলেও সে নিহত হয় না। কঠোপনিষদে ধৃত এই শ্রুতি এবং "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ।" জ্ঞ—সর্ব্ববিৎ পরমাত্মা ও অজ্ঞ জীবাত্মা এই উভয়েই জন্মরহিত, তাঁহাদের মধ্যে পরমাত্মা ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা, অপরটি জীব অনীশ্বর' এই শ্বেতশ্বতর শ্রুতিতেও জীবাত্মার জন্মাভাব যেহেতু শ্রুত হইতেছে। সেই হেতু অন্যান্য শ্রুতিস্মৃতি হইতেও আত্মার নিত্যত্ব জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে বলিয়াছেন—"ন আত্মা জীব উৎপদ্যত ইতি। কস্মাৎ? অশ্রুতেঃ। ন হস্যোৎপত্তিপ্রকরণে শ্রবণমস্তি ভূয়ঃসু প্রদেশেষু। ননু কৃচিদশ্রবণমন্যত্র শ্রুতং ন বারয়তীতুক্তম্। সত্যমুক্তম্। উৎপত্তিরেব ত্বস্য ন সংভতীতি বদামঃ। কস্মাৎ? নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ। চ শব্দাদজত্বাদিভ্যশ্চ। নিত্যত্বং হ্যস্য শ্রুতিভোহবগম্যতে, তথাজত্বমবিকারিত্বমবিকৃয়্যৈব ব্রহ্মণো জীবাত্মাবস্থানং ব্রহ্মাত্মনা চেতি।

জীবাত্মা জন্মরহিত হইলেও পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতেই প্রকাশিত যথা—

'তদেতৎ সত্যম্। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি॥

—মুঃ ২।১।১

সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাই সত্যস্বরূপ! যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে উহারই সমান-রূপবিশিষ্ট সহস্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, তদ্রূপ হে সৌম্য; অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে নানাবিধ জীব প্রকাশিত হয় এবং তাহাতেই স্থিত হয়। অর্থাৎ তাহা হইতে প্রকাশিত হয়, এবং সর্ব্বাধার তাহাতেই অবস্থিতি হয়।

এই শ্লোকে অক্ষর পরব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে সংখ্যাতীত অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে অসংখ্য জীব প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতেই অবস্থান করে। স্ফুলিঙ্গসমূহ যেমন অগ্নিরই শক্ত্যংশ এবং অগ্নির স্বরূপ, তদ্রূপ জীবসমূহও পরব্রহ্ম পরমাত্মারই শক্ত্যংশ এবং ব্রহ্মের স্বরূপ। কিন্তু 'অংশ' সাধারণ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে পরব্রহ্মের কোনও বস্তু অংশ হইতে পারে না। কারণ পরব্রহ্ম অবিভাজ্য। অর্থাৎ সাধারণ বস্তুর ন্যায় বিভাগ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জীবই পরব্রহ্মের এক একটি তটস্থা শক্তির অংশ। অতএব পরব্রহ্মের শক্ত্যংশ পরব্রহ্মের শক্তির অনুপ্রকাশ। স্ফুলিঙ্গসমূহ যেমন অগ্নিকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে, অগ্নির আশ্রয় ব্যতীত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জীবসমূহও পরব্রহ্মে আশ্রয় বিদ্যমান, পরব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া জীব অবস্থান করিতে পারে না। স্বরূপাঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ—অগ্নির ন্যায় লক্ষ্মণবিশিষ্ট, স্ফুলিঙ্গসমূহ অর্থাৎ সমানরূপবিশিষ্ট। সেইরূপ পরব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, জীবও অনুচিৎস্বরূপ। "জীবাখ্যাচিদ্রশপক্তিম্" শ্রীল জীবগোস্বামী। "জীবশক্ত্যাখ্যং চৈতন্যম্" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

"স যথোর্ননাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চন্তি ··· ···। বৃঃ ২।১।২০, যেমন মাকড়সা নিজের শরীর হইতে তন্তু

(সুতা) বিনির্গত হয়, যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই পরব্রহ্ম হইতে সকল প্রাণ, সমস্ত লোক, সবদেবতা ও সকলপ্রাণী (জীব) বিনির্গত হয়।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি
তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" —মুঃ ১।১।৭

মাকড়সা যেরূপ নিজের দেহাভ্যন্তর হইতে সূতা উৎপাদন করে, এবং পুনরায় নিজের দেহাভ্যন্তরেই উহা গ্রহণ করে, সেরূপ পৃথিবীতে ওষধিসমূহ (ধান্যাদিশস্য) সমূহ উৎপন্ন হয়, যেরূপ জীবিত পুরুষ দেহ হইতে কেশ ও লোমরাশি নির্গত হয়, তদ্রূপ অক্ষর পরব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে জীব ও বিশ্বের উৎপত্তি হয়।

মাকড়সা যেরূপ কোন দ্রব্য সাহায্য ব্যতিরেকে নিজ দেহাভ্যন্তর হইতেই তন্তুসমূহ (সূতা) নিজ শক্তিতে সৃষ্টি করে এবং কার্য্যান্তরে পুনঃ দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করে, তদবস্থায় মাকড়সার দেহ হ্রাস, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ পরব্রহ্মও কোন দ্রব্য ও কারণ নিরপেক্ষভাবে, নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলেই এই বিশ্বকে ও জীবসমূহকে প্রকাশিত করিয়াছেন। সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকাশ অর্থে শূন্য হইতে অথবা কোন একবস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপাদন বুঝায় না। পরব্রহ্ম নিজের অচিন্ত্যশক্তি হইতে অনভিব্যক্তি বিশ্ব ও জীবসমূহকে অভিব্যক্ত করা। মাকড়সার তন্তুগুলি যেমন উহার দেহ নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই জড় চৈতন্যসমূহও ব্রহ্ম-নিরপেক্ষভাবে থাকিতে পারে না, অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান জড়চৈতন্য, তাঁহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্মনিরপেক্ষ জগতের কোন দ্রব্যই সত্তা নাই। মাকড়সার সূতাগুলি যেরূপ মিথ্যা বা অলীক পদার্থ নহে, সেইরূপ জড়জগৎ ও জীবসমূহও মিথ্যা বা অলীক বস্তু নহে। এই শ্রুতি নিজ বাক্যেই জগতের ও জীবের মিথ্যাত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে কোন দ্রব্য বা বিষয় প্রকাশিত প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট আংশিকভাবে বিশ্বাত্মার শক্তি আবির্ভাব এবং আমাদের নিকট হইতে কোন দ্রব্য বা বিষয় চলিয়া যাওয়া প্রকৃত অর্থ আমাদের সম্বন্ধে আংশিকভাবে বিশ্বাত্মার শক্তি তিরোভাব। সুতরাং জড়চৈতন্য শক্তিসমূহ কোন আগন্তুক নহে, ব্যবহারিক নহে, ইহা পারমার্থিক নিত্য সত্য।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে। কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"—সামবেদীয় ছাঃ ৬।২।১-২

হে সোম্য! প্রথমে পরিদৃশ্যমান্ জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপে বর্ত্তমান বিরাজ ছিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অদ্বিতীয় 'অসৎ' রূপে বর্ত্তমান ছিল এবং সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন। অর্থাৎ জড়চৈতন্য অনভিব্যক্তি ভাবে পরব্রহ্ম, অর্থাৎ তদাত্মভাবে পরব্রহ্মে ছিল, তাহা পরে অভিব্যক্ত হইল। শিষ্যের প্রশ্ন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে? কি প্রকারে 'অসৎ' হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে? গুরুর উত্তর—এই জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপেই বর্ত্তমান ছিল। অর্থাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে সমস্ত জড়-চৈতন্য শক্তি সমূহ পরব্রহ্মের চিন্ময় অঙ্গকান্তিরূপে চিরস্থায়ী ছিল। সমস্ত পরব্রহ্মে জড়-চেতন শক্তিসমূহ থাকিতে কোন আপত্তি নাই, তিনি সর্ব্বাধার। জড়-চেতনসমূহ পরব্রহ্মে অবস্থানকালে তাহারা পরব্রহ্ম হয়ে যায় না। যেমন "গোষ্ঠে গাবঃ একী ভবন্তি" "একীভূতাঃ নৃপাঃ সর্ব্বে ববর্ষু পাণ্ডবং শরৈঃ।" গোত্বজাতি ও নৃপত্ব এককালে অনেক ব্যক্তিতে বিভক্ত থাকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিতেই পরিপূর্ণভাবে অবস্থান করে। কেবলমাত্র তাহাদের স্থানের ও মনেরই ঐক্যমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে বিশ্বাধার পরব্রহ্ম বিশ্বাত্মাতে জড়-চেতন শক্তিসমূহ সমাবিষ্ট থাকে মাত্র। তৎকালে স্বতন্ত্র সত্তা দ্বিতীয় না থাকায় অন্যকে দেখিতে জানিতে পারে না। বস্তুর তাৎকালিক অদর্শনে তাহার বস্তুর অবিদ্যমানতা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। যথা—

"না সতো ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"
—গীতা ২।২৬

অসৎ বস্তুর ভাব (অস্তিত্ব) নাই, এবং সৎ (নিত্য) বস্তুরও অভাব নাই, অর্থাৎ লয়, বিনাশ বা ধ্বংস নাই। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ, ইহার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন।

"অবিনাশী তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়মস্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি।"

—ঐ ২।১৭

অবিনাশী অপ্রমেয় এবং নিত্যস্থিত, শরীরীর (জীবাত্মার) যিনি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। এই অবিনাশীর (জীবাত্মার) বিনাশ সাধন কেহই করিতে পারে না। "প্রকৃতিং পুরুষ-ঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।" ঐ ১৩।২০, প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ-জড়-চৈতন্য উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে, "প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" এখানে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই অনাদি জানিবে। এই শ্লোকে—'বিদ্ধি' পদটির প্রয়োগ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ, পরমাত্মার শক্ত্যাংশ জীবাত্মা অনাদি, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিও অনাদি। তাহারা অনাদি হইলেও, সর্ব্বতো-ভাবে দুইটি পৃথক—তাহা বিশেষভাবে জানিবে। অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষ যেমন অনাদি তদ্রূপই উভয়ের পার্থক্যও অনাদি। পুরুষের মধ্যে বিকার ও গুণ নাই। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা এবং ধৃতি—এই সাতটি প্রকৃতির বিকার এবং সত্ত্বঃ রজঃ ও তম এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে জাত। পুরুষের মধ্যে বিকারাদি নাই। যথা—

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥"

—গীতা ২।২৫

এই দেহী (জীবাত্মা) ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ গোচরীভূত নহে, ইহা চিন্তা করার বিষয় নয় এবং জীবাত্মা সর্ব্ব-প্রকার বিকার রহিত। সুতরাং দেহী, জীবাত্মাকে অক্ষয়, অব্যয় জানিবে, তজ্জন্য শোক করা উচিত নহে।

শরীরাদি যেরূপ স্থূলরূপে দেখা যায়; তদ্রূপ জীবাত্মাকে স্থূলরূপে কখন দেখা যায় না; কারণ ইহা স্থূল বস্তুর সৃষ্টির অতীত। মন, বুদ্ধি ইত্যা-দৃশ্য না হইলেও, চিন্তায় ইহাদের অস্তিত্ব বুঝা যায়। কিন্তু জীবাত্মা চিন্তারও বিষয় নয়। কারণ জীবাত্মা সুক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি বস্তুর অতীত, নিত্য সত্য। তজ্জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শক্তি পরিণাম বাদ স্বীকার করেন।

পরিণাম দ্বিবিধ—স্বরূপ পরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপ লক্ষণ পরিণাম। অর্থাৎ শক্তিপরিণাম। স্বরূপ-পরিণাম সাংখ্যসম্মত, সাংখ্যমতে ব্রহ্মানধিষ্ঠিত স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বরূপপরিণাম হইয়া থাকে। আর দ্বিতীয় পক্ষ সিদ্ধান্তি সম্মত। সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্ত্যাদির নিলয় পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম ভগবান স্বাত্মক স্বাধিষ্ঠিত নিজশক্তিবিক্ষেপ দ্বারা জগতের জন্মাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। যেমন, স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়াই আকাশ-শব্দ ও বায়ুর জন্মাদি, সম্পাদন করে শিরোদ্ধৃত শ্রুতির উর্ণনাভি যেমন তন্তুর জন্মাদি সম্পা-দন করে, ইহা প্রত্যক্ষ ও আগমাদি প্রমাণসিদ্ধ। আকাশ উর্ণনাভি প্রভৃতি পরিমিত শক্তিযুক্ত হইয়াও স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত না হইয়াই বায়ু, তন্তু প্রভৃতির সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকে; সেইরূপ নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ স্বরূপ হইতে অপ্রচ্যুত হইয়াই জগতের জন্মাদি করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম পরিমিতশক্তি নহেন, কিন্তু তিনি অচিন্ত্য, অনন্ত, স্বাভাবিক সর্ব্বশক্তিযুক্ত। সুতরাং অপ্রচ্যুত স্বরূপ হইয়াও পরব্রহ্ম জগতের সৃষ্ট্যাদি সম্পাদন করেন। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে ইহাই জানা যায়। শ্রুতি আরও বলি-য়াছেন যে—"অজ্ঞপুরুষেরাই জগৎকে অসত্য বলে। তাহারা হরির পরা শক্তি জানে না। হরি সত্যরূপ ঈদৃশ জগৎকে সৃষ্টি করিয়া সত্যকর্ম্মা হইয়াছেন। এই পুরাণপুরুষ বিচিত্র শক্তিযুক্ত। অন্যের এতা-দৃশ শক্তি নাই। আর স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে সমস্ত বস্তুর শক্তিই অচিন্ত্য। "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবা-নামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। শতশো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।" ব্রহ্মের শক্তি অনন্ত এবং তাহা হই-তেই জগতের সৃষ্ট হইয়া থাকে। পারকের উষ্ণতার মত ব্রহ্মের শক্তি স্বাভাবিক। "সর্ব্বপেতা চ তদ্দর্শ-নাৎ" এই ব্রহ্মসূত্রে ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে যে—স্বরূপ পরিণামবাদ অসঙ্গত হইলেও শক্তি বিক্ষেপরূপ পরিণাম সঙ্গতই

বটে, ইহাতে প্রমাণ কি ? শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামই শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ইহা কোন প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামে শ্রুতি শাস্ত্রই প্রমাণ "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ" "যথাসতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি যথা পৃথিব্যা ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি তথা অক্ষরাৎ সম্ভবন্তীহ বিশ্বম্।" ইত্যাদি শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ঊর্ণনাভি (মাকড়সা) নিজের মধ্য হইতেই তন্তুর সৃষ্টি করে ও সৃষ্ট তন্তুর নিজেই উপসংহার করে, এইরূপ ঈশ্বরও জগতের সৃষ্টি ও লয় করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যশ্রুতিতে বলা হইয়াছে, যেমন পুরুষ হইতে কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহি-যবাদি ঔষধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ অক্ষর ঈশ্বর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রদর্শিত যুক্তি সহকৃত শ্রুতিই শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামে প্রমাণ। স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে—সৃষ্টিকালে হরি স্বীয় ইচ্ছাবশতঃ প্রধান ও পুরুষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকেন। প্রধান পরিণামী বলিয়া তাহা ব্যয়শব্দ বাচ্য ও পুরুষ অব্যয়শব্দবাচ্য।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপে [ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া), স্লোভেনিয়া, ফ্রাইবুর্গ (জার্ম্মানি), লণ্ডন, মেঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড), আমষ্টার্ডাম্, রোটারডাম, দিহেগ,—ডেন্‌হেগ (নেদারল্যাণ্ড), ফ্রাইবুর্গ, বার্লিন (জার্ম্মানি), ম্যাদ্রিদ্, টেনেরিফে—সান্তাক্রুজ-ক্যানেরি দ্বীপপুঞ্জ (স্পেনে)] শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[১২]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬০ পৃষ্ঠার পর]

৬ আগষ্ট, বৃহস্পতিবার ঃ—

La Gomera (লা গোমেরা) দ্বীপে গমন

সান্তাক্রুজ বন্দর হইতে জাহাজে—

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীঅনন্ত-রাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা), মেদ্রিদের শ্রীঅনাদি কৃষ্ণ দাসাধিকারী, ফ্রান্স-প্যারিসের শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী ও তাঁহার স্ত্রী, স্থানীয় ভক্ত শ্রীমহামন্ত্র দাসাধিকারী ৮ মূর্ত্তি মহিলা-পুরুষ ভক্ত সহ তিনটী মোটরযানে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় নিবাসস্থান হইতে জাহাজ বন্দরে (seaportএ) যাওয়া হয়। শ্রীবিন্দু মাধব দাসাধিকারী ও তাঁহার স্ত্রী প্রস্তুত হইতে না পারায় পার্টীর সহিত আসিতে পারেন নাই। পূর্ব্বাহ্ণ ৯-৩০ ঘটিকায় জাহাজ ছাড়ে, বেলা ১১ ঘটিকায় লা গোমেরা বন্দরে পেঁীছে। তিনটী মোটরযানও জাহাজে আসে। জাহাজে সকলেই প্রসাদ সেবনকার্য্য সমাপন করেন। শ্রীদিবাকর দাস উক্ত দ্বীপে ইউ-রোপ প্রচারে Meditation Centre-এ (ধ্যানা-নুশীলন কেন্দ্রে) ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। La Gomera জাহাজ বন্দর হইতে উক্ত স্থানে পৌছিতে বেলা ১-৩০টা হয়। বেলা ২টা হইতে ৩-৩০টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রেয়ঃ পথ বিশ্লেষণ মুখে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণান্তে ব্রহ্মচারীগণ হরিসংকীর্ত্তন করেন অপরাহ্ণ ৪ঘটিকায় 'মেডিটেশন সেন্টার' হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় জাহাজে উঠিয়া রাত্রি পৌনে ৮টায় Santacruz বন্দরে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। জার্ম্মান মহিলা শ্রীমতী পাত্রার আহ্বানে চয়াফা পার্কের নিকটে রাত্রি ৯টা হইতে রাত্রি ১০-২০ পর্য্যন্ত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিমি-নব-যোগেন্দ্র সংবাদ অব-লম্বনে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৭ আগষ্ট, শুক্রবার শ্রীবলদেব আবির্ভাব অধি-বাস তিথি রাত্রি ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমহা-

মন্ত্র দাসাধিকারীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব অধিবাস কৃত্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন, ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়, তৎপরে সভায় উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের কক্ষে আসিয়া বহু প্রকার প্রশ্ন করেন, শ্রীল আচার্য্যদেব প্রশ্নের উত্তর ইংরাজী ভাষায় দেন। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ দাসাধিকারী স্থানীয় স্পেন ভাষায় বুঝাইয়া দেন।

৮ আগষ্ট শনিবার, **শ্রীবলদেব আবির্ভাব তিথি** পূজা পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০টা হইতে ১২-৩০টা পর্য্যন্ত মহামন্ত্র দাসাধিকারীর গৃহে, শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গের ও শ্রীবলদেব প্রভুর কৃপাপ্রার্থনামুখে হরিকীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে বেলা ১-৩০ ঘটিকায় মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাত্রি সভায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

৯ আগষ্ট রবিবার **গীতা আশ্রম,** কেল্লে পেরেজ গোল্ডোস ২০, কোয়ার্টার পিসো সান্তাক্রুজ দে, টেনেরিফে, টেলি-ফ্যাক্স—৯২২-৪৬০১৪৯
প্রেসিডেণ্ট—বিনোদ রামচাঁদ নাথানি,
পূজারী—শ্যাম পাণ্ডে,

Geeta Ashram (President:-Venod Ramchand Nathani)
Calle Perez Goldos 20
Quartar Piso Santacruz De
TENERIFE
Telephone&Fax—922-460149
Pujari:- Shyam Pande

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া গীতার শিক্ষার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে প্রথমে ইংরাজী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলে শ্রোতাগণের প্রার্থনায় হিন্দীভাষায় বলেন। শ্রোতাগণ হিন্দী ভজন কীর্ত্তন শুনিয়া আকৃষ্ট হন। অনেকের মধ্যে আগ্রহ দেখা গেল গৃহে লইয়া যাইবার জন্য। বহু হিন্দু ভারতবাসী ভক্ত টেনেরিফে আছেন তাহা কাহারও জানা ছিল না। পরদিন ম্যাদ্রিদে ফিরিয়া যাইবার টিকিট এবং তথা হইতে প্যারিসে যাইয়া ভারতে ফিরার টিকিট হওয়ায় তাহা-দের ইচ্ছা পূর্ত্তির সুযোগ হইল না। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীরমেশ-টি-ভারোয়ানির অনুরোধে উক্ত দিবস রাত্রিতে তাঁহার বাড়িতে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন রমেশবাবুর ইচ্ছায় ইংরাজী ভাষায় বলেন, কিন্তু হিন্দী ভজন কীর্ত্তন হয়। তিনি কথা শুনিয়া খুবই আকৃষ্ট হন। ভারতে আসিয়া স্বামীজীর সহিত দেখা করিবেন এইরূপ হৃদয়ের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গৃহস্থগণের গৃহে সাধুগণের আগমন মঙ্গলের হেতু, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি ও প্রহলাদ মহা-রাজের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব বিস্তাররূপে বুঝাইয়া বলিলে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

ঠিকানা ঃ—Sree Ramesh T Bharawani
(Ramesh Tirtha Bharawani)
Residence :- 38108 Santacruz De Tenerife, Canary Islands, Spain
Telephone :- 34-22-201944
Fax :- 34-22-20-2446

উক্ত সভায় উপস্থিত একজন স্পেনদেশীয় ভক্ত হরি-নামমন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তিনি ইংরাজী বোঝেন না, তাহার সহিত কথা বলিতে দোভাষীর প্রয়োজন। হরিনাম গ্রহণের নিয়ম বলা হইলে তিনি সমস্ত নিয়ম পালনে স্বীকৃত হন। পরদিন প্রাতে তিনি মহামন্ত্র প্রভুর গৃহে আসিয়া নামমন্ত্র গ্রহণ করেন। অনাদিকৃষ্ণ প্রভুর সাহায্যে ওনাকে সব বুঝান হয়। তাহার পিতৃপ্রদত্ত নাম Josh Felihe। নাম পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলে তাহার নাম 'শ্রীজগন্নাথ দাস' দেওয়া হয়।

১০ আগষ্ট ফিরিবার কালেও Agent-এর মাধ্যমে টিকিট করিয়াও Confirmed টিকিট পাওয়া যায় নাই। অধিক পয়সা খরচা করিয়া Executive seat-এ অনাদিকৃষ্ণ প্রভু ব্যবস্থা করেন। শ্রীবিন্দুমাধব দাসাধিকারী সস্ত্রীক পূর্ব্বেই প্যারিসে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ অনাদিকৃষ্ণ প্রভু ও শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজ সহ উক্ত দিবস বিমানযোগে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ম্যাদ্রিদে পৌঁছেন, একরাত্রি মহামন্ত্র আশ্রমে অবস্থান করতঃ ১১ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীল আচার্য্য-

দেব ও তাহার সঙ্গের তিন মূর্ত্তি প্রাতে ৭-২০ মিনিটে এয়ার ফ্রান্স বিমানে পূর্ব্বাহ্ন ৯টা২০মিঃএ প্যারিসে পৌছিয়া তথা হইতে পুনঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০টা২০মিঃ-এ রওনা হইয়া ভারতীয় সময় রাত্রি ১০ ঘটিকায় নিউ-দিল্লী বিমানবন্দরে পৌছেন। বিমানবন্দরে বহু ভক্ত বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।
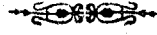
স্বধামে শ্রীযুক্তা হরিমতী দেবী (হরিদাসী)

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ, ১০৮শ্রী-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীযুক্তা হরিমতী দেবী ৪ আষাঢ় (১৪০৬), ১৯ জুন (১৯৯৯) শনিবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৯৫ বৎসর বয়সে পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। উক্ত দিবস শ্রীমঠে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার আয়োজন হওয়ায় বহু বৈষ্ণবের তথায় শুভাগমন হইয়াছিল। সুপ্রাচীন নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মঠের বৈষ্ণবগণের সঙ্গে উৎসবে যোগদানকারী বৈষ্ণবগণ গঙ্গাঘাটে তাঁহার দাহকৃত্যের জন্য সংকীর্ত্তন সহ গমন করেন গঙ্গাজলে স্নান তিলক অঙ্কন, মহাপ্রসাদ প্রদান প্রভৃতি বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী কৃত্যসমূহ সমাপনান্তে যথাবিহিতভাবে তাঁহার দাহকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীমঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ গোপাল প্রভু প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন।

৮ আষাঢ়, ২৩ জুন বুধবার দশহরায় শ্রীগঙ্গাদেবীর আবির্ভাব, শ্রীগঙ্গামাতা গোস্বামিনীর আবির্ভাব ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর তিরোভাব তিথি বাসরে শ্রীযুক্তা হরিমতী দেবীর বিরহ উৎসব পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ নিজ তত্ত্বাবধানে ও পূর্ণানুকূল্যে সুসম্পন্ন করেন। বহু-শত ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উৎসবে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে
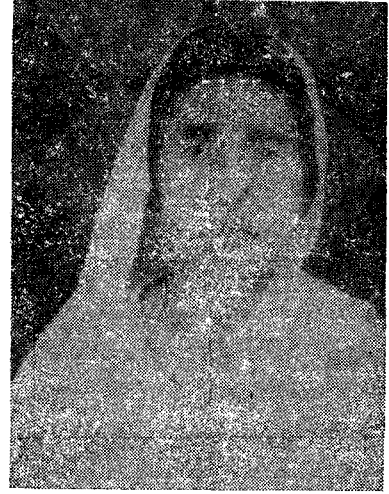
উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, রুদ্রদ্বীপের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, খড়্গপুরের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ প্রভৃতি মধ্যাহ্নে বিরহসভায় উপরিউক্ত মহারাজগণ হরিমতী দেবীর গুণাবলী বর্ণনমুখে ভাষণ প্রদান করেন।

হরিমতীদেবী জন্মগ্রহণ করেন পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) ঢাকা জেলার দিঘনিয়া গ্রামে ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে। পিতৃদেব শ্রীঅধরচন্দ্র সাহা মাতৃদেবী যামিনীরাণী। তখনকার সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে। পতি শ্রীযোগেন্দ্র সাহা, শ্বশুর দিগেন্দ্র সাহা। অল্প বয়সে পতির বিয়োগ হওয়ায় তিনি বাল্যবিধবা হন, তাঁহার

সন্তান নাই। তিনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুশ্রী ছিলেন। স্থানীয় নরনারিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আদর্শ চরিত্র শুদ্ধ ভক্ত হওয়ায় সকলেই তাঁহাকে মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠের মঠরক্ষক পূজ্যপাদ শ্রীমদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজের প্রেরণায় তিনি শিক্ষকতাও ছাড়িয়া দেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে পরমোৎসাহে যোগ দিয়াছিলেন। অধিক বয়সে তিনি ধামবাস করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে তিনি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে থাকিয়া ভজন ও সাধ্যানুসারে সেবা করিতেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে পূজ্যবুদ্ধি করতঃ দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিলে তিনিও হৃদয় দিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ গোপাল প্রভু, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের সহিত তাঁহার সৌহৃদ্য ও স্নেহ সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই ছিল। শেষ বয়সে তাঁহার অসুস্থ অবস্থায় গোপাল প্রভু হৃদয় দিয়া তাঁহার সেবা করেন।

এক সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার একজন প্রৌঢ়া মহিলা ভক্ত কলিকাতা মঠে আসিয়াছিলেন, পরে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে যাইয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। যে কক্ষে হরিমতিদেবী থাকিতেন সে কক্ষে তিনি ছিলেন। উভয়ে বিশেষ প্রীতির সহিত অবস্থান করিতেন, তিনি ইংরাজী বলিতেন হরিমতিদেবী বাংলা ভাষায় আকার ইঙ্গিতে ভাবের আদান প্রদান হইত। অষ্ট্রেলিয়ার মহিলা শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যকে বলেন তিনি সেই কক্ষে ভক্ত মহিলার সঙ্গ পাইয়া খুব সুখে আছেন। ব্যবহার নিষ্ঠা ও প্রীতি থাকিলে ভাষার দ্বারা একত্র বাসের কোনও বাধা হয় না।

তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবীর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

মুম্বই সহরে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ—শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[২২ পৌষ (১৪০৫), ৭ জানুয়ারী (১৯৯৯) বৃহস্পতিবার হইতে
২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত]

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীসহ কলিকাতা বিমানবন্দর হইতে ৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় প্রাতের বিমানে (Air-Busএ) যাত্রা করতঃ মুম্বই বিমানবন্দরে বেলা ১১-২০ মিঃ-এ অবতরণ করেন। বিমান ছাড়িবার সময় নির্দ্ধারিত ছিল প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায়। কোন কারণবশতঃ ২-৩০ ঘণ্টা বিলম্বে ছাড়ে। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী গায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডের পুত্র শ্রীশঙ্কর দত্ত এবং বহু স্থানীয় ভক্ত বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য। চেম্বুরে কালেকটর কলোনীস্থিত শ্রীগায়ত্রী প্রসাদ পাণ্ডে মহোদয়ের বাসভবনে নির্দ্দিষ্ট নিবাস স্থানে পৌঁছিতে বেলা ১২টা হয়। কলিকাতা হইতে প্রচারসঙ্ঘ—সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবে-

শ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকৃষ্ণ-দাসাধিকারী (মেচেদা), শ্রীবিশ্বনাথ দাসাধিকারী (আনন্দপুর), শ্রীগৌর গোপাল দাসাধিকারী ও শ্রী-সদাশিব দাসাধিকারী (তিনসুকিয়ার শ্রীসতীশ ঘোষ) কলিকাতা হইতে মুম্বই মেলে ৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় রওনা হইয়া ৭ জানুয়ারী প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় মুম্বই ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাল (C.S T) ষ্টেশনে উপনীত হইয়া ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কাহাকে দেখিতে না পাইয়া তিনটী ট্যাক্সি-যোগে চেম্বুরে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থানে বেলা ১১-৩০টায় আসিয়া পৌঁছেন। চেম্বুরের নিকটবর্ত্তী দাদার ষ্টেশনে সেবকগণ সাধুগণকে অভ্যর্থনা সহ আনি-বার জন্য মোটরযানে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন। সেখানে অপেক্ষা করিয়া করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পরে তাহারা C.S.T ষ্টেশনে যান, কিন্তু তাহাদের C.S.T ষ্টেশনে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রচার সঙ্ঘ ট্যাক্সিযোগে চেম্বুরে চলিয়া আসেন। দৈব-বশতঃ বিভ্রাট হয়। পরবর্ত্তিকালে শ্রী শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী হইতে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীদ্বার-কানাথ দাস বনচারী (এডভোকেট দেওয়ান সিং নাগপাল) এবং জম্মু হইতে শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) তথায় পুরী হইতে পৌঁছিয়া প্রচার পার্টির সহিত যোগ দেন। শ্রীরাজারাম দাস বনচারী শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকী নন্দন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (যোগেশ), শ্রী-ভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রী-গোপাল দাস, পাঠনকোটের শ্রীশ্যামসুন্দর দাস, চণ্ডী-গড়ের শ্রীকলিরাম দাস প্রচারের প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য অগ্রিম পার্টিরূপে পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছেন।

৭ জানুয়ারী রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাওন (sion-কোলিওয়াড়া) পাঞ্জাবী কলোনীস্থিত শ্রী সনাতন ধর্ম্মসভায় বিশেষ অধিবেশনে 'বিশ্বশান্তির উপায় কি?' নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদিতে সুললিত ভজন কীর্ত্তন এবং অন্তে শ্রীতুলসী পরিক্রমাসহ নৃত্যকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। মুম্বাইতে ধর্ম্মসভায় ভাষণ হিন্দী ভাষাতেই হয়।

৮ জানুয়ারী শুক্রবার পাঞ্জাবী কলোণীস্থিত শ্রী-সনাতন ধর্ম্ম সভা হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বাহির হইয়া মুখ্য-মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও স্বামীজিগণ নৃত্য কীর্ত্তনসহ অগ্রসর হইলে স্থানীয় নরনারীগণও নৃত্য-কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। নগর সংকীর্ত্তনের পরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ গৃহস্থ ভক্ত শ্রী-বিনোদ কুমারজীর ফ্ল্যাট গৃহে বিশ্রাম ও সন্ধ্যাহ্নিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। সনাতন ধর্ম্মসভায় 'আত্মা পরমাত্মাকে কেহ দেখিয়াছেন কি' এই বিষয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে শ্রোতৃ-বৃন্দ খুবই প্রভাবান্বিত হন। গতকল্যের ন্যায় ভাষ-ণের পরে শ্রীতুলসী পরিক্রমা নৃত্যকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইলে সভায় যোগদানকারী বিপুলসংখ্যক নরনারী পরমোল্লসিত হন।

৯ জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্নে আগরতলা নিবাসী শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীদেবাশীষ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রী মদন মোহন দাসাধিকারীর পুত্র শ্রীগৌরদাসের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব যার পর নাই আনন্দ লাভ করেন। অপরাহ্নে ৫-৩০টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত পাঞ্জাবী কলোনী কোলিওয়াড়া B-37, 4/411 S.S.S নগরস্থিত শ্রীরাকেশ ডোটীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা-মৃত পরিবেশন করেন। উক্ত দিবস ও শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'প্রকৃত সাধুকে চিনিব কি করিয়া?' বিষয়টি শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল দেবহূতি সংবাদ প্রসঙ্গ বিশ্লেষণমুখে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া বলেন।

হিন্দীভাষী সুবক্তা শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রথমদিন সভায় শ্রীমঠের পরিচয় ও উদ্দেশ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনের কারণ বর্ণনমুখে উদ্বো-ধনী ভাষণ দেন।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা, চেম্বুর

শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন পার্টিসহ তথায় নিয়মিত রাত্রিতে হরিকথা বলেন এবং ভজন কীর্ত্তন

ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তথায় প্রত্যহ প্রাতে নগর সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ভক্তগণও নগর সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। চেম্বুরস্থ সনাতন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ১০ জানুয়ারী হইতে ১২ জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১-৩০টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণের আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'দিন রাত্রি সুখের চেষ্টা, তথাপি হৃদয়ে দুঃখ ও অশান্তি কেন ? 'সনাতন ধর্ম্ম কাহাকে বলে' ও 'ভগবানকে পাইবার উপায় এক কিংবা বহু'। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে আলোচ্য বিষয় সমূহের উপর প্রচুর আলোক সম্পাত করেন। সভায় প্রচুর জনসমাবেশ হয়। এখানেও সভার আদিতে ব্রহ্মচারিগণ সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন এবং সভাশেষে শ্রীতুলসী পরিক্রমা সহ নৃত্য কীর্ত্তন হয়। নৃত্য কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই ভক্তগণের মধ্যে পরমোল্লাস লক্ষিত হয়। ১০ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চেম্বুর অঞ্চলে মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৭টায় ফিরিয়া আসে। স্থানীয় নরনারীগণ পরমোৎসাহের সহিত সংকীর্ত্তনে যোগ দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া সর্দ্দার নগরস্থিত (বিল্ডিং নং ৮, রাওলি ক্যাম্প সর্দ্দারনগর ৪) শ্রীনানকচন্দ্র ভাম্‌রির তাঁহার পুত্র শ্রীহরীশ ভাম্‌রির বাসভবনে ১০ জানুয়ারী রবিবার পূর্ব্বাহ্নে এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠে (বান্দ্রা ইষ্ট, গান্ধীনগর, মুম্বই-৪০০-০৫১ গুরু নানক হাসপাতালের নিকটে) সদলবলে ১২ জানুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। উক্ত মঠের মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ পর্ব্বত মহারাজের প্রীতিপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার সকলে সুখলাভ করিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার পর সকলে প্রসাদ সেবা করেন। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ বিগ্রহগণের নাম শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাবৈভবানন্দজীউ।

১৩ জানুয়ারী বুধবার ষট্‌তিলা একাদশী তিথিতে স্ত্রী-পুরুষ ১৩ মূর্ত্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীভক্তিধাম মন্দির
চূণাভট্টী, মুম্বই—৪০০০২২

(১৩ ও ১৪ জানুয়ারী বুধবার ও বৃহস্পতিবার)
ধর্ম্মসভার সময় রাত্রি ৮টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত

প্রথম অধিবেশনে 'কলিযুগে ধ্যান, যজ্ঞ ও পূজন হইতে নামসংকীর্ত্তনের মহিমা বেশী কেন ?' দ্বিতীয় অধিবেশনে 'ভগবানের প্রাপ্তির রাস্তা এক কিংবা অনেক' আলোচ্য বিষয়ের উপর শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় চূণাভট্টী অঞ্চলে একটী রাস্তার মোড় হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন সহযোগে দীর্ঘ রাস্তা পরিভ্রমণান্তে ভক্তিধাম মন্দিরে আসিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। নগর-সংকীর্ত্তনের দরুণ মন্দিরে লোকসংঘট্ট অধিক হইয়াছিল। মন্দিরের সদস্যগণ সকলেই বলেন এই-জাতীয় প্রচার সেখানে প্রথম সম্পন্ন হইল।

১৩ জানুয়ারী বুধবার একাদশী তিথিতে শ্রী-গায়ত্রীপ্রসাদ পাণ্ডের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব একাদশী তিথির মহিমা এবং অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র আলোচনামুখে ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের আদি অন্তে নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

১৪ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় কীর্ত্তনপার্টিসহ পশ্চিম সায়নস্থিত শ্রীরামনাথ বিগের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন, তথায় সংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে স্বামীজি সাধুগণসহ (১) শ্রীরামনাথ বিগের গৃহ-সম্মুখস্থ শ্রীবলরামজীর (২) পূর্ব্ব সায়নে পুষ্পক বিল্ডিংয়ের সপ্ত তলাস্থিত শ্রীজগদীশ খোশলাজীর গৃহে শুভপদার্পণ করেন, অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় চেম্বুরে নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

মুম্বইতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারের ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী। ইঁহারা সকলেই প্রচারকার্য্যে নিপুণ ও হিন্দীভাষায়

হরিকথা বলিতে ও কীর্ত্তন করিতে পারঙ্গত। তাঁহাদের পার্টির সহিত যাঁহারা ছিলেন তাঁহারাও হরিকীর্ত্তনে, রন্ধন, পরিবেশন-আদি সেবায় বিশেষ উৎসাহী। স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের তথায় একটি মঠের কেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহ হওয়ায় শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী প্রচারপার্টি চলিয়া যাওয়ার পরেও সে তথায় থাকিয়া যায় প্রচারের জন্য ২।৩ জন ব্রহ্মচারিসহ।

১৫ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব সেবক শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারিসহ বিমানে এবং কলিকাতা হইতে আগত ত্রিদণ্ডিযতি, বনচারী ও ব্রহ্মচারী সকলে মুম্বই C.S.T ষ্টেশন হইতে মুম্বই মেলে কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপাল দাস কলিকাতা পার্টীর সহিত ফিরিয়া আসেন।

উত্তরপ্রদেশে, চণ্ডীগড়ে, পাঞ্জাবে ও হিমাচলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[এলাহাবাদ—নিউদিল্লী—চণ্ডীগড়—বসি পাটনা—রোপর—কিরিতপুর—হোশিয়ারপুর—জলন্ধর—লুধিয়ানা—ভাটিণ্ডা—দেরাদুন—শিমলায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ]

(২ চৈত্র, ১৪০৫ ; ১৭ মার্চ্চ, ১৯৯৯ বুধবার হইতে ২৩ বৈশাখ, ১৪০৬ : ৭ মে ১৯৯৯ শুক্রবার পর্য্যন্ত)

এলাহাবাদ, উত্তরপ্রদেশ ঃ—(অবস্থিতি—২ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ বুধবার হইতে ৪ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত)

এলাহাবাদনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ তেওয়ারী (শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী) ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিশেষ উদ্যোগে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও এলাহাবাদে (প্রয়াগতীর্থে) বিগত ১৭ মার্চ্চ হইতে ১৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সিভিল লাইনস্থিত প্রসিদ্ধ বিশাল শ্রীহনুমান মন্দিরে দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। গোকুল মহাবন মঠের শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনশরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার শর্ম্মা (গোকুল), পাঠানকোটের শ্রীকেশব দাস, শ্রীগৌরাঙ্গদাস পাণ্ডে প্রভৃতি প্রচারব্যবস্থার সহায়তার জন্য অগ্রিম তথায় আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীযদুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীযোগেশ), শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল দাসাধিকারী ও শ্রীবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত)—সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ১৬ মূর্ত্তি সাধু ১৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার কলিকাতা-হাওড়া হইতে মুম্বই মেলে রাত্রি ৮-১৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ পরদিন বেলা ১১টায় এলাহাবাদ জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ তেওয়ারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনশরণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার শর্ম্মা প্রভৃতি ভক্তগণ সম্বর্দ্ধনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। একটি এ্যাম্বাসাডার, একটি টাটা সোমো ও একটি ফিয়েট গাড়ীতে সকলে বেলা ১২টায় হনুমৎ নিকেতনে আসিয়া পৌঁছেন। পূর্ব্ববৎ শ্রীল আচার্য্যদেবের সম্মুখস্থ ভবনের নিম্নতলায় এবং অন্যান্য সকলের সাধুনিবাসের দ্বিতলে বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। শ্রীহনুমৎ নিকেতনে অতিথি-অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য কয়েকটি দ্বিতল ভবন ও ভিতরে গাড়ীসহ চলাচলের জন্য পাকা

রাস্তাও আছে। প্রত্যহ শ্রীহনুমান্ মন্দিরে অগণিত নরনারী ও দর্শনার্থিগণের প্রচুর ভীড় হয়।

১৭ মার্চ্চ হইতে ১৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সুবিশাল হনুমান মন্দিরে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেন—"আজ মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অব্দের অর্থাৎ 'সংবৎ' এর প্রথম দিবস। শ্রীহনুমৎ নিকেতনে বৈষ্ণব সন্তসম্মেলনের আয়োজন উপযুক্ত হইয়াছে। শ্রীহনুমান অনন্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব। জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস বা ভগবৎদাস। ভগবানের বিস্মৃতি হইতেই জীবের অশেষ দুর্গতি। আজ সম্বতের প্রথম দিনে অনন্যভক্ত শ্রীহনুমানজীর পাদপদ্মসন্নিধানে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা উচিত বৈষ্ণবসঙ্গে শ্রীহরির আরাধনায় যেন আমরা সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত থাকি।"

১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার মুণ্ডেরা বাজার—নিমসরাই কলোনীস্থিত শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ তেওয়ারিজীর গৃহের পরিধি ন্যূন হওয়ায় গৃহসম্মুখস্থ প্রশস্ত রাস্তায় ব্যয়সাধ্য নির্ম্মিত প্যাণ্ডেলে বেলা ১১টায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তথায় ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনও অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে শ্রীতেওয়ারিজীর গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে পদার্পণ করিলে সকলকে ফলমূলাদি প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়, নিবাসস্থানে ফিরিয়া আসিতে বেলা ২টা হয়।

১৯ মার্চ্চ শুক্রবার একটি এ্যাম্বাসাডার, একটি টাটা সোমো ও একটি জীপ গাড়ীতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে প্রয়াগের তীর্থস্থানসমূহ পূর্ব্বাহ্ণ ৮-৪৫ মিঃ-এ দর্শনে বাহির হইয়া ত্রিবেণী (অনেকেই অবগাহন স্নান করেন), দশাশ্বমেধ ঘাট ('শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ' গীতিটি হইলে সকলে প্রাতরাশ গ্রহণ করেন), শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও মন্দির, শ্রীশিবজীর মন্দির ও বেণীমাধব প্রভৃতি দর্শনান্তে তোলারামবাগস্থ শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠে যাইয়া শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাবিনোদকিশোরজীউর মাধ্যাহ্নিক ভোগারতির সময়ে সকলে উপনীত হন। বহু গৃহস্থ ভক্তেরও সমাবেশ হইয়াছিল। প্রাক্ ব্যবস্থানুযায়ী তথায় সমুপস্থিত সাধুগণ ও গৃহস্থ ভক্তগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

২০ মার্চ্চ সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব ব্রহ্মচারিগণসহ শ্রীহনুমৎ নিকেতনের ম্যানেজার শ্রীসচ্চিদানন্দ মিশ্রের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন।

অগ্রিম প্রচারপার্টিসহ শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস পাণ্ডে, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী স্ত্রী পরিজনবর্গসহ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে ও বৈষ্ণবসেবায় আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ ঃ— নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জ গলি-হরিমন্দিরস্থিত শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম মুখ্য সেবক মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীশ্যামসুন্দর দাসাধিকারীর বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ নিউদিল্লী হইয়া চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিকোৎসবে যোগদান স্থির করেন। তদনুসারে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২০ মার্চ্চ শনিবার এলাহাবাদ হইতে প্রয়াগরাজ এক্সপ্রেসে রাত্রি ৯-৩০টায় রওনা হইয়া পরদিন প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে উপনীত হন। নিউদিল্লীর ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন সম্বর্দ্ধনার জন্য। শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিসহ নিউদিল্লী মঠে থাকেন, অন্যান্য সকলে ধর্ম্মশালায় অবস্থান করেন।

শ্রীশ্যামসুন্দর দাস ভক্তগণের অবস্থান-সৌকর্য্যার্থে তাঁহার গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীটি খরিদ করতঃ ত্রিতল পর্য্যন্ত কক্ষাদি সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করেন। উক্ত নবনির্ম্মিত কক্ষাদি উদ্বোধনের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেবের তথায় শুভাগমন। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ বাসভবনের ছাদে সভামণ্ডপে হরিকথা বলেন। বৈষ্ণবগণ হরিসংকীর্ত্তন করেন প্রবল উৎসাহে। গৃহে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। সমবেত নরনারীগণ অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। শ্রীশ্যামসুন্দর দাসের সেবা-প্রচেষ্টায় সকলেই সন্তুষ্ট, তাঁহার যোগ্যতাতেও

ভক্তগণ আস্থাবান্। তাঁহার পিতা শ্রীরামনাথ দাস প্রভু শ্রীল আচার্য্যদেবের গুরুভ্রাতা। শ্রীরামনাথ দাস প্রভু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর হইতেই নিষ্কপটভাবে শ্রীমঠের সেবায় যত্ন করিতেছেন। পুত্র হরিভক্ত হইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবায় আত্মনিয়োগ করায় তাঁহারা পরমোৎসাহিত ও উল্লসিত। শ্রীরামনাথ দাস প্রভুর এবং তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গের বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা-প্রযত্ন খুবই প্রশংসার্হ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর ২০-বি, চণ্ডীগড় ঃ
(অবস্থিতি ঃ ৭ চৈত্র (১৪০৫) ; ২২ মার্চ্চ (১৯৯৯) সোমবার হইতে ১৮ চৈত্র, ২ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত)

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৬ দিন ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২২ মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৭ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে ও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, ওড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত ভক্তের বিরাট সমাবেশ হইয়াছিল। সমাবেশ অধিক হওয়ায় ৩ দিন সংকীর্ত্তনভবনে সভা অনুষ্ঠানের পর সংকীর্ত্তনভবন ও সাধুনিবাসের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নির্ম্মিত বিরাট প্যাণ্ডেলে সভার আয়োজন হয়।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন চণ্ডীগড় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইন্ষ্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স ও রিসার্চ বিভাগের ডিরেক্টর অধ্যাপক শ্রীবি-কে-শর্ম্মা, চণ্ডীগড় করপোরেশনের সিনিয়র ডেপুটী মেয়র শ্রীকানাইলাল শর্ম্মা, চণ্ডীগড়স্থ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর ভি-পি উপাধ্যায় ও মেজর জেনার‍্যাল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ। হরিয়াণার রাজ্যসরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী অধ্যাপক শ্রীগণেশীলাল প্রথম অধিবেশনে, পাঞ্জাব রাজ্যসরকারের আঞ্চলিক ও কর্ম্মে নিয়োগ বিভাগের মন্ত্রী শ্রীবলরামজী দাস টেণ্ডুল এবং চণ্ডীগড় করপোরেশনের মেয়র শ্রীকেবলকৃষ্ণ আডিয়াল চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'ভগবৎপ্রাপ্তিতে সদ্গুরু-ধারণ কি অত্যাবশ্যক ?' 'তস্মাদ্ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ', 'আধুনিক মানবসভ্যতা এবং বাস্তব উন্নতি', 'হরিনামই ভগবানের সর্ব্বোত্তম ভক্তি', 'সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে আলোচ্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ বক্তব্য বিষয়ের উপর দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

৯ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ বুধবার শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণের বার্ষিক প্রকট তিথি কৃত্যের দিন পূজা, মহাভিষেক, মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র প্রসাদ সেবা করেন। মহাভিষেককালে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপা প্রার্থনামুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকিলে ভক্তগণও প্রবল উৎসাহে নৃত্যকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, পূজারী শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সহায়তায় মহাভিষেক সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়।

১২ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা মাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিশাল সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া ২০, ২১, ১৯ সেকটরের মুখ্য রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। এইবার শোভাযাত্রায় এবং উৎসবানুষ্ঠানে লোকসংখ্যা অত্যধিক হইয়াছিল।

২৬ মার্চ্চে শুক্রবার শ্রীরামনবমী তিথি বাসরে

শ্রীমঠে বিশেষ অনুষ্ঠানের অগণিত ভক্ত নরনারীর সমাবেশ হয়। বৈষ্ণবগণের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের প্রতিকৃতিতে পূজা, আরতি বিধান করিলে বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে অগণিত পুরুষ মহিলা ভক্তগণ দুই সারিতে অবস্থান করতঃ পুষ্পাঞ্জলি দেন। পূজা-কালে ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদানকালে পুরুষ মহিলা ভক্ত-গণ সংকীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হন। জম্মুর শ্রীমদন-মোহন দাসাধিকারী (শ্রীমদনলাল গুপ্তা) সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী সাধুগণকে বস্ত্রার্পণ সেবা সম্পাদন করেন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীঅরুণ মিত্তল নূতন ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণাকরতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং পূজনীয় বৈষ্ণবগণের করকমলে অর্পণ করেন। বিবিধানুষ্ঠানকার্য্যে সময় অতিবাহিত ও ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব সময় সমুপস্থিত হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনামুখে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনামুখে ভাষণ দেন। তৎপরে মহাভিষেক-কালে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গান করতঃ শ্রীল আচার্য্য দেব সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে ভক্তগণও তদনুগমনে পরমোল্লাসে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস ব্রতোপবাস থাকায় সকলকে ফলমূল প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

রাত্রিতে প্যাণ্ডেলে সভায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ভগবান্ রামচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনামুখে ভাষণ দেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও পুরীধাম হইতে আগত পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ ঠাকুর, রামায়ণী।

পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ ঠাকুর উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে তুলসীকৃত রামায়ণের পয়ার কীর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা সুমধুর-ভাবে বর্ণন করিলে ভক্তবৃন্দ পরমোল্লসিত হন।

২৯ মার্চ্চ সোমবার ৬৭ মূর্ত্তি পুরুষ ও মহিলা শ্রীহরিনামাশ্রিত ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমস্ত দিন উক্ত সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীদেবকীনন্দন দাস (বড়), শ্রীশালগ্রাম বনচারী, শ্রীরাজারাম বনচারী, শ্রীদ্বারকানাথ বনচারী (শ্রীদেওয়ান সিং নাগপাল), ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপ্রেমজী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী (পূজারী), শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহনদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীমনসারাম), শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীচক্রপাণি ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজ জহর, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী (শ্রীধরমপাল সেখরি), শ্রীকলিরাম দাস, শ্রীগোপাল দাস, শ্রীসজ্জনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবান্তে ২ এপ্রিল পর্য্যন্ত অবস্থান করায় স্থানীয় ভক্তগণের প্রার্থনায় বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে—শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা, শ্রীযশোদানন্দন শর্ম্মা (কন্যা শ্রীমতী নির্দ্দোষ শর্ম্মা), শ্রীসুজিত রায়, এড্‌ভোকেট শ্রীচন্দ্রপ্রকাশ শাপ্রা, শ্রীরামগোপাল বাংশালের বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। The Vedanta
৪৯। The Bhagabat
৫০। Rai Ramananda
৫১। Vaishnavism
৫২। Sree Brahma-Samhita
৫৩। Saranagati
৫৪। Relative Worlds
৫৫। शिक्षाष्टक
৫৬। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৫৭। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৫৮। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৫৯। भजन-गीति
৬০। श्रीचैतन्यभागवत
৬১। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬২। परम तत्व-विचार
৬৩। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৪। साध्य-साधन-तत्व-बिचार
৬৫। मैं कौ हूँ ?
৬৬। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৬৭। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

Pin

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

উনচত্বারিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৮-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬
৯ কেশব, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৯৯ | ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠার পর]

অনাত্মভেদ—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত—এখানে পঞ্চভেদের বিচার আলোচ্য। নিঃশক্তিক ও সশক্তিক—ভগবান্—সশক্তিক। ভগবদ্বস্তুকে মিশ্রবোধ ক'রে যে বিচার-ভ্রান্তিতে ব্রহ্মবিচার, উহাই নিঃশক্তিক বিচার। অপরিবর্ত্তিত শক্তি—অন্তরঙ্গা শক্তি—বৈকুণ্ঠ-বস্তু। আর বহিরঙ্গা শক্তিজাত বস্তু—মায়িক। "মীয়তেঽনয়া ইতি মায়া"। স্বরূপ-নির্ণয় সত্য জ্ঞানকে বিপন্ন করে, তা' হ'তে মুক্ত হ'য়ে যে বিচার, তা'ই স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার। স্বরূপের বিকৃত অবস্থা আমাদের নিত্যত্বের, চেতনত্বের ও আনন্দের ব্যাঘাতকারক। স্বরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্যময়। আর বিরূপের দাস্য—ভগবদ্দাস্য ব্যতীত অন্য চেষ্টাময়। কুকুরের চাকরকে লোকে 'মেথর' বলে। নশ্বর বস্তুর সেবায় আমাদের দিন দিন অমঙ্গল, দরিদ্রের সেবায় আমাদেরও দরিদ্রতা লাভ হয়, অতএব পূর্ণজ্ঞানের—পূর্ণসত্তার—পূর্ণ আনন্দের সেবা করাই মানবের একমাত্র স্বরূপের ধর্ম্ম। পূর্ণজ্ঞানময়, পূর্ণ দয়াময়ের বিচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥*

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

* অতএব বহুজন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ-সাধক, সুদুর্ল্লভ এই অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যে-পর্য্যন্ত এই মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর নিঃশ্রেয়ো-

যে-কোন অবস্থা আমরা পাই, ইন্দ্রত্ব—অমরত্ব সব অবস্থায় প্রভুত্ব চল্‌তে পারে—কোনটা সত্ত্বগুণ, কোনটা রজোগুণ, কোনটা তমোগুণের দ্বারা হ'তে পারে। কিন্তু কতদিন কর্‌তে পার্‌ব ?

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥ (১)
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

যিনি আমাদিগকে জড়ানুভূতিতে রেখে' কাম্য কর্ম্মের উপদেশ করেন, তিনি 'মহাজন' ন'ন। কতক্ষণের জন্য কতদূর কর্ম্মফল লাভ হ'বে ? আমাদিগকে বেশ লাড্ডু দেখিয়ে ইতর বস্তুর সেবায় নিযুক্ত করে। আমরা আর জন্মজন্মান্তর এরূপভাবে সময় নষ্ট কর্‌ব না। মূর্খলোক তাৎকালিক কথায় আবদ্ধ থাকে—পূর্ণচেতনের কথা না শুনা পর্য্যন্ত তা'রা নিজ নিজ ক্ষুদ্র অধিকারের কথায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু পারমার্থিকগণ,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ (২)
(ভাঃ ১১।২১।২)

—এই শ্লোকের বহুমানন করেন।

উচ্চ অধিকারের নিন্দা বা তা'তে উদাসীন হওয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥ (৩)
(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবা করেন, তাঁ'দের বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রোতব্য। সুতরাং বহু জন্ম-জন্মান্তরের পরে মানবজন্ম পেয়ে মানবকে আক্রমণ বা হিংসা করা উচিত নয়। মানবজন্মের একমাত্র সার্থকতা যে হরিভজন, সেই হরিভজনে অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির চেষ্টাদ্বারা যে বাধাপ্রদান, তা'ই মানবের প্রতি অত্যন্ত ক্রূরজাতীয় হিংসা ; ঐ হিংসার মূল্য বেশী নাই। আমাদের চিদচিদ্ বিবেক আছে, তথাপি যদি আমরা পশুভাবের সহিত আমাদিগকে এক মনে করি, তবে আমাদিগকে কেউ প্রশংসা কর্‌বেন না।

অদ্য আলোচনার কথা ছিল—"উপাস্য-বিচার"। যা' ধ্বংসশীল, যা' নিত্য নয়, যা' কেবল চিৎ নয়, তা'র প্রতি আমাদের সেবাবৃত্তি প্রযুক্ত হ'লে আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ব।

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥*
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যিনি অচ্যুত, তাঁ'র সেবাই কর্ত্তব্য। আত্মবিষয়ই লাভের জন্য নিরন্তর যত্নশীল হইবেন ; বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীর শরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থলাভ অন্যদেহে সম্ভবপর নহে।

(১) (নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির দ্বারাই যদি মুক্তি সুলভ্য হয়, তবে বিদ্বদ্‌গণ কর্ম্ম-যোগাদির উপদেশ করেন কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—) ভাগবতধর্ম্ম-তত্ত্ববেত্তা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য-জৈমিনী প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতৃগণের মতি প্রায়ই দৈবী মায়ায় অতিশয় বিমোহিত হওয়ায়, তাঁহারা এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনরূপ পরম ভাগবতধর্ম্ম জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের চিত্ত ঋক্ যজুঃ ও সাম—এই ত্রয়ীর অর্থবাদাদি দ্বারা মনোহরবাক্যেই জড়ীভূত ; তাই, তাঁহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদি-দ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য দর্শপৌর্ণমাসী প্রভৃতি তুচ্ছ অনিত্যফলপ্রদ কর্ম্মযজ্ঞেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সুখসাধ্য অথচ চতুর্ব্বর্গধিক্কারী পরমার্থফলপ্রদ নাম-কীর্ত্তনাদিতে রত হন নাই।

(২) নিজ নিজ অধিকারে অবস্থানই গুণ এবং তাহার বিপর্য্যয়ই দোষ, গুণদোষের এইরূপ নির্দ্ধারণ অবগত হইবে।

(৩) রাগাদিরহিত, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধির অতীত ভগবদ্বস্তু-প্রাপ্ত মদীয় একান্ত ভক্তগণের বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মজন্য পুণ্য বা পাপের সম্ভব হয় না।

* যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুভাবে জলসেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি

আলোচ্য। যদি তা' না হয়, তবে আমাদের অমঙ্গল নিশ্চয়।

মানুষমাত্রেই নিত্যকালই উপাসক—কেবল নিষ্ক্রিয় নহে। উপাসনার বস্তু—চিরস্থায়ী, নিত্য চিন্ময়, নিত্য আনন্দময় কি না জান্‌বার যোগ্যতা আমাদের আছে। আমরা সংশয় নিবৃত্ত কর্‌তে পারি, আমরা নির্ব্বুদ্ধির নিকট পরামর্শ চাই না, পারমার্থিকের নিকট শ্রেয়ঃ চাই।

আগামীকল্য আমরা 'উপাস্য-বিচার' কর্‌বারই ইচ্ছা করি।

শ্রীব্যাসপূজার দ্বিতীয় দিবসে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

আমরা নিদ্রালস্যহত দুর্ব্বল জীব, শরীরের বিকৃবতা উপস্থিত হওয়ায় গতকল্য বিশ্রাম নিয়েছি। কাল আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন ক'র্‌ছিলাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের অজ্ঞানবিধ্বংসী, আলোক-প্রদানকারী ও সর্ব্বতোভাবে আমাদের আত্মমঙ্গলের সাহায্যকারী। সেই গুরুপাদপদ্মের সাহায্য ল'য়ে যদি আমরা আত্মভোগ চরিতার্থ কর্‌বার ইচ্ছা পোষণ করি, তা হ'লে গুরুপাদপদ্মকে ভৃত্যত্বে পরিণত ক'র্‌বারই চেষ্টা হয়। সেইজন্য অপস্বার্থপর অন্যাভিলাষ, কর্ম্মবাদ, নির্ভেদজ্ঞানবাদ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম থাক্‌তে পারেন না; একমাত্র ভক্তি-রাজ্যেই গুরুপাদপদ্ম সেবিত হইতে পারেন। অন্যাভিলাষীর গুরু, কর্ম্মীর গুরু, নির্ভেদজ্ঞানীর গুরু—অনিত্য গুরুমাত্র; তাঁ'দের গুরুত্ব নাই—তাঁ'রা শিষ্যের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানেরই কিঙ্কর। সেতার শিক্ষা, তবলা শিক্ষা প্রভৃতির জন্য যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সামান্য গৌরব প্রদত্ত হয়, তা'তে প্রকৃত গুরুপদ নির্দ্দিষ্ট হয় না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অভক্ত কখনই গুরু হইতে পারে না—"ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ" "সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ"। যিনি পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণবস্তুকে সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ ক'র্‌তে না পেরেছেন, তিনি কিরূপে অপরকে সাহায্য ক'র্‌বেন? তাঁ'র যে সামান্য পুঁজিপাটা, তা' হ'তে একটুকু দিতে গেলেই স্বার্থহানি হয় এবং সঞ্চিত দ্রব্য ক্ষয় হইয়া যায়। মহান্তগুরু-নির্ব্বাচনের একটা প্রধান বিষয়—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান হ'তে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। তদন্তর্ভুক্ত থাক্‌লে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের তাড়নায় আধ্যাত্মিক হ'য়ে পড়্‌ব। আপবর্গিক ধর্ম্মের অপব্যবহারে যে মুক্তিপথে চালিত হ'বার কথা উপস্থিত হয়, তা'তে আমাদিগকে আচ্ছন্ন না করুক।

বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলময় কৃত্য হ'চ্ছে,—এই যে সংসার, এই যে বোকামির হাতে পড়েছি, তা' হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণ-সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সেই বোকামির হাত হ'তে উদ্ধার-লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। সেই গুরু কি অন্যাভিলাষী হ'তে পারেন?—সেই গুরুপাদপদ্ম কি অনিত্য কর্ম্ম-ফলবাধ্য কর্ম্মী জীব হ'তে পারেন?—সেই গুরুদেব কি ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক নির্ভেদজ্ঞানী হ'তে পারেন? —সেই গুরু কি অভক্ত, অনিত্য যোগী হ'তে পারেন? সমগ্র ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তি-বিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ গুরু হ'তে পারেন?

(ক্রমশঃ)

সকলেই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে, যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা-দ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে। (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ আরাধনার অপেক্ষা করে না)।

ভক্ত ও ভগবানের লীলা প্রাকৃতবুদ্ধির অগম্যা

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীশচীদেবীর গঙ্গাস্নান

ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই অধোক্ষজ—প্রাকৃত-বিদ্যাবুদ্ধির অতীত ; সুতরাং তাঁহাদের জগন্মঙ্গলময় কার্য্য বা লীলা যে বদ্ধজীবগণের প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের বোধগম্য হইবে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এ-সকল বিষয় আমাদের বোধগম্য না হইলেও আমাদের গুরুবর্গ তত্তল্লীলার কথা উপলব্ধি করিয়া বিচারমুখে যেভাবে সংশয় নিরশন করিয়াছেন তাহাই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবামুখে অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়। শ্রীশচীদেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা—সচ্চিদানন্দরূপিণী ; প্রাকৃতের কোন গন্ধই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি মায়াতীত—শুধু মায়াতীত কেন, মায়াধীশ কৃষ্ণের—গৌরের পালিকা—বাৎসল্যরসমগ্না পুত্রস্নেহসিক্তা কৃষ্ণজননী যশোদার অভিন্নবিগ্রহ ; তাই এই শুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ শ্রীভগবানের আবির্ভাব। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সচ্চিদানন্দময় তনু ; সুতরাং কর্ম্মফলবাধ্য প্রাকৃত জীবের বিচারে সন্তান জন্মিবার পর সন্তান ও তৎপ্রসূতির মধ্যে যেরূপ অপবিত্রতা বা অশৌচাদি বিচার এবং গঙ্গা-স্নানাদি দ্বারা অপবিত্রতা-দূরীকরণের যে চেষ্টা হয়, সেইরূপ বিচার শ্রীশচীদেবী বা গৌরসুন্দরে আরোপ করিলে মহাপরাধ হইবে। সেবা-বিমুখ জীব শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত বাৎসল্য-সেবাপর অচিন্ত্য আচরণ দর্শনে (?) এরূপ অপরাধময় চিন্তাবর্ত্তে পতিত হইয়া নাস্তিকতা বা প্রাকৃতসাহজিকতা-রূপ অতলজলধি-জলে প্রাণ হারাইবে। সেবোন্মুখ-চিত্তেই শ্রীশচীদেবীর বা অন্যান্য আশ্রয়াবলম্বনগণের এইসব চেষ্টা ভগবৎ-সেবা-তৎপরতা-রূপেই উপলব্ধি হইবে।

শ্রীগৌর-ভগবানের আবির্ভাব-সংবাদ শ্রবণ করিয়া নর-নারী-দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সকলেই গৌরসুন্দরের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীগঙ্গাদেবী দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিতচিত্তে শ্রীযোগপীঠের পাদদেশে প্রবাহিনীরূপে পরম ব্যাকুলা হইয়া বর্ত্তমান আছেন। তাই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা আর্য্যা শ্রীশচীদেবী নারীগণ-পরিবৃতা হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবীকে দর্শন দান-পূর্ব্বক সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য তৎসমীপে উপনীতা হইলেন। শ্রীগঙ্গাদেবীও আর্য্যার সেবা-সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই প্রভু তাঁহার শরীরে বাল্যচাপল্যছলে সখাগণসঙ্গে বিবিধ লীলা-বিলাস করিবেন, ইহাও ইঙ্গিতে বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন। শ্রীশচীদেবীকে সেবা করিবার ফলে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাফলে অচিরকালেই ভগবৎ-সেবা লাভ হয়, তাহাও জগতে প্রচার করিলেন। অতএব প্রাকৃত বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কেহ যেন নিত্যপবিত্রা শুদ্ধসত্ত্ববিশিষ্টা শ্রীশচীদেবীর গঙ্গাস্নানাদি ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে অপবিত্রতা দূরীকরণের চেষ্টা-বিশেষ বলিয়া মনে না করেন ; পরন্তু শ্রীশচীদেবী গঙ্গাস্নানাভিনয়মুখে গঙ্গাকে সেবা-সুযোগ দিবার জন্যই গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন, এই সৎসিদ্ধান্ত সকলেই উপনীত হইয়া যেন সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়-ভগবান্ শ্রীশচীদেবীর মাহাত্ম্য উপলব্ধিমুখে তৎকৃপা লাভাশায় উৎকণ্ঠিত হ'ন এবং এই শচীদেবীর কৃপা ব্যতীত গৌরকৃপা-লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব জানিয়া আশ্রয়জাতীয়, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণপালক, কৃষ্ণরক্ষক, কৃষ্ণানন্দাবর্দ্ধক, কৃষ্ণৈক-সর্ব্বস্ব, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, কৃষ্ণগতপ্রাণ, অন্তরে বাহিরে সতত সর্ব্বত্র কৃষ্ণোপলব্ধি-বিশিষ্ট, জীব-দুঃখদুঃখী, জীবের একমাত্র আশ্রয়, কৃষ্ণবসতি ও কৃষ্ণের নয়নতারা-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কলিমল-বিধ্বংসিনী অমন্দোদয়দয়া-প্রকাশিনী কৃষ্ণপাদপদ্ম-প্রদায়িনী আত্মোদ্বোধনী, পরমানন্দময়ী সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহার নিত্যসঙ্গী হইবার আশা যেন হৃদয়ে পোষণ করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এসকল কথা যখন নরবুদ্ধির দ্বারা মীমাংসিত হয় না তখন অন্ধগণ কর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় এতদ্বিষয়ে বৃথা তর্ক করা পণ্ডশ্রম নহে কি ? কোন প্রকারে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া সেই পরমপুরুষের অনুগত থাকিলে—কৃষ্ণপ্রেরিত মহামহাবদান্যাবতার, দয়ার সাগর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে জীবনযাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে তাঁহার

কৃপাবলেই যখন অনায়াসে এসমস্ত বিষয় নিশ্চয়ই অবগত হওয়া যাইবে, তখন বৃথা সময় নষ্ট করিয়া বা সংশয়চিত্ত হইয়া লাভ কি ? তাই বলি, কোমল-শ্রদ্ধ মহোদয়েরা ভগবৎকৃপাবলে, সাধুসঙ্গাশ্রয়ে ও ভক্তিতত্ত্বপ্রভাবে উত্তমাধিকারী হইবার জন্য বিশুদ্ধ-সত্ত্বকে আশ্রয় করুন। আর মধ্যমাধিকারী মহাত্মা-গণও সংশয় ও তর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক জ্ঞানালোচনা সমাপ্ত করিয়া শুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। তবে আমরা কাহাকেও অন্ধ-কারে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বা অবস্তুকে বস্তু বলিয়া —মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে উপদেশ দিতেছি না। তাঁহাবা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-সহকারে সাধুমুখে সৎ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া নিষ্কপটে তাহার বিচার করুন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই সত্বরেই সত্যালোকে উদ্ভাসিত হইবার সুবর্ণ সুযোগ পাইবেন এবং তৎফলে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া হৃদয়ে স্থান লাভ করিবে এবং তখন তাঁহারা নিঃসংশয়ে হরিভজনের সুযোগ পাইবেন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজা

ষষ্ঠী গ্রাম্যদেবতাবিশেষ। সন্তানের অল্পায়ুঃ নিবারণোদ্দেশে উহার ষষ্টিবর্ষব্যাপী পরমায়ু ইচ্ছা-মূলে প্রাকৃত জনকজননীগণ ষষ্ঠীনাম্নী একটী দেবী কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকেন। অশ্বত্থ বটবৃক্ষাদির নিম্নপ্রদেশে মার্জ্জারোপরি আসীনা, সন্তানক্রোড়ীকৃতা দেবী 'ষষ্ঠী' নামে খ্যাতা। ষষ্ঠী প্রভৃতি অধিকারী দেবতাগণের পূজা গ্রাম্যাচারসঙ্গত। নির্ব্বিশেষ-বিচারে এই সকল সগুণ বহ্বীশ্বরবাদ, কিন্তু ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্তের বিচারে সকল দেবীই বিষ্ণু-দাস। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীশচীদেবী মূর্ত্তিমতী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী হইয়াও কি জন্যই বা প্রাকৃত জনের ন্যায় ঐরূপ গ্রাম্যদেবতার পূজাদি চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন ?

সেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে এই প্রশ্নের সুষ্ঠু মীমাংসা হইতে পারে। ভক্ত ও অভক্ত, অপ্রাকৃত হরিজন ও প্রাকৃত মায়িক জনের আচরণ বাহ্য আকারে দেখিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তরনিষ্ঠার আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। বস্তু একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান, সেই অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি সেবাচেষ্টারূপা বৃত্তিও একটী। আসক্তিরূপা বৃত্তিটী যখন প্রাকৃত বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা কাম। আবার সেই আসক্তিই যখন হরি বা হরিভজনে নিযুক্ত হয়, তখন সেটী ভক্তি বা প্রেম। ভৃত্যের প্রভুর প্রতি আনুরক্তি, বন্ধুর প্রতি প্রীতি, মাতাপিতার সন্তানের প্রতি স্নেহবিহ্বলতা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের আসক্তি যখন অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে আবদ্ধ থাকে, তখন তাহা কাম; আর যখন সেইগুলি অবিকৃত শুদ্ধস্বরূপে, অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্‌বস্তুতে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহা 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়।

শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজার অভিনয় তাঁহার বাৎ-সল্যরসবারিধির পূর্ণেন্দু গৌরশশধরেরই পূজা। প্রাকৃতজননীগণ সন্তান-স্নেহাসক্তা হইয়া যেরূপ সন্তা-নের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠী প্রভৃতি ইতর দেবতাপূজায় নিযুক্তা হন কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে তত্তৎ জননীগণের ঐরূপ ষষ্ঠীপূজাদির চেষ্টার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ষষ্ঠীর পূজা না হইয়া সন্তানপূজাই হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেইরূপ পূজায় ষষ্ঠী দেবীর সুখকামনার পরিবর্ত্তে সন্তানের সহিত নিজ সুখকামনাই লক্ষীভূত বস্তু হয়। ষষ্ঠীদেবীকে সন্তুষ্ট করা কেবল গৌণ অভিপ্রায় মাত্র এবং সেই অভিপ্রায়মূলেও মুখ্যভাবে নিজ সন্তানের প্রীতির আসক্তির পরিচয় দৃষ্ট হয়—এককথায় প্রাকৃত জননী যেরূপ ষষ্ঠীপূজা কিম্বা নানা দেবতার নিকট সন্তানের মঙ্গলের জন্য 'মানসিক' প্রভৃতি করিয়া তত্তৎ-দেবতাপূজার পরিবর্ত্তে স্বস্ব স্নেহের আলম্বন পুত্রকন্যাদিরই পূজা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ শ্রীশচীদেবীও পুত্রস্নেহাসক্ত হইয়া পুত্রের মঙ্গলকাম-নায় যে ষষ্ঠীপূজাদির অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাৎসল্যরসের অদ্বিতীয় আলম্বন গৌরগোপালেরই পূজা। প্রাকৃতজননী হরিবিমুখ, সুতরাং তাঁহার উপর বিমুখবিমোহিনী মহামায়ার প্রভাব আর শ্রীশচীদেবী নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যরসের মুখ্য আলম্বনস্বরূপা, গৌরসুন্দর তাঁহার নিত্য পুত্র, শচী-দেবী গৌরগোপালের নিত্য মাতা, গৌরহরির প্রতি

তাঁহার সহজ প্রীতি। তিনি নিত্য ভগবদুন্মুখ, সুতরাং তাঁহার উপর জড়মায়ার প্রভাব নাই। একমাত্র বাৎসল্যরস-পরিপুষ্টির জন্য চিচ্ছক্তি যোগমায়া কিম্বা সহজ প্রেমই অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসের মূল আশ্রয়ালম্বন শ্রীশচীদেবীর চতুর্দ্দশলোকপরি গৌরভগবানেও সাধারণ বালকবুদ্ধির উদয় করিয়া থাকে এবং সেইরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরহিত শুদ্ধ প্রেমের স্বভাববশতঃ শ্রীশচীদেবী পুত্রের জন্য প্রাকৃত লোকচেষ্টার ন্যায় প্রতীয়মান নানা প্রকার অধ্যবসায়ে নিযুক্তা হন। তাঁহার পূজা ষষ্ঠীপূজা নহে, পরন্তু পূজার অভিনয়ে কৃপাপূর্ব্বক নিজপুত্র ভগবান্ গৌরের সেবাসুযোগদান। যদি এইরূপ ব্যাপার না হইত তাহা হইলে বাৎসল্যরস পরিপোষণরূপ চিদ্বিলাসবৈচিত্র্য সংঘটিত হইবার পরিবর্ত্তে ভোগিকুলের প্রাকৃত-বিলাস-চেষ্টা কিম্বা প্রচ্ছন্ন-ভোগী কৃষ্ণ-পরিত্যাগিকুলের নির্ব্বিশেষভাবের আবাহন হইত মাত্র। অতএব শ্রীশচীদেবীর ষষ্ঠীপূজাদি দর্শন করিয়া প্রাকৃত কর্ম্মী ও জ্ঞানিকুল যে বিচারে উপনীত হন তাহা হইতে সেবোন্মুখ ভক্তগণের বাস্তব বিচার সম্পূর্ণ পৃথক্। ভোগী কর্ম্মিকুল মনে করেন শ্রীশচীদেবী আমাদেরই ন্যায় যখন পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইয়া ইতরদেবতা পূজা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্য করিয়াছেন তখন আমরাই বা কেন না সেই আদর্শ গ্রহণ করিব, ভগবানের জননী যখন নিত্য বাস্তব পুত্রের মোহে মুগ্ধ হইবার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন তখন হাড়মাংসের থলির জনকজননীসূত্রে কেনই বা না আমরা পুত্ররূপী রক্তমাংস চাম্ড়ায় আবদ্ধ হইয়া নিরয়বর্ত্মের পথিক হইবার যত্ন না করিব? সেবা-বিমুখ হইলে জীবের কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তির প্রতি এইরূপ ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। কিন্তু তাহাতে ফলকালে আত্মবঞ্চনাই লাভ হইয়া থাকে। এই ত' গেল কর্ম্মিকুলের কথা। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানবাদিগণ বিচার করেন, যখন নন্দ যশোদা, বসুদেব-দেবকী বা পুরন্দর শচী প্রভৃতির কৃষ্ণ বা গৌরের প্রতি প্রাকৃত জনকজননীর ন্যায় আচরণ দৃষ্ট হয়, তখন কৃষ্ণ বা গৌর তাঁহাদের নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্ম হইতে অনেকাংশে ন্যূন। এইরূপ ভগবানে আর এক প্রকার ভোগবুদ্ধি লইয়া বিচারের ফলে তাঁহারা ভগবানের জন্ম-কর্ম্মকে শ্রুতিস্মৃতির বাক্যানুসারে দ্বিধা অর্থাৎ অপ্রাকৃত জানিবার পরিবর্ত্তে ভগবান্‌কে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার এবং ভগবল্লীলাকে অনিত্য ও ব্যবহারিক কর্ম্মাদির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া অমুক্ত এবং চির অনর্থসাগরে ভাসমান থাকিয়াও বৃথা 'মুক্ত' অভিমানে আত্মবঞ্চনা ফল লাভ করেন।

ভগবল্লীলা-বিস্তার দ্বারা জগতে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়; হরিলীলাচন্দ্রিকায় একদিকে যেমন ভক্তচিত্তকুমুদবিকাশিনী, অপর দিকে তেমনই ভোগবুদ্ধিপরায়ণ প্রাকৃত সাহজিকগণের নিকট বঞ্চনাকারিণী এবং নির্ব্বিশেষ-বিচার-পরায়ণ অদৈব সংঘের পক্ষে তাহাদের বুদ্ধিবিভ্রান্তকারিণী অর্থাৎ ভগবল্লীলা ভক্ত-সুরতোষণী এবং অভক্ত-অসুরবিমোহিনী।
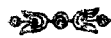
জীবতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭১ পৃষ্ঠার পর]

এই স্মৃতিতে যে 'ক্ষোভ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, এই প্রযুক্ত 'ক্ষোভ' শব্দ শক্তিবিক্ষেপেরই নামান্তর কেবল পর্য্যায় শব্দদ্বারাই নহে, স্মৃতি সাক্ষাদ্ভাবে শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম প্রতিপাদন করিয়াছেন। মোক্ষধর্ম্মে ভীষ্ম বলিয়াছেন যে—

"প্রসার্য্য চ যথাঙ্গানি কুর্ম্মঃ সংহরতে পুনঃ।
তদ্বদ্ভূতানি ভূতাত্মা সৃষ্টানি প্রসতে পুনঃ॥"

ইতি ভারতে।" কূর্ম্ম যেমন স্বীয় অঙ্গসমূহ প্রসারিত করিয়া পুনর্ব্বার নিজের মধ্যেই উপসংহরণ করিয়া থাকে; এইরূপ ভূতাত্মা স্বসৃষ্ট বস্তুকে নিজের মধ্যেই পুনঃ পুনঃ উপসংহরণ করিয়া থাকেন। এজন্য শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামবাদপক্ষই সিদ্ধান্ত; কিন্তু স্বরূপপরিণামবাদ সিদ্ধান্ত নহে। এজন্য স্বরূপপরিণামবাদ যে সমস্ত দোষ পূর্ব্বপক্ষিগণ প্রদর্শন

করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্তপক্ষে সঙ্গত হইবে না।

স্বরূপ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের বিকার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রেরও বাধা হইবে। আর ইহাই সূত্রকার বলিয়াছেন যে—"কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব শব্দ কোপো বা।"—ব্রঃ সূঃ ২।১।২৬। এই বেদান্তসূত্রের অভিপ্রায় এই যে—স্বরূপ পরিণামবাদ স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা এই যে—ব্রহ্ম কি সমগ্রভাবে জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকেন? অথবা ব্রহ্মের একদেশ জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে? ইহার প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে, কারণ সমগ্র ব্রহ্মই কার্য্যাকারে পরিণত হইলে মুক্ত পুরুষগম্য ব্রহ্মের অভাবই হইয়া পড়িবে। বিকারী ব্রহ্ম মুক্তপুরুষের গম্য নহে। সমগ্র ব্রহ্ম বিকাররূপ হইলে বিকার অনিত্য বলিয়া ব্রহ্মের অনিত্যত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে ব্রহ্মের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত শ্রুতির ব্যাঘাত হইবে। "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতম্" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মের নিত্যত্বপ্রতিপাদক। আরও কথা এই যে সমগ্র ব্রহ্ম বিকারভাব প্রাপ্ত হইলে জগদাকারে পরিণতি ব্রহ্মসকলেরই প্রত্যক্ষের (দৃশ্য) বিষয় বলিয়া ব্রহ্মপ্রত্যক্ষদ্বারা সকলেরই 'মুক্তি' হইবে। জগদাকারে পরিণত ব্রহ্মের প্রত্যক্ষের জন্য আর পৃথক্ শম, দমাদি এবং শ্রবণ, মনন আর নিদিধ্যাসন প্রভৃতি বেদান্তের সাধন উপদেশ ব্যর্থ হইবে এবং সাধনের অপেক্ষা থাকিবে না। সুতরাং মোক্ষসাধন, মোক্ষসাধনোপদেশ শাস্ত্র ও সাধনের উপদেষ্টা গুরুরও সর্ব্বথা আনর্থক্য প্রসঙ্গ হইবে? সুতরাং জগদাকারে পরিণত ব্রহ্ম সকলেরই অনায়াস প্রতীক্ষগম্য বলিয়া মোক্ষশাস্ত্রই নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

"বিকারাপন্নস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণো জগদাকারতয়া প্রত্যক্ষগোচরত্বেন সর্ব্বেষামপি প্রাপ্তত্বাৎ সর্ব্বমোক্ষপ্রসঙ্গাৎ সাধনানাং তদুপদেশ শাস্ত্রাণাং তদুপদেষ্টানাং চানর্থক্যাচ্চ।" যদি বলা যায়—সমগ্র ব্রহ্ম বিকারভাব প্রাপ্ত না হইলেও ব্রহ্মের একদেশ বিকারভাব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ বলাও সঙ্গত নহে। ব্রহ্মের দেশ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সাবয়বত্বাপত্তি হইবে। আর তাহাতে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির বাধা হইবে। স্বরূপ বা (বস্তু) পরিণামবাদে এই সমস্ত দোষ অপরিহার্য্য হইলেও সিদ্ধান্তে এই সমস্ত দোষ হইবে না। কারণ বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে স্বরূপপরিণাম স্বীকার করা হয় নাই; কিন্তু শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণামই বেদান্তে স্বীকার করা হইয়াছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—দ্বিবিধ পরিণাম প্রদর্শন করা হইয়াছে—স্বরূপপরিণাম ও শক্তিবিক্ষেপপরিণাম। ইহার প্রথম পক্ষটি ভগবদ্ভাস্করের সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় পক্ষটি সিদ্ধান্তিগণের (বৈষ্ণবগণের) সম্মত। আর ইহাতে নিরবয়ব ব্রহ্মের পরিণাম কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে! ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষিগণের আপত্তিও নিরস্ত হইল। স্বরূপ পরিণামবাদ স্বীকার করিলেই প্রদর্শিত আপত্তিগুলি হইবে। এই সকল আপত্তি পরিহারের জন্যই শক্তিবিক্ষেপরূপ পরিণাম স্বীকার করা হইয়াছে। শিরোদ্ধৃত সিদ্ধান্তগুলি পরপক্ষ-গিরিব্রজকারের সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্রুতেস্তু শব্দমূলাৎ।" —ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭

পূর্ব্বপক্ষিগণ যে দোষ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্তপক্ষে প্রয়োগ হইতে পারে না; কেননা উহা শ্রুতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে প্রকার ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির বর্ণন করিয়াছেন, সেইপ্রকার নির্ব্বিকাররূপে ব্রহ্মের স্থিতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। "সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাতম যোনির্জ্ঞঃ কালকরো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।" শ্বেঃ ৬।১৬, "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" ঐ ৬।১৯, এই সমস্ত শ্রুতি-প্রমাণ হইতে ইহা স্বীকার করা ঠিক যে পরব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেও নির্ব্বিকার রূপেই নিত্য স্থিত আছেন। তিনি অবয়বরহিত এবং নিষ্ক্রিয় হইলেও অভিন্ননিমিত্তোপাদান কারণ, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পক্ষে কোন কার্য্য অসম্ভব নহে। ব্রহ্ম মন-ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অতীত, ইন্দ্রিয়ের অবিষয়। তাঁহার সিদ্ধি করা তর্ক এবং যুক্তিতে হয় না তাঁহার জন্য বেদই সর্ব্বোপরি নির্ভ্রান্ত প্রমাণ। বেদান্তে তাঁহার স্বরূপ যেরূপ নির্ণয় করিয়াছেন; সেইরূপই স্বীকার করা উচিৎ। বেদ তাঁহাকে পরব্রহ্মকে অবয়বরহিত বলার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাও বলিয়াছেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে জগতের আকারে পরিণত হন না। এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের

একপাদ স্থিতি বিভূতি মাত্র। শেষ অমৃতস্বরূপ ত্রিপাদ বিভূতি পরমধামে অবস্থিত। যথা—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥"

—সামবেদিয় ছাঃ ৩।১২।৬

এইরূপ শ্রুতিই স্পষ্ট শব্দে বর্ণন করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মকে জগতের কারণ স্বীকার করিতে দ্বিবিধই দোষ প্রাপ্ত হয় না। এই বাক্য সম্বন্ধে যুক্তিতেও দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত করিতেছে—"আত্মনি চেবং বিচিত্রাশ্চ হি।" —ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮

ঈশ্বরের বিভূতি এইরূপ অর্থাৎ কল্পদ্রুমাদির ন্যায় অচিন্তনীয় শক্তি হইতে হস্তী, অশ্ব, উত্তমান্ন প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই শব্দ হইতে লোক সেই কথা মানিয়া বিশ্বাস করে সেইরূপ। 'আত্মনি চ' —পরমেশ্বরও অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর অচিন্তনীয় শক্তি সিদ্ধ, 'বিচিত্রাশ্চ হি'—দেব, নর, তির্য্যক্ প্রভৃতি প্রাণীসমূহ সৃষ্ট হয়, ইহাও শব্দ হইতে বিশ্বাস্য।

পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্মের বিষয়ে কেবল শ্রুতিপ্রমাণেরই বলিয়াছে, তাহার বিচার করিলেপর যুক্তিতেও ইহা বাক্য বুঝা যায় যে অবয়বরহিত পরব্রহ্ম এই বিচিত্র জগতের উৎপন্ন হওয়া অসঙ্গত নহে, কেননা মহর্ষি যোগিগণও স্বয়ং নিজ স্বরূপে অবিকৃতভাবে থাকিয়াও অনেকপ্রকারের বিচিত্র রচনা করা দেখা বা শুনা যায়। যেমন মহর্ষি বিশ্বামিত্র, চ্যবন, সৌভরি, বশিষ্ঠ, কর্দ্দম ঋষি, নন্দিনী কামধেনু, কল্পবৃক্ষ প্রভৃতি অদ্ভুত জড়-চৈতন্য সৃষ্টি রচনা শক্তির বর্ণন ইতিহাস পুরাণ সমূহে স্থানে স্থানে দেখিতে পাই। যখন ঋষি মুনি আদি বিশিষ্ট জীবকোটিকার লোকগণও নিজ-স্বরূপে অবিকৃত (অপ্রচ্যুত স্বরূপে) থাকিয়া প্রাসাদ, পুষ্পোদ্যান, সরোবর, নানাপ্রকারের জীব-জন্তু প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টি নির্ম্মাণে সমর্থ হইতে পারেন, তখন অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম-জগৎ প্রভৃতি সৃষ্টি তো আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? বিষ্ণুপুরাণে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে এই বাক্যের বহুত পরিস্কারভাবে জানা যায়।

"নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মনোঽভ্যুপগম্যতে ॥"

—বিঃ পুঃ ১।৩।১

মৈত্রেয় ঋষি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে মুনে! ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বঃ, রজঃ, ও তমোগুণের অতীত। তিনি অপ্রমেয়—দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তিনি-নিরাবয়ব এবং তিনি অমলাত্ম-পাপ-পূন্য প্রভৃতি অতীত শুদ্ধ; অতএব তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? শ্রীপরাশর মুনি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা।
যতোঽযতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥"

—বিঃ পুঃ ১।৩।২-৩

হে মৈত্রেয় তপোধন! সমস্ত ভাবপদার্থগুলির শক্তিসমূহ অচিন্ত্য জ্ঞানের বিষয়, সাধারণ মনুষ্য তাহাকে জানিতে পারে না, অগ্নির উষ্ণতা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মেরও সর্গাদি রচনারূপ শক্তিসমূহ স্বাভাবিক। অর্থাৎ এই জগতে যখন মনিমন্ত্রোষধি প্রভৃতির শক্তিই অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগোচর, তখন পাবকের উষ্ণতার ন্যায় সেই সর্ব্বশক্তিমান পরব্রহ্মের সৃষ্টি যে অচিন্ত্য ও বুদ্ধির অগম্য হইবে, তাহার আশ্চর্য কি?

"সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"—ব্রঃ সূঃ ২।১।৩০ এই বেদান্ত সূত্রে শ্রীবেদব্যাস বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম পরমাত্মা সমস্ত শক্তি সম্পন্ন তাহা দেখা যায়। এবম্প্রকার বাক্য বেদেও স্থানে স্থানে বলিয়াছেন, যেমন—"সত্য-সংকল্প, আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ"। সাম-বেদীয় ছাঃ ৩।১৪।২, অর্থাৎ পরব্রহ্ম সত্যসংকল্প, আকাশস্বরূপ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। "নিজ শক্তি জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ারূপ নানাপ্রকারের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের দ্বারা মুক্ত।" (শ্বেঃ ৬।৮)। জগতের কারণ অনুসন্ধানকারী ঋষিগণ দ্বারা তাঁহার পরমাত্মদেবের আত্মভূতা শক্তির দর্শন করিয়াছেন। (শ্বেঃ ১।১৩) এই প্রকারে পরব্রহ্মের শক্তিসমূহের পরিচয় প্রদান বাক্য শ্রুতিসমূহে পাওয়া যায়। যাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাঁহার অনেক বিচিত্র জগতের উৎপন্ন হওয়া অযুক্ত নহে।

উপরি উক্ত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে নিঃশক্তিবাদী শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার পূর্ব্বক

বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—"একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্র-শক্তি যোগাদুপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চ ইত্যুক্তম, তৎপুনঃ কথমবগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্মেতি তদুচ্যতে—সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। সর্ব্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতেত্যভ্যুপগন্তব্যম্। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ। তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্ব্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়া—' "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ"। ছাঃ ৩।১৪।৪, ইত্যাদি—

পরতত্ত্বকে নিঃশক্তিক বা নির্ব্বিশেষ বলিলে সর্ব্ব-শক্তিমানের পূর্ণতার হানি হয়। এজন্য শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী প্রভু সশক্তিক পরতত্ত্বকেই 'পরব্রহ্ম' বলেন। শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বলিয়াছেন—

"বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি—শ্রীভগবান্।
ষড়্বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে সম্বন্ধ॥
তারে নির্ব্বিশেষ কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।১৩৮-৪০

যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও যাঁহাতে অপরকে বৃহৎ করিবার স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি আছে, তিনিই 'ব্রহ্ম'। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেঃ। বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ সদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চাত্রাপি শক্তিমত্ত্বেন ব্রহ্মশব্দস্য পরমেশ্বর বাচকত্বাৎ।" ক্রমসন্দর্ভ ১।১।১ অনু; অদ্বয়-তত্ত্বের সচ্চিদানন্দতা হেতু শক্তিও অদ্বিতীয়া, সচ্চিদানন্দাত্মিকা সেই শক্তিরই ত্রিবিধ বৈচিত্র্য—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হলাদিনী। শক্তির ক্রিয়ায় ব্রহ্মের সবিশেষত্ব। "তাবদেকস্যৈব তত্ত্বস্য সচ্চিদানন্দত্বাচ্ছক্তি-রূপ্যকা ত্রিধা ভিদ্যতে।" তদুত্তরং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ—"হলাদিনী সংবিত্তথ্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।" (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১০২) ব্রহ্মের শক্তিসমূহের দুই প্রকারের স্থিতি—কেবলমাত্র শক্তিরূপে অমর্ত্ত ও শক্তি অধিষ্ঠাত্রীরূপে মূর্ত্ত। শ্রীভগবদ্ধাম ও শ্রীভগবৎ-পরিকরসমূহ স্বরূপশক্তির বৃত্তি। অমূর্ত্ত—শক্তিরূপে শক্তিসমূহ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, আর মূর্ত্ত—অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাঁহারা শ্রীভগবৎ পরিকররূপে প্রকট থাকেন। "অমূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিঃ তদধিষ্ঠাত্রীরূপত্বেন মূর্ত্তনাং তু। তত্তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্ব-মপি জ্ঞেয়মিতি দিক্।" শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ১০২ অনুঃ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি হলাদিনী পরতত্ত্বে অবস্থান করেন। পরতত্ত্ব যখন রসাস্বাদনের নিমিত্ত—সেই হলাদিনীশক্তির সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে তাঁহারই শক্ত্যাংশ-স্বরূপ ভক্তগণের হৃদয়ে সঞ্চার করেন, তখন সেই বৃত্তি কৃষ্ণ প্রীতিরূপে বৈচিত্রী ধারণ করিয়া পরমাস্বাদন চমৎকারিতা লাভ করেন। "তস্যা হলাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিনিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমাণা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যতিশয়ং ভজত ইতি।" (প্রীতিসন্দর্ভ ৬৫ অনুঃ)

ভক্তি-ভক্ত-কোটিতে প্রবিষ্ট, ভক্ত ও ভগবান্‌কে বিগলিত করিবার জন্য ভগবচ্ছক্তি বিশেষ। "ভক্তির্হি ভক্তকোটিপ্রবিষ্ট তদার্দ্রীভবয়িতৃ তচ্ছক্তিবিশেষঃ।" প্রীতিসন্দর্ভ ১৮০। অতএব কি সম্বন্ধিতত্ত্ব, কি অভিধেয়তত্ত্ব, কি প্রয়োজন-তত্ত্ব—সর্ব্বত্রই শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দাত্মিকা স্বরূপশক্তির বৈচিত্রী ও বিলাস স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ মতে সম্বন্ধি-তত্ত্ব এক—অদ্বিতীয়া। তিনি উপাসকের প্রীতি-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ প্রতীতে আবির্ভূত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব অর্থাৎ দ্বিতীয়-হীন একমাত্র স্বয়ংসিদ্ধ-তত্ত্ব। তিনি 'অদ্বয়' বলিয়া সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদশূন্য অর্থাৎ পরতত্ত্বের দেহ-দেহী, প্রকাশ, বিলাস, বৈভবের মধ্যে জড়ীয় ভেদ নাই; কারণ—তাহা স্বরূপ-শক্তির দ্বারা সংঘটিত; প্রকাশ বিলাসাদির মধ্যে কেবল শক্তি-প্রকাশের তারতম্য লীলা বৈচিত্র্য আছে। সেই অদ্বয় তত্ত্বের প্রাপ্তির উপায় বা অভিধেয়ও এক অদ্বিতীয়। তাহাই ভক্তকোটিতে প্রবিষ্ট স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি 'ভক্তি' নামে খ্যাত। সুতরাং ভক্তিও ভগবচ্ছক্তি। ভক্তি-বিশেষই পরমাত্মানুশীলন বা 'যোগ' নামে কথিত। ভক্তি হইতে জ্ঞানকে পৃথক্ করিবার প্রচেষ্টা করিলে অর্থাৎ "জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগ সমন্বিতম্।" ভাঃ ১৫।৩৫, এই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন

না করিয়া জ্ঞানকে স্বতন্ত্র অভিধেয় বলিয়া বিচার করিলে তাহাতে ক্লেশমাত্র সার হয়। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রহ্ম, পরমাত্মার আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণভক্তিও সেই-রূপ জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগের আশ্রয়। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী মতে প্রয়োজনতত্ত্বও এক অদ্বিতীয় "কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্" অর্থাৎ কেবলপ্রীতি বা বিমুক্তিই প্রয়োজন। তদন্তর্গতই যোগীর কৈবল্য ও জ্ঞানীর মুক্তি। কৈবল্য ও মুক্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রচেষ্টা করিলে তাহা 'কৈতব' বলিয়া নিন্দিত হয়। শিরোদ্ধৃত বাক্যগুলি—অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের। সুতরাং গৌড়ীয় শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ শক্তিতত্ত্বকে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতি যুক্তিবলে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণও শক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব দর্শনের ক্রম-বিকশিত শক্তিবাদে দেখিতে পাই, শক্তি বা দেবী 'শ্রী' বা লক্ষ্মীরূপেই প্রথমে বৈষ্ণব দর্শনে আত্ম-প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালের তন্ত্র, পুরাণাদিতে যেমন ঋগ্বেদীয় শ্রীসূক্তের মধ্যেই বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুশক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীর প্রকাশ বর্ণিত দেখা যায়।

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে এইরূপ বাসুদেব সর্ব্বশক্তিমান্ হইতেই শক্তিপ্রকাশ দেখিতে পাই যে, পরমব্রহ্ম বাসুদেব সর্ব্বপ্রথমে সৎ-স্বরূপে আত্ম-একই ছিলেন; সেই যে একাত্ম সৎ-রূপ ইহা তাঁহার সৎ-রূপও বটে, সৎ-রূপ এই জন্য যে ইহার অভ্যন্তরে সর্ব্বসত্তা সমস্ত শক্তিসমূহ নিহিত আছে, অসৎ-রূপ এইজন্য যে সৃষ্টি প্রপঞ্চরূপে এখানে নাই। এই পরব্রহ্ম প্রথমে নিজকে ঈক্ষণ বা দর্শন করিলেন; এই ঈক্ষণ হইতেই সৃষ্টির ইচ্ছা। এখানেই দেখিতে পাই; স্বরূপশক্তির অভিব্যক্তি 'বহু' শ্যাম, এই সত্যসংকল্প; এই সংকল্পই হইল ঈক্ষণ; ইহাই স্বরূপ দর্শন। "যত্তৎপ্রেক্ষণমিত্যুক্তং দর্শনং তৎপ্রগীয়তে।" অহির্বুধ্ন্যসংহিতা ২।৮; পরব্রহ্মের শক্তি বা গুণই হইল পরব্রহ্মের স্বরূপ; স্বরূপং ব্রহ্মণস্তচ্চ গুণশ্চ পরিগীয়তে।" ঐ ২।৫৭, পরব্রহ্মের প্রথম সংকল্প হইল এই স্ব-স্বরূপ বা স্ব-গুণ বা স্ব-শক্তির ঈক্ষণ। এই যে নিষ্ক্রিয় বাসুদেবের অভ্যন্তরে সর্ব্বপ্রথম সংকল্প-রূপ স্পন্দন ইহাই স্বরূপে সুপ্ত-শক্তির ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াত্মিকা প্রথম জাগরণ বা অভিব্যক্তি। এই যে শক্তিতত্ত্ব ইহা সর্ব্বদাই অচিন্ত্য; কারণ শক্তিমান্ বা শক্তির আশ্রয়বস্তু হইতে এই শক্তি কখনই পৃথক্ করিয়া দেখা যায় না। এইজন্য স্বরূপে শক্তিকে দেখাই যায় না; তাহাকে দেখিতে বা জানিতে হয় তাহার বাহিরের কার্য্যের ভিতর দিয়া। সূক্ষ্মাবস্থায় সমস্ত শক্তি তাহাদের আশ্রয়-বস্তু বা ভাবেরই সম্পূর্ণ অনুগামিনী, সুতরাং সেই শক্তিকে ইহা বা ইহা নহে, এইরূপে কিছুই নির্ণয় করা যায় না বা স্পষ্টভাবে বলা যায় না।

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবনামচিন্ত্যা অপৃথক্ স্থিতাঃ।
স্বরূপে নৈব দৃশ্যন্তে দৃশ্যন্তে কার্য্যস্তু তাঃ॥
সূক্ষ্মাবস্থা হি সা তেষাং সর্ব্বভাবানুগামিনী।
ইদন্তয়া বিধাতুং সা ন নিষেদ্ধুং চ শক্যতে॥"

—অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ৩।২

এইরূপ ভগবান্ পরব্রহ্মের যে অচিন্ত্যশক্তি তাহা স্বরূপতঃ ব্রহ্মের সহিত অপৃথক্স্থিতা; পরব্রহ্মের সর্ব্বভাবাভাবানুগা সর্ব্বকার্য্যকরী এই শক্তি কিরণ-মালী চন্দ্র ও তাহার জ্যোৎস্নার মত অথবা সূর্য্য ও তাহার রশ্মির মত, অথবা অগ্নি ও তাহার স্ফুলিঙ্গের মত, অম্বুধি ও তাহার উর্ম্মিমালার মত, পরব্রহ্মের সহিত অভিন্না।

"সর্ব্বভাবানুগা শক্তির্জ্যোৎস্নেব হিমদীধিতেঃ।
ভাবাভাবানুগা তস্য সর্ব্বকার্য্যকরী বিভোঃ॥"

—ঐ ৩।৫

জয়াখ্য সংহিতায়ও এইরূপ বলিয়াছেন—
সূর্য্যস্য রশ্ময়ো যদ্বদুর্ম্ময়শ্চাম্বুধেরিব।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রভাবেন কমলা শ্রীপতেস্তথা॥ ঐ ৬।৭৮
"ততো ভগবতো বিষ্ণোর্ভাসা ভাস্করবিগ্রহাৎ।
লক্ষ্ম্যাদির্নিঃসৃতা ধায়েৎ স্ফুলিঙ্গনিচয়া যথা॥"

—ঐ ১৩।১০৫

বিষ্ণুস্বরূপে প্রলীন এই অপৃথক্রূপা শক্তি বিষ্ণু-সঙ্কল্পকে অবলম্বন করিয়া স্পন্দনাত্মিকা-রূপে প্রথম যখন জাগ্রত হইলেন, তখন হইতে তিনি যে একটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেন। অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টিকার্য্যের যাহা কিছু ভার তাহা যেন বিষ্ণু তদাত্মিকা এই শক্তির উপরেই ন্যস্ত করিলেন, ইহা যেন শক্তিরই একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার; এই কারণে এই জগন্ময়ী শক্তিকে

'স্বাতন্ত্র্যরূপা' বা স্বতন্ত্র-শক্তি বলা হয়। তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যের ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্রা। তাই স্বেচ্ছায়ই তিনি বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে সর্ব্বকার্য্য করেন ; ঘরের গৃহিণী যেমন স্বামীর প্রীত্যর্থে সব গৃহকার্য্য করিলেও গৃহ-কর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি যেন স্বতন্ত্রা। ইহাকে পরাধীনা আয়ত্ত স্বতন্ত্রা বলা হয়। এই স্বতন্ত্রা শক্তি তখন স্বেচ্ছায় (উদিতানুদিতাকারা), নিমেষোন্মেষরূপিণী, ইহারা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধন করিতে থাকেন। নির-পেক্ষতাহেতু তিনি আনন্দা, কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া তিনি নিত্যা, আকারহীনা বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণা।

ভগবান্ বাসুদেবের যে প্রথম স্পন্দনাত্মক সৃষ্টি-সঙ্কল্প ইহাই তাঁহার সুদর্শনরূপ। "যোঽয়ং সুদর্শনং নাম সঙ্কল্পঃ স্পন্দনাত্মকঃ।"—ঐ ৩।৩৯, এই সুদর্শন-তত্ত্ব হইতেই শক্তিতত্ত্বের অভিব্যক্তি। মূলতত্ত্ব—দৃষ্টিতে এই শক্তির কোন পৃথক সত্তা নাই বলিয়া শক্তিতত্ত্ব যেন একটা উৎপ্রেক্ষা মাত্র। এইজন্য সুদর্শনতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত শক্তিকে বলা হইয়াছে উৎ প্রেক্ষারূপিণী। "উৎপ্রেক্ষারূপিণী শক্তিঃ সুদর্শন-পরাহ্বয়া।"—ঐ ৬।১৯, আসলে শক্তি হইল পরম-পুরুষ বাসুদেবেরই 'পূর্ণাহন্তা'-রূপা, শক্তি ও শক্তি-মান্ তাই সর্ব্বদাই ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে সংযুক্তা। এইরূপে পঞ্চরাত্র মতের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। মহা-ভারতের মোক্ষধর্ম্মের অন্তর্গত নারায়ণীয় অংশে এই পঞ্চরাত্র মতের বিস্তৃতভাবে বিবরণ রহিয়াছে।

বেদান্তে জিজ্ঞাসাধিকরণে "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"। ব্রঃ সূঃ ১।১।১, এই বেদান্তসূত্রে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য তৎপ্রণীত শ্রীভাষ্যে জিজ্ঞাসাধিকরণের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন যে সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম নিখিল হেয়গুণবর্জ্জিত ; সত্যসঙ্কল্প, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি অনন্ত কল্যাণগুণময় সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, পরমকারুণিক, পরমপুরুষ ভগবান্ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের যিনি মূল তিনিই ব্রহ্ম। "জগৎকারণ ভূতং সত্যং সঙ্কল্পং সর্ব্বকল্যাণগুণাকরং নিরস্ত হেয়-গুণ পরমাত্মানমাচষ্ট।" শ্রীভাষ্য।

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার বেদান্তপারিজাত সৌরভ নামক ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন—"অনন্তচিন্ত্য স্বাভাবিক-স্বরূপগুণ শক্ত্যাদিভিবৃহত্তমো যো রমাকান্তঃ পুরুষোত্তমো ব্রহ্ম শব্দাভিধেয়স্তদ-বিষয়িকা জিজ্ঞাসা সততং সম্পাদনীয়া।" অর্থাৎ পরব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণময়, সর্ব্বনিয়ন্তা, সুতরাং সগুণ ও সবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"জগৎ কারণত্ব প্রদর্শনেন সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্মেত্যুপক্ষিপ্তম্"। "অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবম্ সর্ব্বশক্তি সমন্বিতম্"। এইরূপ তিনি ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি সমন্বিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তিনি জগৎ-কারণ ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিগুণ ও শক্তির বিচিত্র বিকার প্রপঞ্চাদি স্বীকার পূর্ব্বক ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

সূত্রকার ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব, সশক্তি, সবিশেষ-ত্বের দ্বারাই ব্রহ্মের প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর শ্রুতিসমূহ সমস্তই তুল্যবল বলিয়া কোন শ্রুতিকে অপ্রধান, আর কোনটিকে বা প্রধান বলিয়া গৌণমুখ্য ন্যায় প্রয়োগ করিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। আচার্য্য শঙ্করও নিজের শারীরিক ভাষ্যে স্বীকার করিয়া এই-রূপ বলিয়াছেন—"নহি বেদবাক্যানাং কস্যচিদনর্থবত্ত্বং কস্যচিদর্থবত্ত্বমিতি যুক্তং প্রতিপত্তুং প্রমাণত্বা-বিশেষাৎ"।

"প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ"। ৩।২।১৫, এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে, তিনি স্পষ্টই ব্রহ্মের সবিশেষত্বই প্রতি-পাদন পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণ আকারবিশেষো-পদেশ উপাসনার্থো ন বিরুদ্ধ্যতে। এবমবৈয়র্থ্য-মাকারবদ্ ব্রহ্মবিষয়ানামপি বাক্যানাং ভবিষ্যতি॥" উপাসনার জন্য ব্রহ্মের বিশেষের উপদেশ বিরুদ্ধ হয় না। এবমপ্রকার সাকার ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যের অব্যর্থতা (সার্থকতা) হইবে। আর "বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ"। ১।২।২ এই সূত্রের ভাষ্যেও তিনি তিনি বলিয়াছেন ··· ··· "তদিহ যে বিবক্ষিতা গুণা উপাসনায়ামুপাদেয়ত্বেনোদিষ্টাঃ সত্যসংকল্প প্রভৃতয়ঃ তে পরস্মিন্ ব্রহ্মন্যুপপদ্যন্তে। সত্যসংকল্পত্বং হি সৃষ্টি স্থিতি সংহারের প্রতিবন্ধশক্তিত্বাৎ পরমাত্মনোঽ-বকল্পতে। পরমাত্মগুণত্বেন চ, "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যত্র "সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ইতি শ্রুতম্। "আকা-

শাত্মা” ইত্যাদিনা আকাশবদাত্মাস্যেন্যর্থঃ সর্ব্বগত্বাদিভি ধর্ম্মৈঃ সম্ভবত্যাকাশেন সাম্যং ব্রহ্মণঃ।” ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি যে সকল গুণ উপাসনার্থ গৃহীতব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্ত পরব্রহ্মেই উৎপন্ন হয়। সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারবিষয়ে অপ্রতিহতশক্তিমত্তাহেতু পরমাত্মার—সম্বন্ধে সত্যসংকল্পত্ব (মননয়ত্ব) কল্পিত হইতে পারে। শ্রুতিতে যে “য আত্মাপহত পাপ্মা” বাক্যে যে আত্মার অপাপবিদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, সেই আত্মার পরমাত্মার সম্বন্ধীয় সত্যকামত্ব সত্যসংকল্পত্ব গুণ থাকা ঐ শ্রুতিতেই উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতি যে “আকাশাত্মা” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী তাঁহার রূপ; সর্ব্বগতত্বাদিধর্ম্মে আকাশের সহিত ব্রহ্মেরই তুলনা হইতে পারে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। ভগবান্ বেদব্যাসকৃত এই সকল সূত্রের ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যও এইরূপেই বলিয়াছেন, সূত্রের ব্যাখ্যান্তর নাই। পরন্তু এই সকল সূত্রদ্বারা স্পষ্টই, প্রতিপন্ন হয় যে, ব্রহ্মের কেবল নির্গুণত্বই বেদান্তে উপদিষ্ট হয় নাই; পরন্তু জীবের ব্রহ্মের ন্যায় যে বিভুত্ব নাই; তাহাও স্পষ্টরূপে ইহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্দারা ইহাও প্রমাণ হইবে যে বেদান্ত দর্শনে ভক্তিমার্গই বেদব্যাস কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও এই সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—“অস্য চতুর্দ্দশভুবনাত্মকস্য বিরিঞ্চ্যাদি স্থাবরানন্তকর্তৃ ভোক্তৃযুক্তস্য নানাবিধ কর্ম্মফলায় তস্য জীবাতর্ক্যাতি বিচিত্ররচনস্য বিশ্বস্য যতো যস্মাৎ পরাৎ বা অবিচিন্ত্যশক্তিকাৎ স্বয়ং কর্ত্রাদিরূপাদনুরূপাচ্চ জন্মাদি ভবতি তদ্ব্রহ্মাত্র জিজ্ঞাস্যমিত্যর্থঃ।” শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও এই বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মকে সগুণ সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্তকল্যাণ গুণরাশি প্রাকৃত হেমগুণ দোষাদিরহিত, জগতের অভিন্ননিমিত্তোপাদান ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন; শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। দার্শনিকগণ ব্রহ্মকে সবিশেষ সগুণ ও সশক্তিই দর্শন করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসার বিষয়

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যদি আদৌ জ্ঞানলাভ করার সম্ভাবনা না থাকিত; অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি সর্ব্বতোভাবেই জ্ঞানের অবিষয় হইতেন, তবে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসারও উৎপত্তি হইত না। জ্ঞানের বিষয় “ব্রহ্মসূত্র” শাস্ত্রের বিষয়, ও জিজ্ঞাসার বিষয় যে ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ বর্ণন করিতে শ্রীপাদ নিবাসাচার্য্য তাঁহার ‘বেদান্ত কৌস্তুভ’ নামক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—“যস্মাৎ সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ পরমকারাণাৎ সর্ব্বনিয়ন্তুর্ভগবতঃ শ্রীপুরুষোত্তমাৎ অস্য জগতো নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য ... ... সৃষ্টিস্থিতিলয়মোক্ষাঃ প্রবর্ত্তন্তে তদ্ ব্রহ্ম, তদেব মুমুক্ষুভিজিজ্ঞাস্যম্” “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম।”

এই সূত্রের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই পরব্রহ্মকে জীবজগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে এইরূপভাবে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়-কর্ত্তারূপে বর্ণনা করিয়া পরে সেখানে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।” তৈঃ ২।১; এখন এইসূত্রও এইশ্রুতিতে ব্রহ্মকে এই বিচিত্র জগতের কারণ বলাতে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা সূচিত হইতেছে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ভিন্ন কেহ এই বিচিত্র অনন্ত জগৎ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতে পারে না। ইহাই দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের সিদ্ধান্ত।

অদ্বৈতবাদীর সম্মত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা বিষয়ত্বও তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এই বিষয়ে এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে ‘অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা”। এই বেদান্তসূত্রে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার বিষয় বলা হইয়াছে তাহাও নির্বিবশেষ ব্রহ্ম বিষয়ে উপযোগী হইতে পারে না, কারণ অদ্বৈতবাদীর স্বীকৃত একান্ত নির্গুণ নির্বিবশেষ নিঃশক্তি ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতবাদিগণ নির্গুণ নির্বিবশেষ শুদ্ধব্রহ্মের “অবিষয়ত্বই (অজ্ঞাত্বই) তখন তাহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইবে কিরূপে? তাঁহাদের সম্মত শুদ্ধ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার হইলে তাহা সবিশেষ ও

মিথ্যা হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে এবং তাহাতে এইরূপ অনুমানও হইতে পারিবে "শুদ্ধং ব্রহ্ম মিথ্যা, জিজ্ঞাসাবিষয়ত্বাৎ," অদ্বৈতবাদি মতে ঘটাদিবৎ। দ্বিতীয়তঃ—তাঁহাদের স্বীকৃত মায়োপহিত ব্রহ্মও জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে মায়োপহিত ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ, মননাদির দ্বারা মায়োপহিত ব্রহ্মেরই জ্ঞান হইবে, শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারিবে না; আর শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান না হইলে অবিদ্যা নিবৃত্তিও হইবে না, সুতরাং মোক্ষও হইবে না। আর যদি মায়োপহিত ব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি স্বীকার করা যায় তবে শুদ্ধ ব্রহ্মের স্বীকার মুক্তিতে অপ্রয়োজক বলিয়া ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। আর যদি উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান মোক্ষজনক না হয় তবে উপহিত ব্রহ্মবিষয়ক জিজ্ঞাসারও ব্যর্থতাপত্তিই হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ—তাঁহাদের সম্মত অবিদ্যা বা অজ্ঞানে অধ্যস্ত ঈশ্বরও জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে না, কারণ ঈশ্বরই যখন তাঁহাদের মতে অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে অধ্যস্ত, তখন সেই অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বরের জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সম্মত অজ্ঞানের বা অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারিবে না সুতরাং মোক্ষের অজহওয়ায় অজ্ঞানাধ্যস্ত ঈশ্বরের জিজ্ঞাসাও ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। আর ব্রহ্মে অবিদ্যার অধ্যাস, বা জীবজগতের অধ্যাসই সে উপপন্ন হয় না ইহাও নিম্বার্কীয় আচার্য্য শ্রীমাধবমুকুন্দ তাঁহার 'পরপক্ষ গিরি বজ্র' নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিগণ একান্ত নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্রকেই শুদ্ধ ব্রহ্ম বলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বীকৃত সেই শুদ্ধ ব্রহ্মের লক্ষণই উপপন্ন হয় না এবং তাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবিষয়, সুতরাং অলীক অবস্তু। কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় না, সেহেতু তাহা অতীন্দ্রিয়; তাহা অনুমানেরও গোচর নহে, কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার বিশেষ ধর্ম্মরহিত বলিয়া তাহাতে অনুমানের হেতুস্বরূপ কোনপ্রকার 'লিঙ্গ' নাই। আর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণের বিষয় হইতে পারে না, কারণ তাহা সকল প্রকার ধর্ম্মরহিত বলিয়া শব্দবৃত্তির বিষয় হইতে পারে না। সবিশেষ বস্তুই শব্দবৃত্তির বিষয় হইতে পারে। ইহা দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের মত।

নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ শ্রীপাদ শঙ্করোক্ত নির্গুণ ব্রহ্মবাদকে বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া একেবারেই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন্ বিশ্বাসের সহিতই বলিয়া গিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অতীত বিধায় এইরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কে উপাপাদন করিতে পারে? অর্থাৎ নির্গুণ হইলে প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের সিদ্ধিই হইবে না।

(ক্রমশঃ)

পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ

[শ্রীবৃষভানুদাস ব্রহ্মচারী]

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহা হইতেই সমস্ত অবতার প্রকাশিত হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহাকে সমস্ত অবতারের অবতারী বা অংশী বলা হয়। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। দাসের কর্ত্তব্য প্রভুর সেবা অর্থাৎ তাঁহার সুখবিধান করা। জীব যখন তাহা না করিয়া নিজ সুখের জন্য চেষ্টা করে তখন তাহার ভোগময় শরীর লাভ হয়। ভগবান্ ভোগাভিলাষী জীবের জন্য অনিত্য মর্ত্ত্যাদি লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব ভগবানের বহিরঙ্গা মায়ায় মোহিত হইয়া নিজে কৃষ্ণের নিত্যদাস, কৃষ্ণের সেবা করাই তাহার মুখ্য কর্ত্তব্য, তাহা ভুলিয়া নিজেকে কর্ত্তা-ভোক্তা অভিমান করে এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হইয়া কখনও স্থায়ী সুখলাভ করিতে পারে না।

কৃষ্ণভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭)

ভগবান্ পরম দয়ালু। জীব তাঁহাকে ভুলিয়া গেলেও তিনি কখনও ভুলেন না। তিনি বহির্ম্মুখ জীবের মঙ্গলের জন্য তাহাদের চিত্তে চৈত্যগুরুরূপে, সাক্ষাতে মহান্ত গুরু-রূপে, গ্রন্থভাগবত, ভক্তভাগবত রূপে এবং স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া মায়াবদ্ধ জীবের মঙ্গল বিধান করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আঃ ১।৪৫)

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥
(ঐ ১।৫৮)

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটী সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি' কৈল তত্ত্ব বস্তু-দান॥
(ঐ ১।৮৫-৮৯)

দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র॥
দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
(ঐ ১।৯৮-১০০)

ভগবান কখনওবা অর্চ্চা মূর্ত্তি রূপে নিজ ধাম সহ জগতে প্রকটিত হইয়া জীবের মঙ্গলের জন্য নিত্য অধিষ্ঠিত হন।

যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কা'রো কাঁহো সন্নিধান॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু, হরি রহে মায়াপুরে।
ঐছে আর নানামূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার পরকাশ।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁ'র—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০।২১২,২১৫-২১৯)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(গীতা ৪।৭-৮)

হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখনই আমি আমার নিত্য-সিদ্ধ দেহকে সৃষ্ট দেহের মত প্রদর্শন করি। সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুস্কৃতিগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে আবির্ভূত হই।

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহরূপে নিজধামসহ তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীবলদেব ও সুভদ্রা বিরাজিত আছেন। শ্রীক্ষেত্র ভৌম বৈকুণ্ঠ। শ্রীক্ষেত্র শ্রীনীলাচলধাম, শ্রীজগন্নাথ ধাম, পুরীধাম, শ্রীপুরুষোত্তমধাম প্রভৃতি নামে জগতে প্রসিদ্ধ। শ্রী-সনাতন গোস্বামী শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে লিখিয়াছেন,—"নীলাচল লবণ সমুদ্রের নীরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে দারুব্রহ্ম ভগবান শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান আছেন। তিনি মহাবিভূতিমান। স্বয়ং উৎকল রাজ্য পালন এবং সর্বদা সেবক বৎসল রূপে নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া তিনি তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। স্বয়ংলক্ষ্মী দেবী তাঁহার অন্ন রন্ধন করেন এবং করুণাময় প্রভু তাহা ভোজন করিয়া নিজ ভক্তগণকে বিতরণ করেন। তাহাতেই ভক্তগণ ঐ দেবদুর্ল্লভ অন্ন লাভ করিয়া থাকেন। প্রভুর সেই প্রসাদান্নের নাম 'মহাপ্রসাদ'। তাহা যে কেহ স্পর্শ করিলে বা যে কোন স্থানে নীত হইলেও সকলেই অবিচারে ভোজন করিতে পারেন। অহো! শ্রীজগন্নাথ বা তদন্ন মহা প্রসাদের মহিমা থাকুক, সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ যে, তথায়

গর্দ্দভও চতুর্ভুজরূপে দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র কাহারও আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। সেই প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষকে এই চক্ষু দ্বারা দর্শন করিলে জন্ম সফল হয়। শ্রীপুরুষোত্তম দেবের শ্রীমুখচন্দ্রে বিশাল নয়ন যুগল শোভা পাইতেছে, ললাট-ফলকে মণিময় তিলক বিরাজিত, শ্রীঅঙ্গকান্তি নবীন-নীরদ-সদৃশ, অরুণাধরের দীপ্তি শ্রীমুখমণ্ডলের রসনীয়তা ব্যঞ্জক, মন্দহাস্যরূপ চন্দ্রিকা উক্ত রমনীয় মুখমণ্ডল-কে অধিকতর রমনীয়রূপে প্রকট করিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসাদ বিত-রণ করিতেছে।'

শ্রীপুরুষোত্তম মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে,—শ্রীক্ষেত্র শ্রীনীলাচলধাম—মহা প্রলয়েও এই ধামের কিছুই হয় না, এই ক্ষেত্রে নিদ্রাতে সমাধিফল, শয়নে প্রণামফল, ভ্রমণে প্রদক্ষিণের ফল, কথা বলিলে স্তবের ফল হয়। শ্রীক্ষেত্রবাসিগণের উপর যম-দণ্ডের অধিকার নাই, ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ স্বয়ংই তাঁহাদের ভাল-মন্দ বিচার করেন।

হবিষ্যান্ন সাত্ত্বিক হইলেও নির্গুণ মহাপ্রসাদের সমান নহে। নির্গুণ মহাপ্রসাদ ভোজনে কৃষ্ণভক্তি হয়। পুরীতে নির্গুণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ কল্যাণকর নহে। অমেধ্য ভোজন নিষিদ্ধ।

'মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ'। এই স্মৃতিবাক্যানুসারে কেবল মৎস্য ভোজনে সকল প্রকার জীব-জন্তু ভোজনের পাপ-স্পর্শ করে। অত-এব মৎস্য সর্ব্বাপেক্ষা অপবিত্র বলিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে।

শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে সকলের প্রবেশ অধিকার না থাকায় শ্রীজগন্নাথ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে সিংহদ্বারে পতিতপাবনরূপে শ্রীজগন্নাথ বিরাজিত আছেন, অনধিকারীকে দর্শন দিয়া উদ্ধারের জন্য। রথযাত্রার ছল করিয়া বৎসরে একবার শ্রীজগন্নাথদেব বলদেব ও সুভদ্রাসহ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে (গুণ্ডিচা মন্দিরে) ভ্রমণে বাহির হন সর্ব্বসাধারণকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিতে। 'রথেং তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে'। রথে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। গুণ্ডিচা যাও-য়ার পথে বলগণ্ডিতে শ্রীজগন্নাথদেব কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম করেন। শ্রীমন্দিরে সকলের প্রদত্ত দ্রব্য ভোগ লাগাইবার বিধান নাই। কিন্তু বলগণ্ডিতে বিশ্রামের সময় শ্রীজগন্নাথদেব সকলের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্য (যাহা ভোগ দেওয়া যায় এইরূপ দ্রব্য) গ্রহণ করেন। তাহাকে দর্শনভোগ বলা হয়।

শ্রীজগন্নাথধামের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ ক্রমাগত আঠার বৎসর অবস্থান করিয়া-ছিলেন। ব্রজধামবাসের অধিকার নির্দ্দেশিত হই-য়াছে। অনধিকারী জীব ব্রজবাসীদের বিধিবহির্ভূত আচরণ দেখিয়া সম্যক অবধারণে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিতে পারেন। এই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীজগদানন্দের প্রতি উপদেশ—

'শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিও চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে গোপাল॥'

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩।৩৯

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। তিনিই শ্রীজগন্নাথরূপে রথে আরোহণ করিয়াছেন এবং তিনিই আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে-ছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুরীধামে অবস্থানলীলা-প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

শ্রীব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ-ভগবান্ নীল-মাধব মূর্ত্তিরূপে শঙ্খক্ষেত্র নীলাচলে পতিত নীচকে কৃপা বিতরণ করিবার জন্য আবির্ভূত হন। মালব-দেশের অবন্তীনগরের রাজা শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীবলদেব, সুভদ্রা ও শ্রীজগ-ন্নাথরূপে নীলাচলধামে প্রকটিত হন। শ্রীজগন্নাথ-দেবের নির্দ্দেশে তিনি মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং প্রতিষ্ঠাকালে ব্রহ্মা যজ্ঞ করেন এবং শ্রীনৃসিংহদেব যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করেন।

শ্রীজগন্নাথ পতিতপাবন পরম দয়ালু। শ্রীজগ-ন্নাথদেব শরণাগতের হৃদয়েই প্রকাশিত হন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে তাঁহাদের উপদেশানুসারে শ্রীজগ-ন্নাথদেবের সম্যক পূজা বিধানের দ্বারা আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ হয়।

শ্রীগুরু-চরণ আশ্রয়, কর সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা।
(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন" ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫।১০৪)
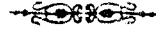
উত্তরপ্রদেশে, চণ্ডীগড়ে, পাঞ্জাবে ও হিমাচলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[এলাহাবাদ—নিউদিল্লী—চণ্ডীগড়—বসি পাটনা—রোপর—কিরিতপুর—হোশিয়ারপুর—জলন্ধর—লুধিয়ানা—ভাটিণ্ডা—দেরাদুন—শিমলায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ]

(২ চৈত্র, ১৪০৫ ; ১৭ মার্চ্চ, ১৯৯৯ বুধবার হইতে ২৫ বৈশাখ, ১৪০৬ ; ৭ মে ১৯৯৯ শুক্রবার পর্য্যন্ত)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ৯৮০ পৃষ্ঠার পর]

বস্সিপাঠানায় প্রচার

২ এপ্রিল পাঞ্জাবের **বস্সিপাঠানার** ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে শ্রীল আচার্য্যদেব মোটরযান ও বাসযোগে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ধর্ম্মসম্মেলনের নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে সকলে উপনীত হন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়। মূল কীর্ত্তনীয়ারূপে কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। ফলমিষ্টির দ্বারা ভক্তগণের সৎকারের পর রাত্রির সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন মন্দিরের উদ্যোগে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়।

রূপনগর (রোপর)—পাঞ্জাব ঃ— অবস্থিতি ঃ ১৯ চৈত্র (১৪০৫) ; ৩ এপ্রিল (১৯৯৯) শনিবার হইতে ২৩ চৈত্র, ৭ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ—৩৭ মূর্ত্তিসহ রিজার্ভ বাসযোগে ৩ এপ্রিল শনিবার চণ্ডীগড় হইতে পূর্ব্বাহ্ণে যাত্রা করতঃ রোপর সহরে গান্ধীচৌকস্থ শ্রীকৃষ্ণমন্দির—সনাতন-ধর্ম্মসভায় পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীকৃষ্ণমন্দিরেই সকলের থাকিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয়।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণমন্দির হইতে সহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়া বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। চণ্ডীগড় হইতে ৬০ মূর্ত্তি পুরুষ মহিলা ভক্তগণ রিজার্ভ বাসযোগে আসিয়া নগরসংকীর্ত্তনে যোগ দেন। শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শুদ্ধ-ভক্ত্যনুশীলন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। ৪ এপ্রিল হইতে ৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

৪ এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে শ্রীযশোদানন্দন দাসাধিকারীর (শ্রীযোগরাজ সেখরীর) ব্যবস্থায় জ্ঞানী জৈল সিং নগরস্থ তাঁহার বাসভবনের নিকটবর্ত্তী বিরাট সভামণ্ডপে ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসবের আয়োজন হয়। বৈষ্ণবগণের সৎকারের ব্যবস্থা তাঁহার গৃহে এবং সম্মেলনে যোগদানকারী নরনারীগণকে সভামণ্ডপে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ৫ এপ্রিল সোমবার শ্রীঅলোক সাহার উদ্যোগে ডি-সি-এম কলোনীতে (দিল্লী ক্লথ মিল কলোনীতে) এবং ৬ এপ্রিল মঙ্গলবার কিরিতপুরস্থ শ্রীসুরজিৎ রায় কৌড়ার উদ্যোগে শ্রীরামমন্দিরে—সনাতন ধর্ম্মসভায় ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। উভয় স্থানেই মহোৎ-

সবের আয়োজন এবং কিরিতপুরে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাও বাহির হয়। রূপনগরে ভক্তগণ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শ্রীকরমচাঁদ কপিলা, শ্রীবলরাম দাস (শ্রীবলজিৎ সিং), শ্রীঅজয় কুমার অরোরা, শ্রীভগবানদাস বাজাজ, শ্রীমূলরাজ শর্ম্মার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব কিরিতপুরে শ্রীহরিবল্লভ শর্ম্মা, রোপরের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা ও শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রীজীর গৃহে ভক্তগণসহ শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীযোগরাজ সেখরী এবং তাঁহার তিনপুত্র—শ্রীহরিদাস সেখরী, শ্রীপুরুষোত্তম সেখরী ও শ্রীগৌরাঙ্গ সেখরী, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী (শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ), শ্রীমূলরাজ শর্ম্মা, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী, শ্রীবাবুলাল, শ্রীবেচনপ্রসাদ, শ্রীরামকীর্ত্তি, শ্রীঅনন্তবিশ্বম্ভর দাসাধিকারী (শ্রীঅশ্বিণী কুমার শর্ম্মা) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে রোপরের বার্ষিক উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

হোশিয়ারপুর—পাঞ্জাব ঃ— অবস্থিতি ঃ ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১১ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত।

হোশিয়ারপুরের ভক্তগণের ইচ্ছায় শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী তাহার প্রচারপার্টিসহ বস্সিপাঠানা হইতে হোশিয়ারপুরে অগ্রিম পেঁ ৗছিয়া প্রচার করিতেছিলেন। ৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ—৬০ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাহ্ন ৯টায় রিজার্ভ বাসে রওনা হইয়া বেলা ১০-৪০ মিঃ-এ হোশিয়ারপুরে হরিনগরস্থ শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে (শ্রীহরিবাবার মন্দিরে) শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। হোশিয়ারপুরের শ্রীঅশ্বিণী কুমার শর্ম্মা গাড়ীর ব্যবস্থা ও পথনির্দ্দেশকরূপে ছিলেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং শ্রীঅনন্ত আশ্রমে রাত্রি ৮টা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব হৃদয়গ্রাহী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ব্রজের ডক্টর কৃষ্ণমুরারি শ্রীঅনন্ত আশ্রমে ও শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

১০ এপ্রিল শনিবার শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে রাত্রি পৌনে ৮টায় শ্রীঅনন্ত আশ্রমে সমাপ্ত হয়।

১১ এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে সচ্চিদানন্দ আশ্রমে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আমন্ত্রিত হইয়া প্রচারসঙ্ঘসহ সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে—কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারীর (শ্রীসুশীল কুমার পরাশরের) ও হীরাকলোনীস্থ শ্রীইন্দ্রমোহন আগরওয়াল ও ডাক্তার শ্রীরাকেশ সিংলার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ডক্টর কৃষ্ণমুরারির ব্যবস্থায় শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারীর সহিত শ্রীঅনন্ত আশ্রমের সভাপতির গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করতঃ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করেন।

সস্ত্রীক শ্রীসুশীল কুমার পরাশর, সস্ত্রীক শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা, সস্ত্রীক শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মার মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় বার্ষিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে।

জলন্ধর সহর—পাঞ্জাব ঃ— অবস্থিতি ঃ ১২ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৮ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধামাধবজীউর কৃপায় জলন্ধর সহরে প্রতাপবাগস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে ৪০-তম বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান, জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ, চণ্ডীগড় ও নিউ-দিল্লী হইতে অনেক ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত মহদনুষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে ৭০ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্ত দুইটী রিজার্ভবাসে ১২ এপ্রিল সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া জলন্ধর সহরে প্রতাপবাগস্থিত মন্দিরে একশ গজ দূরে সুসজ্জিত রাস্তার সম্মুখে পেঁ ৗছিলে শতাধিক

ভক্ত পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সাধুগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের অধিকাংশ মন্দিরেই বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়। মন্দিরের সম্মুখস্থ ভক্তের গৃহে কতিপয় সাধু অবস্থান করেন। অন্যান্য অতিথিগণ নিকটবর্ত্তী স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের বাস-ভবনে থাকেন। প্রত্যহ শ্রীমন্দিরের সংকীর্ত্তনভবনে রাত্রির বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে) ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতের অধিবেশনে হরিকথা পরিবেশন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৭ এপ্রিল শনিবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধা-মাধব মন্দির হইতে বিরাট নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নগরভ্রমণ করেন। পরদিন ১৮ এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ১৮ এপ্রিল রবিবার ১১ মূর্ত্তি হরিনামাশ্রিত হন ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। সহরের বিভিন্নস্থান হইতে আহূত হইয়া মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীওমকুমার ভাণ্ডারী (থাপরান মহল্লা), নন্দনপুর-মুখশুদা শ্রীঅমরীক সিং, দিল্লবারনগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে, মাষ্টার তারাসিং নগরস্থ শ্রী-রাজকুমার জিন্দল, মাষ্টার তারাসিং নগরস্থ শ্রীতর-সেমলাল গুপ্তা, সারদা ষ্ট্রীটস্থ নরেন্দ্র গুপ্তের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসের), তৎপরে শ্রী-বালকৃষ্ণ জিন্দলের, শ্রীসত্যব্রত আগরওয়ালের, সেণ্ট্রাল টাউনস্থ শ্রীরেবতীরঞ্জন গুপ্তার, শক্তিনগরস্থ শ্রীমতী শান্তি আগরওয়ালের গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধি-কারী, শ্রীবৃন্দাবন দাসাধিকারী (শ্রীবিপিন কুমার আগরওয়াল), শ্রীবিজয় কুমার শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার জিন্দল, শ্রীযোগেন্দ্র কুমার অরোরা, শ্রীরমাকান্ত আগরওয়াল, শ্রীরাজেশ শর্ম্মা, শ্রীরঞ্জন শর্ম্মা ও মিণ্টু প্রভৃতির সেবা-প্রযত্নে উৎসবটি সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

লুধিয়ানা—পাঞ্জাব ঃ— অবস্থিতি ঃ ৫ বৈশাখ (১৪০৬) ; ১৯ এপ্রিল (১৯৯৯) সোমবার হইতে ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৭৭ মূর্ত্তি ভক্তসমভিব্যাহারে দুইটী রিজার্ভ বাসে জলন্ধর হইতে পূর্ব্বাহ্ন ৮-১৫ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ লুধিয়ানায় নিউমডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে বেলা ১১টায় উপনীত হইয়া শুভপদার্পণ করিলে নরনারীগণ এবং সনাতন ধর্ম্ম-মন্দিরের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণের দ্বারা পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধু-গণের থাকিবার ব্যবস্থা সনাতন ধর্ম্মমন্দিরে হয়। অতিথিভবনের সংস্কারকার্য্য চলিতে থাকায় এইবার অতিথিগণ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী গৃহস্থগণের গৃহে অবস্থান করেন।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরের সংকীর্ত্তন-ভবনে ১৯ এপ্রিল হইতে ২৪ এপ্রিল পর্য্যন্ত রাত্রির বিশেষ অধি-বেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পৌরোহিত্যে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। অধিবেশনে বিষয়বস্তু নির্দ্ধারিত ছিল 'ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তি', 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'কলিযুগে হরিনাম সং-কীর্ত্তনের মহিমা', 'ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রত্যেক জীবে স্বাভাবিক', 'ভগবানেতে তন্ময়তালাভের উপায়', 'শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি-দ্বারা সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়'। ২৩ এপ্রিল শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মহোৎসব কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমদনলাল চোপরা সভাপতিরূপে এবং ২৪ এপ্রিল এম্-ডি এভন্ সাইকেল্সের (লুধিয়ানায়) শ্রীহরিন্দর সিং পাহোয়া প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিটী বিষয়ের উপর দীর্ঘ জ্ঞান-গর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সভাশেষে সাধুগণের শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে সমা-গত নরনারীগণ পরমানন্দে বিভোর হন।

২৫ এপ্রিল রবিবার গুরু নানক ষ্ট্রীট-গিল রোডস্থ নীরু হাসপাতাল আই-টি-আই এর সম্মুখে খোলা প্রাঙ্গণে শ্রীরাকেশ কাপুর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর

উদ্যোগে রাত্রি ৭-৩০টা হইতে রাত্রি ৯-৩০টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। লুধিয়ানা টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টের ডি-এ শ্রীঅমরজিৎ সিং উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথিরূপে। 'শ্রীসনাতন ধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহপূজা' বক্তব্যবিষয়ের উপর শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। সাধুগণকে এবং সভায় সমবেত নরনারীগণকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৪ এপ্রিল শনিবার মডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির হইতে অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মডেল টাউন মার্কেট, মিণ্ট গুমরি চৌক, হরনামনগর হইয়া সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় নিউমডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া পৌঁছেন। সাধুগণ ও ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

২৫ এপ্রিল রবিবার নিউমডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগরাগান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী প্রসাদ পান। লুধিয়ানাতে কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। সহরের ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্যানাল এভিনিউস্থ শ্রীঅনিল দুবের, এস্-এ-এস্ নগরস্থ শ্রীরমেশকুমার, শুকদেবনগরস্থ শ্রীজগদীশ বালি, আরবান কলোনীস্থিত শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা, দুর্গাপুরীস্থিত শ্রীরোহিণীনন্দন দাসাধিকারী (শ্রীরমেশ মিত্তল), লাজপতনগরস্থ শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীরদাস কোচর), গান্ধীকলোনীস্থ শ্রীঅনিল অরোরা—শ্রীঅরুণ অরোরা—শ্রীঅনুপ অরোরা, শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীসতীশ জৈন, অগরনগরস্থ শ্রীবীরচাঁদ আগরওয়াল, নিউমডেল টাউনস্থ শ্রীমহেন্দ্র পাল, শ্রীবিকী রাজপাল, শ্রীসুনীল ভাটিয়ার গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করেন। শক্তিনগরস্থ শ্রীঅভিমন্যু দাসাধিকারীর (শ্রীঅজনীশ সিংগ্লার) গৃহে, শুকদেবনগরস্থ শ্রীবিশ্বনাথ মন্দিরে এবং শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে হরিকথা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নিউমডেল টাউনস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে প্রাতের অধিবেশনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ, শ্রীঅরুণ অরোরা, শ্রীঅনুপ অরোরা, শ্রীকপিল লুম্বা সস্ত্রীক, শ্রীরাকেশ কাপুর সস্ত্রীক, শ্রীরথাঙ্গপাণি দাসাধিকারী (শ্রীআর-কে-কক্কর), শ্রীরাজেশ গোয়েন্দি, শ্রীমদনমোহন শর্ম্মা সস্ত্রীক প্রভৃতি স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় বার্ষিক উৎসব 'সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শাখা সংস্থাপন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে ভাটিণ্ডা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সংকীর্ত্তনমণ্ডলের উদ্যোগে ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাবল্লভ মন্দিরের ভিত্তি-সংস্থাপনের জন্য বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ২-৪৫ মিঃ-এ লুধিয়ানা হইতে রওনা হইয়া ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীপ্রেম গুপ্তার বাসভবনে বৈকাল ৫-৩০টায় উপনীত হইলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে যাঁহারা যান তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীহৃষীকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীওম্প্রকাশ বরেজা), শ্রীঅশ্বিনী কুমার শর্ম্মা (হোশিয়ারপুর), শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীরদাস কোচর)। উক্তদিবস রাত্রিতে গৃহসম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। যোগদানকারী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। প্রেম

গুপ্তের ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী পিতৃব্যের গৃহে সাধুগণ অবস্থান করেন।

পরদিন ২৩ এপ্রিল শুক্রবার আগরওয়াল কলোনীতে সংগৃহীত জমীতে চন্দ্রাতপে প্রস্তাবিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ রাধাবল্লভ মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেবের অধ্যক্ষতায় সংকীর্ত্তন সহযোগে মহাসমারোহে যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী ও শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীকুলদ্বীপ চোপরা) প্রভৃতি সহায়করূপে ছিলেন। বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী মৃত্তিকা খনন ও ভিত্তিতে ইষ্টক অর্পণ করেন। পৃথক সভামণ্ডপে শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণের পর মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্যদেব প্রচারসঙ্ঘসহ শ্রীপ্রেম গুপ্তের বাড়ী হইয়া মোটরযানযোগে সন্ধ্যা ৭টায় লুধিয়ানায় ফিরিয়া আসেন।

(ক্রমশঃ)

[ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ঃ—পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডা সহরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্ত সংখ্যায় কএক শত। প্রতি বৎসরই তাঁহাদের প্রচারফলে নূতন মঠাশ্রিত ভক্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দ্দেশিত শুদ্ধভক্তি অনুশীলনের একটি নিজস্ব স্থান সংস্থাপনের কথা বহু পূর্ব্ব হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন। তাঁহারা মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের প্রার্থনা জ্ঞাপনান্তে 'শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ' নামে প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে অনুমতি গ্রহণ করেন। ভাটিণ্ডার ভক্তবৃন্দ খুবই উৎসাহী উদ্যমী ও সেবাপরায়ণ। তাঁহারা স্বল্প সময়ের মধ্যে জমী সংগ্রহ, তাহাতে মঠের ভিত্তি সংস্থাপন এবং আনুকূল্য সংগ্রহ করতঃ গৃহাদি, নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকার্য্যও আরম্ভ করিয়াছেন। ভাটিণ্ডায় আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন বিরাটভাবে সম্পন্নের আয়োজনে তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন।]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। The Vedanta
৪৯। The Bhagabat
৫০। Rai Ramananda
৫১। Vaishnavism
৫২। Sree Brahma-Samhita
৫৩। Saranagati
৫৪। Relative Worlds
৫৫। शिक्षाष्टक
৫৬। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৫৭। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৫৮। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৫৯। भजन-गीति
৬০। श्रीचैतन्यभागबत
৬১। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬২। परम तत्व-विचार
৬৩। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৪। साध्य-साधन-तत्व-बिचार
৬৫। मैं कौ हूँ ?
৬৬। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৬৭। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....

....

....

....

Pin ....

নিয়মাবলী

১। **"শ্রীচৈতন্য-বাণী"** প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনচত্ত্বারিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-৯৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৬৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৪০৬
৯ নারায়ণ, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, শুক্রবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

জড় জগতের অন্যান্য কথায় প্রবিষ্ট হ'লে আমরা তা'তে ভোগবুদ্ধি করায় ভোগিরূপে ভোগে আচ্ছন্ন হ'য়ে যাই। জড়জগতে আচ্ছন্ন হওয়ার কার্য্য বা জড়জগৎকে ক্রোধভরে তিরস্কার মাত্র ক'রে অন্য-প্রকার কৃষ্ণবিমুখতা-অর্জ্জন কার্য্যকেও গুরুর কার্য্য বলা যেতে পারে না। ঐ সকল অভক্তির পথ। এই ভক্তির কথা সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল,—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ॥"*
(ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভক্তিবাণী কালে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের নানাপ্রকার ইন্দ্রিয়-তাড়নায় জীবজগৎ কৃষ্ণ বিস্মৃত হ'য়েছে। আমরা নানাপ্রকার বিরূপে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপস্বার্থে আচ্ছন্ন হ'য়ে যন্ত্রণার পথে ধাবিত হই, আর তা'কেই বলি কর্ম্মের সিদ্ধি, জ্ঞানের সিদ্ধি; কোন কোন লোক আবার কপটতা ক'রে তা'কেই বলে ভক্তি! অক্ষজ পদার্থের প্রতি প্রভুত্ব—ভক্তি নয়, জুয়াচুরি বা আত্মবঞ্চনা মাত্র। এই অভক্তির পথ হ'তে জীবকুলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছিলেন। শুদ্ধ আচার্য্যগণ যত্ন ক'রেছিলেন—সেই শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্মের বীজ রোপণ ক'র্‌তে। কিন্তু আমাদের উর্বর ক্ষেত্রে আমরা তা' রক্ষা কর্‌তে পারি নাই। কি-ভাবে সুষ্ঠুরূপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌তে হয়, তা' ভাগবতধর্ম্মেই অকৃত্রিম-রূপে প্রদর্শিত হ'য়েছে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহা স্বয়ং আচরণ ক'রে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই গৌরসুন্দরই

* (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—) যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কাল-প্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।

পরম উপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরম উপাস্য বস্তু।

শ্রীগৌরসুন্দর—জগদ্গুরু। অবশ্য আমাদের অনর্থযুক্ত অবস্থায় জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ—যা' হ'তে বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, কারণবারিতে প্রকৃতির ঈক্ষণ-কর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী, গর্ভবারিতে ব্রহ্মার পিতা গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরবারিতে ব্যষ্টি-বিষ্ণু ক্ষীরোদকশায়ী ও পাতালে অনন্তদেব শেষ-বিষ্ণু প্রকাশিত। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কথার আলোচনায় আর একটী পুরুষের কথা বলা হয়। তিনি পুরুষমাত্র নহেন—তিনি শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য—মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ব'লে শ্রীল স্বরূপ দামোদর—যা' হ'তে জগতে গৌড়ীয়গণ প্রকাশিত হ'য়েছেন। সেই দামোদর স্বরূপের পরম প্রিয় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু—যা' হ'তে শ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়। সেই রূপ-প্রভুর অনুগত শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু। তাঁ'র অনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। তদনুগত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। তাঁ'র অনুগবর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। শ্রীল চক্রবর্ত্তীর অনুগত শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। তদনুগত শ্রীল জগন্নাথ, তদনুগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও তাঁ'র অভিন্ন সুহৃৎ ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর। আমরা আমাদের বর্ত্তমানকালেই সেই শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবরগণের দর্শন ও কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম। এই ধারায় যে জিনিষ এসেছে, তা'তে মহাপ্রভুর কথা অবিমিশ্র-ভাবে শুনেছি। অন্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে যে সম্মান ক'রে থাকেন তা' মৌখিক। স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থ ক'র্‌বার বৃত্তিদ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যে আচার্য্য-সম্মান-প্রদর্শনের অভিনয়, তাহা কপটতা মাত্র। কিন্তু আমরা যে অকৃত্রিম অবিমিশ্র-ধারার কথা ব'ল্‌লাম, তা' সকল কপটতার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন—সকল সত্য কথা জানিয়ে দিয়েছেন। এই সকল কথার বিরোধ করেন যাঁ'রা, তাঁ'দিগকে দূর হ'তে দণ্ডবৎ করি। কিন্তু জগৎ এই সকল কথায় প্রতারিত হ'চ্ছে; তা' হ'তে উদ্ধার ক'র্‌বার জন্য যাঁ'দের হৃদয় অকৃত্রিমভাবে ক্রন্দন ক'রেছিল, তাঁ'রাই জগতে শুদ্ধভক্তির প্রচারের অভাব বোধ ক'রেছেন? সেই অভাব পূরণ ক'র্‌বার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর যাঁ'দিগকে মহান্তরূপে প্রেরণ ক'রেছেন, তাঁ'রাই আমাদের নিত্য আদরের বস্তু।

মিছাভক্ত-সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে গুরুপাদপদ্ম-সেবা হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য ব্যাপারকে গুরুসেবা মনে ক'রেছিল—শুদ্ধভক্তগণকে আক্রমণ ক'র্‌ছিল; তদ্দ্বারা জগজ্জীবের মহা অমঙ্গল প্রসব কর্‌ছিল। শুদ্ধভক্তির কথাটী আমরা পাই নাই—শুদ্ধভক্তির কথা লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বিচারে যে মায়াবাদি-সম্প্রদায় আপনা-দিগকে ভক্ত অভিমান ক'রে অভক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, তা' যে ভক্তি নহে, তা' যতদিন মানবজাতিকে বুঝান না যায়, ততদিন মানবজাতির মঙ্গল হ'বে না। জগৎকে এই বিরাট্ বিদ্ধ ধারণা হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য আম্নায়-পারম্পর্য্যে শ্রীল জগন্নাথ হ'তে শুদ্ধ-ভক্তির কথা বর্ত্তমান-যুগে অবতরণ ক'রেছেন। যিনি বর্ত্তমান জগৎকে সেই শুদ্ধভক্তির কথা এবং শ্রীগুরু-ধারা প্রচুররূপে জান্‌বার সুযোগ দিয়েছেন, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদের আশ্রয়স্থল।

শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভক্তিতেই 'প্রেয়ো-বুদ্ধি'। ভক্তিটীই 'শ্রেয়ঃ'—এই কথাটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ব'লেছেন। ভক্তিটীই 'প্রেয়ঃ'—এই কথা শ্রীরূপানুগবর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়েছেন। যাঁ'দের প্রেয়োবিচারে ভক্তি নাই, তাঁ'রাই শ্রেয়োহীন হরি-বিমুখ অবৈষ্ণব। মানবজাতির অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানে প্রেয়োবুদ্ধি বা ইন্দ্রিয়তর্পণে বিনোদন; কিন্তু ভগবদ্ভক্তিতে যাঁ'র প্রেয়োবুদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁ'র একমাত্র বিনোদ, তিনি শ্রীজগন্নাথ-বস্তুর সেবকোত্তম, সমগ্র জগতের প্রভু, বিষয়াশ্রয়বিগ্রহ জগন্নাথের অভিন্ন বিগ্রহ।

ভগবদ্ভক্তিই পরমধর্ম্ম; সেই ভক্তিটী কি জিনিষ, —প্রাকৃত প্রেয়ঃপথাবলম্বী তা' বুঝ্‌তে পারে না। যাঁ'দের স্বরূপে অবস্থিতি নাই, যাঁ'রা পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হ'ন নাই অর্থাৎ যাঁ'রা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদি বর্ণ-বিচারে, ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাদি আশ্রম-বিচারে, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-পুরুষার্থ-বিচারে অবস্থিত আছেন, তাঁ'রা বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা-বঞ্চিত হইয়া পরম-মুক্তবিচারে অবস্থিত নহেন। "মুক্তি-

হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" অন্যথারূপে অবস্থিতিকালেই মনুষ্যে কৃষ্ণেতররূপ-দর্শন-স্পৃহা উদিত হয়। প্রেয়ঃপথে চালিত হ'য়ে শ্রেয়োজ্ঞান ব'লে যা' উদিত হয়, তা শ্রেয়ঃ নহে, উহা মোক্ষাদি নিজ-লাভেচ্ছার প্রকারভেদে প্রাকৃত প্রেয়েরই প্রকারবিশেষ। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অহৈতুকী ভক্তিকেই নিজ-প্রেয়ঃ জানিয়া একমাত্র শ্রেয়ঃপথ-জ্ঞানে বিচরণ ক'র্‌বার উপদেশ জগৎকে দিয়েছেন।

বেদে অর্থাৎ পাণ্ডিত্যে বা ব্রহ্মে যিনি বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। যদি পাণ্ডিত্যের উপদিষ্ট বস্তু ভগবদ্ভক্তি না হয়, তা' হ'লে অন্ধ হ'য়ে তাদৃশ বিচরণের পথ স্বরূপোদ্বোধক ব্রহ্মচর্য্য নহে; সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য হ'তে বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। স্বরূপে ব্যবস্থিতি হচ্ছে—অন্যথা-রূপের পরিত্যাগ। বর্ত্তমানে "আমি সৃষ্ট প্রাকৃত পুরুষ, আমি প্রাকৃত স্ত্রী"—মানব জাতিকে এই দুর্ব্বুদ্ধি আক্রমণ ক'রেছে; এরূপ দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত 'অহংমম'-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হন না, ইহা বুঝিয়ে না দিলে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হ'বে না—জীবকুল বঞ্চিত হ'বে—অভক্তি প্রেয়ঃপথকেই 'শ্রেয়ঃপথ' মনে ক'রে অসু-বিধায় পতিত হ'য়ে থাক্‌বে। "তোমার প্রেয়ঃপথ একটা, আমার প্রেয়ঃপথ আর একটা"—এরূপ অভক্তি-বিনোদন-চেষ্টা হ'তে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবকুলকে রক্ষা করেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ আং-শিক বস্তুর বিনোদ—অভক্তির বিনোদের কথা জগতে প্রচার করেন নাই। "তোমার বিনোদন-যোগ্য-ব্যাপার 'ভক্তি' থাকে থাকুক, আমার বিনোদন-কার্য্যের বস্তু—অভক্তি"—এরূপ বিচারে যা'রা ধাবিত হয়, সেই সকল চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর বিচারও ভক্তিবিনোদের বিচার নহে। অভক্তি ও ভক্তি কখনই এক নহে, কৃষ্ণ ও মায়ার বিনোদ—এক বস্তু নহে। ভক্তির পূর্ণ বিনোদন ব্যতীত ভক্তিবিনোদের অন্য কোন বৃত্তিতে প্রীতি নাই।

আমরা নানাবিধভাবে জগতের বস্তু-সমূহের দ্বারা বঞ্চিত হ'লে, স্বরূপ-বিভ্রান্ত হ'লে, যখন দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত হই, তখন শ্রীগুরু-পূজা কৃপা-পূর্ব্বক প্রকটিত হন। আমার ন্যায় নগণ্য লঘুবস্তু যে মহদ্‌বস্তু—গুরুবস্তু হ'তে কৃপা লাভ করে, সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই আমাদের নিত্যকৃত্য। ব্যাসের গণ যে গুরু-পূজা করেন, সেই গুরু-পূজার মন্ত্র—"সত্যং পরমং ধীমহি"।

যত রথো লোক রথ দেখ্‌তে আসে। কেউ কলা বেচ্‌তে এসে, রথও দেখ্‌ছে মনে করে। ঐরূপ রথো লোক প্রকৃত প্রস্তাবে রথ দেখ্‌তে আসে না—কলা খেয়ে যায়—বঞ্চিত হ'য়ে যায়—স্ব-স্ব প্রেয়ঃসাধন-কেই "রথ দেখা" মনে করে। কিন্তু "রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" রথে বামন দর্শন করা চাই—বলির ন্যায় আত্ম-বলি অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা চাই। শুক্রাচার্য্যের শিষ্যগণ এসে' বাধা দিবে; কিন্তু গুরু কৃপা-বলে—বলদেবের বলে বলী হ'য়ে আত্মবলি দিতে হ'বে—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করতে হ'বে, তবে বামনের কৃপা লাভ হ'বে—বামন-দর্শন হ'বে।

"কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥" *

(ভাঃ ১২।৩।৫২)

(ক্রমশঃ)

* সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।

নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

আমরা শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতে গিয়া জানিতে পারি যে, মুক্ত ও বদ্ধভেদে জীব দুই প্রকার। মুক্ত-জীব আবার ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বভাব-ভেদে দ্বিবিধ। আর বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার—পূর্ণবিকচিত-চেতন, বিকচিতচেতন, মুকুলিতচেতন, সঙ্কোচিত-চেতন ও আচ্ছাদিতচেতন। এতন্মধ্যে পূর্ণবিকচিত-চেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিতচেতন জীবগণ নরদেহধারী; সঙ্কোচিতচেতন বদ্ধজীবগণ পশু, পক্ষী, সরীসৃপ-দেহপ্রাপ্ত আর আচ্ছাদিত-চেতন জীবগণ স্থাবর বৃক্ষ ও প্রস্তরদেহগত। কৃষ্ণদাস্যই জীবমাত্রের স্বরূপবৃত্তি। এই কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়া বশতঃই জীবের এতাদৃশ মায়াবন্ধন ঘটিয়াছে। এই বিস্মৃতির গাঢ়তর অবস্থাতেই চেতন জীবের ভয়ানক দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে ও জড়বস্তুর সঙ্গস্পৃহা বলবতী হইয়া তাহাকে মায়াকারাগারে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তরভাবে আবদ্ধ করিতে থাকে। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে জীবের স্থাবর অবস্থাও লাভ হয়, ইহাই জীবের চরম দুর্গতি। কেবল সাধুসঙ্গপ্রীতি ও তৎপদরজঃপ্রাপ্তিদ্বারাই এই দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভ হয়। পূর্ণমেবপ্রাপ্ত জীব, ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুদেব অথবা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সংস্পর্শে এই দুর্দ্দৈব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। সুতরাং হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা বা সঙ্গই যখন জড়মুক্তি বা কৃষ্ণভক্তি লাভের একমাত্র উপায় তখন অন্য উপায় ছাড়িয়া তাঁহাদের কৃপালাভের জন্য যত্নপর হওয়া উচিত নহে কি? মনুষ্যজীবন ব্যতীত অন্য জীবনে হরিভজনের সুযোগ নাই, তবে গুরুবৈষ্ণবের কৃপা হইলে বৃক্ষাদিরও উদ্ধার হইতে পারে—এ কথা স্বতন্ত্র। এই মনুষ্যজন্ম পরমার্থক বলিয়াই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। এই নর-জীবন পঞ্চপ্রকার—নীতিশূন্যজীবন, কেবল নৈতিক জীবন, সেশ্বর-নৈতিকজীবন, সাধনভক্ত জীবন ও ভাবভক্ত জীবন। এই পাঁচটি জীবন আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি নীতিশূন্য স্বেচ্ছাচারময় জীবনে ও কেবলনৈতিক জীবনে ঈশ্বর চিন্তা নাই। এই নীতিশূন্যজীব সর্ব্বদা পাপময়। নিজের ইন্দ্রিয়সুখই এই জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য; ইহাতে পরলোক বলিয়া কোন বিশ্বাসই থাকে না; এতাদৃশ জীবন-যাপন-বিষয়ে পীড়া, বল-বীর্য্যাদি ক্ষয়, মনের যাতনা, নরকাদি গমন প্রভৃতি লাভ হয়। তদ্ধেতু জীবন ভীষণ ভয়াবহ ও কষ্টপ্রদ হইয়া উঠে। আর কেবলনৈতিক অর্থাৎ নিরীশ্বর জীবনযাপন সর্ব্বদাই অকর্ম্মময়। পরমেশ্বরের উপাসনা জীবের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই প্রধান কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া সমস্ত নীতি পালন করিলেও নিরীশ্বর-নৈতিক ব্যক্তি-গণকে নরকে গমন করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রবাক্য। ঈশ্বরবিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই সে হৃদয় সূর্য্যশূন্য জগ-তের ন্যায় ভয়ানক। সেই জীবন পশুতুল্য। নীতি-শূন্য জীবনে আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতিতে জীবের একমাত্র অনুরাগ দৃষ্ট হয়। আর নৈতিকদিগের ঐসমস্ত বিষয়ে অনুরাগ আছে বটে কিন্তু তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টিপথে রাখেন, এইমাত্র পার্থক্য। সুতরাং স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে নীতিশূন্য ব্যক্তির চরিত্র অপকৃষ্ট পশুচরিত্র এবং নীতিযুক্ত নিরীশ্বরব্যক্তিগণের চরিত্রকে উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এই দুইটী জীবন ব্যতীত সেশ্বরজীবন কল্পিত নৈতিকজীবন ও বাস্তব-নৈতিকজীবনভেদে দুই প্রকার। এই কল্পিত-সেশ্বর-জীবন ধূর্ত্ততা দ্বারা সর্ব্বদা অসার ও পাপময় বলিয়া ইহাও নিরীশ্বর নৈতিকজীবনের ন্যায় নীতি-শূন্য জীবন। কেবল-নৈতিকজীবন ও কল্পিত সেশ্বর নৈতিকজীবনে এইপ্রকার বৃত্তি পরিলক্ষিত হয় এবং তাহা অপেক্ষা উচ্চপ্রবৃত্তি নাই বলিয়া শাস্ত্র তাহাদিগ-কে মুকুলিতচেতনজীব আখ্যা দিয়াছেন। বাস্তব-সেশ্বরনৈতিকজীবনে চেতনবৃত্তি উন্মেষিত হয়। এই জীবনে সকলের কর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা একজন পরমপুরুষ আছেন এইরূপ বিশ্বাস হয় কিন্তু তখনও ঐ চেতন প্রস্ফুটিত হয় নাই। এই অবস্থা-লাভের পর সৌভাগ্যক্রমে সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য হইলে সাধনভক্তিক্রমে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি প্রভৃতি পাপড়ীগুলি প্রসারিত হইতে থাকে। পূর্ণরূপে

প্রসারিত হইলে ভাবভক্তির আরম্ভ হয়। এই সেশ্বর নৈতিক-জীবনে বা সাধনভক্তিময় জীবনে বিকচিত-চেতন জীব পরিলক্ষিত হন। ভাবভক্তিময় জীবনে জীব পূর্ণবিকচিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ভাবভক্তি-পূর্ণ হইলে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমভক্তির উদয় হইলে জড় ধারণা আর থাকে না; তাই জীব তখন নিরন্তর ভগবৎসেবা করিবার সৌভাগ্য পায়—ইহারই নাম বদ্ধমুক্তাবস্থা।

যে-সকল জীব কখনও জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠে বাস করিতেছেন তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর অকপট নিঃস্বার্থ ভগবৎসেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্তলীলার সহায়কারী। ভগবান্ যখন প্রপঞ্চে আসেন তখন অনেক মুক্তজীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসেন। তাঁহারা কখনও জড়-বদ্ধ হ'ন না। ইঁহারা ভগবানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদেশক্রমে তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে স্বদেশে—নিত্য-ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইসব জীব নিত্যসিদ্ধ, ভগবানের নিত্য পরিকর এবং সংখ্যায় অনন্ত। বদ্ধ-মুক্ত জীবগণের আচরণ সর্ব্বতোভাবে নিত্যমুক্ত-গণেরই অনুরূপ। তাঁহারা বদ্ধ হওয়ায় জড়জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। তাঁহারাও সময় সময় কৃষ্ণেচ্ছায় এজগতে আসিয়া জীবগণকে স্বদেশে ফিরিয়া যাবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন এবং জীবের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরলোকে যাই-বার একমাত্র উপায় নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধধামে গমন করেন। এই যে জীবমঙ্গলার্থ তাঁহাদের এ-গমনাগমন তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না।

মুক্ত জীবগণের কোন জড়সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদের আশ্রয় চিন্ময়, অহঙ্কার চিন্ময়, মন চিন্ময় এবং শরী-রাদি সবই চিন্ময়। তাঁহাদের নিত্য শুদ্ধ চিন্ময়দেহে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই, এই চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধ-কামময় যখন যে ভাব হয়, তাহাতেই শুদ্ধজীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব উদিত হইয়া থাকে। শান্তরসে নপুংসকত্ব, দাস্যরসে পুরুষত্ব, মাতৃবাৎসল্যে যথাক্রমে স্ত্রী ও পুরুষ-ভাব হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধস্ত্রীরূপা। চেতন জীবের শরীরে ভাবানু-যায়ী যে স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব সংঘটন—এই অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য বদ্ধজীবের বোধগম্য নয়। ইহা গুরুকৃপায় জানা যায়। এই মুক্তজীবগণের অন্য পিপাসা নাই, ভগবৎপিপাসাই তাঁহাদের হৃদয়ে বলবতী। সান্নিধ্য বশতঃ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সেবায় সর্ব্বদা রত। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাববিশিষ্ট তাহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্য্যরত তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার লাভ করিয়া থাকেন। এই মুক্ত জীবসকল নিজ নিজ ভাবানুযায়ী স্বভাব স্বীকার করতঃ কেহ কেহ স্ত্রীভাবে ও কেহ কেহ পুরুষভাবে অবস্থিত থাকেন। তাঁহাদের চিন্ময়ধামে বা চিন্ময় দেহে জড়দেহের ন্যায় স্ত্রীব্যবহার, সন্তান উৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে সেখানে যে প্রসাদাদি গ্রহণের কথা শুনা যায় তাহাতে ভগবৎ-প্রসাদরূপ চিৎ-সামগ্রী-সেবন দ্বারা চিৎ-শরীরের পুষ্টি হয় মাত্র। চিন্ময় জগতে চিন্ময় শরীরে নির-ন্তর কৃষ্ণসেবা-রত জীবগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

মুক্তজীবগণ—নিত্যস্বরূপাবস্থিত সেবামগ্ন। অণুচৈতন্য জীবগণ নিত্যকালই স্বরূপশক্তি শ্রীগুরু-দেবের দাস বা দাসীরূপে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। পূর্ণশক্তিগণই সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের সেবা করিবার যোগ্য। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণী—শ্রীরাধা; এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব; রসের বিলাস জন্য দুই রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। ভগবদ্ লীলা অচিন্ত্য। সকল রসেই ভগবান সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবকরূপে অন্যভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগবত-স্বরূপ তত্তৎরসসেবীদিগের আদর্শস্থল বলিয়া অচিন্ত্য লীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎ-সল্যে শ্রীনন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক, চিত্রক। ইঁহারা তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবক-রূপ বিশেষ। ইহার মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে শৃঙ্গার রসে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ মহাভাব-রস-বিভাগ বিশেষ, অন্যান্য রসে শ্রীবলরাম সেইরূপ সাক্ষাদ্বিভাগ। নন্দ-যশোদা, সুবল, রক্তক প্রভৃতি সকলেই এই বলরামের অঙ্গব্যূহস্বরূপ। সেইজন্যই শাস্ত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মধুর রসে অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী এবং অন্যান্য রসে সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং দাসাভিমান জীবমাত্রেরই যে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সর্ব্বদা নিত্যানন্দ-

রূপে উপাসনা করা উচিত তাতে আর সন্দেহ কি ? তাই বলি, যিনি মুক্ত জীবকুলের একমাত্র উপাস্য, যিনি বদ্ধজীবকুলের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহার কৃপাই কেবল সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়, সেই গুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্য প্রকাশ—শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় দেহ বা চৈতন্যস্বরূপ ব্যতীত আর কে ? এই কথাগুলি গুরুকৃপায় উপলব্ধির বিষয় হইলে, জানিব আমরা মহাভাগ্যবান্—আমরা শ্রীগুরু-কৃপাপ্রাপ্ত। সেবা-নৈরন্তর্য্যলাভের সৌভাগ্য হইলে আমরা বুঝিব, শ্রীগুরু কত মহান্, কত উদার, কত কৃপালু। আমাদের এখন কৃপাই সম্বল। বৈষ্ণবগণ কৃপা করুন।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণ-সেবা

শ্রীকৃষ্ণ—হৃষীকেশ, 'হৃষীক' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়, ঈশ—পতি। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি। জীব—নিত্য কৃষ্ণদাস। দাস প্রভুর অধীন—বিক্রীত পশু। দাসের দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা, ধন, যৌবন যথাসর্ব্বস্ব প্রভুর সেবার উদ্দেশ্যে। ইহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান বা দিব্য-জ্ঞান। শ্রীগুরুদেব আমাদের ন্যায় অনাদি কৃষ্ণবিস্মৃত জীবকে দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা প্রদান করেন। আমরা অনাদি-বহির্ম্মুখ, স্বতন্ত্রতার অপ-ব্যবহারবশে কৃষ্ণের অধীনতা বা নিত্যদাস্যরূপ আমাদের নিত্যস্বভাব বা স্বরূপের বৃত্তিটী পরিত্যাগ করিয়া দেহে আত্মবুদ্ধিপূর্ব্বক নিজদেহ ও দেহসম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, সমাজ প্রভৃতির আপাতপ্রিয়, কিন্তু পরিণামে জন্মজন্মান্তরে মহাদুঃখ-পরম্পরা-সৃষ্টি-কারিণী ভোগবাসনায় নিমগ্ন হই। এজগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি-স্বরূপ, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তম এবং জীবদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণের ইচ্ছায় অবতরণ করিয়া আমাদের জন্মজন্মান্তরের অভ্যাস—যাহা আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি বা নিসর্গ-রূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে, সেই স্বভাব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগপর নিজদেহ-সেবার ইচ্ছা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত ভীষণ ও অনন্ত দুঃখদায়ক পরিণাম হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া জানাইয়া দেন,—"জীব, তুমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ তোমার নিত্য প্রভু ; তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি-হেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নিজ ভোগপর দেহ-মনের সেবায় নিযুক্ত আছ। ইন্দ্রিয়চালনা তোমার ধর্ম্ম, তুমি কৃত্রিমভাবে এই ইন্দ্রিয়চালনানিরোধের ভাণ দেখাইলে মিথ্যাচারী বা কপট মাত্র হইবে অথবা নিজেন্দ্রিয়-সুখের জন্য ইন্দ্রিয়চালনা করিলে পরম অশুভ উৎ-পাদন পূর্ব্বক পরিণামে মহাদুঃখ পাইবে। যিনি তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের একমাত্র মালিক, তোমার প্রভু, তাঁহার সেবায় তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিযুক্ত কর। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে চেষ্টা কর, একমাত্র তাঁহার উদ্দেশ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়চালনা কর, তাহা হইলে ক্রমশঃ এতদিনের অভ্যাস যাহা দ্বিতীয় প্রকৃতি বা নিসর্গরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই বিরূপপ্রকৃতি বিনষ্ট হইয়া তোমার স্বরূপপ্রকৃতি বা নিত্যস্বভাব উদ্বুদ্ধ হইবে, তুমি তখন তোমার সর্ব্ব-চিদিন্দ্রিয় দ্বারা পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হৃষীকেশের অনুক্ষণসেবা করিতে পারিবে। চিদিন্দ্রিয় দ্বারা সেবা করিতে করিতে তোমার এত সেবানুরাগ হইবে যে, সেবাপরাকাষ্ঠায় তুমি হৃষীকেশকে গাঢ়ভাবে সেবা করিয়াও আরও অর্ব্বুদ চিৎকর্ণ, অর্ব্বুদ চিন্নাসিকা, অর্ব্বুদ চিচ্চক্ষু, অর্ব্বুদ চিদ্‌জিহ্বা, অর্ব্বুদ চিৎস্পর্শে-ন্দ্রিয়, অর্ব্বুদ চিদ্‌হস্ত এবং অর্ব্বুদ চিৎপদ প্রার্থনা করিবে।"

কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপ সেবা করিতে হইবে, তাহার সুষ্ঠু দৃষ্টান্ত ও আদর্শ আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমদ্ অম্বরীষ মহারাজের চরিত্রে দেখিতে পাই,—

> "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
> র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
> করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
> শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
> মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
> তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
> ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
> শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
> পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
> শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।

কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥"
(ভাঃ ৯।৪।১৮-২০)

মহারাজ অম্বরীষ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে, স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে, কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় কাম এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্ত-গণের আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

জীব সাধনের প্রাগবস্থায় শ্রীগুরু-কৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিতে পারে না। তাই সে প্রথমতঃ সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে বৈধ আত্মনিবেদন করিয়া সাধুসঙ্গে সেবা করিতে করিতে গুরুকৃপাবলে বলীয়ান্ বা অনর্থনিবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাত্মসমর্থ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হয়—তখনই জীব সর্ব্ব চিদিন্দ্রিয়ে বৃহচ্চেতন হৃষীকেশের সেবা অনুক্ষণ করিবার সৌভাগ্য পাইয়া ধন্যাতিধন্য হয়।
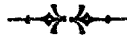
জীবতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৩ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যও ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস-য়ণের ন্যায়ই ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিশ্বাত্মা পর-মেশ্বর বুদ্ধ্যাদিগুণশূন্য হইতে পারে না। তদ্রূপ ঈশ্বরের কোনরূপ প্রমাণ নাই। সকল প্রকার প্রমাণই সগুণ, সবিশেষ বস্তুই উৎপাদন করে, নির্গুণ, নির্বি-শেষ বস্তু কোন প্রমাণেরই বিষয় হয় না। আগম, নিগম, পুরাণ প্রভৃতিতে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক যে সকল উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অর্থ ইহা নহে যে, ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণশূন্য নির্গুণত্বের বোধক ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃত গুণ বা হেয়গুণত্বশূন্য। "নির্গুণ বাদশ্চ প্রাকৃত হেয়গুণ নিষেধ বিষয়তয়াব্যবস্থিতাঃ।" সর্ব্ব-দর্শন সংগ্রহ শ্রীরামানুজ।

পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যিনি অপরিমিত অশেষ কল্যাণগুণের নিলয়, তিনি নির্গুণ হইবেন কিরূপে? নির্গুণ তিনি হইতে পারেন না। যে শাস্ত্রে তাঁহার অনন্ত গুণের বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই শাস্ত্রই তাঁহাকে গুণশূন্য বলিবেন ইহা কিরূপে সম্ভব-পর হয়? শাস্ত্রের ঐ দ্বিবিধ উক্তি হইতে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুইপ্রকার এই কল্পনারও কোন কারণ নাই।

"দিব্যকল্যাণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃত হেয়গুণ-রহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদ বর্ণনেকস্যৈবাগ-মাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্ব্বচনমিতি দিক্।" বেদান্তসার। আচার্য্য শঙ্করের ন্যায় সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দ্বৈবিধ্য কল্পনা তিনি যুক্তসহ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। একই ব্রহ্ম গুণময় পরব্রহ্ম দিব্যকল্যাণগুণ-যোগে সগুণ এবং প্রাকৃত হেয়গুণশূন্য বলিয়া নির্গুণ এই ভাবেই আচার্য্য শ্রীরামানুজ সগুণ ও নির্গুণ বাক্যের দ্বৈবিধ্যত্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। সগুণ ব্রহ্মবাদী রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে নৈমিয়াকের ন্যায়ই লিখিয়াছেন—"চেতনত্বং নাম চৈতন্যগুণ-যোগঃ। অত ঈক্ষণগুণ বিরহিণঃ প্রধান তুল্যত্বমি-বেতি।" শ্রীভাষ্য ১।১।১২ ব্রঃ সূঃ, অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণবত্তাই চেতনত্ব, চৈতন্যরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে চেতন বলা যায়। সুতরাং "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতেও ব্রহ্মের যে ঈক্ষণের কথা বলা হই-য়াছে, সেই ঈক্ষণ চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া তাহা সাংখ্যোক্ত জড় প্রকৃতির জগৎ কারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। এই অবস্থায় সেই ঈক্ষণরূপগুণ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণ ব্রহ্মে না থাকিলে, একবাক্যে ব্রহ্ম নির্গুণ হইলে

নির্গুণ ব্রহ্মও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির ন্যায় জড়ই হইয়া পড়িবে।

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী
সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা
কেবলো নির্গুণশ্চ ॥'
—শ্বেঃ ৬।১১

"আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।'
"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ
ইত্যেবমাদ্যশ্চ নির্ব্বিশেষালিঙ্গাঃ।"

জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল শ্রুতিতে কি ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব প্রতিপাদিত্ব হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে অথবা এই দুইয়ের মধ্যে একটিই তাহার স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে। যদি একটি হয়, তবে সেইটিকে কি সগুণ অথবা নির্গুণ বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবে ? উভয়লিঙ্গ বিষয়ক শ্রুতি-প্রমাণ থাকাতে তাহাকে উভয়লিঙ্গ বলিয়া অবধারণ করা উচিৎ ? এইরূপ প্রথম বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নহে, ব্রহ্মের উভয়লিঙ্গত্ব স্বাভাবিক নহে, একই বস্তু রূপাদিবিশিষ্ট অথচ তদ্বিপরীত ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে না, কারণ এই দুইটি পরস্পর-বিরোধী ; দ্বিতীয়তঃ বক্তব্য এই যে, দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম এক আধারে থাকিতে পারে না।

ব্রহ্ম সগুণ-সবিশেষ

পরব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণাদি নিত্য সত্যই আছে। শ্রুতিসমূহে বহুল ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন—"তস্য হেতস্য পুরুষস্য রূপম্। যথা মহারাজনং বাসো যথা পাণ্ডারিকং যথেন্দ্রগোপো যথাগ্ন্যর্চ্চি যথা পুণ্ডরীকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তং সকৃদ্বিদ্যুত্তেব হ বা অস্য শ্রীর্ভবতি য এবং বেদার্থাত আদেশো নেতি নেতি ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যম্ তেষামেষ সত্যম্।" বৃঃ ২।৩।৬, এই শ্রুতিতে রূপবিষয়ে বলিতেছেন—এই পুরুষের রূপ হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পীত, শ্বেতবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল, রক্তপদ্মের ন্যায় আরক্তিম, ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। যিনি এই পুরুষের এবম্বিধ রূপ অবগত হন তিনিও বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় উজ্জ্বল শ্রীসম্পন্ন হয়েন। তৎপরে এই পুরুষ সম্বন্ধে আরও বিশেষ উপদেশ এই, তিনি এই নহেন, তিনি এই নহেন, ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার রূপ নাই, তাহা নহে ; অতএব তিনি সত্যের সত্য বলিয়া আখ্যাত হয়েন। প্রাণ সত্য, কিন্তু তিনি প্রাণসকল হইতেও সত্য।

এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই—"নেতি নেতি" তিনি এই নহেন, তিনি এই নহেন। এই যে শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের যে "মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত দ্বিবিধরূপ" প্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্যক্ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ ঐ "নেতি নেতি" বাক্য বলিয়া শ্রুতি পুনরায় "ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তি"। ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠ যে তাঁহার অপর রূপ নাই তাহা নহে, অপর শ্রেষ্ঠ রূপও আছে। এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বর "নেতি নেতি" বাক্যের অর্থ শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য পরিপূর্ণ, স্বরূপ আছে, তাহা বেদান্তেও বলিয়াছেন—পূর্ব্বে "তদব্যক্তমাহ হি"। ৩।২।২৩, এই সূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত, অদৃশ্য, অগ্রাহ্য বলিয়া পরের শ্লোকে বলিতেছেন—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"। ৩।২।২৪ ব্রঃ সূঃ শিরোদ্ধৃত শ্লোকে ব্রহ্মের অদৃশ্যত্বাদি অরূপত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইশ্লোকে ভক্তিযোগ দ্বারা একান্ত আরাধিত হইলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েন। তখন প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা যায়। এই বেদান্তসূত্রের শ্রীপাদ আচার্য্য শঙ্কর এইরূপ ভাষ্যে বলিয়াছেন—"অপি বৈনমাত্মানং নিরস্ত সমস্ত প্রপঞ্চ মব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ। সংরাধনং চ ভক্তি ধ্যান প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্। কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশ্যন্তীতি। প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ।" তথাহি শ্রুতি—"পরাঞ্চি যানি ব্যতৃণৎ স্বয়ংভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥" কঃ ৪।১, স্মৃতি—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।" ১১।৫৪, গীতা। স্মৃতি যথা—হে পরন্তপ অর্জ্জুন! অন্যান্য ভক্তিদ্বারাই এইরূপ আমাকে তত্ত্বের সহিত জ্ঞাত হওয়া যায় এবং আমার স্বরূপ দর্শন লাভ করা যায় এবং আমাতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্করও ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের স্বরূপ

দর্শন লাভ করা যায়, তাহা স্বীকারপূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃতির প্রমাণ উল্লেখ করিয়া দৃঢ়তা স্থাপন করিয়াছেন। "সংরাধনং ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্"।

"প্রকৃতৈ তাবত্তে হি প্রতিষেধতি।" ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২ এই বেদান্তসূত্র ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"তস্মাদ্ ব্রহ্মণো রূপ প্রপঞ্চং প্রতিষেধতি পরিশিনষ্টি ব্রহ্মেত্যভ্যুপগন্তব্যম্। তদেতদুচ্যতে প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতীতি। ··· ··· ··· তত্র কল্পিতরূপ প্রত্যাখ্যানেন ব্রহ্মণঃ স্বরূপাবেদনমিতি নির্ণীয়তে।" "নেতি নেতি" এই শ্রুতি ব্রহ্মের মায়াময় প্রাকৃতরূপ প্রপঞ্চের প্রতিষেধ করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের বিগ্রহ প্রকৃতি হইতে জাত পাঞ্চভৌতিক শরীর নহেন। তজ্জন্য শ্রুতিতে বলা হইতেছে যে, "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"। এখানে কল্পিত প্রাকৃত রূপকে প্রত্যাখ্যানের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের চিন্ময় বর্ত্তমান আছে, এই উপদেশ।

"যা যা শ্রুতি জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা
সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচার যোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো
বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"
(হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)

যে যে শ্রুতি তত্ত্ব বস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' বলিয়া কল্পনা করেন, সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে, কেন না জগতে সবিশেষ তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ, নিরাকার তত্ত্ব অনুভূত সম্ভব হয় না।

"নীরূপং নির্গুণং বাপি, ক্রিয়াহীনং পরাৎপরং।
বদন্ত্যপনিষৎ সঙ্ঘা ইদমেব মমানঘ॥
প্রকৃত্যুত্থগুণাভাবাদ্নন্তাত্বাত্তথেশ্বরম্।
অসিদ্ধত্বান্মদ্গুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তি হি॥"
—পঃ পুঃ

হে নিষ্পাপ! আমাকে উপনিষৎসমূহ ক্রিয়াহীন, অরূপ, নির্গুণাদি বলেন তাহা প্রকৃত হইতে জাত সত্ত্ব, রজ, তমোগুণাদি ঈশ্বরে বিগ্রহে নাই। আমার গুণসমূহ লোকে নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় না বলিয়া আমাকে নির্গুণ বলে।

'অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্ম্মচক্ষুসা।
অরূপং মাং বদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বে মহেশ্বরঃ॥
যোঽসৌ নির্গুণং ইত্যুক্তেঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয় সংযুক্তৈ গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে॥"
—পঃ পুঃ পাঃ ২।৬৬।৭

আমার চিন্ময় রূপ চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না ব'লে আমাকে বেদে অরূপ বলে। শাস্ত্রে জগদীশ্বরকে যে নির্গুণ বলেন তাহা কেবল প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ, তমো গুণাদি হেয়গুণসমূহ রহিতকে বলা হয়। "ন তস্য প্রাকৃতা মূর্তির্মেদো মাংসাস্থি সম্ভবা। ··· ··· সর্ব্বাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ। সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহস্তস্য পরমাত্মনঃ। হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ॥" ঐ ৭৭।৪৩; পরমাত্মা পরব্রহ্মের হানোপাদানরহিত শাশ্বত নিত্য, তাঁহার চিন্ময় বিগ্রহ আছেন। কেবল প্রকৃত হইতে জাত দেহই তাঁহার নাই। অর্থাৎ প্রকৃত হইতে জাত রক্ত, মাংস ও অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত প্রাকৃত মানুষের শরীরের মত, তাঁহার শরীর নাই। কেবল চিন্ময় শাশ্বত শরীরই আছেন।

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে। হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ॥" "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম। স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্য উদিত। উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ।" ছাঃ ১।৬।৬-৭; আদিত্যের মধ্যে এক প্রকাশমান্ পুরুষ দেখা যায়, যিনি সুবর্ণের সমান, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, যাঁহার নখাগ্র হইতে সকল অঙ্গই সুবর্ণময়। সেই পুরুষের নেত্রযুগল সূর্য্যের কিরণে প্রস্ফুট কমলের ন্যায় সুন্দর। তাঁহার নাম 'উৎ' অর্থাৎ যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিও সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হন। তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'উৎ'। অথবা উৎ শব্দ "উৎগত তমো যস্য সঃ" অর্থাৎ মায়া হইতে অতীতে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'উৎ'। উৎশব্দ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশক যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনিও যাবতীয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া উত্তীর্ণ হন।

'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ—"কস্ জলম্ পিবতীতি কপিঃ সূর্য্যঃ; তেন আস্যতে ক্ষিপ্যতে বিকাস্যতে

ইতি"—'কপ্যাসম্'। ইহার ব্যুৎপত্তির অভিপ্রায় এই যে, জলকে নিজের কিরণের দ্বারা পান করেন ব'লে সূর্য্যকে কপি বলা হয়। আর সূর্য্যের কিরণ দ্বারা বিকসিত হয় বলিয়া কমলের অপর নাম 'কপ্যাসম্'। "কং জলং পিবত্যস্মাৎ কপিরিত্যুচ্যতে রবিঃ, তেন সংস্ফুরিতং পদ্মং কপ্যাসনমিত্যগীয়তে, তত্তুল্যে লোচনে বিষ্ণুরিত্যর্থঃ সাশ্রুতিমতঃ।" অথবা জলকেই পান করিয়া পুষ্ট হয় বলিয়া কমলের নালকে 'কপি-শব্দ' বলা যায়, আর তাহার উপরে থাকে বলিয়া কমল পুষ্পকেও 'কপ্যাসম্' বলে। "কম্ জলম্ পিবতীতি কপিঃ তত্র আসতে উপবিসতি যৎ তৎ 'কপ্যাসম্'।"

পরব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ও নিঃশক্তিক নিরাকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বেদব্যাসের ও শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। যথা—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ
পরমং সাম্যমুপৈতি॥"
—মুঃ ৩।১।৩

যখনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকামী সাধক জ্ঞানীপুরুষ জ্যোতির্ম্ময় জগৎকর্ত্তার ব্রহ্মযোনি ও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন; তৎকালেই সেই বিদ্বান্ পুরুষ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করতঃ নির্ম্মল হইয়া পরম ব্রহ্মসাম্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ—যখন দর্শক জ্ঞানী পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মযোনি ও পুরুষ পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তৎকালেই সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাপ ও পুণ্যকে পরিত্যাগ করতঃ নির্ম্মল হইয়া ব্রহ্মসাম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই মূলকার শ্রুতিবাক্যগত পদগুলির অর্থ প্রকাশ করিতেছেন। 'যদা' এই পদটি দ্বারা সামান্যরূপে কালের কথা বলায় উহাদ্বারা উত্তরায়ণাদি বিশেষ কালের ব্যাবৃত্তি করা হইয়াছে। 'পশ্যঃ' পদের অর্থ শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ অনুভূতির আশ্রয়ভূত পুরুষ। যখন তিনি 'ঈশম্' চেতনাচেতনের অন্তর্য্যামী সর্ব্বাশ্রয়কে 'পশ্যতে' অপরোভ্যব স্বীয় অন্তরাত্মারূপে অনুভব করেন 'তদা' তখন অর্থাৎ অব্যবহিত পরবর্ত্তী কালেই তিনি পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগ করতঃ 'নিরঞ্জনঃ' হইয়া ত্রিবিধ কর্ম্ম এবং তন্নিমিত্তক দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধ ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি সম্বন্ধ নামক ত্রিবিধ অঞ্জন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। ইহাই শ্রুতি-বাক্যের যোজনা।

যাঁহারা নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্ধর্ম্মক বস্তুব জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করেন, সেই দুরাগ্রহশীল জ্ঞানবাদিগণের বাগবিস্তার অবরোধ করিবার জন্য ভগবতী শ্রুতি 'রুক্মবর্ণম্' ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'রুক্মবর্ণং' এই পদটি পরমেশ্বরের বিগ্রহবত্ত্বসূচক বিশেষণ। ইহার তাৎপর্য্য অর্থ পরমেশ্বর সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য, মার্দ্দব, সৌগন্ধ, সৌরভাদি অনন্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়ভূত পরমযোগিগণের ধ্যেয়, ধ্যানকারী পুরুষের কর্ম্মজীব ভর্জ্জনকারী, সর্ব্বপুরুষার্থ প্রদানে কল্পতরুস্বরূপ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিক।

শিরোদ্ধৃত "হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশঃ" এবং "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস" ছাঃ ৩।১৪।২ ইত্যাদি শ্রুতি পরমেশ্বরের মূর্ত্তিমত্ত্বে প্রমাণিত। 'যদা পশ্যঃ পশ্যতে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরমেশ্বরের বিশেষণ দিয়া তাঁহার লক্ষণ করিয়াছেন যে, 'কর্ত্তারম্' তিনি জগৎ-জন্মাদির কারণ। আর পরমেশ্বরই জগতের উপাদানও, এজন্য শ্রুতির পরমেশ্বরের বিশেষণ দিয়া বলিয়াছেন—'ব্রহ্মযোনিম্'।

ব্রহ্মশব্দের বাচ্য প্রকৃতি; চতুর্ম্মুখব্রহ্মা ও বেদাদিরূপ জগতের তিনি উপাদান, যেহেতু 'যোনিশ্চ হি গীয়তে' ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭, এই বেদান্তসূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। আর শ্রুতিও বলিয়াছে—'তদাত্মানং স্বয়মকুরত'। তৈঃ ২।৭।১, ইত্যাদি। অথবা 'ব্রহ্মযোনিম্' এই বিশেষণটি প্রমাণপর ব্রহ্মনামক বেদযোনিঃ কারণ অর্থাৎ জ্ঞাপক যাঁহার তিনি 'ব্রহ্মযোনি'। এইরূপ অর্থে 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'। ১।১।৩, এই বেদান্তসূত্র এবং 'তং ত্বৌপনিষদং পুরুষম্' বৃঃ ৩। ৯।২৬, এই শ্রুতিই প্রমাণ। আর 'পুরুষম্' এই বিশেষণটির অর্থ পূর্ণ অথবা সর্ব্বান্তরাত্মা। আর শ্রুতি-অধিকারী দর্শকের বিশেষণ দিয়াছেন 'বিদ্বান্'। ইহার অর্থ—বৃহৎ জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া; যেহেতু প্রভা ব্যাপ্ত বলিয়া যেমন ঘটস্থ দীপের ঘটরূপ আব-

রণ ধ্বংসে ঐ দীপ বৃহৎ প্রভার আশ্রয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ব্যাপ্ত বলিয়া সাক্ষাৎকার মাহাত্ম্যে জ্ঞানাবরণ ধ্বংসে দর্শক বৃহৎ-জ্ঞানের আশ্রয় হইয়া থাকে, ইহাই উক্ত বিশেষণের অর্থ। অর্থাৎ শ্রুতিতে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মের যে সুন্দর বর্ণ পুরুষাকার রূপ বা বিগ্রহও আছেন। বেদান্তে ও শ্রুতিসমূহেও তাহাই বহুলভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণবাদী আচার্য্য শঙ্করও বহু বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যাকালে সবিগ্রহ, সবিশেষ, সগুণ স্বীকার করিয়াছেন। 'স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ' ১।২।১৪, এই বেদান্তসূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"নির্গুণমপি সদ্‌ব্রহ্ম নামরূপ গতৈর্গুণে সগুণমুপাসনার্থং তত্র তত্রোপদিশ্যতে।" পরব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও নাম এবং রূপগুণে অবস্থিত সগুণ হইয়া যায়, উপাসনার জন্য সগুণ ব্রহ্মের উপদেশ। 'প্রকাশবচ্চাবৈয়ার্থ্যাৎ' ৩।২। ১৫, এই সূত্রে—"ব্রহ্মণ আকার বিশেষোপদেশ উপাসনার্থো ন বিরুদ্ধ্যতে।" ব্রহ্ম আকারবিশেষ গ্রহণ করেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নহে। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও উপলব্ধির জন্য স্থানবিশেষে আবির্ভূত হন। এই স্থানবিশেষের সর্ব্বগত্বের সঙ্গে কোন বিরোধ নাই, যে প্রকার ভগবান্ বিষ্ণু হইলেও তাঁহার উপলব্ধি শালগ্রামে হয়। ইহাতে তিনি সর্ব্বব্যাপক হইলেও একদেশীয় হয়। "সর্ব্বগতস্যাপি ব্রহ্মণ উপলব্ধ্যর্থং স্থানবিশেষো ন বিরুদ্ধ্যতে শালগ্রাম ইব বিষ্ণোঃ।" শালগ্রামকে আচার্য্য শঙ্কর সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়াছেন। শালগ্রাম ভগবান্ বিষ্ণুর সংনিধির রূপে অবস্থান করেন। সূর্য্যমণ্ডল ও শালগ্রামের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—সূর্য্যমণ্ডল ও শালগ্রাম দুই-ই গোলাকার এবং সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে কৃষ্ণবর্ণ এবং শালগ্রামও তদ্রূপ কৃষ্ণবর্ণ। অতএব সূর্য্য ও শালগ্রাম দুই-ই ব্যাপক ব্রহ্মের সংনিধি স্থান। এই সূত্রের ব্যাখ্যাকালে শ্রীভাষ্যকার বলিয়াছেন—"সর্ব্বগোঽপি ভগবান্ স্বমহিম্না সাধারণশক্তিমত্তয়া চ উপাসনকাম পুরণায় চক্ষুরাদি স্থানেষু দৃশো ভবতি।" ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক হইলেও ভগবান্ নিজের অসাধারণ মহিমা ও শক্তির বলে উপাসকগণের ইচ্ছা পুরণ করিবার জন্য বিগ্রহ ধারণ করিয়া সংনিধির দৃষ্টিগোচর হইয়া যায়।

আনন্দ ভাষ্যকার দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন—"ভাবনাপ্রকর্ষাদ্ উক্তের্দৃশ্যমানত্বাৎ"। অর্থাৎ ভক্তগণ ভাবনার প্রকর্ষের দ্বারা তাঁহাকে যেরূপে এবং যে স্থানে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই স্থানেই সেই-রূপেই দর্শন দেন। 'পুরুষোদৃশ্যতে' এই শ্রুতিতে পুরুষকে দেখিতেছে, ইহা বলিয়াছেন—এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপবিগ্রহ নির্দ্দেশ করিতেছেন। "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি।" ব্রঃ সূঃ ১।১।২০, এই বেদান্তসূত্র ভাষ্যেও আচার্য্য শঙ্কর স্পষ্টই বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ মায়াময়ং রূপ সাধকানুগ্রহার্থম্" পরমেশ্বর সাধকগণের উপর কৃপা করিবার জন্য নিজের ইচ্ছায় ইচ্ছাময় বিগ্রহ ধারণ করেন। ইচ্ছাময়ের ধামও আচার্য্য শঙ্কর স্বীকার পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ"। ব্রঃ সূঃ ৪।৩।১০, এই বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"অতঃ পরিশুদ্ধং বিষ্ণোঃ পরমং পদং প্রতিপদ্যন্তে।" তাঁহার সাধক মুক্ত-পুরুষগণ বিষ্ণুর পরিশুদ্ধ (মায়াবর্জ্জিত) পরমপদকে (ধামকে) প্রাপ্ত হয়। ইহাতে প্রতীত হয় যে ইচ্ছা-নুরূপ কোন পরমপদও তাঁহার (বিষ্ণুর) সত্যধাম অবশ্যই আছে।

শিরোদ্ধৃত সমস্ত শ্রুতি ও বেদান্তে পরব্রহ্মের পুরুষাকার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রী-কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মের গুণ, আকৃতি বা বিগ্রহ এবং ধাম-সমূহকে তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপাদ বলদেবের মতে ব্রহ্মের গুণ ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন, ব্রহ্মের আকৃতি বা বিগ্রহও ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন আর ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের ধামও সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। "পরমতঃ সেতু-ন্মান সম্বন্ধ ভেদব্যপদেশেভ্যঃ।" ব্রঃ সূঃ ৩।২।৩১; তিনি এই বেদান্তসূত্র গোবিন্দভাষ্যে এইরূপ বলিয়াছেন—"গুণগুণি ভেদনিষেধাৎ স্বরূপাৎ গুণা ন ভিদ্যন্তে। অতএব জ্ঞানাদীনাং ধর্ম্মানাং ভগবচ্ছব্দ বাচ্যতা স্মর্য্যতে — জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ ইতি। তথা চৈকস্যৈব দ্বেধাভণিতিরম্বুবীচিবদ্ বিশেষাদ্ভবতি।" তিনি বলিয়াছেন যে, সর্প ও সর্পের কুণ্ডলী যেরূপ সম্পূর্ণ অভিন্ন, কিন্তু তথাপি সর্পের কুণ্ডলীকে যেরূপ

সর্পের গুণ বা ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে ; সেইরূপ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও চিৎ ও আনন্দকে তাঁহার ধর্ম্ম বা গুণও বলা যাইতে পারে। আবার সূর্য্য স্বরূপতঃ আলোকস্বরূপ হইয়াও যেমন আলোকের আশ্রয় বা আধার হইয়া থাকে ; তদ্রূপ ব্রহ্মও জ্ঞান-স্বরূপ হইয়াও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় বা আধার হইয়া থাকেন। আবার 'কাল' যেরূপ অবিচ্ছিন্ন ব্যাপক বস্তু, তাহার যেরূপ পূর্ব্বাপর বিভাগ বা ভেদ কিছুই নাই, তদ্রূপ ব্রহ্মও জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা—আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়, গুণস্বরূপ আবার গুণের আশ্রয় উভয়ই। ৩।২।২৮ হইতে ৩০ সূত্র পর্য্যন্ত তিনি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ব্রহ্ম 'গুণাত্মা' কিন্তু 'গুণবান্' নহেন, 'ভগবত্মা' কিন্তু 'ভগবান্' নহেন। সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধে 'গুণবান্' বা 'ভগবান্' এইরূপ গুণ বা ঐশ্বর্য্যসমূহকে যে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে বর্ণনা করা হয়, তাহা শুধু উপাসনার সুবিধার জন্য ঔপচারিক প্রয়োগ। ইহা ভাষার একটি ভঙ্গী মাত্র। (ক্রমশঃ)

ভক্তপূজাই সুষ্ঠু ভগবৎ-পূজা

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পণ্ডা]

ভগবান্ অবাঙ্মনসগোচর, বেদ তাঁর স্তুতি করে সর্ব্ববিরুদ্ধ তত্ত্বের এমন বর্ণনা করেছেন, সাধারণের বোধের অগম্য, আবার বিষ্ণুসহস্র নামে তাঁর এমন সব স্ব-বিরোধী নাম পাওয়া যায় যার ধারণা করা বেশ কঠিন, 'কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ অন্যথা কর্ত্তুম্ সমর্থ' এমন ভগবানকে জানা ও পূজা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। তাঁর সমান কেহ নয় আবার তাঁর অধিকও কেহ নয় এমন তত্ত্ব 'নতৎসমশ্চাভ্যধিকো'। ভাগবত এ সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছেন—"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্, ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।" অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের তিনটি প্রকাশকে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত জেনেছেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ রূপে। ক্রমবিকাশের মত পূর্ণ, পূর্ণতর এবং পূর্ণতম প্রকাশ। ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা প্রকাশ অসম্যক প্রকাশ। ভগবান্ প্রকাশ সম্যক এবং পরিপূর্ণ প্রকাশ। শ্রীব্যাসদেব বেদ বিভাজন ও পুরাণ মহাভারত প্রভৃতি রচনার পরও যখন অতৃপ্ত তখন নারদমুনির উপদেশে পুরাণশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। যেখানে হরির গুণকীর্ত্তন লীলাকীর্ত্তন সুষ্ঠুরূপে করা হয়েছে, যেখানে তিনি চরমতৃপ্তি লাভ করেছেন। ভগবদ্‌তত্ত্বের চরম বিকাশ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারত বলছেন—"আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ, ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥" শান্তিপর্ব্বে বলা হয়েছে একবার কৃষ্ণপ্রণাম দশাশ্বমেধ যজ্ঞের সমান, কিন্তু দশাশ্বমেধীর জন্ম হবে কৃষ্ণপ্রণামীর জন্ম আর হবে না। গীতা বলছেন—"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥" বাসুদেবতত্ত্বে আসতে পারলে আমরা অনেকটা ভগবদ্‌প্রকাশের রূপ জানতে পারি। ভগবান্ বলছেন—"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ণ মে দ্বেষ্যোস্তি ন প্রিয়ঃ।" ভগবানের এটি সাধারণ অধিষ্ঠান। "যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা। ময়িতে তেষু চাপ্যহম্" এইটি আবার বিশেষ অধিষ্ঠান। 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' এইটি তৃতীয় স্তর। "আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়।" যিনি 'দুর্ধর' সকল কিছুকে যিনি ধারণ করে রেখেছেন, সকলকিছু যাঁকে ধারণ করতে পারেনা। এমন তত্ত্ব ভক্তের কাছে ধরা হয়ে আছেন। অসীম যিনি তিনি সসীম হন, অজিত যিনি তিনি জিত হন, অজ যিনি তিনি জন্ম নেন। ভক্তকে বাদ দিয়ে ভগবান্ নেই আবার ভগবানকে বাদ দিয়ে ভক্তও নেই। অবিভাজ্য। ভগবান্ ভক্তভাব অঙ্গীকার করেছেন আপন মহিমাকে জানবার লোভে। শ্রীপার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশিবজী বলছেন—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্, তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।" তদীয় হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। কেবল ভক্তেরই শক্তি রয়েছে

ভগবানকে দিতে পারার। "কৃষ্ণ যে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমারই শকতি আছে।" "অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরব্রহ্ম"। নন্দ মহারাজের সেবার দ্বারাই ভগবদ্‌সেবা সুষ্ঠুভাবে করা যায়। "যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথাগুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥" শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ আমাদের একথা জানিয়েছেন। 'আচার্য্যংমাং বিজানীয়াৎ'—ভাগবত। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥ মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥ সাধু-সঙ্গ সাধু-সঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥" —চৈতন্যচরিতামৃত। "রহুগণৈতৎ তপসা ন যাতি। নচেজ্যয়া নির্ব্বপনাদ্‌গৃহাদ্বা। ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈবিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥" "নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃনীত যাবৎ ॥" "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে, সৎসঙ্গ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥" শ্রীগৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণের শ্রীমুখে এই বিষয়ে শুনেছিলাম। যাহা কিছু বলা হোক না কেন তা প্রস্থানত্রয়ী দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। নয়ত তা গ্রহণ করা যাবে না। তাই এত শ্লোকের অবতারণা। এই প্রসঙ্গে নন্দ মহারাজের পূজার কথা বলতে গিয়ে আমার মনে আসছে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজের কথা। তিনি নন্দোৎসবে নিজহাতে লাড্ডু পরিবেশন করেছেন সমাগত সকল ভক্তজনকে। শ্রীল মাধব মহারাজের নামের মধ্যে তাঁর পরিচয় নিহিত আছে। বৈষ্ণবগণ যখন নাম প্রদান করেন সেই নামের মহিমা ভক্তের মধ্যে প্রকাশ পায়। 'মাধব' এই নামের কথা হরিবংশ বলছেন "মা বিদ্যা চ হরেঃ প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবান্। তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি শব্দিতঃ ॥" (৩। ৮৮।৪৯) মা অর্থাৎ শ্রী বা বিদ্যা বা হরের যিনি ঈশ অথবা স্বামী তিনি মাধব। আবার 'মধুবিদ্যাববোধ্যত্বাদ্বা মাধবঃ' মধুবিদ্যার দ্বারা যার বোধ হয়ে থাকে তিনি মাধব। ভক্তির দয়িত মাধব, সেই মাধবকে যিনি আমাদের জানিয়ে দেন তিনি মাধব। পরমারাধ্য মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ বলতেন 'সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব'। পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ সহাস্য বদনে তা শুনতেন। প্রভুপাদ গেয়েছেন, "সাসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত, বিষয় সমূহ সকলি মাধব"। শ্রীল মাধব মহারাজ প্রভুপাদের এই বাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের পূজার দ্বারা যুগপৎ নন্দ ও নন্দনন্দন দুয়েরই সেবা সুষ্ঠুভাবে সাধিত হবে। তাই আজকের নন্দমহারাজের পূজার দিনে আমি মাধবদেব গোস্বামীর বন্দনা করি। তিনি প্রসন্ন হউন, গুরু-বৈষ্ণব প্রীতি বর্দ্ধিত হউক। 'বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্যয়েবচ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥'

উত্তরপ্রদেশে, চণ্ডীগড়ে, পাঞ্জাবে ও হিমাচলপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

[এলাহাবাদ—নিউদিল্লী—চণ্ডীগড়—বসি পাটনা—রোপর—কিরিতপুর—হোশিয়ারপুর—জলন্ধর—লুধিয়ানা—ভাটিণ্ডা—দেরাদুন—শিমলায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভপদার্পণ]

(২ চৈত্র, ১৪০৫; ১৭ মার্চ্চ, ১৯৯৯ বুধবার হইতে ২৬ বৈশাখ, ১৪০৬ : ৭ মে ১৯৯৯ শুক্রবার পর্য্যন্ত)

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—ডি, এল, রোড-দেরাদুন ঃ —অবস্থিতি ঃ ১২ বৈশাখ (১৪০৬), ২৬ এপ্রিল (১৯৯৯) সোমবার হইতে ১৭ বৈশাখ, ১লা মে শনিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-

স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ এবং ৩৯ মূর্ত্তি বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ লুধিয়ানা নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ৯-২০ মিঃ-এ ডিলাক্স বাতানুকূল বাসে যাত্রা করতঃ ১৮৭, ডি-এল-রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে রাত্রি ৮-৪৫ মিঃ-এ আসিয়া উপনীত হইলে দীর্ঘকাল অপেক্ষমান উৎকণ্ঠিত ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। লুধিয়ানা হইতে পেণ্টাসাহেব হইয়া দেরাদুন আসিতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু ১১ ঘণ্টা পরে পৌঁছায় দেরাদুনের ভক্তগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলম্বে পৌঁছিবার কারণ—ব্যবস্থাপকগণ পেণ্টাসাহেবের পথে চণ্ডীগড় সহরের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বাসটীকে চণ্ডীগড় মঠে লইয়া আসেন। তথায় একাদশী তিথির ব্রতানুকূল অনুকল্প প্রসাদ সকলে গ্রহণ করেন—১ ঘণ্টা সময় তথায় ব্যয়িত হয়। পরে গাড়ীটি পাহাড়ী এলাকা 'নাহানে'র নিকট আসিয়া বিকল হইয়া পড়ে। মেরামতে অনেক সময় ব্যয়িত হয়। তৎপরে ঘুরা-রাস্তায় আসায় দেরাদুনে পৌঁছিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। লুধিয়ানার ভক্তগণ সাধুগণের সেবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে বাতানুকূল ডিলাক্স বাসের ব্যবস্থা করিলেও দৈববশতঃ সাধুগণের ভোগান্তির একশেষ।

দেরাদুন মঠে ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ৩০ এপ্রিল শুক্রবার পর্য্যন্ত দ্বিতলের সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ২৮ এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ঘণ্টাঘরের নিকট পঞ্চায়েতী মন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ডিস্পেনসরী রোড, ধামাওয়ালা বাজার, হনুমান চৌক, মোতিবাজার, পল্টন বাজার, ঘণ্টাঘর হইয়া পুনঃ রাত্রি ৭-৩০টায় পঞ্চায়েতি মন্দিরে ফিরিয়া আসে। ২৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার **শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী** ব্রতানুষ্ঠান থাকায় জম্মু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণ দেরাদুন মঠে আসিয়া পৌঁছেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ৭ম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীপ্রহলাদ-চরিত্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ ব্যাখ্যামুখে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে তিনি নৃসিংহদেবের কৃপাপ্রার্থনামুখে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিলে সকলে কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। শ্রীনৃসিংহদেবের অভিষেক, পূজা, ভোগরাগান্তে সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর সমবেত ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূলাদি প্রসাদ দেওয়া হয়। ৩০ এপ্রিল শুক্রবার মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহুশত নরনারীগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিতৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন। ১লা মে একাদশ মূর্ত্তি হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সাধু ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে হাথিবরকলাস্থিত শ্রীনিমাই সিংহরায়, কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা, খুরবুড়া মহাল্লাস্থিত শ্রীমেওয়ারামজী অরোরা, যোগীওয়ালাস্থিত শ্রীমতী বিদ্যাদেবী গোসাই, ডি-এল্-রোডস্থ শ্রীগিরীশ চন্দ্র পাণ্ডে, বদ্রীনাথ মার্গস্থিত শ্রীঅশোক ডোভাল, কোলাগর রোডস্থ শ্রীধীরেন্দ্র সিং নেগির গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণনাথদাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়গোবিন্দজী-শ্রীভকতজী, প্রচারপার্টির সেবকগণ ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শিমলা (হিমাচলপ্রদেশ) ঃ— শিমলায় পাহাড়ী এলাকায় উঠা-নামা করাতে অসুবিধা হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব তথায় প্রচারে কএক বৎসর যান নাই। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ প্রচারপার্টি সহ যাইয়া প্রচারকার্য্য করিয়া থাকেন। এইবার মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারী (শ্রীশক্তিচন্দ্র কনোয়ার—যিনি গঞ্জমন্দির সনাতন ধর্ম্মসভার প্রচারমন্ত্রী) এবং অন্যান্য মঠাশ্রিত ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করায় শ্রীল আচার্য্য-

দেব যাইতে স্বীকৃত হন এই সর্ত্তে তিনি কেবলমাত্র মন্দিরেই থাকিয়া হরিকথা বলিবেন।

অবস্থিতি ঃ—৪ মে মঙ্গলবার হইতে ৭ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত।

শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামদাস অগ্রিম প্রচারপার্টীরূপে ২ মে শিমলায় পেঁ ৌছিয়া প্রচার করিতেছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ৪ঠা মে ৭ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে দুইটী মোটরযানে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় চণ্ডীগড় হইতে রওনা হইয়া বেলা ১২টায় শিমলায় গঞ্জমন্দিরে আসিয়া পেঁৗছিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। প্রচারপার্টীর সাতমূর্ত্তি—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসাধক সজ্জন মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযোগেশ (শ্রীযদুনন্দন দাস)। ভক্তগণ যাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে বেশী নামা-উঠা করিতে না হয় তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তের বাড়ীতে না যাওয়ায় সকলে মন্দিরেই বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতের সভায় ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ।

৫ মে বুধবার শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া পৌনে সাতটায় মঠে ফিরিয়া আসে। প্রারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে ভক্তগণও উল্লাসভরে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। চণ্ডীগড় হইতে এক বাস ভক্ত নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীশক্তি চন্দ্র কানোওয়ার, শ্রীতীর্থরাম শর্ম্মা, শ্রীযোগরাজ পুরী, এড্‌ভোকেট শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্ত বৈষ্ণবসেবার আনুকূল্য বিধান করেন। ৭ মে কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত হন।

শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারী (শ্রীশক্তিচন্দ্র কনোয়ার) স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ, সস্ত্রীক শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী (এড্‌ভোকেট শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্তা) শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে উদ্যোগী ও যত্ন করিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টীসহ ৮ মে চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
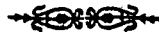
শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সেবা পরিচালনায় শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বিগত ২৬ আষাঢ় (১৪০৬); ১১ জুলাই (১৯৯৯) রবিবার হইতে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে পূজ্যপাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম যতি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত বনচারী, শ্রী-অনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীন-বন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন), শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী (দেরাদুন), শ্রীঅটলবিহারী দাস ও শ্রীবাবু মাইতি ১৪ মূর্ত্তি কলিকাতা-হাওড়া হইতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে পুরী রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন।

শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্ম-চারী প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ হায়দ্রাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবের পর পুরীতে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়া-ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাবপীঠে দীর্ঘদিন যাবৎ অবস্থান করতঃ ভজন করিতেছেন। উদালা (ওড়িষ্যা) শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজ কতিপয় সেবকসহ, আসাম-সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠ রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রচার পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমায়াপুর মূল মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ, দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীমেওয়ারামজী আদি কতিপয় সজ্জনবৃন্দসহ, শ্রী-বৃন্দাবন-কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীঅরবিন্দলোচনদাস ব্রহ্মচারী, হায়দ্রাবাদ হই'ত শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (শ্রীকরুণাকর), সস্ত্রীক জি-বেঙ্কটেশ্বরলু, মেদিনীপুর-মেচেদার শ্রীরামকৃষ্ণ দাসা-ধিকারী আদি ৩০।৩৫ মূর্ত্তি, আনন্দপুর হইতে শ্রীবিশ্বনাথ দাসাধিকারী আদি ১০।১২ মূর্ত্তি, দিল্লী হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রভাব মহাবীর মহারাজ, শ্রীযদুনন্দন দাস (শ্রীযোগেশ) প্রভৃতি বার্ষিক উৎসবে বিভিন্ন দিনে আসিয়া যোগ দেন। এতদ্ব্যতীত আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িষ্যা, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ আদি ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে ১১ জুলাই রবিবার প্রাতে বাহির হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দির পরিক্রমা এবং শ্বেতগঙ্গা, শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মঠ (শ্রীগঙ্গামাতা মঠ) দর্শন ও তত্তৎস্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে শ্রীগঙ্গামাতা মঠ হইতে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহা-রাজ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মঠ হইতে শ্রীকাশীমিশ্রভবন (গম্ভীরা), শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল দর্শন, শ্রীগৌরাঙ্গের ও শ্রীবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনামূলক গীতি এবং স্থানের মহিমা কীর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে শ্রীল আচার্য্য-দেব সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীনরেন্দ্র সরোবর (চন্দন সরোবর), আঠারনালা প্রভৃতি দর্শন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ আঠার-নালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠে পূজাবিধান করিলে বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ১৩ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনদিবসে শ্রী-জগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব প্রভৃতি দর্শন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন প্রসঙ্গ পাঠকরতঃ বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া বলেন। তৎপরে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ও পরিক্রমা করা হয়। প্রত্যেক স্থানের মহিমা প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

১৩ জুলাই মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব তিথিতে শ্রীমঠে সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৬ আষাঢ় (১৪০৬); ১১ জুলাই রবিবার হইতে ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হয়। সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ এই অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত

চেয়ারম্যান ডঃ দামোদর পাণ্ডা এবং ওড়িষ্যার ল' রিভিশন কমিটীর চেয়ারম্যান ও ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন যথাক্রমে পুরী পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সিনিয়র এড্‌ভোকেট শ্রীবামদেব মিশ্র এবং ভারতের সুপ্রীমকোর্টের ভূত-পূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি ও মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। ২য় ও ৩য় দিবসে বিশিষ্ট বক্তা ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে পণ্ডিত শ্রীবৈদ্যনাথ ঠাকুর (রামায়ণী) ও পুরীধামস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ভূত-পূর্ব্ব প্রশাসক ও ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের অবসরপ্রাপ্ত এডিশন্যাল সেক্রেটারী শ্রীশরৎচন্দ্র মহাপাত্র। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'জগৎ ও শ্রী-জগন্নাথ', 'কলিযুগ এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন' ও 'শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। সভায় সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট বক্তা ও বিশিষ্ট অতিথিগণের অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ বক্তব্যবিষয়ের উপর ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রভাব মহাবীর মহারাজ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা দিবসে অপরাহ্ন ২-৩০টায় নৃত্য-কীর্ত্তনরত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ অতীব উল্লাসভরে রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। এবৎসর পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০/৯টার মধ্যে পহাণ্ডি আরম্ভ হয়। ১২-৩০/১টার মধ্যে পুরীর গজপতি মহারাজ শ্রীদিব্যসিংহদেব ছেড়া-পহরা শেষ করিয়া শ্রীনহরে (রাজপ্রাসাদে) ফিরিয়া আসিলে অপরাহ্ন ২ ঘটি-কায় শ্রীবলদেব প্রভুর রথ টানা আরম্ভ হয়। শ্রী-সুভদ্রাদেবী ও শ্রীজগন্নাথদেবের রথও পর পর টানা আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ন ৫টার পূর্ব্বেই তিনটি রথ শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া পৌঁছিলে দূর দূর দেশ হইতে আগত ভক্তগণের পরমানন্দ হয়। আকাশ ঈষৎ মেঘাবৃত থাকায় এবং বৃষ্টি না হওয়ায় রথযাত্রায় উপস্থিত সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্রীরথযাত্রা দিবসে ১৫ মূর্ত্তি পুরুষ ও মহিলা ভক্ত পূর্ব্বাহ্নে হরিনামাশ্রিত হন।

শ্রীবনওয়ারীলাল সিংহানিয়া প্রভু প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবৎসরও রথযাত্রা দিবসে শ্রীমঠ হইতে খেচুরান্ন প্রসাদ এবং গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন দিবসে শ্রীনৃসিংহ মন্দির হইতে পরমান্ন প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

অন্যান্য উৎসবদাতাগণ ঃ—

(১) পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ—১০ জুলাই মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবা দেন।

(২) শ্রীপ্রেমকুমার আগরওয়াল, মণ্ডী গোবিন্দ-গড়, পাঞ্জাব—১২ জুলাই সোমবার মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব-সেবা দেন।

(৩) শ্রীযুক্তা মীরা রায়, গুয়াহাটী, আসাম—১৩ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরো-ভাব দিবসে মধ্যাহ্নে এবং একদিন রাত্রিতে শ্রীশ্রীজগ-ন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রীমঠে বৈষ্ণবসেবা দেন।

শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী ও শ্রীললিতমাধব দাসাধি-কারী (শ্রীলোকনাথ নায়েক) ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থায় আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস (মঠরক্ষক), শ্রীজয়দেব দাস প্রভু, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদা প্রভু, পূজারী শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগণেশ দাস, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীআনন্দ-লীলাময়বিগ্রহ দাস, শ্রীকাশীরাম ও প্রচারপার্টীর ব্রহ্মচারী সেবকগণ প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত্রিতে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত ১৭ মূর্ত্তিসহ পুরী হইতে কলিকাতায় যাত্রা করেন।

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেবের

নিত্যলীলায় প্রবেশ

গত ২৯ দামোদর (৫১৩ গৌরাব্দ), ৫ অগ্রহায়ণ (১৪০৬), ২২ নভেম্বর (১৯৯৯ খৃষ্টাব্দ) সোমবার প্রাতঃ ২-১০ ঘটিকায় শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ-আচার্য্য পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ পুরীধামস্থিত চক্রতীর্থ রোডে স্থাপিত শাখামঠে ১০২ বৎসর বয়সে ভৌমলীলা-সম্বরণপূর্ব্বক নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবরের শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে ৩০ দামোদর, ৬ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা তিথি-দিবসে ধামস্থিত বিভিন্ন মঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে বৈষ্ণব-বিধান মতে সমাধি-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(বিস্তারিত সংবাদ পরবর্ত্তী সংখ্যায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে, প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথজীউ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে বিগত ৩২ আষাঢ় (১৪০৬) ; ১৭ জুলাই (১৯৯৯) শনিবার হইতে ৪ শ্রাবণ, ২১ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজের সেবা-তত্ত্বাবধানে এবং মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সমবেত প্রচেষ্টায় শ্রীমঠের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ৪ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল রবিবার অক্ষয়-তৃতীয়া তিথি হইতে ২১ দিনব্যাপী চন্দনযাত্রা উৎসব, ১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন সোমবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব, ২৮ আষাঢ়, ১৩ জুলাই মঙ্গলবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন অনুষ্ঠান, ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই বুধবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসব যথারীতি নির্ব্বিঘ্নে বিপুল সমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রতিটী অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ কলিকাতা হইতে সপ্তাহ পূর্ব্বে আগরতলায় আসিয়া রথযাত্রায় যোগদান করতঃ পুনর্যাত্রার সপ্তাহ পূর্ব্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, হায়দ্রাবাদের সস্ত্রীক শ্রীজি-বেঙ্কটেশ্বরলু ও চণ্ডীগড়ের শ্রীমতী রশ্মিদেবী দ্বাদশ মূর্ত্তি কলিকাতা বিমানবন্দর হইতে ১৭ জুলাই শনিবার প্রাতঃ ৬-৩০ মিঃ-এর বিমানে রওনা হইয়া প্রাতঃ ৭-২০ মিঃ-এ আগরতলা বিমানবন্দরে আসিয়া অবতরণ করিলে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, মঠস্থ ব্রহ্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় শতাধিক ভক্ত বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিগত ১৭ জুলাই শনিবার হইতে ২১ জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ১৭ জুলাই শনিবার শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সন্ধ্যা ৬-১৫ মিঃ-এ পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার শুভ উদ্বোধন ও স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন। এই সান্ধ্য ধর্ম্মসভাসমূহে সভাপতিরূপে যথাক্রমে ডাঃ বিকাশ রায়—শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্ত্তা—ত্রিপুরা, শ্রীওয়াই-এন্-জওহরি—অধিকর্ত্তা-আগরতলা দূরদর্শন, শ্রীঅগ্নিকুমার আচার্য্য—প্রাক্তন যুগ্ম সচিব-ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, ডঃ রবীন্দ্রনাথ দাস শাস্ত্রী—প্রাক্তন অধ্যক্ষ-সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়, শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য্য—বিশিষ্ট ভাগবত কথক-বড়দোয়ালী ; প্রধান অতিথিরূপে যথাক্রমে ডঃ ব্রজগোপাল রায়—প্রাক্তন মন্ত্রী-ত্রিপুরা, শ্রীসীতেশ রঞ্জন পাল—আই-এ-এস্, সচিব, ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশন, ডঃ প্রভাস চন্দ্র ধর—অধ্যাপক, এম্-বি-বি কলেজ, আগরতলা, শ্রীযতীন্দ্র নাথ মজুমদার—প্রাক্তন মন্ত্রী-ত্রিপুরা ; বিশেষ অতিথিরূপে যথাক্রমে ডঃ সুমঙ্গল সেন—প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায়—অধ্যাপক, রামঠাকুর

কলেজ, ডঃ সীতানাথ দে—অধ্যাপক, ত্রিপুরা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শ্রীঅর্জ্জুন দাস—প্রাক্তন সম্পাদক, মহা-রাজগঞ্জ বাজার উৎসব কমিটী বৃত হন। সভার বক্তব্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'ধর্ম্মের স্বরূপ ও তাহার উপযোগিতা', 'হিংসোন্মত্ত পৃথিবীতে ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম', 'মঠ মন্দিরের উদ্দেশ্য ও সাধুসঙ্গের মহিমা' এবং 'শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য'। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি ও শ্রীমঠের আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীচিদঘনানন্দ ব্রহ্মচারী। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের ভক্তগণ এবং বিদেশী ভক্তও সভায় শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবকে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষাতেও বলিতে হয় তাঁহাদের বোধসৌকর্য্যার্থে। প্রত্যহ সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ প্রাতে মঠে ভক্তসমাবেশে হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন।

৫ শ্রাবণ, ২২ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা বিরাট সংকীত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ অপরাহ্ন ৪-১৫ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির হইতে শুভযাত্রা করতঃ সুরম্য রথা-রোহণে লক্ষ্মীনারায়ণবাড়ি রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মোটর ষ্ট্যাণ্ড, কামান চৌমুহনী, সূর্য্য চৌমুহনী, প্যারাডাইস চৌমুহনী, হাসপাতাল চৌমুহনী, আর-এম-এস-চৌমুহনী, বিদুরকর্ত্তা চৌমুহনী, রবীন্দ্রভবন চৌমুহনী পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যা ৭-০০টায় শ্রীজগ-ন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুনর্যাত্রায় সহস্রা-ধিক নরনারী যোগদান করেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্য-কীর্ত্তন করতঃ অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে শ্রীদেবকী-সুত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্ম-চারী রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করেন। ত্রিপুরা সরকার হইতে ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ ও পুলিশ ব্যাণ্ডও নিয়োজিত ছিল।

স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে এবং দূরদর্শনযন্ত্রের (Television)-এর মাধ্যমে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, শ্রীমঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্রের অধিকর্ত্তা শ্রীওয়াই-এস জওহরির ও ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন যুগ্ম-সচিব শ্রীঅগ্নি কুমার আচার্য্যের বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। 'প্রশ্ন-উত্তর' বিষয়ক সাক্ষাৎকারটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রশ্ন ঃ—শুনেছি আপনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের আচার্য্যরূপে পাশ্চাত্যদেশে—মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইউরোপ, টেনেরিফে-সান্তা-ক্রুজ-কেনেরিদ্বীপপুঞ্জ, লণ্ডন, রাশিয়া, বেলারুস্, ইউক্রেন প্রভৃতি স্থানে সপার্ষদে পদার্পণ করতঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী প্রচার করেছেন। আমরা তজ্জন্য খুবই সুখী ও গৌরবান্বিত। প্রচার-সাফল্য কতদূর কি হলো, সেখানকার লোক-চরিত্র, তাঁদের ব্যবহার, গুণবৈশিষ্ট্য, পরিবেশ, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং তুলনামূলকভাবে ভারতের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আপনার কি অভিজ্ঞতা তদ্বিষয়ে জান্‌বার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছি।

উত্তর ঃ—প্রথম দর্শনে এরূপ মনে হয়েছে—পাশ্চাত্যদেশের লোক নিজকর্ত্তব্যকর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত, কারও কোনও অসুবিধা হ'লে তা দূর করার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন, তাঁদের নিকট হ'তে অশালীন ব্যবহার পাই নাই বরং সহানুভূতিসূচক ব্যবহারই পেয়েছি, তাঁদের স্বভাবে দেখেছি কাগজপত্র আবর্জ্জনা তাঁরা রাস্তাতে, গৃহে, লোকবসতিস্থানে ফেলেন না, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলেন, তাঁরা নিয়ম মেনে চলেন, নিয়মভঙ্গ করলে সেখানে দণ্ড হয়; বড় ছোট সব সহরে দেখেছি রাস্তায় বাজার বাসনা, পরিষ্কার-পরি-চ্ছন্ন সুন্দর ভবনে সব দ্রব্য সজ্জিত থাকে, ভাল সুন্দর ঠেলা গাড়ী আছে, তা'লয়ে এক গেটে ঢুকে অন্য গেট দিয়ে বেরোতে হয়। দুই গেটেই লোক থাকে। বের হবার সময় গেটের ব্যক্তি মূল্য নির্দ্ধারণ করেন, তা'-দিয়ে দ্রব্যাদি আনতে হয়। ভবনের ভিতরে কোনও লোক থাকেনা। টাকা না থাকলে ব্যাঙ্ক হ'তে আনবার জন্য automatic ব্যবস্থা আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। The Vedanta
৪৯। The Bhagabat
৫০। Rai Ramananda
৫১। Vaishnavism
৫২। Sree Brahma-Samhita
৫৩। Saranagati
৫৪। Relative Worlds
৫৫। शिक्षाष्टक
৫৬। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৫৭। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৫৮। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৫৯। भजन-गीति
৬০। श्रीचैतन्यभागबत
৬১। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬২। परम तत्व-विचार
৬৩। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৪। साध्य-साधन-तत्व-बिचार
৬৫। मैं की हूँ ?
৬৬। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৬৭। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৪০৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

অস্থায়ী **কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

অস্থায়ী **প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—**

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া) ফোন ঃ ৪৫২৬৬

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া) ফোন ঃ ৫৭৯০৭

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪২১৯৯

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা) ফোন ঃ ৪৪৩৬৬১

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ মধুবন, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ৫৪৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম) ফোন ঃ ৩০৪৪৬

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম) ফোন ঃ ৪০৫৩৭

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ৭০৮৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২৩২৭৪

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ২২৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা ফোন ঃ ৮৬২৪২৪

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫
ফোন ঃ ৭৫২২৫১৪

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
ফোন ঃ ৮৭৪৭১

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩৯শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৪০৬
৯ মাধব, ৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, রবিবার, ৩০ জানুয়ারী ২০০০ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২০৩ পৃষ্ঠার পর]

হরির কীর্ত্তন হ'লে সমস্ত কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। সত্যযুগে ধ্যানের কথা বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান কলিকালে বিক্ষিপ্তমনে ধ্যানের কথা পালিত হ'তে পারে না। এজন্য মহাধ্যানের কথা বর্ণিত হ'য়েছে। হরিকীর্ত্তন—মহাধ্যান। কৃতযুগে স্বল্প ধ্যানের কথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তা'তে ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শন হ'ত না ; এজন্য কলিকালে মহাধ্যান। ধ্যানে দোষ পবেশ ক'রেছিল বলে ত্রেতায় যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এজন্য কলিতে মহাযজ্ঞ সঙ্কীর্ত্তনের বিধি যজ্ঞে দোষ আরোপিত হওয়ায় দ্বাপরে অর্চ্চন-বিধি প্রবর্ত্তিত হ'ল। কলিতে মহা-অর্চ্চন-বিধি। মহা-অর্চ্চন—শ্রীনাম-কীর্ত্তন। সমস্ত চিকিৎসায় নিরাশ হ'য়ে অন্তিমকালে যেমন অত্যন্ত-মুমূর্ষ রোগীকে বিষবড়ি খাইয়ে দেয়—তা'তে খুব শক্তি (Potency) আছে ব'লে,—সেরূপ কলিকালে জীবের দুর্দ্দশার চরম দেখে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। শ্রীনাম-কীর্ত্তনে সর্ব্বশক্তি সমর্পিত হ'য়েছে—সকলশক্তি পূর্ণমাত্রায় আছে। কীর্ত্তনই—মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ, মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্‌বিষয়ের পরিপূর্ণতা। যখনই মানুষের বিচার এসে উপস্থিত হয় যে, সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি, তখনই যজ্ঞ কর্‌বার অবকাশ হয়। শ্রীনাম-ভজনেই মহার্চ্চন, মহাযজ্ঞ, মহাধ্যান। মহাধ্যানে অন্যমনস্ক হওয়া উচিত নয়। যখনই অন্যমনস্ক হ'ব, তখন বল্‌ব,—সত্যযুগে ফিরে যাই, কিন্তু এখন যে কলিযুগ! সুমেধোগণ এই মহাধ্যান, মহাযজ্ঞ ও মহার্চ্চন করেন, আর কুমেধোগণ অন্যান্য পথ স্বীকার করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল লাভ হয় না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥" *
(ভাঃ ১১।৫।৩২)

ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ যজ্ঞবিধিদ্বারা উপাসনা কর্‌তেন, তাঁ'রা ব'ল্‌ছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবী যে-ভাবে উপাসনা ক'রেছিলেন, সেই-ভাবে ত' সেবা কর্‌তে পারি না"; কিন্তু এখানে একটুকু কথা হ'য়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—'সুমেধসঃ'। 'সুমেধস্'-শব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হ'য়েছে। এক সীতাদেবী যদি বহু সীতাদেবী হ'য়ে সেবা করেন, তবে সীতা ও রাম—উভয়েই অসন্তুষ্ট হ'বেন; কারণ, শ্রীরামচন্দ্র—একপত্নীব্রতধর, আর সীতাদেবী —একপতিব্রতধরা। কিন্তু—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥"

নাম-মহাযজ্ঞের দ্বারা যে পূর্ণ বস্তুর উপাসনা, তা'তে অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং পার্ষদের নিত্য অবস্থান বিশেষরূপে বিবেচ্য। তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে সুমেধোগণ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ক'রে থাকেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুগত হ'য়ে তাঁ'রই পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থান ক'রে নামযজ্ঞ ক'রে থাকেন। যাঁ'রা গৌরবিহিত কীর্ত্তন পরিত্যাগ করে অন্য প্রকারে কীর্ত্তন করেন, তা'রা অচৈতন্যাশ্রিতজন। সুতরাং জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে যে সকল বিচার উপস্থিত হ'য়েছে তা' অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। গুরুসেবা প্রধান কর্ত্তব্য। আম্নায়-বেদ্য জিনিষটি বিমুখ কর্ণ দিয়ে শ্রবণ করা যায় না। গুরুদেবের শব্দ সেবোন্মুখ কর্ণে পেঁ'ছিলে—কর্ণবেধ হ'লে চক্ষুর অজ্ঞানতিমির বিদুরিত হয়; তখন চক্ষু নির্ম্মল হয় এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

জগজ্জঞ্জাল-দ্বারা শুদ্ধভক্তির স্রোত জগতে রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। ভক্তিতেই একমাত্র প্রেয়োবুদ্ধি যাঁ'র, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শুদ্ধভক্তিপ্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত করেছেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর শুদ্ধভক্তির কথায় যিনি একমাত্র আদর করেন, তিনিই আমার শ্রীগুরুদেব, আর, যাঁ'রা আদর করেন তাঁ'রাও আমার গুরুবর্গ।

যাঁ'রা বিধর্ম্মের (দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম বা কর্ম্মরাজ্যের বিচারযুক্ত ভোগময় ধর্ম্মের) বশীভূত হ'য়ে না বুঝ্‌তে পেরে জড় জগতের পদার্থজ্ঞানে তাঁ'কে ভোগ্য ব'লে বিচার করেন, তাঁ'দের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ভক্তিবিনোদ-বিরোধী জড়েন্দ্রিয়ভোগীর দুর্ম্মুখ যেন কোনদিন আমাদের দর্শন করতে না হয়। যিনি ভক্তিকেই একমাত্র প্রেয়ঃপথ মনে করেন, আমরা একমাত্র সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই আশ্রিত। আপনারা আজ একজন নগণ্য ব্যক্তিকে —অবিবেচক ব্যক্তিকে 'গুরু' ব'লে স্বীকার ক'রে যে সকল অর্ঘ্য প্রদান করেছেন, সেই সকল অর্ঘ্য আমার শ্রীগুরুদেবতত্ত্বেরই প্রাপ্যবস্তু। আমি ঐগুলি হরণ না ক'রে, তাঁ'র প্রাপ্যবস্তু তাঁ'র নিকট পেঁ'ছিয়ে দিলাম। আমার কিছু নাই; কিছু রাখিলে গুরুসেবক বা কৃষ্ণদাস্য হ'তে বঞ্চিত হ'ব, জেনেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

শ্রীহরিনাম কি ?

পরমেশ্বরের যাবতীয় ঈশিত্ব শ্রীহরিনামে বিদ্যমান। শ্রীহরিনাম সমস্ত অচেতনের অচেতনত্ব হরণ করেন, শ্রীহরিনাম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; সেই জন্যই শ্রীহরি 'বিষ্ণু'-নামে কথিত। কর্ম্মকোলাহলময় জগতে বিপদাপদ্ নিবারণ-কল্পে যে সকল হরিকীর্ত্তনের আবাহন দেখা যায়, উহা বাস্তব শ্রীহরিনাম না হওয়ায় জীবের কোন প্রকার সুবিধা হইতেছে না—শ্রীহরিনামে রুচি উৎপন্ন হইতেছে না। বাস্তব হরিনাম কীর্ত্তনকারীর বড়ই দুর্ভিক্ষ। অবশ্য যাঁহারা শ্রীহরিকৃপা-প্রাপ্তির আশায় হরিকীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদিগের জন্য এই সকল জাগতিক ব্যাপার-বিমি-

* যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদপরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শ্রিত হরিকীর্ত্তনের ছল থাকে থাকুক, তাহার স্বপক্ষে বিপক্ষে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীহরিপাদপদ্ম সেবাভিলাষী, তাঁহারা বাস্তব কীর্ত্তন-কারীর নিকটে শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবণ করুন।

প্রাপ্য কত উচ্চে?

[দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত]

'শুদ্ধ-ভক্তি' বলিয়া একটা কথা শুনিতে পাই; তাহা শুনিয়া শুনিয়া আমারও সে বিষয়ে একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। 'ভক্তি' বলিতেই ভজন (সেবা) ও ভজনীয় (সেব্য) এই দুইটী কথা মনে পড়ে। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন ঃ—

"অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া।"

যে অক্ষর-স্বরূপ ভগবান্ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি যাঁহাকে পাইলে আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না, তিনিই পরমধাম বা পরম গতি এবং অনন্যা ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারাই তিনি প্রাপ্য। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম, ধাম, কামে স্বরূপতঃ অভেদ। সেই অনাদির আদি, সর্ব্বকারণ-কারণ, গোবিন্দের ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের অবস্থিতি কত উচ্চে তাহার ধারণা করা অসম্ভব হইলেও সাধু-শাস্ত্র-বাক্য-মূলে তাহার একটা দিঙ্নির্ণয় করিতে যাইয়া আমরা প্রথমেই আমাদের বর্ত্তমান আবাস ভূলোকের কথা স্মরণ করি। গোলোক বা কৃষ্ণধাম-প্রার্থী আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়টী কত উচ্চে ও ভূর্ভুবাদি কতগুলি লোকের উর্দ্ধে অবস্থিত তদালোচনায় শুনিতে পাই, ভূলোক বা মর্ত্ত্যলোকের উপরে ভুবলোক—তাহা আমাদের কাম্য নহে। তদুপরি স্বর্গলোক—তাহাও আমাদের আকাঙ্ক্ষনীয় নহে; কারণ তাহা অনিত্য। "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকবিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি। সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলেই, অক্ষশূন্য বিদেশগত পথিকের ন্যায় পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকেই ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবে এ অনিত্য স্বর্গলোকদ্বারা আমাদের কি লাভ হইবে? দেখা যা'ক, ইহার উপরে কি আছে। স্বঃ বা স্বর্গলোকের উপরে ক্রমান্বয়ে মহলোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক প্রভৃতি যাহা আছে তাহাদ্বারাই বা আমাদের কি প্রয়োজন সাধিত হইবে? চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সেগুলিও ত অনিত্য বলিয়া তদ্দারা আমাদের পরম প্রয়োজন সাধিত হইবে না—কাজেই সে-সমস্ত লোকেও আমাদের রুচি নাই। কাজেই তাহা ছাড়িয়া আরও উর্দ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু পথিমধ্যে বিরজা-নাম্নী নদী অবস্থিতা। ইহাতে স্নাত হইয়া ওপারে গেলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মলোক পাওয়া যায়। হায়! ইহা কি সেই লোক—যাহাকে সাধু ও শাস্ত্র তেজঃ-পুঞ্জ বা জ্যোতিঃরাশি মাত্র বলেন এবং যাহার সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেন—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রঃ তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

এই নির্ব্বিশেষ, নিরাকার ব্রহ্মলোকরূপ সমুদ্রে, জ্ঞানযোগীদের ন্যায় নিজের অস্তিত্ব চিরতরে ডুবাইয়া আত্মঘাতী হওয়ার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। আর এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তিই বা কিরূপে সম্ভবপর? সম্পূর্ণরূপে ভেদ্‌রহিত না হইলে এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তু মিশিয়া লীন হইয়া যাওয়া কিরূপে সম্ভব-পর হইতে পারে? শাস্ত্র বলেন যে, জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বা সাদৃশ্য যেরূপ বর্ত্তমান, ভেদ বা পার্থক্যও তদ্রূপ সমভাবে বিদ্যমান। জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারেনা। সমুদ্রে অগণিত তরঙ্গ থাকিলেও তরঙ্গ কখনও সমুদ্র নহে ঃ—

"যথা সমুদ্রে বহবস্তরঙ্গাস্তথা
বয়ং ব্রহ্মণি ভূরি জীবাঃ।
ভবেত্তরঙ্গাঃ কদাচিদব্ধিঃ ত্বং
ব্রহ্ম কস্মাদ্ভবিতাসি জীবঃ॥"

বিশেষতঃ ভক্তি বা সেবা-সৌভাগ্যকামী আমাদের পক্ষে সাযুজ্য-মুক্তিতে নরকাপেক্ষাও ঘৃণ্য হওয়া উচিত।

"সাযুজ্য বলিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥"
"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

তবেই এ ব্রহ্মলোকেও আমাদের প্রয়োজন নাই। কাজেই ইহাকে পেছনে ফেলিয়া কৃষ্ণ-কৃপা-মূলে আরও ঊর্দ্ধে যাইতে হইবে। এখানে উর্দ্ধে যাওয়া অর্থে যোগিজ্ঞানিদের মত নিজ চেষ্টায় আরোহমার্গ-অবলম্বন নহে, কিন্তু অবরোহ-পথে কৃষ্ণ-কৃপা সম্বল-মাত্র করিয়া তদীয় চরণ-সেবার উদ্দেশ্যে তদীয়-লোক-প্রাপ্তির প্রার্থনাসূচক চেষ্টা মাত্র বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে, পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-লোকের সন্ধান লাভ হইবে। সেখানেও শুদ্ধ ভক্তের আশা মিটিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সেখানে শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য এই আড়াই প্রকার মাত্র রসে সসম্ভ্রমে শ্রীনারায়ণের সেবা মাত্র লাভ হইবে; সেখানে বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসে মাধুর্য্যময়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের ভজন নাই। বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে একমাত্র শ্রীগোলোক বৃন্দাবনেই পূর্ণ পঞ্চরসে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, পরাৎপর-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের ভজন সম্ভবপর। কৃষ্ণকৃপায় সে অধিকার প্রাপ্ত হইলে মনের সাধে পঞ্চরসে তথায় শ্রীকৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে এবং শুদ্ধ ভক্তের তাহাই একমাত্র প্রাপ্ত বস্তু (Goal)। তবেই দেখিতেছি, কাঙ্গাল হইলেও আমি পর্ণকুটীরে শয়ান থাকিয়া রাজপ্রাসাদের স্বপ্ন দেখিতেছি এবং ওয়াসিংটনের মত Log Cabin হইতে একেবারে white houseএ যাইতে চাহি। কিন্তু তাহা কি সাধন-সাপেক্ষ নহে? যাইতে চাওয়া বা ইচ্ছা করা ত অতি সহজ। মনের গতি ত এক সেকেণ্ডে বহু কোটী মাইলেরও উপর। প্রাকৃত মন কি ইন্দ্রিয়ের অতীত অবাঙ্মনসগোচর বা অপ্রাকৃত-ধামে সত্য সত্যই আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে? তাহাত কখনই পারিবে না। সাধন-ভক্তি-মূলে সুপ্ত আত্মবৃত্তির উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অধোক্ষজ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ অসম্ভব। তবে ত বড় মুস্কিল। সাধন ভক্তির ক্রম ত বড় সহজ নহে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততো অনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

আবার—

"সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে প্রেম নাম কয়॥
প্রেম-বৃদ্ধি-ক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, ক্রমে মহাভাব হয়॥"

এই সমস্ত স্তর আমি কি করিয়া উত্তীর্ণ হইব?

"শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥
সাধুসঙ্গে, কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥"

সেই প্রাথমিক কৃত্য শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলেও ত সিদ্ধান্ত-শ্রবণের প্রয়োজন।

কারণ-শাস্ত্র বলেন—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥"

সেই সিদ্ধান্ত কোথায় শোনা যাইবে? তজ্জন্য সিদ্ধান্তবিৎ সাধু-গুরুর পদাশ্রয় করিতে হইবে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাসহকারে তাঁহার নিকট হইতে প্রকৃষ্টরূপে সেই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। সাধুগুরুর সহিত ষড়বিধসঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে করিতে হইবে। তবে ত' প্রথমস্তর শ্রদ্ধা লাভ হইবে। তৎপরে ত' রতি, মতি, ভক্তি লাভ হ'বে। কারণ শাস্ত্রে আছে ঃ—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো-
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

ভক্তির প্রথম সোপান শ্রদ্ধা লাভই যদি অনায়াস-লভ্য না হইল তবে ত দেখিতেছি—ভক্তিমার্গ বড়ই

কঠিন ও দুর্গম। আমি কিরূপে এ দুর্গম পথে অগ্রসর হইব ? আমি কি সমুদ্রে তরঙ্গ দেখিয়া কূলেই নৌকা ডুবাইয়া দিব। কিন্তু এ অবস্থায় সাধু, শাস্ত্র ও মহাজন'মাভৈঃ' বাণীতে আশ্বস্ত করিয়া আশার বাণী শুনাইয়া বলিয়াছেন—বর্ত্তমানযুগ কলহ-বিবাদময় এবং ভক্তিপথ কণ্টককোটীরুদ্ধ হইলেও একমাত্র গৌরহরির কৃপায় সমস্ত অসুবিধাই অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। কাজেই কৃষ্ণকৃপাই বলবান্। সে কৃপায় নির্ভর করিলে কঠিন বিষয়ও অতি সহজ হইয়া পড়িবে।

জীবতত্ত্ব

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১শ সংখ্যা ২১২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য কিন্তু গুণ বা ধর্ম্মসমূহকে ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন বলেন নাই। তিনি গুণ ও গুণীর মধ্যে 'স্বগতভেদ' স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব ব্রহ্ম ও তাঁহার গুণাদির মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ থাকা স্বীকার করেন নাই। এই বিষয়ে বলদেব 'স্বগতভেদ'ও স্বীকার করেন নাই।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মে যুগপদ বিরুদ্ধগুণ ও ধর্ম্ম বর্ত্তমানের স্বীকার করেন। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" "অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ের কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাঁহার অচিন্ত্যপ্রভাব ও শক্তিবশতঃই সম্ভবপর হয়। আমাদের নিকট যুক্তির দৃষ্টিতে পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মের যুগপৎ সমাবেশ অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও এবং চিন্তারও অতীত হইলেও ব্রহ্মের 'অচিন্ত্যশক্তি' বশতঃই ব্রহ্মে তাহা সম্ভব। কারণ শ্রুতি নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব শ্রুতির বাক্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। "বিভুত্বে সহিত অণুত্বাদিকম্ অচিন্ত্যশক্তি যোগাৎ।" ১।২।৭, শ্লোকভাষ্যে এবং "আমনন্তি চৈনমস্মিন্"। ১।২।৩২, এই বেদান্তসূত্রভাষ্যে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—"বিভোরপি তস্য যৎ প্রদেশমাত্রত্বং তৎকিল সম্পত্তেরবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব, ন তু ঔপাধিকমিতি। ··· ··· শ্রুতিস্তথাবিচিন্ত্যশক্তিকত্বেনেশ বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমাবেশং বোধয়তীত্যর্থঃ।" এইরূপ শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই উপদেশ করা হইয়াছে, সেই ভেদ ও অভেদ উভয়ই পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও এবং উভয়ের একত্র সমাবেশ আমাদের যুক্তিতর্কনিষ্ঠ বুদ্ধির ধারণাতীত হইলেও ব্রহ্মে উভয়েরই যুগপৎ একত্র অবস্থিতি শ্রুতিপ্রমাণ বলেই আমাদের স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং এই ভেদাভেদকে বলদেব প্রভু 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্ম ও জীবজগতের অংশাংশী বা গুণ গুণিভাব স্বীকার করায় এবং স্বগতভেদ স্বীকার করায় তিনি এই ভেদাভেদকে স্বাভাবিক বলিয়াছেন ও যুক্তিসঙ্গতও বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্ম সম্বন্ধে অন্যান্য সকল বিষয়েই বলদেব নিম্বার্কের মতের অনুরূপ মতই পোষণ করেন, কোথাও পার্থক্য নাই। নিম্বার্কের ন্যায় বলদেব প্রভুও ভগবান্ বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণকেই পরব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার যুগল-উপাসনা উভয়েরই স্বীকৃত। উভয়েই ব্রহ্মকে সগুণ, সবিশেষ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণগুণরাশি, প্রাকৃত হেয়গুণ দোষাদিরহিত, জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান্ ইত্যাদি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

শিরোদেশে উদ্ধৃত ব্রহ্ম বিষয়ে বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্তানুসারে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। এখন 'জীব' বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্ব্বে জীব বিষয়ে সামান্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণ শ্রুতি-স্মৃতিবলে যেপ্রকার

বিচার-যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপরূপে স্মরণ করা হইতেছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীব-জগৎ ব্রহ্মের শক্তি এবং ব্রহ্ম শক্তিমান্, জীব-জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বিক্ষেপ-রূপ পরিণাম (শক্তিপরিণাম) এই বিষয়ে সামান্য-রূপে আলোচিত হইয়াছে। এখন উল্লেখযোগ্য যে, অদ্বৈতবাদিগণ বলেন—ব্রহ্ম মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশ পান, শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যানুসারে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মায়াদ্বারা পরিচ্ছেদ হওয়ায় 'ঈশ্বর' এবং 'জীব' এই দুই বিভাগ হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে বিদ্যাবৃত্তি মায়াদ্বারা পরিচ্ছিন্ন (বৃহৎ) খণ্ড ঈশ্বর। অবিদ্যা-বৃত্তিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অল্পখণ্ড 'জীব', যেমন এক মহা-কাশ নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে, একটি ঘটের দ্বারা তাহার কতকাংশ আবৃত হইয়া তাহা 'ঘটাকাশ' আখ্যা লাভ করে। আবার ঐ মহাকাশেরই তদপেক্ষা কিছু অল্পাংশ সরাবের দ্বারা আবৃত হইয়া তাহার 'সরাবাকাশ' নাম হয়। অর্থাৎ এইরূপে উভয়ের বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব ব্যবহার করা হয়। ইহাই 'পরিচ্ছিন্ন' বা পরিচ্ছেদবাদ। আবার "এই জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন জলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধি আধা-রের বিভিন্নতায় বহুভেদে প্রতীয়মান হয়, তেমনি অজ-জন্মাদি-বিকারশূন্য ব্রহ্মও বিবিধরূপে প্রতীত হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সেই অদ্বয় ব্রহ্মের প্রতি-বিম্বত্ব শ্রবণ করা যায়; সুতরাং তাঁহার বিভাগও অসম্ভাবিত নহে। যেমন সূর্য্যের সজল-সরোবরে প্রতিবিম্ব এবং জলযুক্ত ঘটে প্রতিবিম্ব ক্রমান্বয়ে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রাকারে দেখা যায়, ব্রহ্মও তেমনি বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া বৃহৎরূপে 'ঈশ্বর' এবং অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া অল্পাকারে 'জীব' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—ইহাই 'প্রতিবিম্ববাদ'।

শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই অবিদ্যাবচ্ছিন্ন বা অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন হইয়া জীব' সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাশে যেরূপ ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধিনাশে জীবেরও ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। এই মতকে অবচ্ছেদবাদ বা উপাধিবাদ বলা হইয়া থাকে। আর অবিদ্যা প্রতি-বিম্বিত ব্রহ্ম চৈতন্যকেই জীব বলেন। এই মতকে প্রতিবিম্ববাদ বলা হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতসন্দর্ভে অবচ্ছেদবাদ ও প্রতি-বিম্ববাদ এই উভয় মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। "ন চোপাধি-তারতম্যময়পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্বত্বাদি ব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ।" ভাঃ সঃ ৩৬। উল্লিখিত পরি-চ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন উদ্দেশ্যে বলিতে-ছেন, জীব ও ঈশ্বরের সামর্থ্যের বৈলক্ষণ্য থাকায় যেমন তাঁহাদের ঐরূপ বিভাগ হইতে পারে না; এই-রূপ উপাধি—লিঙ্গশরীর, ইহার তারতম্য—ধর্ম্ম-বিশেষের দ্বারা কৃত সুখাদি ও অধর্ম্মবিশেষের কৃত দুঃখাদির বৈচিত্র; এই সুখ-দুঃখাদির বৈচিত্র্যময় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অধ্যাস করিয়া একটা বৈলক্ষণ্য সম্পাদক—পরিচ্ছেদ এবং প্রতিবিম্বরূপ ব্যবস্থা ব্রহ্মে কল্পনা করিয়া জীব ও ঈশ্বরের বিভাগও হইতে পারে না।

"তত্র যদ্যুপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তর্হ্য-বিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি; উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ; দৃশ্যত্বা-ভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থ জ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন ত্বাকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব।" —ভাঃ সঃ ৩৭।

পরিচ্ছিন্ন ও প্রতিবিম্ববাদকে অস্বীকার করিবার কারণ যে—অনুপপত্তিই, তাহাই 'তত্র যদ্যুপাধেঃ' এই বাক্যে বলা হইয়াছে। উপাধির বাস্তবতা স্বীকারে যে দোষগুলি উপস্থিত হয় ক্রমে তাহাই 'তর্হি অবিষ-য়স্য' ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশ করিতেছেন, শ্রুতি বলিতে-ছেন—"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে।" বৃঃ ৩।৫।২৬। অর্থাৎ অগ্রাহ্য বস্তুর কখনই গ্রহণ হইতে পারে না। যেমন ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড দেখা যায়, তেমনি বাস্তব উপাধি দ্বারা ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মের এক-খণ্ড ঈশ্বর এবং একখণ্ড জীব হইয়াছে, একথা স্বীকার করা যায় না। কারণ ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য এবং অখণ্ড বলিয়াই জানা যায়। বিশেষতঃ একবস্তুর দুই বা তিন ভাগ করাই ছেদ, ঐরূপ জীব ও ঈশ্বরকে ব্রহ্মের ছিন্ন অংশ স্বীকার করিলে তাঁহারা অনাদি না হইয়া আদিমান্ হইয়া পড়েন। ইহা স্বীকার না করিয়া 'অবিচ্ছিন্ন উপাধিযুক্ত ব্রহ্মের এক একটি প্রদেশই

ঈশ্বর এবং জীব'—একথা বলিলেও অসঙ্গত হয়, কারণ—উপাধি বিষয়ে 'চলতি' এই উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের চলনের অনুপযোগিতা, প্রতিক্ষণ উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম প্রদেশের ভেদ হওয়ায় অনুক্ষণ উপহিতত্ব এবং অনুপহিতত্ব এইরূপ দোষ আসিয়া পড়ে। তবে 'ব্রহ্মের' সর্ব্বাংশই উপহিত হইয়া জীব-ঈশ্বর সংজ্ঞা হয়—একথাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে অনুপহিত ব্রহ্ম বলিয়া একটা বস্তুই থাকে না। যদি বল 'ইহার অধিষ্ঠান ব্রহ্ম নহেন, উপাধিই উক্ত জীব ঈশ্বরভাবে বর্ত্তমান আছেন'! ইহাতেও দোষ হয়। যেহেতু শুদ্ধ ব্রহ্মের অধিষ্ঠান স্বীকার না করাতে মুক্তি অবস্থাতেও জীব ও ঈশ্বর-ভাব থাকিয়াই যায়; আরও দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নবাদের প্রতিষ্ঠা-কল্পে অদ্বৈতবাদিগণ মহাকাশকে দৃষ্টান্তস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি করিয়া সম্ভব হয়। ব্রহ্ম—অবিষয় সুতরাং নির্গুণ তাঁহার পরিচ্ছেদ—বিষয়তার সম্ভাবনা কোথায়? তবে আকাশ সাদি দ্রব্য বলিয়া পরিণামবিশিষ্ট, তাহার ঐরূপে উপাধির পরিচ্ছেদ সম্ভব হয়। যদি ব্রহ্মের অংশভেদে বাস্তব পরিচ্ছেদ স্বীকার হয়, তবে তাহার পরিণামিত্বের আপত্তি হয় এবং তাহাতে পরিচ্ছিন্নাংশের (জীব-ঈশ্বরের) মধ্যম পরিমাণতা উপস্থিত হওয়ায় অনিত্যত্বের আপত্তি অনিবার্য্য, সুতরাং 'অদ্বৈতবাদের' সহিত বিরোধ হইয়া পড়িল। এইরূপ কোনক্রমেই পরিচ্ছেদবাদ স্বীকারে জীবেশ্বরের বিভাগ না হওয়ায় উহা অতি তুচ্ছ।

বিম্ব ও প্রতিবিম্ববাদ

ইহার পর শ্রীল জীবগোস্বামী মহাশয় 'নির্ধর্ম্মকস্য' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক, উপাধিধর্ম্মশূন্যকেই নির্ধর্ম্মক বলা যায়, জ্যোতির একটা প্রধান ধর্ম্ম—রূপ, শব্দ-স্পর্শও তাহাতে অপ্রধানরূপে নিশ্চয়ই আছে। তাহার জলোপাধিবশতঃ প্রতিবিম্ব স্বীকার্য্য বটে. কিন্তু উক্তপ্রকারে ব্রহ্মে তাহার তো কোন সত্তা নাই!

'ব্যাপকস্য' ব্রহ্ম—সর্ব্বব্যাপক, জল—দর্পনাদি বস্তুতে ব্রহ্ম বিম্বের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং" "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" "যোঽপসু তিষ্ঠন্" "যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্" ইত্যাদি। তবে জিজ্ঞাস্য প্রতিবিম্বের আধার জল-দর্পণাদিতে তদ্গত বস্তুর প্রতিবিম্ব হয় কি? ব্রহ্ম যে জল-দর্পণাদিতে বিম্বরূপে প্রতিনিয়তই বর্ত্তমান, তাহাতেই আবার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ববৎ বিম্বের প্রতিবিম্বিতত্ব স্বীকার করায় 'আরোপিততদ্বৃত্তিত্ব' স্বীকার করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রতিবিম্বের আধারে বিম্ব থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। এস্থলে ব্রহ্ম ব্যাপকতাধর্ম্মে জলে দর্পণাদিতেও আছেন। সুতরাং তাঁহার তাহাতে যে কোন প্রতিবিম্বরূপে বর্ত্তমানতা—এটি আরোপসিদ্ধ। তাই বলা হইতেছে যে, বস্তু বাস্তব, তাহার যে কোন বস্তুতেই বৃত্তি (বর্ত্তন) হউক না কেন তাহাও বাস্তব। সুতরাং তাহার বর্ত্তনের আরোপসিদ্ধত্ব বলা যাইতে পারে না।

'নিরবয়বস্য'—'যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা ইত্যাদি শ্রুতিবলে দুইটি সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া একের (ঈশ্বরের) সম্বন্ধে ব্রহ্মের বাস্তব উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিবিম্বাকারে বৃত্তিত্ব, অপরের (জীবের) সম্বন্ধে ব্রহ্মের অবাস্তব উপাধি কল্পনা করিয়া প্রতিবিম্বাকারে বৃত্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, একথাও বলা যায় না; কারণ ব্রহ্ম নিরাকার বস্তুর বাস্তব অবাস্তব কোনরূপ সম্বন্ধই তো হইতে পারে না। যদি বল স্ফটিকাদি স্বচ্ছ পদার্থে তো জবাপুষ্পের নিরাকার লৌহিত্যের (রক্তিমার) প্রতিবিম্ব দেখা যায়, অতএব নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কেন হইবে না? না, একথা বলিতে পার না। ঐ প্রতিবিম্ব সাকার জবাপুষ্পের। জবা-কুসুম স্ফটিকাদি দ্রব্যের নিকটে থাকে বলিয়াই তাহার প্রতিবিম্ব তাহাতে পড়ে। জবার গুণ—রক্তিমা; তাই উহাও প্রতিফলিত হয়। এই নিমিত্তই গ্রন্থকার হেতুবিন্যাস করিলেন—'উপাধি-সম্বন্ধাভাবাৎ', শ্রুতি ব্রহ্মকে 'অসঙ্গ' বলিয়াছেন—"অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"—বৃঃ ৪।৩।১৫, সুতরাং তাঁহার উপাধি সম্বন্ধ হইতে পারে না।

যদি প্রতিপক্ষ আবার আশঙ্কা উত্থাপন করেন—ব্রহ্মের অসঙ্গত্ব অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু সে অসঙ্গত্ব—বাস্তব সম্বন্ধশূন্যত্ব। ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বিষয়ে অবাস্তব সম্বন্ধ স্বীকার করায় আপত্তি কি? অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই—মূলাবিদ্যাকৃত বিলক্ষণ ব্রহ্মের অবাস্তব সম্বন্ধ গ্রহণ করিয়া বিম্বত্ব এবং অদৃষ্ট

বিশেষের অধীন অবাস্তব সম্বন্ধবিশেষই প্রতিবিম্বত্বের নিয়ামক, ইহাই স্বীকার করিব ! এই আশঙ্কা নিরাশ করিতে হেতু দিয়াছেন—'দৃশ্যত্বাভাবাৎ' যে বস্তুর দৃশ্য নয়, তাহার জল-দর্পণাদিতে প্রতিবিম্ব—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত কিরূপে হইবে ? চন্দ্র, সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষে দেখা যায়—জলে চক্ষুর সংযোগ হওয়া মাত্র চক্ষু উচ্ছলিত হইয়া আকাশস্থ জ্যোতিঃ পদার্থে গিয়া লাগে, তাহার পর চক্ষু জলবৃত্তিত্বরূপে আকাশস্থ জ্যোতিঃ অংশকে দেখাইয়া থাকে। এখন এস্থলে ব্রহ্মবস্তু তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে 'অদৃশ্য' বলিতেছ, আবার প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তকল্পে যে জ্যোতিষ্ক দেখান হইল, সে জ্যোতিষ্কও উক্তপ্রকারে চক্ষুর গ্রাহ্য হইল কিন্তু প্রতিবিম্ব চক্ষুর গ্রাহ্য হইল না। এদিকে চক্ষুও অসদ্বৃত্তিক অর্থাৎ অসদ্বস্তু গ্রহণ করিবারই তাহার শক্তি। সুতরাং ঐরূপ চক্ষুর ব্রহ্ম-দর্শন কিরূপে সম্ভাবিত হয় ? লিঙ্গদেহও তো অদৃশ্য। সুতরাং চক্ষু লিঙ্গদেহে বর্ত্তশীল উপহিত ব্রহ্মকেই বা কি করিয়া গ্রহণ করিবে ? যেরূপেই হউক, চক্ষু ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব গ্রহণের আর কোন প্রমাণ নাই। আবার প্রতিবিম্বত্ব স্বীকারেও ব্রহ্ম দৃশ্য হইয়া পড়েন। তবেই রূপাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সাবয়ব সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থেরই দূরবর্ত্তী সরোবরে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু সূর্য্যাদির বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কোন প্রকারেই বলা যায় না।

আকাশও তো অবয়বশূন্য, তাহার যখন প্রতিবিম্ব দেখা যায় তখন নিরাকার ব্রহ্মেরই বা প্রতিবিম্ব কেন দেখা যাইবে না ? এই আশঙ্কার নিরাস করিয়া বলিলেন—"উপাধি পরিচ্ছিন্নাকাশস্থ জ্যোতিঃ" আকাশের প্রতিবিম্ব হয় না, আকাশে সাকার যে সকল গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক আছে তাহারই প্রতিবিম্ব হয়। আকাশের প্রতিবিম্ব হইলে বায়ু, কাল, দিক্ প্রভৃতি বস্তুরও প্রতিবিম্ব হইতে হয়। অতএব নিরুপাধি নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের সম্বন্ধে পরিচ্ছেদ ও প্রতিবিম্ববাদ অতীব তুচ্ছ। অতএব গৌড়ীয় দার্শনিকগণ জীবকে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলেন।

অবচ্ছেদবাদ ও প্রতিবিম্ববাদকে শ্রীকেশব-কাশ্মীরীভট্ট প্রভৃতি নিম্বার্কীয় আচার্য্যগণ এই উভয় মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, অবচ্ছেদবাদে স্বীকৃত উপাধি অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ, যাহাই হউক না কেন, প্রশ্ন হইতে পারে যে, সেই উপাধি কি কুঠার যেমন কাষ্ঠকে ছেদন করিয়া খণ্ডিত করে, সেইরূপ ব্রহ্মকে খণ্ডিত করে অথবা তাহা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের কোন একটা অংশকে সীমাবদ্ধ করে। ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ অদ্বৈতবাদি-সম্মত সর্ব্বব্যাপী ও নিরাকার ব্রহ্মের অংশ না থাকায় তাঁহাকে কুঠারের দ্বারা বৃক্ষের ন্যায় খণ্ড করা উপপন্ন হয় না। আর স্বীকার করিলেও ব্রহ্ম আর 'নিত্য' ও 'অজ' থাকিতেও পারেন না। কারণ ব্রহ্মের সেই খণ্ডাংশ উপাধিজন্য হওয়ায় তাহা অনিত্য হইয়া পড়িবে। কারণ উৎপন্ন বস্তুমাত্রই অনিত্য। আর সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের উপাধি দ্বারা পরিচ্ছেদও সম্ভব নয়। পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটিও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। আর এখানেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, উপাধি কি সর্ব্বগত বিভু অথবা অণু ? উপাধি সর্ব্বগত বিভু হইতে পারে না, কারণ উপাধি বিভু ও সর্ব্বগত হইলে জীবাত্মার বন্ধ ও মোক্ষ, উৎক্রান্তি ও গতাগতি কিছুই উপপন্ন হইবে না। আর উপাধি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বগত ও বিভু হইলে সমস্ত কিছুই উপাধি দ্বারা আবৃত হওয়ায় জগৎপ্রকাশেরও উপপত্তি হইবে না এবং শুদ্ধ ব্রহ্মের শুদ্ধত্বেরও হানি হইবে। আর উপাধি অণুও হইতে পারে না, কারণ অদ্বিতীয় চিন্মাত্র ব্রহ্ম সর্ব্বগত উপাধির অণুত্বপক্ষে উপাধির গমনকালে সর্ব্বগত ব্রহ্মের গমনাভাব হওয়ায় পদে পদে আকস্মিক বন্ধন ও মোক্ষের আপত্তি হইবে। আর উপাধি মধ্যমপরিমাণ বা দেহাদি পরিমাণও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে উপাধির অণুত্ববশতঃ জীবেরও অণুত্ব হইয়া থাকে, এই মত অদ্বৈতমতের ভঙ্গ হইবে। আর তাহা ছাড়া উপাধি সত্য বা মিথ্যা কিছুই হইতে পারে না, কারণ সত্য হইলে অদ্বৈতবাদের ভঙ্গ হইবে ; কারণ অদ্বৈত-বাদের মতে এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, অপর কিছুই সত্য নহে। আর উপাধি সত্য হইলে উপাধির নাশ কখনই হইবে না ; সুতরাং মোক্ষও হইবে না, হইতে পারিবেও না। আর উপাধি মিথ্যা হইলে "মিথ্যাভূত

উপাধি সত্য জীবাত্মাকে বন্ধন করে” এইরূপ উক্তি “স্বপ্নগত শৃঙ্খল জাগরিত ব্যক্তিকে বন্ধন করে” এই-রূপ উক্তির মতই অলীক ও হাস্যকর বলিয়া পরি-গণিত হইবে। অতএব অবিদ্যা বা অন্তঃকরণরূপ উপাধ্যবচ্ছিন্ন শুদ্ধ-চৈতন্যই জীব, এইরূপ মতবাদ যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত।

এইরূপ প্রতিবিম্ববাদও যুক্তিসহ হয় না। কারণ সাবয়ব ও রূপবৎ দ্রব্যেরই অন্য সাবয়ব ও রূপবৎ দ্রব্যে প্রতিবিম্ব দেখা যায়। অর্থাৎ বিম্ব ও উপাধি—উভয়ই রূপবৎ ও সাবয়ব হইলেই প্রতিবিম্বপাত সম্ভব হয়, নিরবয়ব ও নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব কখনও দেখা যায় না। প্রকৃত-স্থলে বিম্বভূত ব্রহ্ম ও উপাধি-ভূত ‘অবিদ্যা’ বা ‘বুদ্ধি’ উভয়ই নিরাকার ও নীরূপ, সুতরাং এক্ষেত্রে প্রতিবিম্বপাতই অসম্ভব ও অনুপপন্ন হয়। যদি বলা যায় নীরূপ ও নিরবয়ব আকাশেরও জলাদিতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তবে তাহাও সঙ্গত হয় না, কারণ পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ানুসারে আকাশেও অন্যান্য মহাভূতের অংশ থাকায় আকাশও সাবয়ব ও রূপবান্। সুতরাং সাবয়ব ও রূপবান্ আকাশের প্রতিবিম্ব সাবয়ব ও রূপবান্ জলে পতিত হইতে পারে; ইহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। তাহা ছাড়া জীব ও উপাধির সঙ্গে সংযোগ স্বাভাবিক হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে মোক্ষের অনুপপত্তি হইবে, আবার এই সংযোগ ঔপাধিক বা উপাধিজন্যও হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হইবে। আর প্রতিবিম্ব হইতে গেলে বিম্ব ও উপাধি উভয়কেই সমান সত্তাবিশিষ্ট হইতে হইবে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বিম্বস্থানীয় ‘সূর্য্য’ এবং উপাধিস্থানীয় ‘জল’—উভয়ই সমান সত্তাবিশিষ্ট (উভয়ই সত্য) বলিয়া জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইতে পারে। কিন্তু অদ্বৈত-বাদিমতে প্রকৃতস্থলে বিম্বভূত ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য এবং উপাধিস্থানীয় অবিদ্যা পারমার্থিক সত্য নহে, সুতরাং প্রকৃতস্থলে অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বপাত উপপন্ন হইতে পারে না। অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে গেলে অবিদ্যাকেও ব্রহ্মেরই মত সত্য হইতে হইবে এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইবে। আর অবিদ্যাকে ব্রহ্মের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে অবিদ্যার কখনও নিবৃত্তি না হওয়ায় অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ মোক্ষও হইতে পারিবে না। আর বিম্ব ও উপাধির মধ্যে ব্যবধান না থাকিলে অর্থাৎ উভয়ে ভিন্নস্থানবর্ত্তী না হইলে প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রকৃতস্থলে বিম্বভূত ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় এবং অদ্বৈতবাদিমতে উপাধিভূত অবিদ্যাও ব্রহ্মেই আশ্রিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। অতএব প্রতিবিম্ববাদ কোন প্রকারেই উপপন্ন হইতে পারে না। আর এই উপাধিভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের লক্ষণ, প্রমাণ, আশ্রয়, বিষয়, প্রযোজক বা কল্পক কোনটিই যে উপপন্ন হয় না, ইহা পূর্ব্বেই সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং অবিদ্যাই যখন উপপন্ন হয় না, তখন অবিদ্যারূপ উপাধির অভাবে প্রতিবিম্বপাতও উপপন্ন হইবে না।

প্রতিবিম্ববাদখণ্ডন বিষয়ে আরও অন্যান্য যুক্তিও দেখান যাইতে পারে যে, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈতবাদি মতে ব্রহ্ম ও জীব সম্পূর্ণ অভিন্ন ও এক বলিয়া যে সিদ্ধান্ত তাহা ইহাতে উপপন্ন হইবে না। আর প্রতিবিম্ব সর্ব্বদাই অচেতনই হয়। চেতন পুরুষের প্রতিবিম্বও অচেতনই হয়। সুতরাং ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব জীবও অচেত-নই হইবে; কিন্তু জীবের অচেতনত্ব অদ্বৈতবাদিরাও স্বীকার করেন না এবং ইহা শ্রুতি-স্মৃতিও প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধও বটে। অতএব অদ্বৈতবাদিসম্মত অবচ্ছেদ-বাদ ও প্রতিবিম্ববাদ কোনটাই উপপন্ন হয় না। অত-এব নিম্বার্কীয় দার্শনিকগণ জীবকে যে ব্রহ্মের শক্তি-রূপ অংশ বলেন—ইহা নির্ব্বিবাদেই সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধান্ত দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনকারগণের মত।

(ক্রমশঃ)
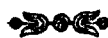
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর]

পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বত্র মোটরযান চলিবার রাস্তা অতীব সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে, সেই রাস্তায় গরু, ছাগল, ভেড়া, মানুষ কোনও প্রাণী চলে না, কেবল গাড়ী চলে, মাঝে মাঝে High-way আছে, রাস্তায় একসঙ্গে চারিটি গাড়ী যেতে পারে ও আসতে পারে। গাড়ী অতি দ্রুত চলে। সেখানকার লোক কর্ম্মী, সকলেরই মোটরকার আছে, সময়মত কাজে যোগ দেন। যুক্তরাষ্ট্রে পেট্রোলের মূল্য সস্তা। সহরে ফুটপাথে কম লোক চলে, অধিকাংশ মোটর-কারে চলে, দূরবর্ত্তী বিমানে যায়। ট্রেণও দেখেছি, ট্রেণ দ্বিতল সম্পূর্ণ বাতানুকুল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-গদীযুক্ত চেয়ার, যাত্রীর ভীড় নাই।

ইহাও শুনেছি সেখানকার লোক খাদ্যে, ঔষধে ভেজাল দেন না।

সানফ্রানসিস্কোর নিকটে একটি সহর দেখেছি বার্কলে (Barkeley), ছবির মত অতীব সুন্দর, পার্ক সুসজ্জিত মনোহর। এই প্রকার সহর একটিও ভারতে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সকলেরই মোটর-কার, টেলিফোন, বাতানুকুল গাড়ী, স্নানাগারে গরম ও ঠাণ্ডা জল যার যে রকম ইচ্ছা সর্ব্বক্ষণের জন্য আছে। পার্থিব সুখের সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থাই তথায় আছে। গ্রামাঞ্চলেও বৃক্ষাদি সুসজ্জিত। ইউরোপে বেলজিয়াম সহরটী অতীব সুন্দর। রাশিয়ার রাস্তা-ঘাট ভারত হ'তে ভাল, কিন্তু ইউরোপ বা মার্কিন-দেশের মত তত সুন্দর নয়। রাশিয়ার লোকজন অধিক ধনী না হ'তে পারেন, কিন্তু তাঁদের সহিত মেলামিশায় বুঝতে পেরেছি তাঁরা স্নিগ্ধ, অমায়িক ও সরল। ভক্তসংখ্যা সেখানেই বেশী হয়েছে। লেনিন-গ্রাডে ও ওডেসায় নরনারীগণ নগর সংকীর্ত্তনে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণভজনে অনুরাগ দেখেছি।

পাশ্চাত্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি বিমানবন্দরই অতীব বিশাল এবং খুব জাকজমকপূর্ণ, ভারতে ঐপ্রকার বিমানবন্দর একটীও নাই। কোনও বিমানবন্দরে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর বিমান নামে ও উঠে।

পাশ্চাত্য দেশের নীতিকর্ত্তব্যকর্ম্মকর অর্থো-পার্জ্জনকর, ভোগকর।

মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিলেই বুঝা যায় অতীব ধনীদেশ। নিউইয়র্কে ১২০-তলা, চিকাগোতে আরও উঁচু অট্টালিকা আছে।

যুক্তরাষ্ট্র হ'তে ভারতে পৌঁছিলে মনে হয় ভারতের রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, গাড়ী সব পুরাতন ও মলিন। বাহ্য ঐশ্বর্য্যে যুক্তরাষ্ট্র সর্ব্বোপরি। ভারত-বর্ষে নিয়মানুবর্ত্তিতার (disciplineএর) অভাব, কর্ত্তব্যকার্য্যে নিষ্ঠার অভাব। মার্কিনদেশে রাজ-নৈতিক কোনও প্রসেশন্ (Procession) শোভাযাত্রা দেখি নাই, তাঁরা কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিরত থাকায় এ'সব করিবার সময় নাই। ব্যবহারেও ভারতে মানুষের মধ্যে শালীনতার অভাব দেখা যায়। বাহ্য দর্শনে সর্ব্ব বিষয় উন্নত পাশ্চাত্যদেশ।

পাশ্চাত্যদেশে অবগুণ

পাশ্চাত্যদেশে অবাধ স্ত্রী-পুরুষ মিলিবার সুযোগ থাকায় তথায় চারিত্রিক দুর্ব্বলতা প্রবল। ভারতেও এখন সে-প্রকার প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু তথাপি উহা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে নাই। ভারতে পারিবারিক বন্ধন আছে, বিদেশে নাই। সব স্বাধীন। পুত্র-কন্যা বড় হলে পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করে, স্ত্রী পতিকে, পতি স্ত্রীকে। বৃদ্ধকালে পিতা-মাতার দুর-বস্থা, কেবল অর্থের প্রাচুর্য্যই সুখ দেয় না। প্রিয়জন হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে তাঁরা প্রতি ঘরেই কুকুর রাখেন, কারণ কুকুর বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, মানুষ বিশ্বাসঘাতক। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনও তাঁর বিবৃতিতে বলেছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আত্মহত্যা ও পাগলের সংখ্যা মার্কিনদেশে ধনীদের মধ্যে। মার্কিন-দেশে পৌঁছিয়া তথায় পরিস্থিতি দেখিয়া তাহা সত্য

মনে হয়েছে। নিউইয়র্ক সহরে সন্ধ্যার পরে পার্কে যাওয়া যায় না, মদ্যপায়ী মাতালের আড্ডা। পাশ্চাত্যদেশের লোক অধিকাংশ অমেধ্য ভোজী, এইজন্য প্রাণীহিংসা ব্যাপকভাবে হয়। তথায় সাধারণ ব্যক্তি ভগবদুপাসনাদি করে না। চার্চে যাওয়াটা একটা সামাজিক রীতি। ভারতবর্ষে গরীব-নীচ ব্যক্তি হইলেও একবার ভগবানের নাম করে—ভগবদ্‌-সম্বন্ধীয় সংস্কার জন্মগতভাবে আছে। ভারতে যদিও আধ্যাত্মিকতার অবনতি হ'য়েছে, তথাপি এখনও যাহা আছে তাহা অন্যত্র নাই। এইজন্য ভারতবর্ষকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলা হয়। ভগবদুপাসনার দ্বারা পরাশান্তি লাভের একটি রাস্তা আছে তাহা তাঁহারা অবগত নহেন। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম ও নামসংকীর্ত্তনধর্ম্ম তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করে। যাঁরা একবার হরিনাম সংকীর্ত্তনের রস পাইয়াছেন, তাঁরা উহা পরিত্যাগে অসমর্থ। আমরা দেখেছি, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে একটি আশ্রমের নামই "মহামন্ত্র আশ্রম" এবং ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে 'টেনেরিফ'এ দেখেছি একজন বিদেশী ভক্তের নাম মহামন্ত্র দাসাধিকারী। তিনি বিভিন্ন সুরে মধুরভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। এইজন্য উক্ত ধর্ম্ম ব্যাপকভাবে পৃথিবীতে বিস্তৃত হচ্ছে।

এই হরিনাম সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম বাহুবলের দ্বারা কিংবা প্রলোভনের দ্বারা প্রচারিত হচ্ছে না। লোকসব আনন্দলাভ করিয়া স্বাভাবিকভাবে ইহাতে আকৃষ্ট হয়েছে। এই মহাপ্রভুর উক্তি সত্যে পরিণত হচ্ছে—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" সংকীর্ত্তন রূপ পতাকার নীচে সমস্ত মানবজাতির ঐক্য সম্ভব।

কতিপয় ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া ইন্দ্রনগরস্থ শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারীর, নলগড়িয়াস্থিত শ্রীস্বপন পালের, কল্যাণীস্থিত শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারীর, টাউন প্রতাপগড়স্থিত স্বধামগত শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাকের, শান্তিপাড়াস্থিত শ্রীমুরারি দাসাধিকারীর (শ্রীমনোরঞ্জন সাহার), উজানঅভয়নগরস্থ শ্রীদুর্গাপদ চক্রবর্ত্তীর—শ্রীমতী কল্যাণী চক্রবর্ত্তীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। প্রত্যেক ভক্তের গৃহে উৎসবে বিশেষ বৈষ্ণব সেবা ও ভক্তসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব কল্যাণীস্থিত স্বধামগত শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর ও শান্তিপাড়াস্থিত শ্রীনিতাই দাসাধিকারীর (শ্রীনিতাই পালের) গৃহে শুভপদার্পণ করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দদুলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্র্যভঞ্জন ব্রহ্মচারী, শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীজীব দাস, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীহলধর দাস, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীবিষ্ণুপদ দাসাধিকারী, শ্রীযতীশ পাল, শ্রীশ্যাফাল সাহা, শ্রীকানাইলাল সাহা, শ্রীঅগ্নি কুমার আচার্য্য প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে বার্ষিক অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৪ জুলাই শনিবার ৯ মূর্ত্তিসহ বিমানযোগে আগরতলা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ২৭ জুলাই রাত্রি ৮-২০ মিঃ-এ ব্রিটীশ এয়ার-ওয়েজের বিমানে তিনমূর্ত্তিসহ আমেরিকায় যাত্রা করিয়া গিয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী (শ্রীদেবেন্দ্রনাথ প্রামাণিক):—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য নদীয়া জেলান্তর্গত

রাণাঘাট সহরের মহাপ্রভুপাড়ানিবাসী শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী (পূর্ব্বনাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ প্রামাণিক) গত ১৩ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬); ২৮ মে (১৯৯৯) শুক্রবার শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ৭৪ বৎসর বয়স স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী শ্রীমতী গীতারাণীকে রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীদীননাথ দাসাধিকারী রাণাঘাট সহরে বিগত ৪ ফাল্গুন ১৩৩২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শ্রীকালীপদ প্রামাণিক। তিনি স্থানীয় একটি স্কুলে ৩৬ বৎসর শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ পার্ষদগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া তাঁহাদের গৃহে এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। ২২ মার্চ্চ (১৯৮৯); ৮ চৈত্র
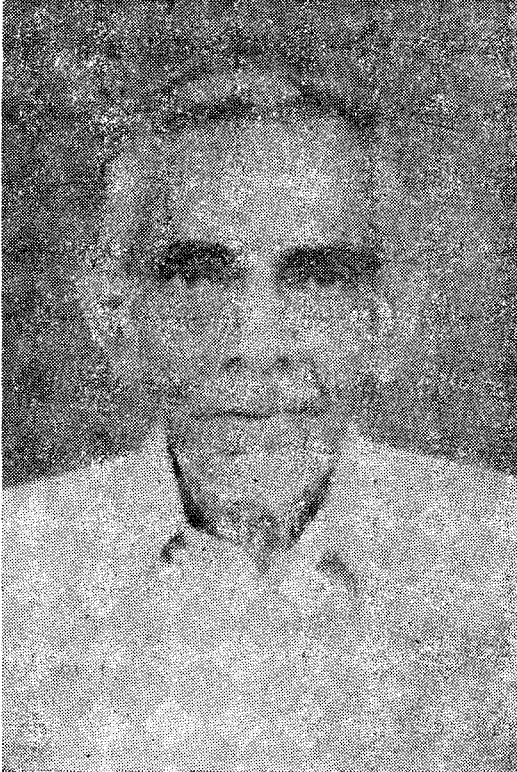
(১৩৯৫) ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিবাসরে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সস্ত্রীক হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। রাণাঘাটে তিনি পালচৌধুরী স্কুলে অধ্যয়ন এবং কৃষ্ণনগর কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। শ্রীদীননাথ দাস তাঁহার সহধর্ম্মিণীসহ শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মঠে, পুরী মঠে, শ্রীবৃন্দাবন মঠে এবং কলিকাতা মঠে ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তিনি স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর বিশেষ অনুরোধে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য সদলবলে ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে রাণাঘাটস্থ তাঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ নিকটস্থ শ্রীমন্দিরে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তাঁহারা বৈষ্ণবসেবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা পুরীতে থাকিয়া ভজনের আকাঙ্ক্ষায় বাসা-বাড়ী সংগ্রহ করেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী গীতারাণী শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একাদশাহে বৈষ্ণব বিধানানুসারে তাঁহার পতির পারলৌকিককৃত্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ উক্ত কার্য্যে পৌরোহিত্য করিতে বৃত হন। তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীরমেন্দ্রকিশোর সরকার, তেজপুর (আসাম)ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপাভিষিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী (শ্রীরমেন্দ্র কিশোর সরকার) আসামে উত্তর লক্ষীমপুর জেলান্তর্গত হারমতি গ্রামে তেজপুর সহরের নিকটে নিজগৃহে সজ্ঞানে শ্রীহরিনাম করিতে করিতে ২৮ জ্যৈষ্ঠ (১৪০৬), ১২ জুন (১৯৯৯) শনিবার ৭৮ বৎসর বয়সে স্বধাম প্রাপ্ত হন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন—সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রণজিতা সরকার; ৪ পুত্র—শ্রীঅমলেন্দু সরকার, শ্রীশ্যামল সরকার, শ্রীলোচন সরকার,

শ্রীসুভাষ সরকার ; ২ কন্যা—শ্রীমতী রেবা সরকার, শ্রীমতী মাধবী সরকার। ইনি তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে ২৮ মাঘ ১৩৯৫, ১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ শনিবার শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট সস্ত্রীক হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষান্তে ইনি শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী নামে পরিচিত হন। তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য যথাবিহিতভাবে নিজগৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি তেজপুর গৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগ দিতেন। ইঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ শ্রীরাধানয়নমোহন জীউর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমতী চিত্রবালা দেবনাথ, তেজপুর (আসাম) :— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা আসাম প্রদেশে শোনিতপুর জেলান্তর্গত কলিয়ভোমড়া গ্রামে ২নং দোলাবাড়ি নিবাসী (তেজপুর সহরের নিকট শ্রীমতী চিত্রবালা দেবনাথ বিগত ৫ আশ্বিন বুধবার (১৪০৬), ২২ সেপ্টেম্বর, (১৯৯৯) শুক্লা বামন দ্বাদশী তিথি শুভবাসরে প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্তা হন। ইনি দুই পুত্র (শ্রীমনীন্দ্র দেবনাথ ও শ্রীসুনীল দেবনাথ) এবং এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার পতির নাম স্বধামগত শ্রীবলরাম দেবনাথ। ইনি বিগত ১লা ফাল্গুন ১৩৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে তেজপুর গৌড়ীয় মঠে মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শ্রীহরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিতা হন। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ও মঠ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার দোল বাড়িস্থ গৃহে যথাবিহিতভাবে পারলৌকিককৃত্য একাদশাহে সুসম্পন্ন করেন। ইনি গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি তেজপুর গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদিতে যোগ দিতেন। ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীমতী অনন্তপ্রভা সাহা, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) :—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিতা দীক্ষিতা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীমতী অনন্তপ্রভা সাহা [পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি সহরে সুভাষনগরনিবাসী] গত ২ অগ্রহায়ণ (১৪০৬) : ১৯ নভেম্বর (১৯৯৯) শুক্রবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাববাসরে এবং পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাববাসরে—শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে রাধানিবাসস্থলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বচ্ছন্দে স্বধামপ্রাপ্তা হন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে অতীব শুভ তিথির সংযোজন পরম

সৌভাগ্যের নির্দ্দেশক। শ্রুত হয় বৃদ্ধাবস্থায় অনেকে বৃন্দাবনধামে দেহাবসানের জন্য আসিয়া থাকেন; কিন্তু প্রায়শঃ অনেকেরই সেই সৌভাগ্য হয় না, কোন কারণবশতঃ দেহাবসানের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। বৃন্দাবনধামে একজন মহিলা ভক্তের বৈষ্ণবগণের দ্বারা পরিবৃতাবস্থায় সাধুগণের ভজনস্থলী মঠে স্বধাম প্রাপ্তি খুবই বিস্ময়জনক। করুণাময় শ্রীহরি কাহাকে কিভাবে কৃপা করিবেন তিনিই জানেন, সাধারণ ব্যক্তিগণের বুদ্ধির অগম্য। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭২। মাসব্যাপী শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও কার্ত্তিকব্রত সাধুগণের অনুগমনে মাসব্যাপী সমাপনান্তে বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অতীব শুভ মুহূর্ত্তে স্বধামপ্রাপ্তি শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপাব্যতীত কখনই সম্ভবপর নহে। দেহের জন্মমৃত্যু স্বাভাবিক, কিন্তু এইপ্রকার দেহাবসান কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিতেই সংঘটিত হইতে দেখা যায়।

স্বধামপ্রাপ্তিকালে তিনি দুইপুত্র—শ্রীগোপাল সাহা ও শ্রীনিতাই সাহা; চারিকন্যা—মীনা সাহা, স্বপ্না সাহা, ইতি সাহা ও শুক্লা সাহা রাখিয়া গিয়াছেন। ১৬ ফাল্গুন (১৩৭৮); ২৯ ফেব্রুয়ারী (১৯৭২) শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ইনি শ্রীহরিনামাশ্রিতা ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিতা হন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্ত পতি শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মীনা সাহা জননীদেবীর সেবার জন্য শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে সঙ্গে ছিলেন।

১৩ অগ্রহায়ণ (১৪০৬); ৩০ নভেম্বর (১৯৯৯) মঙ্গলবার একাদশাহে শ্রীমতী অনন্তপ্রভা সাহার পারলৌকিককৃত্য পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বৈষ্ণব বিধানমতে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত শুভকার্য্যে শ্রীগোপাল সাহা, শ্রীনিতাই সাহা পুত্রগণ; শ্রীমতী মীনা সাহা, ইতি সাহা কন্যাগণ; জামাতা গোরাচাঁদ, পুত্রবধূ শ্রীমতী সোমা সাহা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী অনন্তপ্রভা সাহা, পতি শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা, পুত্র কন্যাগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত বা আশ্রিতা শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন। মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদের আমন্ত্রণে কয়েকবার তাঁহাদের গৃহে সপার্ষদে অবস্থান করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তাঁহারা বহু উপচারে শ্রীল গুরুদেবের সেবা করিবার সুযোগলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্যও মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের সহিত এবং পরেও তাঁহাদের গৃহে যাইয়া অবস্থান করেন ও হরিকথা বলেন। তাঁহাদের বাটীস্থ সকলেরই বৈষ্ণব-সেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

শ্রীমতী অনন্তপ্রভা সাহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমতি নগেন্দ্রবালা পাল, তেজপুর, আসাম :— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্তা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা পাল বিগত ১লা অগ্রহায়ণ (১৪০৬), ১৮ই নভেম্বর (১৯৯৯) বৃহস্পতিবার একাদশী তিথিবাসরে শেষ রাত্রি ৩ ঘটিকায় আসাম প্রদেশস্থ তেজপুর সহরে মহাভৈরব এলাকায় নিজবাসগৃহে ৯০ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। পতি স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীমতিলাল পাল। পুর্ব্বনিবাস ছিল পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান বাংলাদেশ ঢাকা বিক্রমপুর। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে আসামে যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র শ্রীবিপুল চন্দ্র পাল। ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ; ২৮ নভেম্বর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের হরিনামাশ্রিত এবং ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ; ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে হরিনামশ্রিতা হওয়ার পর হইতে তেজপুর গৌড়ীয় মঠে বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত থাকায় মঠের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধযুক্তা হন।

১১ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর রবিবার একাদশাহে নিজবাসভবনে বৈষ্ণববিধানানুসারে তাঁহার পারলৌ-

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট
১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ
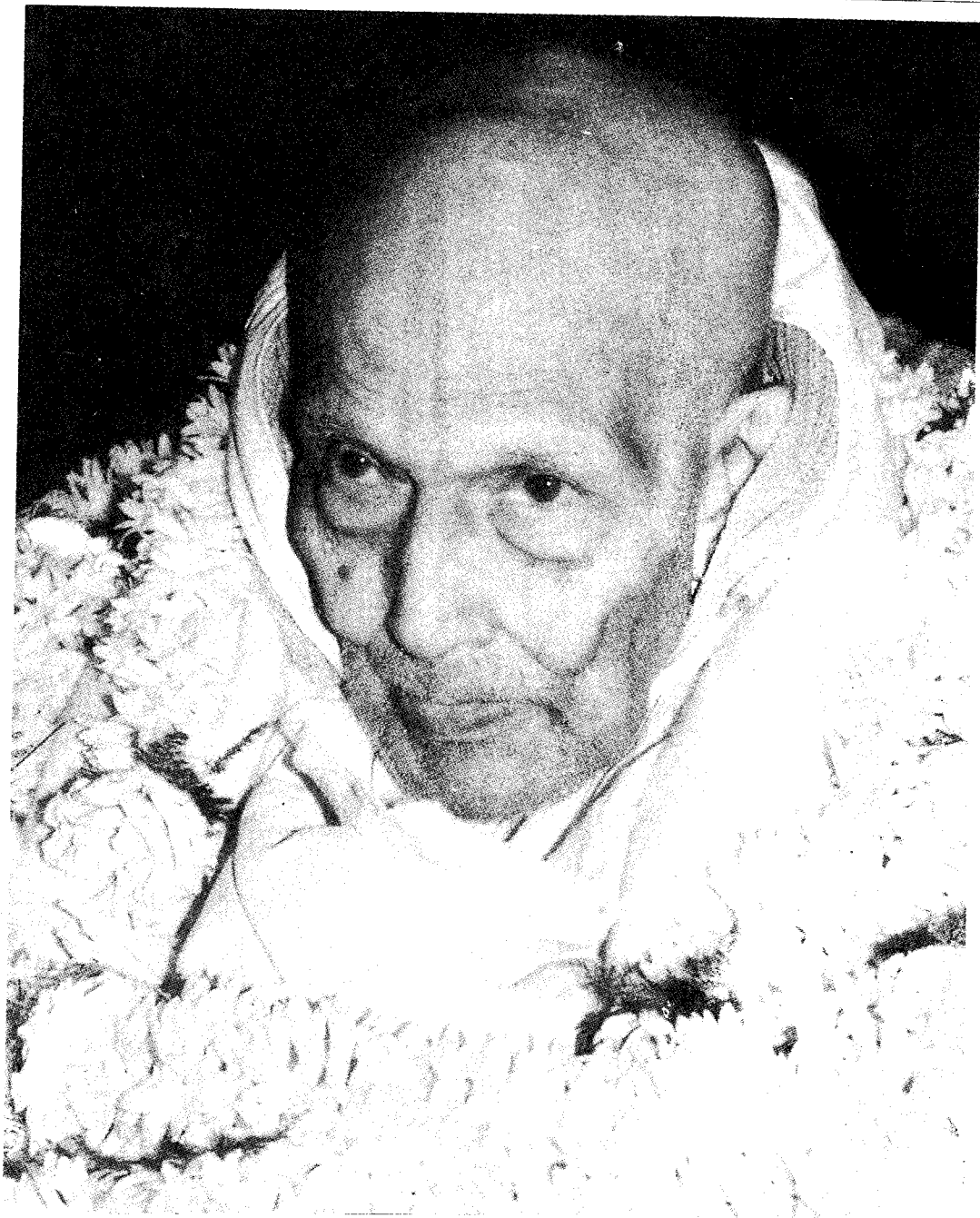
কিককৃত্য সুসম্পন্ন হয়। পৌরোহিত্য করেন নিমুয়া বনিয়া গাঁওর শ্রীমন্নারায়ণ চন্দ্র দাসাধিকারী। শ্রীযুক্তাজ্ঞানগেন্দ্র পাল মহোদয়ার স্বধাম প্রাপ্তিতে তেজপুর গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ বিশেষভাবে বিরহ সন্তপ্ত।

শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশ

২৮ দামোদর (৫১৩ শ্রীগৌরাব্দ) ; ৪ অগ্রহায়ণ (১৪০৬), ২১ নভেম্বর (১৯৯৯) রবিবার শেষরাত্রি ২.১০ মিঃ-এ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ-আচার্য্য পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমধামে চক্রতীর্থের সন্নিকটে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে নিজভজনকক্ষে ভৌমলীলা সম্বরণপূর্ব্বক শ্রীরাধাগোপীনাথের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার অষ্টম যামে নৈশলীলায় শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাসাভিমানী শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিত্যসেবা সংরত হন। ভারতীয় জ্যোতিষ গণনামতে উক্ত দিবস কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি সন্ধ্যা ৫টা ২৪ মিঃ পর্য্যন্ত, অতএব তিরোধান চতুর্দ্দশী তিথিতে। দ্ব্যধিকশততম বর্ষ (একশত দুই বৎসর) পর্য্যন্ত তিনি প্রকট ছিলেন। সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের প্রকট-স্থিতিকাল দীর্ঘতম।

পরমপূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অন্তর্ধানকালে তাঁহার সেবা-সংরত সেবকগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবক ডাক্তার শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—শ্রীল মহারাজের অন্তর্ধানের সংবাদ আমরা বিভিন্নস্থানে ফোনে জানাইয়া দিই। আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত হয় তাহাতে স্থির হয় তাঁহার শ্রীঅঙ্গ শ্রীমায়াপুরে লইয়া যাওয়াই সমীচীন। প্রথমে হেলিকপ্টার ও ট্রেণের জন্য যোগাযোগ করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনপ্রকার সুবিধাজনক ব্যবস্থা না হওয়ায় বাধ্য হইয়া বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করা হয়। অনেক চেষ্টার পর একটি টাটা সোমো গাড়ীর ব্যবস্থা হয়। গাড়ীর মালিক শ্রীললিতমাধব দাসাধিকারী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজের শিষ্য। পূজ্যপাদ মহারাজের সঙ্গে আমরা ৮ জন (শ্রীগোপীনাথ প্রভু, শ্রীদীনবন্ধু প্রভু, শ্রীমদ্ বি-এস-দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ বিষ্ণুদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ মাধবপ্রিয় প্রভু, শ্রীমদ্ রাধেশ্যাম প্রভু, শ্রীমদ্ ভক্তপ্রসাদ প্রভু ও শ্রীবিদ্যাপতিদাস ব্রহ্মচারী) ছিলাম।

পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়াজী সংবাদ পাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী পতাকা ও মালা সহ আসিয়া শ্রীল মহারাজের শ্রীঅঙ্গে অর্পণ করেন। থানার (পার্মিশন) অনুমতি-পত্র ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ ২২ নভেম্বর সোমবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পুরী হইতে সকলে রওনা হন। পথে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির দর্শন, মহাতীর্থে সমুদ্রের জল ও বালি সংগ্রহ, জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন করতঃ পুরী বড়দাণ্ডস্থিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবস্থলী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসা হয়। মঠের শ্রীমন্দির হইতে প্রভুপাদের প্রসাদী মালা, প্রসাদী চন্দন, জগন্নাথদেবের পট্টডোরী, প্রসাদী বস্ত্র, মহাপ্রসাদ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব প্রভু মঠবাসী বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীঅঙ্গে মাল্য প্রদান করেন। তৎপরে মঠ হইতে অগ্রসর হইলে সহরের বাহিরে বাট-মঙ্গলর নিকট লড়াই করিতে করিতে দুইটী কুকুর গাড়ীর তলায় পড়িয়াও অলৌকিকভাবে রক্ষা পায়। পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ভুবনেশ্বরে প্রবেশের প্রাক্কালে 'টাটাসুমো'-গাড়ীতে অপেক্ষমান ইস্কনের ভক্তগণ পূজনীয় মহারাজের শ্রীঅঙ্গে মাল্যার্পণ করেন। ওড়িষ্যা রাজ্যের ভিতর দিয়া গাড়ী দ্রুত-

গতি চলিতে থাকে, কোনও অসুবিধা হয় নাই। গাড়ীর ড্রাইভারের আহারের প্রয়োজন হওয়ায় বালেশ্বরে আধা ঘণ্টা বিলম্ব হয়। সন্ধ্যার সময় সকলে জামশালা গ্রামে পৌঁছেন। তাহার পর হইতেই রাস্তা অত্যন্ত কদর্য্য, প্রচণ্ড ঝাকুনি হইতে থাকিলে গাড়ীর গতি মন্থর করা হয়। খড়্গপুরে পৌঁছিবার ১৫ কিলোমিটার পূর্ব্বে গাড়ীর চাকাতে ছিদ্র (puncture) হওয়ায় চাকা বদল করিতে হয়। স্থানটী জঙ্গলে পূর্ণ ও অন্ধকারময়, টর্চ্চ না থাকায় অসুবিধা হইয়াছিল। কোলাঘাটে পৌঁছিবার দশ কিলোমিটার পূর্ব্বে পুনরায় চাকা খারাপ (puncture) হয়। বিপদের ঝুঁকি লইয়া চাকা পাঙ্কচার অবস্থাতেই কোলাঘাটে পৌঁছিয়া দেখা গেল, চাকা ফাটিয়া গিয়াছে। কোনও প্রকারে তালি দিয়া চলিতে হয়। রাত্রি ৯-৩০টায় কলিকাতা মঠে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান হৃষীকেশ মহারাজকে ফোনে জানান হয়। সেই-ভাবেই চলিয়া বাগনান, উলুবেড়িয়া, রাণীহাটী, বালি-ব্রিজ হইয়া ডানলোপ-ব্রীজে আসা হয়। তৎপরে কল্যাণী রোড দিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া ৬ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে পৌঁছিতে প্রাতঃ ৬-৩০টা হয়। সকলে শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির দর্শন করেন। মঠের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ কর্তৃক শ্রীঅঙ্গে মাল্যার্পিত হয়। যোগপীঠ মন্দির হইতে প্রসাদীমালা গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছিলে মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ এবং অন্যান্য মঠসেবক বৈষ্ণবগণ মাল্যার্পণের দ্বারা পূজা বিধান করেন। অবশেষে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে শ্রীঅঙ্গের শুভাগমন হইলে পূজনীয় মহারাজের শ্রীঅঙ্গ পালঙ্কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সংকীর্ত্তনসহ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। উক্ত দিবস শুভ রাসপূর্ণিমা তিথি থাকায় সহস্র সহস্র ভক্ত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। পুরী মঠে কোন সেবক না থাকায় সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারীকে টাটা সুমো গাড়ীতে পুরীতে ফিরিয়া যাইতে হয়।

মাসাধিকব্যাপী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমান্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের বৃন্দাবন মঠে অবস্থিতি-কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো হইতে ফোনে পরম-পূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের তিরোধান সংবাদ বৃন্দাবন মঠে জানাইলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ বহুশত ভক্ত বিরহসাগরে নিমজ্জিত হন। শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যকে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে সমাধি-অনুষ্ঠানকৃত্যে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইলেও শ্রীমঠে বহু জরুরী সেবায় ব্যাপৃত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব যাইতে না পারায় শ্রীমঠের সেক্রে-টারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজকে বৃন্দাবন হইতে দিল্লী হইয়া বিমানযোগে যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকৃত হন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সমাধিকৃত্যাদি কিরূপে শাস্ত্রবিহিত-ভাবে করিতে হয় তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের অভিজ্ঞতা আছে। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজের সহিত বৃন্দাবন মঠ হইতে ২২ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে মটরযানযোগে যাত্রা করতঃ নিউ-দিল্লীতে পৌঁছেন। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন বিমানের টিকেট পান নাই। পরদিন প্রাতের বিমানে তাঁহারা রওনা হইয়া কলিকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছিয়া মটরযানে মায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হইতে বেলা ২ ঘটিকা হয়। সমাধি-কার্য্য তৎপূর্ব্বে সম্পূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে উক্ত কৃত্যে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট শ্রীমায়াপুর মঠ হইতে শীঘ্র সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করা প্রয়োজন পুনঃ পুনঃ ফোনে জানাইতে থাকিলে শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহা-রাজের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলে ভাল হয় বলিলেও তাঁহারা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সমাধিকৃত্য শ্রীকৃষ্ণের রাস-যাত্রা পূর্ণিমা তিথিতে প্রারম্ভ হয়। পুনঃ উক্ত তিথিতে শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীল নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে শুভ।

মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহা-রাজ সকলের সহিত পরামর্শান্তে শ্রীমঠের চতুঃসীমা-নার ঈশাণকোণে সমাধিস্থান নির্ণয় করিয়া দেন।

সমাধি-মন্দির বিরাটাকারে নির্ম্মাণের প্রস্তাব থাকায় শ্রীমন্দির হইতে কিছুদূরে বিস্তৃত পরিসরস্থানে সমাধি-প্রদানের সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। সমাধিকার্য্য ১০-৪৫ মিঃ-এ আরম্ভ হইয়া অপরাহ্ন ২টায় সমাপ্ত হয়। সমাধিকালে সর্ব্বক্ষণ ভক্তগণ কর্ত্তৃক নাম সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ শাস্ত্র-বিহিতভাবে সমাধির কৃত্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। সমাধির খননকার্য্য ব্রহ্মচারী সেবকগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

এতদ্‌ব্যতীত যাঁহারা সমাধিকালে উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

(১) পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ বন মহারাজ।

(২) ইস্কনের জয়পতাকা স্বামী মহারাজ এবং তাঁহার সহিত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীবৃন্দ।

(৩) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ।

(৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বিষ্ণু মহারাজ।

(৫) শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ।

(৬) শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজ।

(৭) শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ভাগবত মহারাজ।

(৮) মায়াপুর-ঈশোদ্যানের শ্রীপাদ ভক্তিবেদান্ত গোবিন্দ মহারাজ।

(৯) শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের শ্রীপাদ গোপীনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) „ „ „ শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী।

(১১) „ „ „ শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী।

(১২) „ „ , শ্রীসুন্দরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, কলিকাতা।

(১৩) „ „ „ শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী, কলিকাতা।

এবং অন্যান্য মঠসমূহের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বনচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণও। উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে সমাধিশেষে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত মার্কিণদেশীয় প্রধান গৃহস্থ শিষ্য শ্রীরামদাস প্রভু তাঁহার গুরুভ্রাতা ও গুরুভগ্নীর উদ্দেশ্যে লিখিত আবেদনপত্র যাহা জম্মুনিবাসী অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র (শ্রীরাসবিহারী দাস) E-Mail যোগে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছেন তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—

'In 1994 when Guru Maharaj was manifesting His pastime of severe sickness He spoke to His servitor's Astrologer told me I should left this world now, but I have been given five more years. Practically in the wake of that prediction Guru Maharaj created a will, signed it and sealed it in an envelope whieh He gave to His personal Advocate to be read to all the devotees at the time of His departure. A copy of that will written in Guru Maharaja's own handwriting was read on the 27th November evening infront of the assembled devotees and it appointed Spd. Bhakti Bibudha Bodhayan Maharaj as His successor and the President Acharya of Sree Gopinath Gaudiya Math. This announcement had also been made by Guru Maharaj personally at the time of His hundred appearance day celebration in 1997.'

উইল দ্বারা শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যের ইচ্ছা ও নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ আচার্য্যরূপে মনোনীত হইলেন।

বিরহ-সভা

১১ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর রবিবার শ্রীধাম

মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্নে বিরহোৎসব এবং প্রাতে ও রাত্রিতে বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে ও রাত্রির সভায় সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বিভিন্ন সারস্বত গৌড়ীয় মঠের কয়েক শত বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

১৭ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর শনিবার শ্রীমায়াপুর অঞ্চল ও বহিরাগত দুই সহস্র নরনারী অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিবস বিরহ উৎসবে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। উক্ত দিবস বিরহ সভারও সভাপতিত্ব করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। দিবসদ্বয়ের বিরহ সভায় যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রপন্ন পরিব্রাজক মহারাজ —(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রম।)
(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিজীবন আচার্য্য মহারাজ —(শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, বর্দ্ধমান।)
(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব নারসিংহ মহারাজ —(আমেরিকা)
(৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভভক্তিবিজয় নারসিংহ মহারাজ—(রাশিয়া) ও অন্যান্য রুশ ভক্তগণ
(৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গোবিন্দ মহারাজ (শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর)
(৬) শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর)
(৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনন্দন স্বামী মহারাজ— (ঈশচৈতন্য মণ্ডলম,) আমেরিকা
(৮) শ্রীমৎ রামদাস—(আমেরিকা)
(৯) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবুধ বোধায়ন মহারাজ —(শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ)
(১০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার বন মহারাজ
(১১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ
(১২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় পুরী মহারাজ
(১৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ— (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ) শ্রীমায়াপুর
(১৪) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎনয়নানন্দ দাস বাবাজী মহারাজ
(১৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ— (শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ)

পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেন—

(১৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ— (শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর,) আসাম
(১৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ —(শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,) শ্রীমায়াপুর

এতদ্ব্যতীত শ্রীমায়াপুর ও নবদ্বীপস্থ সমস্ত মঠ হইতে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ বিরহ বাসরে উপস্থিত ছিলেন।

বৃন্দাবনে, ভাটিণ্ডায় বিরহ-সভা ও বিরহ-উৎসব

৬ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে শ্রীল মহারাজের সমাধি যথারীতি সম্পন্ন হওয়ার সংবাদ পরদিন আসিলে বিঘোষিত হয় বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিরহ-মহোৎসব ও বিরহ-সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সেই অনুযায়ী ২৪ নভেম্বর বুধবার রাত্রিতে বিরহ-সভায় বিরহবেদনা জ্ঞাপনমুখে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থনামূলক ও বিরহাত্মককীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বিরহ-মহোৎসবে বহু শত ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

পাঞ্জাবে ভাটিণ্ডা সহরে আগরওয়াল কলোনীস্থিত নবনির্ম্মীয়মান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের উপস্থিতিতে ও অধ্যক্ষতায় ১৫ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে অনুষ্ঠিত বিরহ-মহোৎসবে দুই সহস্র নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রিতে সভামণ্ডপে বিরহ

সভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল পুরী গোস্বামী মহা-রাজের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত দীর্ঘ মধুর সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করতঃ বিরহবেদনা জ্ঞাপন ও কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে বৈষ্ণবমহিমাত্মক ও বিরহাত্মক-কীর্ত্তন অনু-ষ্ঠিত হয়।

শুভাবির্ভাবস্থান, শুভাবির্ভাবকাল, পিতৃমাতৃ পরিচয়

পূর্ব্ববঙ্গে অধুনা বাংলাদেশে যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ নদীর পূর্ব্বতীরে গঙ্গানন্দপুর-পল্লীতে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ আশ্বিন শুক্লা চতুর্থী তিথিবাসরে আবির্ভূত হন। পিতৃদেব—শ্রীতারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী, পিতামহ —শ্রীগিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জননীদেবী—শ্রীমতী রামরঙ্গিনীদেবী। তৎকালীন নামকরণ-প্রথানুযায়ী প্রথম নাম শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, ডাকনাম তিনু। পিতৃপ্রদত্ত নাম—শ্রীপ্রমোদ ভূষণ চক্রবর্ত্তী। শিক্ষা— গঙ্গানন্দপুর M.E স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া মাইনর বৃত্তি পরীক্ষায় ১২ বৎসর বয়সে উত্তীর্ণ হন। তৎপরে বারুইপুর হাইস্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বাংলাভাষায় প্রথমস্থান অধিকার করেন। স্কুলের সেক্রেটারী মহোদয় পুরস্কার বিত-রণকালে তাঁহাকে সুবর্ণ পদক ও বহুমূল্য গ্রন্থাদি উপহার দেন। কলিকাতাসহরে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তি হন Intermediate Art শিক্ষার জন্য। ১৪ বৎসর বয়সে শ্রীমণীন্দ্র নাথ দত্তের (শ্রীল ভক্তিরত্ন ঠাকুরের) নিকট পরমার্থ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালে গঙ্গানন্দপুরে শ্রীরাধামদনমোহন বিগ্রহের অর্চ্চনকালে অলৌকিক ঘটনা হয়। একদিনের ঘটনা—ভুলবশতঃ শ্রীবিগ্রহগণকে রাত্রিতে শীতবস্ত্র পরিধান না করাইয়া শয়ন দেন। রাত্রিতে তাঁহার প্রবল জ্বর হয়, তিনি জ্বরে কাঁপিতে থাকেন। তখন তাঁহার স্মরণ হইল তিনি ত ঠাকুরকে শীতবস্ত্র দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, বুঝিলেন তজ্জন্যই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন। ভক্তিরত্ন ঠাকুর অপরাধ ক্ষালনের জন্য তাঁহাকে এঁদো পুকুরে (কচুরিপানাযুক্ত পুকুরে) স্নান করিয়া পূজা করিতে নির্দ্দেশ দিলেন তিনি তদ্রূপই করিলেন, তাহার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের চাকুরী পাইয়া তিনি উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন ইং ১৯১৯ হইতে ১৯২৫ পর্য্যন্ত। ইং ১৯২৪ সনে জন্মাষ্টমী শুভ-বাসরে ১নং উল্টাডাঙ্গা রোডস্থ ভক্তিবিনোদ আসনে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নিকট হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 'শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী' নাম প্রাপ্ত হন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাঁপা-হাটীস্থিত শ্রীগৌরগদাধর মঠে প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস্ মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ তিনি 'পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ'-নামে খ্যাত হন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের প্রকটকালে বাংলা সাহিত্যে পারঙ্গতির জন্য তিনি প্রবন্ধলিখন ও পত্রিকা বিভাগের সেবায় নিয়ো-জিত হন। নির্ভুলভাবে বাংলাভাষায় লেখায় তাঁহার যোগ্যতা ছিল। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে প্রকাশিত 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' নামক দৈনিক সং-বাদ পত্রের প্রথম সংখ্যা হইতে ৩ বৎসর শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী এই নামে সম্পাদন এবং সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করেন। ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৯৪৯ সাল হইতে মাসিক গৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য তিনি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ব্রহ্মচারী অবস্থায় তাঁহার সহিত প্রচারে যাইয়া তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন ও হরিকথা শুনিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মসভায় তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন শ্রবণের অনেকেরই সৌভাগ্য হইয়াছিল। শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পরমপূজ্য-পাদ শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজকে পুরীতে রথযাত্রা-কালে একসময় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শ্রীগুণ্ডিচা

মন্দির পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রথযাত্রা প্রসঙ্গ ক্রমাগত একভাবে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীল মহারাজ যে সেবা করিতেন, অতীব নিষ্ঠার সহিত করিতেন। শ্রীবিগ্রহার্চ্চনে তাঁহার স্বাভাবিক নিষ্ঠা থাকায় তিনি স্বতঃপ্রণোদিত-ভাবে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরের অর্চ্চন সেবাও করিয়া-ছিলেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রবন্ধাদি লিখার সময় শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজকে শ্রুতলিখনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ দ্রুতগতি লিখিতে পারি-তেন এবং নির্ভুল লিখিতেন। গ্রন্থ ও পত্রিকা লিখনে নিয়োজিত থাকায় তিনি বহু শাস্ত্রাধ্যয়নের সুযোগ পান। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেও তিনি অভিমানশূন্য ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (নোটিশ)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ৬ চৈত্র (১৪০৬), ২০ মার্চ্চ (২০০০) সোমবার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ঃ কার্য্য-তালিকা ঃ—

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠানের গতবৎসরের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসরের শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা সম্বন্ধে পরিচালক-সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৮-১৯৯৯ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তী ২০০০-২০০১ সালের জন্য হিসাব-পরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসরব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক-বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান।

(৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩০ জানুয়ারী, ২০০০

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন, অস্থায়ী যুগ্ম-সম্পাদক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. RN-5335/61
Regd. No. WB/RNP-355

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ

[১৪০৫ ফাল্গুন হইতে ১৪০৬ মাঘ পর্য্যন্ত]

] ১ম—১২শ সংখ্যা]

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫১৩

শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ঊনচত্বারিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
২। শরণাগতি
৩। কল্যাণকল্পতরু
৪। গীতাবলী
৫। গীতমালা
৬। জৈবধর্ম্ম
৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮। শ্রীহরিনাম চিন্তামণি
৯। শ্রীশ্রীভজনরহস্য
১০। মহাজন গীতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)
১১। শ্রীশিক্ষাষ্টক
১২। উপদেশামৃত
১৩। Sree Chaitanya Mahaprabhu His life & Precepts
১৪। ভক্ত ধ্রুব
১৫। বলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার
১৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
১৭। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর
১৮। গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস
১৯। শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম মাহাত্ম্য
২০। শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
২১। শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
২২। শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি
২৩। শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা
২৪। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
২৫। শ্রীচৈতন্যভাগবত
২৬। শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়
২৭। একাদশীমাহাত্ম্য
২৮। দশাবতার
২৯। শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত
৩০। শ্রীল গুরু মহারাজের জীবনী (১ম—৩য় ভাগ)
৩১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—(১ম স্কন্ধ—১০ম স্কন্ধ)
৩২। পৌরাণিক সংক্ষিপ্ত চরিতাবলী
৩৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্
৩৪। উপনিষদ্ তাৎপর্য্য
৩৫। বিলাপকুসুমাঞ্জলি
৩৬। শ্রীমুকুন্দমালাস্তোত্রম্
৩৭। আলবন্দার স্তোত্ররত্নম্
৩৮। শ্রীব্রহ্মসংহিতা
৩৯। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
৪০। সৎক্রিয়াসারদীপিকা
৪১। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম
৪২। শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা
৪৩। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব
৪৪। ভক্ত-ভগবানের কথা
৪৫। সংকীর্ত্তনমালা (১ম—২য় ভাগ)
৪৬। শ্রীযুগলনাম মাহাত্ম্য
৪৭। ভক্ত-ভাগবত
৪৮। The Vedanta
৪৯। The Bhagabat
৫০। Rai Ramananda
৫১। Vaishnavism
৫২। Sree Brahma-Samhita
৫৩। Saranagati
৫৪। Relative Worlds
৫৫। शिक्षाष्टक
৫৬। श्रीहरिनाम-संकीर्तन हि कलियुग धर्म्म
৫৭। श्रीनवद्वीप धाम-माहात्म्य
৫৮। अपराधशून्य भजनप्रणाली
৫৯। भजन-गीति
৬০। श्रीचैतन्यभागबत
৬১। शान्ति प्राप्ति का उपाय क्या है ?
৬২। परम तत्व-विचार
৬৩। सद्गुरु चरणाश्रय की प्रयोजनीयता
৬৪। साध्य-साधन-तत्व-बिचार
৬৫। मैं की हूँ ?
৬৬। श्रीगुरुतत्व और गुरुसेवा
৬৭। श्रीनाम, नामाभास और नामापराध विचार

Regd. No. WB/SC-258

From

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

Name & Address

To

....

....

....

....

Pin..................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ২৪.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬৪-০৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬